

৩৩৪
~~৩৩৪~~ ৪৬

সংখ্যা, ২-৪, ২৩৪৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ষট্চত্বারিংশ ভাগ)

46

C012-1401965-46-P30707

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

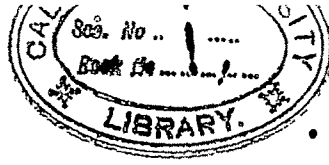


756'1
'025 B

বঙ্গাব্দ (১৩৪৬) ~~১৩৪৬~~

P.30707

কলিকাতা, ২৪৩১, আপার সাকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির
ইহতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।



বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
খৃস্ট-কৃত 'দেবলরাণী- খিজিব খা' কাব্য	শ্রীকালিকারঞ্জন কাছুনগো, এম্-এ, পিএইচ-ডি	২৫১
বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমগ্রা	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১
শাস্ত্রের অর্থভেদ'	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট	৪৮
ই-চিত্রে বাঙালী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪২
তর্কবাগীশ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭২
ম দত্তের বামাংগ	শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ	৩৭
ধাতুর নূতন যৌগিক	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম্-এ, পিএইচ-ডি	৪১
গে জিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি	শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম্-এ, ডি-লিট	১০৪
ও বিভাপতির মিলন	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ	২০৩
য়ণ তর্কপঞ্চানন	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
চরিত্র	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	২২৬
খাপ্রাণালীর উদ্ভাবন	শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ডি-এসসি	২০৭
দীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ	২৬২
দী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল	৮১
নন্দিনী'তে ইতিহাস	শ্রীযত্ননাথ সরকার, এম্-এ, ডি-লিট	২৪০
আন্তোনিয়োর পুথিতে	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, পিএইচ-ডি	২২৪
অশোক-যুগের ভাষা	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম্-এ	২২
কাকুরের পাঁচালি	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম্-এ, ডি-লিট	১
শে জৈনধর্মের প্রারম্ভ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৭৮
মার্থে মতভেদ	শ্রীসজনীকান্ত দাস	৫৭, ১২৫, ২২৮, ৩০১
গদ্যের প্রথম যুগ (৫, ৬, ৭, ৮)	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	১৬১
বাদ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	৪, ১১৭, ১২৬, ২৮৭
কষ্টির কাল-নির্ণয়	শ্রীনির্মলকুমার বসু	২১
অন্তর		

প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পৃ
মহাভাবতের কয়েকটি টীকাকার •	শ্রীশুশীলকুমার দে, এম্-এ, ডি-লিট	...
মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ	শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, ডি-লিট	...
মুসলমান-সাহিত্যে ভাবতবাসীর দান শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান	শ্রীঅমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	...
সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ	শ্রীকালিকারঞ্জন কাম্বুনগো, এম্-এ, পিএইচ-ডি	...
সেকালের সংস্কৃত কলেজ—১	শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ, পিএইচ-ডি	২৮
হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৩, ...
	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...

চিত্র-সূচী

উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' (<i>Dialogues</i>)	
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি	...
উইলিয়ম কেরীর স্বহস্তলিখিত ভারতীয় তেরটি ভাষার শব্দকোষ	...
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	...
তেলকুপি গ্রামের মন্দিরের অন্তর	...
দশভুজা	...
(১৮২৪ সনে মুদ্রিত লাইন-এনগ্রেভিং হইতে)	...
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গবাজের কিছু পূর্বে অবস্থিত ভাঙা মন্দিরের অন্তর	...
মধুসূদন গুপ্ত	...
মোখলিঙ্গমের প্রধান মন্দির দ্বৈতরকোভিল	...
রাণীপুর ঝরিয়ালের একটি মন্দিরের অন্তর	...
রামবাম বহুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'	...
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি	...
সিংহনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহের উপরের দিকের দৃশ্য	...
সেকালের কাঠ-খোদাই চিত্র (১৭ খানি)	... ১৪

বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, ডি-লিট

জৈনসম্প্রদায়েব প্রাচীন নাম যে নিগ্র'হ, এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। নিগ্র'হ লিভাষায় 'নিগহ', 'নিগঠ' ইত্যাদিরূপে উল্লিখিত হয়েছে, সেই কারণে প্রাচীন পালি তে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'নিগহনাথপুত্র' বা 'নাথপুত্র'। 'নাথ' শব্দ সংস্কৃত 'জাত্রিক' শব্দ হতে উদ্ভূত। মহাবীর যে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মলেন, তার নাম ছিল জাত্রিক। মহাবীরের নিগহনাথপুত্র বা নিগ্র'হজাত্রিকপুত্র দেবাব কাবণ যে, তিনি ছিলেন জাত্রিককুলোদ্ভূত এবং নিগ্র'হসম্প্রদায়ভুক্ত। সম্প্রদায় মহাবীরের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অশোকের শিলালিপিতে নিগ্র'হসম্প্রদায়েব উল্লেখ আছে—“নিগংথেন্স পি মে কটে ধংমহামাতা) বিয়াপটা হোহংতি।” অশোকের ধর্মমহামাত্রেরা নিগ্র'হসম্প্রদায়ের ধর্মাব উপরও লক্ষ্য রাখতেন। উড়িষ্যাপ্রদেশে উদয়গিরি অঞ্চলে কলিঙ্গরাজ লব যে শিলালেখ পাওয়া যায়, সে লেখ অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। এই প্রারম্ভে অর্হং ও সিদ্ধদের নমস্কাব কবা হয়েছে। এই মঙ্গলাচরণ হ'তে অনুমান করা খাববেল ছিলেন জৈন বা নিগ্র'হ। লিপির মধ্যভাগে ত্রিবহু, অগ্রজিন প্রভৃতি কথার রয়েছে ব'লে সে কথা আরও নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ ছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত মথুরা অঞ্চলে জৈনসম্প্রদায়ের বহু শিলালিপি পাওয়া যায়, এই গায় জৈনসম্প্রদায়ের তৎকালীন বহু শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সে উল্লেখ সম্পষ্ট বুঝা যায় যে, জৈনসম্প্রদায় বহুদিন হ'তেই স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসাব লাভ

খাববেলের শিলালেখ ব্যতীত প্রাচ্যদেশে জৈনধর্মের প্রসার সম্বন্ধে অত্র কোন প্রাচীন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অথচ উড়িষ্যাপ্রদেশে জৈনধর্ম যে বঙ্গদেশ হ'তেই গিয়েছিল, মান করা অসম্ভব হবে না। পাহাড়পুরে নূতন আবিষ্কৃত শিলালিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম , এ শিলালিপি হতে বোঝা যায় যে, পাহাড়পুরের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল নিগ্র'হ-র। বঙ্গদেশে জৈনদেব অত্র কোন প্রাচীন শিলালিপি না পেলেও প্রাচীন জৈন-্য বহু প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, জৈনধর্ম বহু প্রাচীন কালেই সে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

আচার্য্যস্বত্র জৈনসাহিত্যেব একখানি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ। এ গ্রন্থেব অংশ যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেব পূর্বে বচিত হয়েছিল, তা অধ্যাপক জেকোবি বে করেই প্রমাণ করেছেন। এই গ্রন্থ হ'তে আমরা জানতে পারি যে, মহাবীর কেব লাভ করবার পূর্বে কিছু কাল নানা স্থানে পর্যটন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি দেশেব স্থবভূমি, লাট ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ কবেন। সে সব প্রদেশে অধিবাসীবা ছিল অত্যন্ত অন্ত্রমত, তাবা মহাবীরেব উপব ঢিল ছুঁড়েছিল, কুকুব লোঁ দিয়েছিল এবং নানা ভাবে অত্যাচার করেছিল। লাট যে প্রাচীন রাট প্রদেশ, ত কোন সন্দেহ নেই, স্থবভূমি অনেকেব মতে স্থূক্ষপ্রদেশ, বজ্জভূমি কোথায়, তা জানা না। এ হ'তে বোঝা যায় যে, মহাবীরেব সময় বঙ্গদেশেব পশ্চিমাঞ্চল ছিল অস্থতবাং সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম-প্রসাবেব কোন সম্ভাবনা ছিল না। জৈনসাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলেব উল্লেখ পাওয়া যায়, তাব কে সন্দেহই অঞ্চলেব কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।

কল্লস্বত্র জৈনসাহিত্যেব চতুর্থ ছেদস্বত্র 'আচারদশাঙ্গে'ব অষ্টম দশাঙ্গ। মতে কল্লস্বত্র ভদ্রবাহুর বচিত, ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেব সমসাময়িক, কাবণ, তাঁব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁকে অনুসরণ ক'বে দাক্ষিণাত্যে 'গিয়ে' তপস্কার দ্বারা দেহত্যাগ কবেন। কল্লস্বত্র তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগ হচ্ছে 'চরিত্র,' এ অংশকে মহাবীরেব সম্পূর্ণ জীবনচরিত বা মহাবীর-চরিত্র বলা চলে। 'খোবাবলী,' এ অংশে জৈনসম্প্রদায়েব প্রাচীন স্থবিবদেব জীবনী ও তাঁদেব নানা গণ ও শাখা উল্লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত গণ, শাখা ও গণধবদেব নাম বোঝা যায় যে, কল্লস্বত্রেব এ অংশ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেব পূর্বে বচিত হ'তে প। কল্লস্বত্রেব তৃতীয় অংশে 'সামাচারী' বা জৈন ভিক্ষুব আচারেব নিয়মাবলী উল্লিখিত

এই কল্লস্বত্রেব দ্বিতীয়াংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভদ্রবাহুর চাব জ ছিল, এই চাব জন শিষ্যেব মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন গোদাস। গোদাস এব ধাবার প্রবর্তন কবেন, এই ধারার নাম ছিল 'গোদাসগণ'। গোদাসগ চারটি শাখাব উদ্ভব হয়, এ চাবটি শাখাব নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধন দাসীখর্বটিকা। দাসীখর্বটি কোন স্থানেব নাম হ'লেও সে স্থান কোথায় ছিল, তা না। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কোটিবর্ষ যে উত্তববদেব দু'টি প্রধান স্থান ছিল, তা প্রাচীন হ'তেই জানা যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক হ'তেই পাও প্রথমতঃ বৌদ্ধ বিনয়পিটকে এবং দ্বিতীয়তঃ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত অশোকীয় ব্রাহ্মী অনুস্বপ লিপিতে লিখিত একখানি শিলালেখ। এ লিপি অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শ এ লিপিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্রনগর ব'লে উল্লিখিত হয়েছে। ভবহৃত স্তূপেব বেষ্ট সমস্ত ভিক্ষুদেব উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয় (পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়) ভিক্ষুব নামও পাও কোটিবর্ষ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের শিলালিপি ও তাম্রপটে উল্লিখিত হয়েছে।

নামক নগর কোটিবর্ষে অবস্থিত ছিল। প্রায় সকলের মতেই বাণপুত্র দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত বর্তমান বাণগড়। কোটিবর্ষ যে পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত স্থান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাম্রলিপি স্থপরিচিত। স্তববাং কল্পসূত্রের এই খোদাবলী হ'তে বোঝা যায় যে, ভদ্রবাহু শিষ্যেরা যে চাবটি ধাৰা ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে দুটি ছিল উত্তরবঙ্গে, অত্রটি ছিল নিম্নবঙ্গে, তাম্রলিপি অঞ্চলে। ভদ্রবাহু খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বর্তমান ছিলেন, স্তববাং বঙ্গদেশে জৈনধর্ম অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একপ অল্পমান করা অসঙ্গত নয়।)

এ অল্পমানের পক্ষে আব একটি প্রমাণের উল্লেখ করা চলে। সে প্রমাণ পাওয়া যায় দিব্যাবদান হ'তে। দিব্যাবদান বৌদ্ধ বিনয়গ্রন্থের অংশবিশেষ। এ গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। এ গ্রন্থের একটি অবদানে মৌর্যবংশীয় বাজা অশোকের ভ্রাতা বীতশোকের গল্প বর্ণিত হয়েছে। বীতশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ কববার পূর্বে এক সময়ে প্রত্যন্তজনপদে বসবাস কবছিলেন।

“তস্মিন্ চ সময়ে পুণ্ড্রবর্ধননগরে নিগ্রহ'উপাসকেন বুদ্ধপ্রতিমা নিগ্রহ'স্থ পাদয়োনিপতিতা চিত্রার্পিতা। উপাসকেনাশোকস্ত বাজো নিবেদিতং। ঐত্বা চ রাজাভিহিতং শীঘ্রমানীয়তাম্ তস্মোক্তং যোজনং যক্ষাঃ শৃণুস্তি অধো যোজনং নাগা যাবৎ তং তৎক্ষণেন যক্ষৈকপনীয়তাম্। দৃষ্ট্বা চ বাজা কথিতেনাভিহিতম্। পুণ্ড্রবর্ধনে সর্বে আজীবিকাঃ (= নিগ্রহ'স্থাঃ) প্রঘাতয়িতব্যঃ যাবদেকদিবসে অষ্টাদশসহস্রাণি আজীবিকানাং (= নিগ্রহ'স্থানাং) প্রঘাতিতানি।”

(শেষের দুটি বাক্যে যে ভুল ক'বে নিগ্রহ'স্থ স্থানে আজীবিক বলা হয়েছে, তা গল্পের পৌরোহিত্য হ'তে বোঝা যায়, গল্পটির প্রাচীন চীনা অনুবাদ হতেও তা স্পষ্ট ধরা যায়।)

পুণ্ড্রবর্ধন নগরে নিগ্রহ'-উপাসক এমন একটি পট্ট এঁকেছিল, যাতে দেখান হয়েছিল যে, বুদ্ধ নিগ্রহ'স্থে পদবন্দনা কবছেন। এ সংবাদ অশোককে দেওয়া হ'ল। অশোক অত্যন্ত কুপিত হয়ে নিগ্রহ'স্থদের হত্যা কববার জ্ঞাত যক্ষকে নিয়োজিত কবলেন। পুণ্ড্রবর্ধন নগরের সমস্ত নিগ্রহ'স্থকে হত্যা করা হ'ল (এবং এই সঙ্গে ভুল ক'বে বীতশোককেও হত্যা করা হ'ল, কারণ, তিনি সেই সময়ে না জেনে নিগ্রহ'স্থদের বাড়ীতে অবস্থান কবছিলেন)। এ হচ্ছে অশোকের প্রথম জীবনের কথা, তখন তিনি নিষ্ঠুরপ্রকৃতির ছিলেন, সেই কারণে তখন তাঁর নাম ছিল চণ্ডাশোক। যখন তাঁর শিলালেখ প্রচাৰিত হয়, তখন খুব সম্ভব তিনি ধর্মের জ্ঞাত হ'লে কাউকেই উৎপীড়ন করতেন না, এবং সেই সময়েই লিখেছিলেন—“নিগংথেষু পি মে কটে ”।

এ গল্প হ'তেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অশোকের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে নিগ্রহ'স্থসম্প্রদায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর-বঙ্গে সে সম্প্রদায়ের প্রভাব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মধ্যভাগ পর্যন্ত যে প্রবল ছিল, তাব প্রমাণ হিউয়ান সাংএর বিবরণী হ'তেই পাওয়া যায়। তাঁর সময়েও পুণ্ড্রবর্ধন নগরে নিগ্রহ'স্থদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে অনেক বেশী।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

২। কৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদিত হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি

পশ্চিমদেশেব বেদপাঠী পণ্ডিতদিগের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও ধৈর্যের তুলনা নাই। তাহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বেদের শব্দ নিকৃপণ কবিতেছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গুণ এই, ইহাতে সূক্ষ্ম কেশ দৃশ্য হয়। দোষ এই, স্থূল বস্তু দৃশ্য হয় না। আর এক দোষ, এই যন্ত্র সর্বদা প্রয়োগ করিতে থাকিলে চক্ষু নিকটদৃষ্টি হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেবা স্থির কবিলেন, বৈদিক সংস্কৃতি খ্রি-পূ ১৫০০ বৎসবেব অধিক পুৰাতন নয়। প্রোফেসর উইনটাবনিংস কদাচিৎ আরও সহস্র বর্ষ পূর্বে যাইতে পারেন। অতএব বেদগ্রন্থে যে কোন বিষয়েরই উল্লেখ থাকুক, উক্ত পরিধিব মধ্যে পড়িতেই হইবে।

কিন্তু তিলক ও প্রোফেসর জাকোবি ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ হইতে এমন কয়েকটা বিষয় দেখাইলেন, যাহার গ্রাষসঙ্গত ও সহজ অর্থ করিতে হইলে উক্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া বহুদূর পশ্চাতে যাইতে হয়। কিন্তু যখন খ্রি-পূ ১৫০০ বৎসরের সীমা নিশ্চিত, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেব মতে উক্ত প্রদর্শিত বিষয়েব অর্থ উক্ত সীমা অতিক্রম করিতে পাবে না। অগত্যা কেহ গোলে হবিবোল দিয়া প্রশ্নগুলি এড়াইয়া চলিয়াছেন, কেহ অ-যুক্ত ব্যাখ্যা কবিয়া আত্ম-প্রতারণা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বৈদিক কৃষ্টিব প্রত্যক্ষ ও অল্পমানসিক দুই একটা প্রমাণ দিতেছি। পাশ্চাত্য বেদপাঠী বিদ্বানগণেব ব্যাখ্যাব সমালোচনাও করিতেছি।

প্রোফেসর ম্যাকডোনেল ও কীথ লিখিয়াছেন, বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের স্থিতি-সম্বন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু সূর্যেব স্থিতি-জ্ঞান না থাকিত, অর্থাৎ কবে কোন নক্ষত্রে বা নক্ষত্রের নিকট সূর্য আছে, ইহা জানা না থাকিত, তাহা হইলে ঋষিগণ কি উপায়ে বৎসরের দিনসংখ্যা কবিয়াছিলেন, কি উপায়ে ঋতুযাগের ঋতুর আরম্ভ নির্ণয় করিতেন। চন্দ্র দ্বাৰা হইতে পারে না। সূর্য দ্বারা কিরূপে হইতে পারিত?

ঋগ্বেদে আছে (১০।৫১২), “সোমকে নক্ষত্রের ক্রোড়ে বাধা হইয়াছে।” ইহার অর্থ কি, চন্দ্র ও নক্ষত্রের যোগ, না আরও কিছু? বাক্যটি অল্পধাবন করিলে বুঝি, চন্দ্র

১) *Vedic Index, Nakshatra, Keith Cambridge History of India, Vol. I, p. 111—112.*

এক এক বাত্মিতে এক এক নক্ষত্রে থাকে। যজুর্বেদে নক্ষত্রের সহিত 'চন্দ্রের বিবাহ' কল্পিত হইয়াছে। অতএব চন্দ্র এক এক নক্ষত্র ভোগ করিয়া ২৭২৮ দিন পরে পুনর্ব্যব প্রথম নক্ষত্রে আসে। এই অর্থ স্পষ্ট অসিতেছে। অর্থাৎ চন্দ্রপথ প্রায় সমান সমান অন্তরে অবস্থিত ২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর্য জ্যোতির্বিৎ নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, কোনও বিদেশী ব নিকট হইতে উদ্ধাব করেন নাই। নানাবিধ প্রমাণ হইতে পাইয়াছি, খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে নক্ষত্র-চক্র নিমিত হইয়াছিল। ইহাব পূর্বে কতকগুলি নক্ষত্র জানা ছিল, কিন্তু শ্রেণী জানা ছিল না।

দেখা গেল, ঋগ্বেদে নক্ষত্র-চক্রের সূচনা আছে, যজুর্বেদে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বেদবিদ্বানেরা সোমকে নক্ষত্রের ক্রোড়ে দেখিলেন, কিন্তু এই বাক্যের ভাবার্থ করিলেন না। কাবণ, ঋগ্বেদে স্পষ্টবাক্যে নক্ষত্র-চক্রের উল্লেখ নাই। যাহাব উল্লেখ নাই, তাহাব অস্তিত্ব স্বীকার অযৌক্তিক বটে, অস্বীকারও অযৌক্তিক। সকল স্থলে একবিধ অনুমান চলিতে পারে না। অমুক বিষয়ের উল্লেখ নাই, কিন্তু তৎসম্পর্কিত বিষয়ের আছে। একপ দেখিলে অনুমানিত বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার কবিতো হইবে। যেমন, ঋগ্বেদে লবণের উল্লেখ নাই, কিন্তু মাংসভোজনের আছে। পঙ্কাব প্রদেশে লবণ দুর্লভও ছিল না। অতএব আর্যেরা লবণগ্রহণ কবিতেন, এই অর্থাপত্তি আসিতেছে। ঋগ্বেদে উত্তবাষণ ও দক্ষিণায়নের উল্লেখ আছে। শবৎ এক ঋতু আছে। শবৎ অর্থে বৎসরও আছে। এই কথেকটির ধোগে এই অনুমান হয়, ঋষিগণ উত্তবাষণ ও দক্ষিণায়ন, এই দুয়ের মধ্যবিন্দু জানিতেন, যেখানে সূর্য আসিলে শবৎ ঋতুর আবস্ত হইত। ঋগ্বেদে বসন্তও এক ঋতু। দ্বন্দ্ব বৃক্ষদ্বারা হউক, শৈলদ্বারা হউক, ক্ষিত্তিজে তিনটি চিহ্ন করিয়া বাসিতে বিশেষ বিদ্যাব প্রয়োজন হয় না। মধ্যবিন্দুই পূর্ববিন্দু। কেবল বিষুবৎ-দিনে পূর্ববিন্দুতে সূর্যের উদয় হয়। বিষুবৎ-দিন, বিষুব-পাত ইত্যাদি নাম না দেখিয়া পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা অনুমান কবিলেন, ঋগ্বেদের জ্যোতির্বিদেরা বিষয়টি জানিতেন না।

সূর্যের উদয়ে নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। সূর্য অমুক নক্ষত্রে আছে, ইহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু নিশ্চিত অনুমান করা যাইতে পারে। একটা সোজা উপায় সকলেই জানেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের সময়ে সূর্য অন্তর্গত হয়। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য বিপরীত দিকে, ১৮০° অংশ অন্তরে থাকে। যে নক্ষত্রে চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তাহার পশ্চিমে চতুর্দশ নক্ষত্রে সূর্য অবস্থ থাকে। যদি দেখি, চন্দ্র বোহিগী নক্ষত্রে আছে, আর যদি নক্ষত্রের পর্যায় জানা থাকে, তাহা হইলে বলিতে পারি, পূর্ণিমা ব সময়ে সূর্য কোন্ নক্ষত্রে আছে। নক্ষত্রের পর্যায় পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে এই,—

১। রুত্তিকা

৪। আর্দ্রা

২। বোহিগী

৫। পুনর্বসু

৩। মৃগশিরা

৬। পুষ্যা

৭। অশ্বেষা	১২। চিত্রা
৮। মঘা	১৩। স্বাতী
৯। পূর্বফল্গুনী	১৪। বিশাখা
১০। উত্তরফল্গুনী	১৫। অহরাদা
১১। হস্তা	১৬। জ্যেষ্ঠা

ইত্যাদি। বোহিগীব পশ্চিম দিকে চতুর্দশ নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা। অতএব সে সময় সূর্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল।

এইরূপ, ফল্গুনীনক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে সূর্য নিশ্চয়ই তাহার চতুর্দশ নক্ষত্র পশ্চিমে থাকে। যদি উত্তরাষাঢ় দিনে ফল্গুনীনক্ষত্রে পূর্ণিমা ঘটে, তাহা হইলে সূর্য ফল্গুনীনক্ষত্রে আসিলে দক্ষিণায়ন হয়। কারণ, উত্তরাষাঢ় ও দক্ষিণায়ন মধ্যে ১৮৫° অংশ অন্তর। আশ্চর্যের বিষয়, প্রোফেসর ম্যাকডোনেল ও কীথ সূর্যের নক্ষত্র-নির্ণয়েব এই সামান্য উপায় স্বরণ কবেন নাই। ইহার কাবণ এই মনে হয় যে, এই মথুর স্বীকার কবিলে তাহাঁদের অঙ্গীকৃত খ্রি-পূ ১৫০০ বৎসরের বহু পূর্বে বাইতে হয়। এখন আর্দ্রা নক্ষত্রে সূর্যের দক্ষিণায়ন হইতেছে। তৎকালে ফল্গুনীতে হইত। অখন এক এক নক্ষত্র পিছাইতে প্রায় সহস্র বৎসর লাগে। আর্দ্রা হইতে ফল্গুনী ষষ্ঠ নক্ষত্র। অতএব তদবধি ছয় সহস্র বর্ষ গত হইয়াছে। আমরা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে দোলোৎসব কবি, সেই প্রাচীন কালের স্মৃতি অনুসারে কবি। আমাদের বহু পূজার তিথি এইরূপ প্রাচীন স্মৃতির পালন।

কিন্তু আবও পূর্বকালে চন্দ্রপথ নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিভক্ত হয় নাই। তখন পূর্ণিমার নক্ষত্র দেখিয়া সূর্যের নক্ষত্র অনুমান হইতে পাবিত না। তখন অগ্র উপায় ছিল। আব, সেই উপায় চিবকাল চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন অগ্র অগ্র জাতিবাও সেই উপায়ে নক্ষত্রদ্বারা সূর্যের স্থান নির্ণয় করিত। সেই উপায়েব নাম নক্ষত্রের 'উদয়াস্তদর্শন'।

সূর্য আর নক্ষত্র একদা দৃশ্য হইতে পারে না বটে, কিন্তু সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে কোনও নক্ষত্রের উদয় দেখিলে বুঝি, সূর্য সে নক্ষত্রের নিকটে। ইহা যে সে লোক দেখিতে পারে। এক দিন অরুণোদয়ের পূর্বে বোহিগীকে উঠিতে দেখিলাম। দেখিতে না দেখিতে বোহিগী অদৃশ্য হইল। পরে সূর্যোদয় হইল। এই যে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে বোহিগীর উদয়, ইহার পাবিভাষিক নাম বোহিগীব 'উদয়'। এইরূপ অগ্র নক্ষত্রের উদয় বলিলে বুঝি, সে নক্ষত্র সূর্যের নিকটতম দৃশ্য। সূর্য অস্ত হইল, কিছু পরে সূর্যের নিকটস্থ একটা নক্ষত্রেরও অস্ত হইল। ইহার পাবিভাষিক নাম সে নক্ষত্রের 'অস্ত'। সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে তাহার পশ্চিমস্থিত নক্ষত্রের 'উদয়' হয়। সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পবে তাহার পূর্বস্থিত নক্ষত্রের অস্ত হয়। কিছু দিন উদয়াস্ত দেখিতে দেখিতে চক্ষু এমন শিক্ষিত হয় যে, দুই তিন মিনিটের অন্তর ধবিতে পারা যায়। অগ্র যে সময়ে যে ঘণ্টা মিনিটে বোহিগীর উদয় হইল, কল্যা প্রায় চারি মিনিট

পবে হইবে। এইরূপে বোহিগী হইতে সূর্য ৪ মিনিট ৪ মিনিট কবিয়া দূবে যাইতে থাকে। প্রথম যে দিন বোহিগীর উদয় হইয়াছিল, 'সেই দিন হইতে' গণিয়া গেলে ৩৬৫ দিন পরে পুনর্বার উদয় দেখা যায়। অবশ্য সে দিন সূর্য বোহিগীতে থাকে না। থাকে, বোহিগীব পূর্বস্থিত মৃগনক্ষত্রে। কিন্তু মৃগনক্ষত্রে, কি অত্র কোন্ নক্ষত্রে সূর্য আছে, তাহা জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। নক্ষত্রেব উদযাস্ত দেখিয়া বৎসরেব দিনসংখ্যা ও ঋতুব আবস্ত নিণীত হইত। এই উপায়েই আমি বৈদিক কৃষ্টিব বহু প্রাচীন কাল পাইয়াছি।

এই যে ক্রম, ইহা প্রয়োগেব নিমিত্ত নক্ষত্র-চক্রেব জ্ঞান কিয়া কোন কিছু জ্যোতিষ-জ্ঞানেব প্রয়োজন হয় না। পথেব পাশে মাইল-শিলা পোতা আছে। পথিক সে পথে যায়, আব কত মাইল গেল, তাহা অক্লেশে জানিতে পাবে। নক্ষত্র-চক্রেব নক্ষত্রও সেইরূপ মাইল-শিলা। কিন্তু যদি পথে মাইল-শিলা না থাকে, তাহা হইলে পথিক বলে, অমুক সময়ে অমুক বৃক্ষেব বা গ্রামের পাশ দিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় ক্রমটি এইরূপ।

দেশেব অক্ষাংশভেদে তাবার উদয়-দিনেব ভেদ হয়। বর্তমানে বাঁকুড়াব ২৩° অক্ষাংশে ১৯ জুন সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে বোহিগীব উদয় হয়। কিন্তু দিল্লীতে ২৮° অক্ষাংশে ১৮ জুন হয়। পূর্বকালে অনেক দিন পূর্বে হইত। যখন সূর্য বোহিগীব নিকটস্থ হয়, তখন বোহিগী অবশ্য অদৃশ্য থাকে। বৎসরেব প্রায় এক মাস অদৃশ্য থাকে। সাড়ে পাঁচ মাস পূর্বদিকে উঠে, আর সাড়ে পাঁচ মাস পশ্চিমে অস্ত যায়।

ইংরেজী পঞ্জিব বিশেষ গুণ এই, ইহাতে বিযুবদিন ও অয়নদিন স্থিৰ আছে। প্রতিবৎসব ২১ মার্চ বাসন্ত-বিযুব ও ২২ সেপ্টেম্বর শারদ-বিযুব হয়। বিযুব ও অয়নবিন্দু স্থিৰ ধবিলে নক্ষত্র আগাইয়া চলিয়াছে। খ্রি পূ ৩২০০ অব্দে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন বিন্দু ছিল, এখন প্রায় আড়াই মাস অগ্রগত হইয়াছে। সেকালে ফাল্গুনী বা দোলপূর্ণিমা ভিসম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হইত, এখন মার্চ মাসে হইতেছে।

নক্ষত্রেব 'উদয়' দেখিয়া কৃত্যদিননির্ণয়েব বিশদ দৃষ্টান্ত শতপথব্রাহ্মণে আছে।

আর্যেবা বিবাহেব পর যজ্ঞশালা নির্মাণ কবিতেন। ইহা একটা পশ্চিম-পূর্বে লম্বা ছ-চালা ঘর। মাঝের উচ্চ খুঁটির উপরে মূদনী ও উত্তব ও দক্ষিণস্থিত খুঁটির উপরে পাঁড দিয়া চালা নির্মিত হইত। মূদনীটি ঠিক পূর্বাভিমুখে বাখা হইত। এই কারণে এই যজ্ঞশালাব নাম 'প্রাগ্-বংশ' হইয়াছিল। প্রাগ্-বংশেব পূর্বদিকে ত্রিপদ দূবে বেদি নির্মিত হইত। যজ্ঞশালা ও অগ্নিকুণ্ড নির্মিত হইল, এখন অগ্নির আধান অর্থাৎ উৎপাদন ও স্থাপন করিতে হইবে। সে কোন্ দিনে? শতপথব্রাহ্মণ (৩২।১।২) বলিতেছেন,২

তিনি কৃত্তিকার অগ্নিধ্বজ (আইবনীর ও গার্হপত্য) আধান করিবেন। কেন না, (১) এই যে কৃত্তিকা, ইহাই অগ্নিব নক্ষত্র। (২) অগ্নি নক্ষত্র একটি, দুইটি, তিনটি বা চারটি (তারালইয়া), আব এই যে কৃত্তিকা, ইহা বহুতম (ইহাতে ছয়টি তাবা আছে)। অতএব তিনি কৃত্তিকায় আধান কবিবেন। (৩) কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না, অপব সকল নক্ষত্র পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয়। ইহাতে তাহার অগ্নিধ্বজ পূর্বদিকে আহিত হয়।

এইরূপ পরে পরে অপর নক্ষত্রের নাম করা হইয়াছে। এখানে সমুদয় বিচারে না গিয়া কোন্ কোন্ নক্ষত্রে আধান বিহিত ছিল, কেবল তাহাব উল্লেখ করিতেছি।

“তিনি বোহিগীতে অগ্নিধ্বজ আধান করিবেন। তিনি মৃগশিরায আধান কবিবেন।

- তিনি পুনর্বস্বত্রে পুনবাধেয় আধান কবিবেন। তিনি পূর্বফল্গুনীতে, উত্তরফল্গুনীতে আধান করিবেন। তিনি হস্তায় আধান কবিবেন। তিনি চিত্রায় আধান করিবেন।

এইখানেই শেষ।

পুনর্বস্বতে দুইটি তাবা আছে। এই কারণে ‘পুনর্বস্বত্রে’। এই নক্ষত্রে পুনবাধেয় অগ্নিব আধানের ব্যবস্থা। ইহাব অর্থ এই, অগ্নি আধান করিবাব পব যদি এক বৎসরের মধ্যে আধানকারীব অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই দুই অগ্নি পরিত্যাগ কবিয়া নূতন অগ্নি আধান কবিত্তে হয়। এই আধানের নাম পুনরাধেয়।

আধানের আটটি নক্ষত্র পাইলাম। কিন্তু কোন্ কোন্ দিন? “কৃত্তিকায় আধান কবিবেন।” ‘কৃত্তিকায়’ ইহার অর্থ কি? যে বাত্রে কৃত্তিকায় চন্দ্র দেখা যায়, তার পরদিন? চন্দ্র প্রতীমাসে কৃত্তিকায় আসে, মাসে মাসে এই আট নক্ষত্র ভোগ করে। তবে কি বৎসরে আধানের শুভদিন $৮ \times ১২ = ৯৬$ টি? পুণ্যদিন এত অধিক হয় না। বিশেষতঃ পুনরাধেয় দিন বৎসরে একটি। ইহাতে অনুমান হয়, বৎসরে আধানের দিন সাতটি। অতএব চন্দ্র ত্যাগ কবিত্তে হইতেছে।

কিন্তু কৃত্তিকা ও সূর্য, রোহিণী ও সূর্য ইত্যাদিও একদা দৃশ্য নয়। অতএব সে অর্থও ত্যাগ করিতে হইতেছে। থাকে কৃত্তিকার উদয়, রোহিণীব উদয় ইত্যাদি। এই উদয় বৎসরে এক দিন, আটটি নক্ষত্রের আট দিন। যে উষার পূর্বে কৃত্তিকাব উদয় হইল, সে উষার অন্তে সূর্যোদয়ের পরেই অগ্নির আধান বিহিত ছিল। ঋগ্বেদে উষার বহু স্তুতি আছে। সে সব শুভদিনেব উষার। বলা বাহুল্য, নক্ষত্রগুলি দৃশ্য তাবা ও তারালসমষ্টি। নচেৎ কৃত্তিকায় বহুতারা, এ বিশেষণ থাকিত না।

এই ব্যাখ্যার সমর্থক আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে (২।১।২।১৮) লিখিত আছে, “সূর্য উদিত হইতে হইতেই নক্ষত্রসমূহেব তেজ ও বীৰ্য গ্রহণ করে।” পুনশ্চ, “সূর্য যখন উদিত হয়, তখন আধান করিবেন। নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকিতে আধান কবিবেন না।” এখানে প্রকারান্তরে নক্ষত্রের উদয় বলা হইয়াছে। অতএব যে দিন প্রত্যুষে কৃত্তিকাব উদয় হইবে, সেই দিন সূর্যোদয়ের পরেই অগ্নির আধান করিবেন। এইরূপ বোহিগীব উদয়দিন, মৃগশিরার উদয়দিন, ইত্যাদি বৎসরের আটটি দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

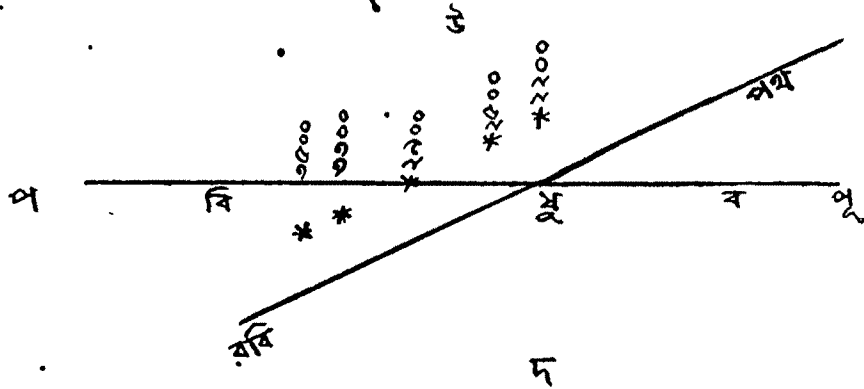
এই অর্থের আরও সমর্থক বাক্য আছে। কৃষ্ণ ও শুক্রযজুর্বেদে ও তাহাদের ব্রাহ্মণে —তৈত্তিরীয় (১।৫।২) ও শতপথে (২।১।৩) —“বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন ঋতু দেবগণ। শরৎ, হেমন্ত ও শিশির, এই তিন ঋতু পিতৃগণ। যখন সূর্য উত্তর দিকে আবর্তন করে, তখন দেবগণের নিকট অবস্থিত হয়। আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয়।” ইহাব অর্থ এই, বাসন্তবিষুব হইতে শারদবিষুব পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণ আবর্তন। অর্থাৎ সূর্য যে ছয় মাস বিষুববৃত্তের উত্তরে থাকে, সে ছয় মাস শুভ, এবং যে ছয় মাস দক্ষিণে থাকে, সে ছয় মাস অশুভ।

তৈত্তিরীয় ও শতপথ পুনশ্চ বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে এবং বৈশ্য বর্ষায়।” অতএব উক্ত আটটি শুভদিন বাসন্তবিষুব (২১ মার্চ) হইতে শারদবিষুব (২২ সেপ্টেম্বর) মধ্যে পড়িত। অতএব চন্দ্র-নক্ষত্র পরিত্যাজ্য। নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া অগ্নিব আধান করা হইত। এখানে নক্ষত্রের সহিত সূর্যস্থিতির সম্বন্ধ স্পষ্ট।

এই বিধান কোন্ কালের স্থিতি, তাহা নির্ণয়ের উপায় আছে। শতপথব্রাহ্মণের উক্তি, “কৃত্তিকাই পূর্বদিক হইতে চ্যাত হয় না, অগ্রাশ্ব সর্ব নক্ষত্র পূর্বদিক হইতে চ্যাত হয়।” মূলে আছে, “এতা হ বৈ প্রাট্যে দিশো ন চ্যবন্তে সর্বাণি হ বা অগ্নানি নক্ষত্রাণি প্রাট্যে দিশশ্যবন্তে।” ইহার অর্থ বুঝিলে সে উপায়টি পাওয়া যাইবে।

শুভ আকাশে পূর্বদিক চিহ্নিত করা যাইতে পাবে না, কোন্ নক্ষত্র সে দিকেই থাকে, কোন্টা তাহার উত্তরে, কোন্টা দক্ষিণে আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ভূমিতে পূর্বপশ্চিম বেধা কবিয়া সে রেখার দূরে দূরে দুইটা খুঁটি কিম্বা গোঁজ পুতিলে পূর্বপশ্চিম দিক চিহ্নিত হয়। প্রাগ্বংশ-নির্মাণের পূর্বে ভূমিতে এই রেখা অঙ্কিত কবিতে হইত। সে বেধায় মাঝের দুইটা উচ্চ খুঁটি পোতা হইত। সে বেধা পূর্বদিকে বাড়াইয়া বেদিতে যজ্ঞশালাব ত্রিপদক্ষেপ দূরে একটা গোঁজ, ষট্‌ত্রিংশ পদক্ষেপ দূরে আব একটা গোঁজ পোতা হইত। শতপথে (৩।৫।১) এই বিধি বর্ণিত আছে। এখন পশ্চিমের গোঁজের পশ্চাতে বসিয়া পূর্বের গোঁজে দৃষ্টি রাখিলে ক্ষিত্জের ও আকাশের পূর্ববিন্দু পাওয়া যায়। সারাবাত্রি দেখিতে থাকিলে কোন্ নক্ষত্র পূর্বদিকে উঠে, কোন্ নক্ষত্র উঠে না, তাহা অক্লেশে বলিতে পাওয়া যায়। শতপথ বলিতেছেন, কৃত্তিকাই পূর্বদিক হইতে উঠে, অগ্রাশ্ব নক্ষত্রের কোনটা সে দিকের উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে উঠে। কি উপায়ে পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ দিক নিরূপিত হইত, তাহা এক্ষণে চিন্তনীয় নয়।

বর্তমানে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুব ২৪° অংশ উত্তরে উঠে। কোন্ কালে পূর্ববিন্দুতে উঠিতে দেখা যাইত? আকাশের বিষুববৃত্ত (equator) যে বিন্দুতে ক্ষিত্জের (horizon) লগ্ন হয়, সে বিন্দুই পূর্ববিন্দু। অতএব প্রশ্নটি এই, কোন্ কালে কৃত্তিকা বিষুববেধায় আসিয়াছিল? গণিত দ্বারা জানিতেছি, খ্রি-পূ ২৯০০ অব্দে। চিত্র দেখিলে গণিতবিষয়টি স্ববোধ্য হইবে। চিত্রে বিষুব বিষুববেধা, প পশ্চিম, পূ পূর্বদিক। যুববিপথ ও বিষুবরেখার সম্পাত।



এই বিন্দু স্থির আছে, কৃত্তিকা শঠনঃ শঠনঃ পূর্বদিকে যাইতেছিল। খ্রি-পূ ২৯০০ অব্দে বিষুববেলায় আসিয়াছিল। ইহাব পূর্বে প্রায় তিন শত বৎসর দক্ষিণে ২° অংশেব মধ্যে ছিল, এবং পবে তিন শত বৎসর উত্তরে ২° অংশেব মধ্যে ছিল। তখনও কৃত্তিকা যু বিষুবপাত (equinox) হইতে দুবে ছিল।

পূর্ববিন্দু নির্ণয় করিতে ২° অংশ ভুল হইলেও খ্রি-পূ ৩৩০০ চইতে ২৫০০ অব্দ আসিবে। (চাবিটি সূর্যবিশ্ব পাশে পাশে থাকিলে ২° অংশ হইবে।) অতএব প্রায় সাত আট শত বৎসব, প্রতি বৎসবে সাড়ে পাঁচ মাস, প্রতি বাত্রে কৃত্তিকাকে পূর্ববিন্দুতে উঠিতে দেখা যাইত। নক্ষত্রদর্শক কৃত্তিকার এই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অসামান্য কিছুই কবেন নাই। যে কালে নক্ষত্রচক্র কল্লিত হইয়াছিল, সে খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে প্রত্যেক নক্ষত্র পুনঃপুনঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, কাবণ, এক দিনে কিম্বা এক বৎসবে ২৮টি নক্ষত্র নিরূপিত হইতে পারে নাই। সে সময়ে কৃত্তিকাব পূর্বদিকে স্থিতি লক্ষ্য হইয়া থাকিবে।

উপবে পাইলাম, খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দে কৃত্তিকা পূর্বদিক হইতে চ্যুত হইত না। তৎকালে বৎসরের কোন কোন দিন অগ্নিব আধান বিহিত হইয়াছিল? এখন ২৮° অক্ষাংশে (যেমন দিল্লীতে) ৩ জুন কৃত্তিকাব 'উদয়' হয়। সেদিন ভোব ৪টায় কৃত্তিকার উদয় হয়, ৫টায় সূর্যেব হয়। খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দে ২৬ মার্চ হইত। বোহিগীব উদয় ২১ এপ্রিল হইত। অল্প কয়েকটি নক্ষত্র এই দিনেব পবে পবে হইত। চিত্রা শেষেব শুভ নক্ষত্র। ইহাব উদয় ২১ আগষ্ট হইত।

এই গণিত দ্বারা জানিতেছি, কৃত্তিকাব উদয় ২৬ মার্চ হইত। ২১ মার্চ বাসন্তবিষুব-দিন। অর্থাৎ বিষুবদিনের পাঁচ দিন পরে। আমরা উদয় দর্শনেব দেশ জানি না। আমাদের গণিতেও দুই এক দিনেব ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে কালের কথা হইতেছে, সে কালে কৃত্তিকাব বাসন্তবিষুবপাত হইত না। আরও পাইতেছি, উক্ত আটটি শুভদিন বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন দেবঋতুর মধ্যেই পড়িত। অতএব আমাদের ব্যাখ্যায় ও কালনির্ণয়ে ভুল নাই।

‘কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না,’ শতপথব্রাহ্মণেব এই বাক্যটি প্রথমে শঙ্কর-বালকৃষ্ণ-দীক্ষিত দেখাইয়াছিলেন। তদনন্তর তিলক ও জাকোবি দীক্ষিত-মহাশয়ের ব্যাখ্যায় সমর্থন করেন। ব্রাহ্মণেব বাক্যে বর্তমান কালের প্রয়োগ আছে। ‘কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না।’ ইহা দেখিয়া তিনজনেই ও অপর সকলেই মনে কবিধাছিলেন, খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দ শতপথব্রাহ্মণ-বচনাব কাল। এটি ভুল। কারণ, শতপথব্রাহ্মণ শুক্লযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ। অতএব এই বেদের পরে প্রণীত হইয়াছিল। কৃষ্ণযজুর্বেদ খ্রি-পূ ২৪৪২ অব্দে রচিত হইয়াছিল। শুক্লযজুর্বেদও তৎকালেব। অতএব শতপথব্রাহ্মণ এই কালের পবে প্রণীত। বস্তুতঃ অল্প প্রমাণে পাই, সহস্র বর্ষ পবে প্রণীত হইয়াছিল।

শতপথব্রাহ্মণে পূর্বস্বত্তি অনুসাবে অগ্নির আধানেব ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ বচনাব কালে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুতে উদয় হইত না। তখন অশ্বিনী পূর্ববিন্দুতে উদয় হইত। কিন্তু অশ্বিনীতে অগ্নি-আধানেব ব্যবস্থা ছিল না। শতপথব্রাহ্মণ প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াছেন। আমরাও প্রাচীন স্মৃতি মানিয়া চলিতেছি।

এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা শুনা যাউক। প্রোফেসর ম্যাকডোনেল ও কীথ লিখিয়াছেন,^৩ “শতপথব্রাহ্মণেব উক্তিটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালনির্ণয়ে পর্যাপ্ত নয়। কাবণ, বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যে এইরূপ বচন আছে, বাব্থ সাহেব তাহা হইতে খ্রি-পর ষষ্ঠ শতাব্দ পাইয়াছেন।” প্রোফেসর কীথ লিখিলেন,^৪ “নক্ষত্রের সহিত সূর্যকে যুক্ত করিবাব কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। শতপথব্রাহ্মণের উক্তি অগ্রাহ্য। যেহেতু শতপথব্রাহ্মণে বিজ্ঞান-সম্মত নক্ষত্রদর্শনক্ষমতার অভাব দেখা যায়। পবন্ত নক্ষত্র-চক্র বিদেশাগত বোধ হয়।” অর্থাৎ এই পণ্ডিতের বিচাবে পূর্বদিকে কৃত্তিকাব স্থিতি হইলে নক্ষত্রটি বিষুবপাতে ছিল, আব বিষুবপাতে কৃত্তিকা থাকিলে তদ্বারা সূর্যস্থিতি জ্ঞাপিত হইত। যখন এই জ্ঞান ছিল না, তখন কৃত্তিকাও পূর্বদিকে ছিল না। অতএব শতপথব্রাহ্মণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পূর্ববিন্দু নির্ণয় কবিতো পারিতেন না। কৃত্তিকাই পবের দ্রব্য, তাহার আবার পূর্বদিক্। দুইটি ভ্রমের এমন অপূর্ব-সংযোগ কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাহাঁরা ভাবিলেন না, যদি বাব্থ সাহেব খ্রি-পর ষষ্ঠ শতাব্দ পাইয়া থাকেন, সেটা কিছুতে সম্ভবপর নয়, তাহার ব্যাখ্যা অপব্যখ্যা। প্রোফেসর উইন্টারনিস্ শতপথের উক্তিটি বুঝিতে চেষ্টা কবিয়াছেন, কিন্তু এক বুঝিতে আর বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,^৫ “বৈদিক গ্রন্থে বিষুবের কোন উল্লেখ নাই। নক্ষত্র ও সূর্যের স্থিতি সম্বন্ধেব কোন উল্লেখ নাই। পূর্বদিক্ অর্থে ঠিক পূর্ববিন্দু নয়, কারণ, সে অর্থ কবিলে বাসন্ত্যবিষুবের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। বাক্যটির ব্যাখ্যা এই মনে হয় যে,

৩) *Vedic Index*

৪) *Cambridge History of India*, Vol. I, p. 148.

৫) *Winternitz · History of Indian Literature*, Vol. I, p. 298.

কৃত্তিকাতাপুঞ্জ পূর্বপ্রদেশে ('eastern region') প্রত্যেক রাত্রে কয়েক ঘণ্টা দৃষ্ট হইত। খ্রি-পূ ১১০০ অব্দের কালে এইরূপ হইত।”

বিদ্বানের এমন বিষয় ভ্রম হইতে পারে, তাহাব এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হইত না। প্রশ্নটা কি, কিরূপে তাহার উত্তর আসিতে পাবে, তাহাবা সে দিক্‌ মাডাইলেন না। অগ্নির আধানের দিন-নির্ণয় কবিত্তে হইবে, ইহা মূল প্রশ্ন। ‘কৃত্তিকা পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হয় না,’ ইহা কৃত্তিকাব বিশেষণ। মূল প্রশ্নেব সহিত বিষুবের কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ চিত্রে দেখা গিয়াছে, কৃত্তিকা বিষুব-বিন্দুতে ছিল না, ইহাব পশ্চিমে ছিল। বিষুব-পাতে নয়, বিষুবরেখায় আসিয়াছিল। কৃত্তিকা বেবিলন হইতে আসুক, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। আবও আশ্চর্যের বিষয়, প্রোফেসর উইনটারনিংস মনে কবিষাছেন, আকাশে পূর্বদিকে কৃত্তিকা দেখিয়া যজ্ঞশালার প্রাগ্‌বংশ স্থাপিত হইত।

বস্তুতঃ শতপথব্রাহ্মণের দ্বাবা তাহাব তিনটি উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। নক্ষত্রের দ্বাবা সূর্যের অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, ববিপথ দুই বিষুব-বিন্দুতে উত্তরদক্ষিণে বিভক্ত হইয়াছে। বিষুববিন্দুব জ্ঞানের কোন প্রয়োজনও ছিল না, কেবল পূর্ববিন্দুটি জানা আবশ্যক ছিল। আব ক্ষিত্তিজে সে বিন্দু জানা না থাকিলে ‘কৃত্তিকাই পূর্বদিক্‌ হইতে চ্যুত হয় না,’ এই বাক্য উক্ত হইতে পাবিত কি? বাস্তবিক এই সকল তর্ক সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। যজ্ঞশালা নির্মিত হইয়াছে। আব কে বা রাত্রিকালে তারা দেখিয়া পূর্বপশ্চিমবেধা অঙ্কিত কবিবে? সে তাবা যে পূর্বদিকে আছে, তাহা বলিবাব পূর্বে পূর্বদিক্‌জ্ঞান অবশ্য চাই। যদি সে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ নিবোধ তাবা দেখিয়া পূর্বদিক্‌ আবাব নির্ণয় কবিবে?

প্রোফেসর উইনটারনিংস বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের (২৫।৫) উপর নির্ভর কবিষা যজ্ঞশালা-নির্মাণের নিমিত্ত পূর্বদিক্‌ নির্ণয় মনে কবিষাছেন। কিন্তু সে বচনে কৃত্তিকা ব্যতীত শ্রবণা এবং চিত্রা ও স্বাতীৰ অন্তর উল্লিখিত আছে। যদি ‘অন্তর’ অর্থে চিত্রা ও স্বাতীৰ যোগরেখাব মধ্যবিন্দু বুঝিতে হয়, তাহা হইলে উক্তিটি অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাবণ, সে বিন্দু দৃশ্য নয়, কাল্পনিক।

এই সকল পণ্ডিত ভুলিষাছেন, শতপথব্রাহ্মণে অগ্নি-আধানের দিননির্ণয়ের কথা, বৌধায়নে যজ্ঞশালা-নির্মাণের দিননির্ণয়ের কথা। শতপথে ও বৌধায়নে কৃত্তিকাব বিশেষণটি আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন।

শতপথের উক্তি যে ভাবে ব্যাখ্যা কবিষাছি, বৌধায়নের ব্যাখ্যাও সেই ভাবে সহজে কবিত্তে পাবা যায়। ইনি বলিতেছেন, প্রথমে যজ্ঞশালার ভূমি পরীক্ষা কবিবে। তাব পর প্রশ্ন আসে, কোন্‌ দিন যজ্ঞশালা-নির্মাণ প্রশস্ত। বৌধায়ন তিন মতে তিনটি দিন নির্দিষ্ট কবিষাছেন। (১) কৃত্তিকা দ্বাবা, (২) শ্রবণা দ্বাবা, (৩) চিত্রা ও স্বাতীৰ অন্তর দ্বাবা নির্ণয় কবিবে।

বৌধায়নেব নিবাস দক্ষিণাপথে ১৫° অক্ষাংশে ছিল ধবা যাউক, এবং মনে করি, তিনি খ্রি-পূ ১০০০ অব্দে সূত্র লিখিয়াছিলেন। গণিত দ্বারা পাইতেছি, ২১ ডিসেম্বর শ্রবণাব, ১৭ সেপ্টেম্বর চিত্রাব, আব ২৭ সেপ্টেম্বর স্বাতীৰ উদয় হইত। চিত্রা ও স্বাতীৰ উদয়-দিনেব মধ্যদিন ২২ সেপ্টেম্বর। এই সকল দিন হইতে বুধা যায়, যজ্ঞশালা-নির্মাণের নিমিত্ত বাসন্তবিশুব-দিন, উত্তবায়ণ-দিন আব শাবদ-বিশুবদিন, এই তিন দিন নির্দিষ্ট ছিল। শারদ-বিশুবদিন চিত্রা কিংবা স্বাতীৰ একটিব দ্বারা পাওয়া যাইত না। ঐ দুই তাবাব মধ্যবর্তী দিন ২২ সেপ্টেম্বর উদ্দিষ্ট ছিল। বোধ হয়, যজ্ঞশালা-নির্মাণে ববিব দক্ষিণায়ন-দিন বিহিত ছিল না। কারণ, দক্ষিণাপথে তখন বর্ষা পড়িয়াছে। কৃত্তিকা বহুকাল পূর্বে বাসন্তবিশুবদিনে উদয় হইত। সেই স্মৃতি ছিল। বোধ হয়, শতপথ হইতে কৃত্তিকাই পূর্বদিক হইতে চ্যুত হয় না, কৃত্তিকাব বিশেষরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃত্তিকাব উদয়দিন ত্যাগ কবিলে দেখা যাইতেছে, শাবদ-বিশুবদিন ও উত্তবায়ণ-দিন ঠিক পাওয়া যাইত। ইহাতে এই মনে হয়, বৌধায়ন-সূত্র দক্ষিণাপথে ও খ্রি-পূ ১০০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। পক্ষান্তবে মনে কবি, উত্তবাপথে ২৫° অক্ষাংশে ও খ্রি-পূ ৫০০ অব্দে বৌধায়ন ছিলেন। গণিতদ্বারা জানিতেছি, সেখানে ২৬ সেপ্টেম্বর চিত্রাব ও ২০ সেপ্টেম্বর স্বাতীৰ উদয় হইত। অর্থাৎ প্রথমে স্বাতীৰ, পবে চিত্রাব। ইহাতে ক্রমটি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। অতএব দক্ষিণাপথ ও খ্রি-পূ ১০০০ অব্দই ঠিক মনে হইতেছে।

শতপথব্রাহ্মণেব অগ্নি-আধানেব নক্ষত্রে বৈদিক কৃষ্টিব কালনির্ণয়ের আবও কয়েকটি মূল্যবান প্রমাণ আছে। বিস্তার করিতে গেলে অগ্ন্যগ্ন প্রমাণেব উল্লেখ আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব প্রমাণের ব্যাখ্যা না কবিয়া দুই একটি স্থূল বিষয় নির্দেশ করিতেছি।

প্রথম দ্রষ্টব্য, যে আটটি নক্ষত্রেব নাম কবা হইয়াছে, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, (আর্দ্রা), পুনর্বসু, (পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা), পূর্বফল্গুনী, উত্তবফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা, সেগুলি পবে পবে আটটি নয়। আর্দ্রা, পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘাব উল্লেখ নাই। পূর্বকালে আর্দ্রা নক্ষত্রেব নাম বাহু ছিল। ইহা মৃগ নক্ষত্রেব এক অঙ্গ বিবেচিত হইত। অতএব ইহা মৃগ নক্ষত্রেব অন্তর্গত ছিল, এই হেতু পৃথক্ নাম আসে নাই। কিন্তু পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা, এই তিন নক্ষত্রেব নাম নাই কেন? ইহার কারণ এই বোধ হয় যে, এই এই নক্ষত্রে যজ্ঞাগ্নি প্রজালিত করিবাব কোন স্মৃতি ছিল না। বস্তুতঃ নির্দিষ্ট আটটি নক্ষত্র সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মৃগ এবং চিত্রা সম্বন্ধে যে যে উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তদ্বা বা বহু পূর্বকালের স্মৃতি বক্ষিত হইয়াছে। এই অহুমানের সমর্থন উক্ত আটটি নক্ষত্রেব তালিকাতেই পাওয়া যায়। দেখা যায়, প্রথম চারিটি এককালে বাসন্ত-বিশুবদিনের নক্ষত্র ছিল। পবের চারিটি নক্ষত্র কৃত্তিকা ব্যতীত তৎতৎ কালের দক্ষিণায়নেব নক্ষত্র ছিল। যথা,—

বিষুব	দক্ষিণায়ন
কৃত্তিকা	মঘা (খ্রি-পূ ২৩০০)
বোহিগী	পূর্বফল্গুনী (খ্রি-পূ ৩২০০)
মৃগ	উত্তরফল্গুনী (খ্রি-পূ ৪০০০)
পুনর্বসু	{ হস্তা (খ্রি-পূ ৫৫০০)
	{ চিত্রা (খ্রি-পূ ৬৩০০)

(ঐ ঐ নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন কালের অঙ্ক) ।

যখন পূর্বফল্গুনীতে দক্ষিণায়ন হইত, তখন কৃত্তিকা বাসন্ত-বিষুববেধায় থাকিত না। তখন বোহিগী থাকিত। কৃত্তিকা যখন বাসন্ত-বিষুবে আসিয়াছিল, তখন মঘা দক্ষিণায়নের নক্ষত্র। অতএব মঘা দক্ষিণায়ন (খ্রি-পূ ২৩০০) হইবার পূর্বেই কৃত্তিকা যান্ত্রিক নক্ষত্র স্বীকৃত হইত। এই কাৰণে কৃত্তিকা অগ্নি নক্ষত্র বলা হইয়াছে। অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি। মঘার বহু পরে অশ্লেষা ও পুষ্যা দক্ষিণায়ন-নক্ষত্র হইয়াছিল। এই তিন নক্ষত্র ত্যাগ করাতে এই অনুমান হয়, যে যে যান্ত্রিক নক্ষত্রের স্মৃতি ছিল, কেবল সে সে নক্ষত্রের নাম কবা হইয়াছে। সে সে নক্ষত্র বাসন্ত-বিষুব ও দক্ষিণায়ন-দিনের নক্ষত্র হইতে পাবিত, অতঃকালের নক্ষত্র হইতে পাবিত না। অতএব উক্ত আটটি নক্ষত্র হইতে খ্রি-পূ ৬০০০ হইতে খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দের বৈদিক কৃষ্টিব কাল পাইতেছি। ঋগ্বেদে খ্রি-পূ ৬০০০ অব্দের পূর্বের স্মৃতিও আছে। কিন্তু ঋগ্বেদেই তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, শতপথও আসে নাই।

শেষোক্ত কাল তিন বিভিন্ন উপায়ে নির্ণীত হইল। (১) ইহা মঘা দক্ষিণায়নের পূর্বের ঘটনা, (২) ইহা সে সময়ের কথা, যে সময়ে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুতে উদিত হইত, (৩) সে সময়ের কথা, যে সময়ে বাসন্ত-বিষুবদিনের চাবি পাঁচ দিনের মধ্যেই কৃত্তিকা উদিত হইত।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এক জন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিক ছিলেন। আনুমানিক ১৮০৫ সনে কলিকাতার দক্ষিণে ২৪-পবগণাব অন্তর্গত মুচাদিপুৰ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্ববচিত একখানি পুস্তকেব শেষে সংক্ষেপে যে বংশ-পরিচয় সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এইরূপ :—

পূর্বে সার্বগণ বডিসাতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে বসতিস্থান দিয়া স্থাপিত কবেন। শ্রামসুন্দর বাচস্পতি নামে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীব এক ব্রাহ্মণ, তাঁহাদেব মধ্যে সকলেবই পূজনীয় ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, বামচন্দ্রের পুত্র হবিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্মশাস্ত্র ও পুৰাণশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন কবেন। হরিশ্চন্দ্রেব দ্বিতীয় পুত্র জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। ইনি বাল্যকালে পিতাব নিকটে ব্যাকরণ প্রভৃতি ও ধর্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন কবেন। পবে ‘প্রাণতোষণীলতা’-প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারেব নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র, শালিখানিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তেব নিকট গ্রায়শাস্ত্র, এবং গুজরদেশীয় পণ্ডিত নাথুবাম শাস্ত্রীব নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। জয়নারায়ণ পবে কলিকাতার বাজকীয় পাঠশালিবে দর্শনশাস্ত্রেব অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং নাবিকেলডাঙ্গায় লোহপথেব নিকটে বসতি স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা কবিতো থাকেন। জয়নারায়ণেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন তর্কবাগীশ শালিখাব একটি মঠে গ্রায়শাস্ত্র অধ্যাপন করাইতেন।—‘পদার্থতত্ত্বসাবঃ’।

স্বীয় অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তেব মৃত্যু হইলে (১৮৩১ সনে ?) জয়নারায়ণ শালিখায় চতুপ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায় অব্যাপনা কবিতো কবিতো তিনি হিন্দু-ল কমিটিব পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জজ-পণ্ডিত পদের প্রশংসাপত্র লাভ কবিয়াছিলেন। তিনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একই বৎসরে (১৮৩৯ সনে) এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাব পর-বৎসরে জয়নারায়ণ সংস্কৃত কলেজে গ্রায়শাস্ত্রেব অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা

১৮২৪ সনের জাহ্নবা মাসে কলিকাতা গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠাবস্ত হয়। এই সময় হইতে নিমাইচাঁদ শিবোমণি সংস্কৃত কলেজে গ্রায়শাস্ত্রেব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৬ বৎসব অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন গ্রায়শাস্ত্রাধ্যাপকেব পদপ্রার্থী হন। শিবোমণিৰ মৃত্যুব দুই দিন

পরে—১৪ই ফেব্রুয়ারি তাবিখে তিনি সংস্কৃত কলেজেব সেক্রেটারী নিকট যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত কবিতোহি :—

মহামহিম শ্রীযুক্ত কাপ্তেন মার্শল সাহেব সংস্কৃত পাঠশালাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীজয়নাবায়ণতর্কপঞ্চাননস্যাবেদনমিদং গত ১২ ফেব্রুওরি বুধবার উক্ত পাঠশালায়
শ্রায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীমাইচন্দ্র শিবোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়েব লোকান্তবপ্রাপ্তি হইয়াছে এইক্ষণে
আমি ঐ কর্মের প্রার্থনা কবি অতএব মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমাব এই আবেদন কমিটিব
গোচর কবাইতে আজ্ঞা হয়—

আমি শ্রায়শাস্ত্র বহুদিবসাবধি অনেক ছাত্র লইয়া ক্রমিক অধ্যাপনা কবিতোহি এবং
পাঠশালায় ব্যবহার্য ব্যাকরণকাব্যালঙ্কারাদিশাস্ত্র প্রায় তাবৎ অধ্যয়ন করাইতে সমর্থ কদাচিত্
বদি অন্য কোন পণ্ডিত পাঠশালায় অনুপস্থিত হইলেন তদা তৎকার্য আমাইহাতে নির্বাহ
হইতে পারিবেক বিশেষত আমি লা কমিটিব সার্টিফিকেট ও অন্যান্য অনেক খ্যাতিপন্ন
পণ্ডিতবদিগেব প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উক্ত ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক জীবদ্দশায় আমাকে
স্বীয়কর্মপ্রতিনিধি দিতে মহাশয়সমীপে আবেদন কবেন্ তাহাতে কমিটিব পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা
হয় আমিও তদনুসারে অল্প কতিপয় পণ্ডিতের সহিত ২ নবম্বরে পরীক্ষা দিয়াছি কিন্তু ঐ পরীক্ষা-
কালে পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বামকমল সেন মহাশয় আমাব অত্যন্ত প্রতিকূলচরণপূর্বক প্রায় দুই
ঘণ্টা সময় নষ্ট কবিয়াছেন তাহা মহাশয় স্বয়ং এবং অন্যান্য যাহারা তথা উপস্থিত ছিলেন
তাঁহাবা সকলেই বিলক্ষণ বিদিত আছেন উক্ত বাবু পরীক্ষাকালে তাদৃশ ব্যাঘাত না জন্মাইলে
যেদ্রুপ উত্তর লিখিয়াছি তদপেক্ষা উত্তমোত্তর লিখিতে পাবিতাম ইহাতে সন্দেহ নাই সে
যাহা হউক এইক্ষণে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেও যে তিনি আমার পক্ষে যথার্থ বিবেচনা কবিবেন
তাহা পরীক্ষাকালেব ব্যবহার দ্বাবা বোধ হয় না আবো শ্রবণ কবিতোহি অশ্বংসহিতপরীক্ষিত
জনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতকে ঐ কর্মে নিযুক্ত কবিতো তাঁহাব ইচ্ছা আছে ইহাতে আমাব
বক্তব্য এই যে উক্ত পণ্ডিতেব ও আমাব উত্তরপত্রের সংস্কৃত রচনাব শুদ্ধাশুদ্ধি ও প্রশ্নানুযায়ি
উত্তরেব যথার্থ্যাব্যর্থ্য বিষয় উত্তম পণ্ডিত দ্বারা বিবেচনা করেন্ উক্ত বাবুব সম্মত ঐ
হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ জানেন্ না এবং কাব্যাদিশাস্ত্রাবিজ্ঞ ও অল্পবয়স্ক ও কদাচ
অধ্যাপনা কবেন্ নাই আত্মবোধ হইতে পববোধনা স্মৃতিনা এবং বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণকে
তদৈশীয়াদ্যাপকেব ন্যায় বিদেশীয়াব্যবসায়ি অবহুদর্শি পণ্ডিতেব শ্রুশিক্ষা কদাচ সম্ভবে না তাহা
ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই সপ্রমাণ হইবেক অতএব প্রার্থনা এই যে এ বিষয় মহাশয়
কমিটিতে জানাইয়া যথার্থ বিবেচনা দ্বাবা যাহার প্রাপ্য হয় তাহাকে দেন্ আমি আরও
নিবেদন কবিতোহি যে কমিটি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক উক্ত কর্মে নিযুক্ত কবিলে আমি ছাত্রগণকে
বিলক্ষণ মনোযোগপূর্বক পাঠনা ও উত্তমরূপে প্রশ্নোত্তর শিক্ষাদায়ী শ্রীযুক্তবদিগেব পবিতোষ
সম্পাদন কবিবো ইহাতে কোনোপ্রকারে ঐদাস্ত হইবে না ইতি ।

পববস্ত্রী আগষ্ট মাসেব ১১ই তাবিখ হইতে তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০ বেতনে সংস্কৃত
কলেজে শ্রায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । তাঁহার নিয়োগেব পূর্বে সর্বানন্দ শ্রায়বাগীশ
কিছু দিন অস্থায়িতাবে অধ্যাপনা কবিয়াছিলেন ।



জয়নাবায়ণের নিকট যে-সকল ছাত্র সংস্কৃত কলেজে গ্রাযশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইহাদের এক জন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপর জন মহেশচন্দ্র গ্রায়রত্ন, উভয়েই জয়নাবায়ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। জয়নাবায়ণ তৎসম্পাদিত ‘শঙ্করবিজয়’ গ্রন্থে ইহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়নাবায়ণ ৩০ বৎসর সংস্কৃত কলেজে গ্রাযদর্শনের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের কিছু দিন পূর্বে হইতেই শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ছুটি লইয়া তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ২৪ জুলাই ১৮৬২ তাবিখে কাশী ‘মানসসরোবর’ হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে কক্ষ হইতে অবসর লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি একখানি পত্র লেখেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল কাশীতেই কাটাইবেন—এ কথাবও উল্লেখ পত্রে ছিল।

১০ আগষ্ট ১৮৬২ তাবিখে, ডিবেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের নিকট সংস্কৃত কলেজে জয়নাবায়ণের চাকুরীর বিবরণ পেশ করিয়া, কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্কাদিকারী লিখিলেন :—

in consideration of the continuous services of the venerable Professor and of his vast and profound erudition by which the College has benefited so long, the highest scale of pension allowed by the rules be granted to him, namely half of his average monthly salary for the last five years amounting to Rs 57-5-4

জয়নাবায়ণের পেন্সনের প্রার্থনা ২৬এ নবেম্বর তাবিখে মঞ্জুর হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের মাহিনার হিসাব-বই হইতে জানা যায়, তিনি ৩ নবেম্বর ১৮৬২ হইতে পেন্সন গ্রহণ করেন। তাঁহার পেন্সনের পরিমাণ ছিল মাসিক ৫৭।০।

১০ আগষ্ট ১৮৬২ তাবিখে, সংস্কৃত কলেজে জয়নাবায়ণের চাকুরীর যে বিবরণ শিক্ষা-বিভাগে প্রেরিত হয়, তাহাতে প্রকাশ, ঐ তাবিখে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর ৪ মাস, এবং ঐ তাবিখ-পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে তাঁহার কার্যকাল ২২ বৎসর, ৩ মাস, ২১ দিন। উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার বেতনেরও এইরূপ হিসাব পাওয়া যায় :—

আগষ্ট	১৮৪০	হইতে	জানুয়ারি	১৮৪১	মাসিক	৮০
ফেব্রুয়ারি	১৮৪১	হইতে	মে	১৮৬৩	... মাসিক	২০
জুন	১৮৬৩	হইতে	ফেব্রুয়ারি	১৮৬৬	... মাসিক	১০০
মার্চ	১৮৬৬	হইতে	অবসর গ্রহণ পর্যন্ত		মাসিক	১২০

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসরগ্রহণের তিন বৎসর পরে ১২ নবেম্বর ১৮৭২ (২৮ কার্তিক ১২৭২) তাবিখে জয়নাবায়ণ কাশীতে দেহরক্ষা করেন।* মৃত্যুকালে তাঁহার

* শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যাবত্তের ‘চরিতমালা’, ২য় ভাগে জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চাননের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। তাহাতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু তাবিখ “১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ভুল। ‘বিশ্বকোষ’-এ ‘জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চানন’ প্রবন্ধটি (পৃ ৬৭০) প্রধানতঃ ‘চরিতমালা’ অবলম্বনে লিখিত, ইহাতেও তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুকাল “১২৮০ সাল” দেওয়া আছে।

বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসব হইয়াছিল। ২৬ নবেম্বর ১৮৭২ তারিখের ‘স্বলভ সমাচার’ পত্রে তাঁহার মৃত্যু-সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

পণ্ডিত জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চানন ।- গত ২৮শে কার্তিক সোমবাব ৬৭ বৎসব বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

ইহাব সমান নৈয়ায়িক বাঙ্গালা দেশে নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। আমাদের দেশেব নৈয়ায়িকেরা সচবাচব কাজ চালান মত দুই এক থান গ্রন্থ পড়িয়া দুই চাবটা ফাঁকি শিখিয়া কেবল টিকি নাড়িয়া “অবচ্ছেদাবচ্ছেদক” কবিয়া বেড়ান। কিন্তু তর্কপঞ্চানন মহাশয়েব গায়শাস্ত্রে প্রকৃত গভীৰ বিজ্ঞা ছিল। তাঁহার নিকট যাহাবা পড়িতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার গভীৰ বিজ্ঞা ও পৰিষ্কাৰ বিচাবশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। অধিক স্নেহেব বিষয় এই যে এত বিজ্ঞা থাকিয়াও তাঁহার লোক দেখান ছিল না; বৃথা আক্ষালন তিনি কখন কবিতেন না। কোন প্রশ্ন হইলে অতি ধীৰ, প্রশান্ত ও গভীৰ ভাবে ফল কথা গুলি বলিয়া দিতেন। তিনি দুই পক্ষেব মধ্যস্থতা কবিবাব অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে আসল কথা ছাড়িয়া আগডম বাগডম বকা কাহাবও সাধ্য হইত না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পথে আনিয়া দিতেন। ন্যায়ে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল বটে, কিন্তু অল্প সকল বিষয়েও তিনি এক জন অধ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত তাবানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্বদা বলিয়া থাকেন যে, “তর্কপঞ্চানন মহাশয় ভিন্ন প্রকৃত পণ্ডিত আমি দেখিতে পাই না।”

তাঁব সবলতা, মৃদুতা, শাস্তস্বভাব মনে হইলে তাঁহাকে যথার্থ অন্তবে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহাব এই সকল গুণেব পৰিচয় স্বরূপ দুই একটা কথা পাঠকগণেব গোচব করা যাইতেছে। তিনি স্থূলকায় ছিলেন ও ইদানীং এক প্রকাব অধর্ব হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। স্তববাং তিনি একখানি সামান্য তৃতীয় শ্রেণীৰ গাড়ি ভাড়া কবিয়া কলেজে আসিতেন। এক দিন কলেজ হইতে যাইবাব সময় তিনি গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় স্থূলেব একপাল ছোট ছোট ছেলে তাঁহাব গাড়িৰ পিছন ও চাকা ধরিয়া পিছন দিকে টানিতে লাগিল, ঘোড়া আব চলিতে পাবে না, গাড়োয়ান মহাবাগে বকাবকি কবিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেবা শুনে না, অবশেষে তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুখ বাহিব কবিয়া বলিলেন, “ও বাবাবা তোমবা টানিলে ঘোড়া বাবে কেন?” ছেলেবা আরও আনন্দ পাইল, এবাং আবও টানাটানি করিতে লাগিল। অবশেষে অল্প এক জন আসিয়া ছেলেদেব হস্ত হইতে তাঁহাব গাড়ি উদ্ধাব কবিয়া দিল। তিনি স্বভাবতঃ এমনি শাস্ত প্রকৃতি ছিলেন। হিন্দুধর্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাব প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁহাব মন আবাব এমন উদাব ছিল যে ইংবাজী হইতে ভাল ভাল মত ও ভাল ভাল কথা বলিলে ~~সন্তুষ্ট~~ আত্মাদিত হইতেন এবাং ইংবাজদিগেব শাস্ত্রেব উপব তাঁহাব অতিশয় শ্রদ্ধা বাড়িত। এক দিন ন্যায় পড়াইবাব সময় ন্যায়েব যেখানে আছে যে বায়ুব ভাব নাই, সেইখানে একজন ছাত্র বলিলেন যে “বায়ুব ভাব আছে।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “বাবা! কেমন কবিয়া জানিলে?” তাহাতে সেই ছাত্র যে উপায়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেবা বাতাসেব ভাব সপ্রমাণ কবিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া তিনি ৫৭ মিনিট চুপ কবিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন “দেখ দেখি বাবা, এই উপায়টা না জানাব জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষেবা এমন সত্যটা জানিতে পারেন

নাই।” এমন কি তিনি “পদার্থতত্ত্বসাব” নামে যে ন্যায়ের গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক ইংবাজ মত নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহাব আব একটা বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। একটু বুদ্ধিমান ও পবিত্রমী দেখিলে তিনি একেবারে মোহিত হইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে যে, তিনি নিজকৃত কবিতা আনিয়া ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন “বাবাবা একবার দেখিয়া কাটিয়া কুটিয়া দেও দেখি, তোমরা আমা অপেক্ষা এসব বোঝ ভাল।” বাস্তবিক তাঁহাব সবলতা ও বিনয় মনে হইলে গায় কাঁটা দেয়। ঈশ্বর তাঁহাব পবলোকগত আত্মাকে শান্তিতে বক্ষা করুন। তাঁহাব নাম শ্রবণ রাখিবাব জন্ম সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং তাঁহাব ছাত্রদের কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় তাঁহাব একখানি ছবি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে বাথিলে অতি উত্তম হয়। বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র মহেশচন্দ্র ন্যায়বদ্ধ মহাশয়ের এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

গ্রন্থাবলী—রচিত ও সম্পাদিত

জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চাননের রচিত ও সম্পাদিত যে-সকল গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলি একটি তালিকা দিলাম।—

১। উদয়নাচার্য্য-কৃত **আত্মতত্ত্ববিবেকঃ**। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক “পরিশোধিতঃ”। ১৯০৬ সংবৎ (= ১৮৪৯ সন)।

২। **কণাদসূত্রবিবৃতিঃ**। ১৮৬১ সন। (বিল্লিওথিকা ইণ্ডিকা)। ইহা বৈশেষিক দর্শনের টীকা।

৩। **সর্বদর্শন সংগ্রহ**। ১৮৬১ সন।

৪। গৌতম-মুনি-কৃত **ন্যায়দর্শনম্**। বাৎস্তায়ন-ভাষ্যসমেত। জয়নাবায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সম্পাদিত। ১৮৬৫ সন। (বিল্লিওথিকা ইণ্ডিকা)।

৫। **পদার্থতত্ত্বসারঃ**। ১৮৬৭ সন। (প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আলুকুল্যে প্রকাশিত)।

৬। আনন্দগিরি-কৃত **শঙ্করবিজয়ঃ**। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সম্পাদিত। ১৮৬৮ সন। (বিল্লিওথিকা ইণ্ডিকা)।

এই সকল গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত, কেবল ‘সর্বদর্শন সংগ্রহ’ বাংলায় লিখিত ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

‘পদার্থতত্ত্বসাবঃ’ পুস্তকেব শেষে জয়নারায়ণ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি ‘কণাদসূত্রবিবৃতিঃ’ ছাড়া স্বরচিত আরও কয়েকখানি পুস্তকেব উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি—

(ক) নীবাজনপ্রকাশঃ

(খ) নৃবংশক্রমদীপিকা

(গ) তারকেশস্তবঃ

(ঘ) বচঃপুষ্পাঞ্জলিঃ (চামুণ্ডাশতকং)

জয়নারায়ণ স্ক্রবিও ছিলেন। ‘তারকেশস্তবঃ’ ও ‘চামুণ্ডাশতকং’-এর গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত পণ্ডে আরও একখানি পুস্তক—‘পদ্মপদ্মমালানামিকা ভৈববপঞ্চাশিকা’ রচনা করিয়াছিলেন, ইহাব পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬, প্রকাশকাল ১৭৯০ শকাব্দা (= ১৮৬৮ সন)। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে এক খণ্ড ‘ভৈববপঞ্চাশিকা’ দেখিয়াছি।

মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভারতবাসীদের মধ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত মুসলমান-সাহিত্যেব মধ্য দিয়া নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বলিতে পারা যায় এইরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা সত্তরের কিঞ্চিৎ উদ্ধর। ইহারা ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, কাব্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন। আনন্দবাম, আনন্দ বায়, কনকহ, কিশণ সিং, রূপাবাম, কিশলবাম, গঙ্গাকিশণ, গিরিধব, চতুর্ভূজ, চন্দ্রবমন, চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ, ছিতবমল, জসরন্ত রায, জুব্বার সিং, দত্তরাম নন্দী, দামোদর, দিতবাম, দেবীদাস, দুর্নীচাঁদ বালী, ধননু মিশ্রী, নরলকিশোর, নরনায়াগ, নিহালচাঁদ, পরতাব, বনওয়ালি দাস, বসারন লাল, বিষণনারায়ণ, বিয়াডী, বিদ্রাবন, ভূপতরায়, মনসারাম, মনুহর রায, মহতাব সিং, মুহবীব, মেদনীমল, রাঘিব, বাধাকান্ত তর্ক, রামপ্রসাদ, রূপনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, লাল টাঙ্কারাম, শনক, সদাশঙ্ক, সনজহল, সলিহ, স্ত্রজানবায়, হবকরন, হবচরণদাস, হীরালাল—মুসলমান সাহিত্যে এই সকল লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের সামান্য সামান্য বিবরণ যতটুকু আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইল। এ ছাড়া অপর কয়েক জন পণ্ডিতের নাম মাত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পাবি নাই। মুসলমান সাহিত্যের সেই সমস্ত হিন্দু পণ্ডিতের নাম—বাখব, দাহব, জভব, রাহ্‌হ, অঙ্কব, অন্দি, স্কহ্‌, জঙ্কল ও জারি। গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (*J R A S*, Vol VI, 119) এক জন ইয়ুবোপীয় পণ্ডিত ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

“all these being authors of various books, were philosophers and physicians of India, and to them are to be referred the rules laid down relating to the science of stars The Indians at present occupy themselves with the works of these men, and imitate them, handing them down from one to another Razi in his book called *Addav* and in several others, has copied from the works of many of the Indians”

মুসলমানগণ এই সমস্ত কীর্তিমান পণ্ডিতকে ভারতবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের নাম পড়িয়া ইহারা যে ভারতবাসী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মুসলমান গ্রন্থকাবগণ বলিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহাদিগকে ভারতবাসী বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। সাত নকলে আসল ভেস্তা হইয়া গিয়াছে। নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণানুক্রম অনুসারে প্রদত্ত হইল :—

আনন্দরাম মুখলিস

p30708

আনন্দরাম 'মুখলিস' (= অকপট, অকপট বন্ধু) উপাধিভূষিত ছিলেন। নাদির শাহর ভারতে অবস্থানকালে ইনি তৎকালীন বহুব্যাপার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের দেখা ঘটনা, বিশেষতঃ নাদির শাহর আক্রমণ-ব্যাপার অবলম্বন করিয়া আনন্দরাম এক ইতিহাস বচনা করেন। তাহার নাম 'তজ্জিকিবা'। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। লেফটেনেন্ট পাবকিন্স (Lt. Perkins) শ্রব চার্লস এলিয়টের ইতিহাসের অষ্টম খণ্ডে (পৃ ৭৬-৯৪) আনন্দরামের এই ফার্সী ইতিহাসের কয়েক স্থানের তর্জমা দিয়াছেন। গ্রন্থখানি ১১৫১ হিজরার ঘটনা লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়।—J. N. Sarkar : *Fall of the Mughal Empire, Bibliography, Elliot : History of India*, p 76.

আনন্দ রায়

প্রসিদ্ধ কবি। ইহার কবিনাম 'মুখলিস'। ইনি 'মুখলিস হিন্দী' নামেও পবিচিত ছিলেন। 'আনন্দ রায় হিন্দু' নাম দিয়া 'দিবান-ই-সদে' বহুবার ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে ('দিবান-ই-সদে', ১৬৪ পত্রাঙ্ক ইত্যাদি)। আনন্দ রায় জাতিতে ক্ষত্রী ছিলেন। ইনি অহমদ শাহর রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে ১১৬৪ হিঃ (১৭৫১ খ্রিঃ) পবলোক গমন করেন। ইনি ৫০,০০০ ফার্সী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।—Beal : *Oriental Biographical Dictionary*.

কনকহ্ (= কঙ্ক বা কাক্ষায়ন) খ্রীঃ ৮ম শতক

কনকহ্ ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের অন্যতম। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদগণ একবাক্যে ইহাকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলিয়া স্বীকার করিতেন।^১ ইনি চিকিৎসক ও পদার্থবিদ্যাবিৎ ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াও ইহার খ্যাতি ছিল। ঔষধের গুণবিষয়ে ইনি এক জন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মিশ্রিত পদার্থের প্রকৃতি এবং সাধাবণ ভেষজের গুণাবলী সম্বন্ধে ইহার অসাধাবণ জ্ঞান ছিল। বিশ্বের আকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের ন্যায় ইনি ষথার্থ মত পোষণ করিতেন। নভোমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান ও গঠন সম্বন্ধে এবং গ্রহাদির গতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আধুনিক পণ্ডিতদিগের ধারণার অল্পকৃপ ছিল।

25, 411

তিনি কোন্ সময়ের লোক তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পাবা যায় না, তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন তাহা অল্ হসেন বিন মুহম্মদ

১ অবু মা অশীর জফর বিন মুহম্মদ বিন উমর অল্ বলখি ইন্ কিতাব অল্ উলিফ কনকহ্ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ কবিয়াছেন।

- বিন হামিদেব* গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে ৭৭৩ খ্রীঃ কনকহ বাগ্দাদ শহবে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। খলিফ্ মামুন তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইনি ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান লইয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি খালিফ্ অল্ মনসুরেবর আদেশে মুহম্মদ বিন ইব্রাহিম অল্ ফজ্রাবী ভাষান্তবিত করেন। 'এই অনুবাদ-পুস্তকের নাম বৃহৎ 'সিন্দ হিন্দ'। মুসলমানগণ যত দিন পর্যন্ত গ্রীক জ্যোতির্বিদগণের পুস্তকাবলীর সহিত পরিচিত না-ছিলেন তত দিন পর্যন্ত এই পুস্তক হইতে উপকরণ লইয়াই মুসলমান জ্যোতিষিগণ স্বকীয় ভাষায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী রচনা করিয়াছিলেন।†

• কনকহ-রচিত গ্রন্থাবলী—

- ১ অল্ মুজাব্ ফী অল্ 'অমার—জীবনাদর্শ।
 - ২ কিতাব অস্বাব্ অল্ মরালিদ—জন্মপত্রিকাবহস্ত।
 - ৩ কিতাব অল্ কিবানাত্ অল্ কবীব—বাশিচক্রে গ্রহসংযোগ-সম্বন্ধীয় বৃহৎ গ্রন্থ।
 - ৪ কিতাব অল্ কিরানাত্ অল্ সমী'ব—রাশিচক্রে গ্রহগণের সংযোগ-পুস্তকের সংক্ষিপ্তসাব।
 - ৫ 'কিতাব ফী অল্ তিব্ রা হরা যজ্ রী কন্নাশ—কন্নাশ নামে পরিচিত চিকিৎসাগ্রন্থ।
['কন্নাশ' শব্দ সম্ভবতঃ সিরিয়া দেশের ভাষা হইতে গৃহীত। ইহাব অর্থ—সংগ্রহ করা। ইহাতে লেখকের অভিজ্ঞতাব ফলে প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্র (prescriptions) ও তাঁহার পূর্ববর্তী চিকিৎসকগণের ব্যবস্থাপত্রও সংগৃহীত আছে।]
 - ৬ কিতাব অল্ তরাহম—কল্পনাশীর্ষক পুস্তক।
 - ৭ কিতাব ফী ইহদাস্ অল্ আলম্ ওয়ালজোর ফীল কিবান্—বিশ্বস্থিতি ও রাশিচক্রে আবর্তসম্বন্ধীয় পুস্তক।
- গুলাম জিলানী-রচিত 'তারিখ-উল-অতিক্বা' নামক পুস্তকে এই কথখানি গ্রন্থের নাম আছে। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্জালেও (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১১৭) এই কথখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। হাজি খলিফাও তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিব নাম করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তক কনকহ অল্ হিন্দী-বচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—
- ৮ কিতাব অল্ ইখতিযাব—জ্যোতিষবিষয়ক পুস্তক।

* ইনি সাধাবণতঃ ইবন বিন অদমী নামে প্ৰচিতি।

† Ibn al-Qufli, p. 303, F Wuestenfeld—Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher, p. 3, Johann Gildmeister—Scriptorum Arabum de rebus Indicus loci et opuscula inedita, 1838, pp 94, 102, 103, 107, von Bohlen—Das alte Indien II, p. 281, Dietz—Anal Med p. 117, A Weber—Indische Literaturgeschichte, pp 287, 284 and 302, J. R. A. S., Vol. VI, p. 116

৯ কিতাব মনজিল অল্ কমব—চন্দ্রের সংস্থান-বিষয়ক গ্রন্থ।—হাজি খলিফা ১০৫০.
সংখ্যক পুস্তক।

কনকহ্‌ব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। আরবদেশেব জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পুস্তকে কনকহ্‌র নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। মুসলমানগণ বলেন, চিকিৎসক বলিয়া ইহার যশ বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ভাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইনি এক জন প্রামাণিক গ্রন্থকার। ইহাব প্রকৃত নাম কি, তৎসম্বন্ধে নানা লেখক নানা মত প্রকাশ কবিয়াছেন। বাইস্কে (Reiske) ও স্কুল্টেন্স (Schultens) বলেন, ইহার প্রকৃত নাম ‘কনগহ্‌’। পাবশ্চ ভাষায় ‘কাফ্‌’ ও ‘গাফ্‌’ একই প্রকারে অনেক সময় লিখিত হইয়া থাকে। তাই শেষের ‘কাফ্‌’টিকে ইহাবা ‘গাফ্‌’ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ‘তাবিখ অল হুকা কতকা’ গ্রন্থে কনকহ্‌—‘কসিবী’ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোলক্কর ইহাব নাম গর্গ বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। D’Herbelotএর *Bibliothèque Orientale* নামক গ্রন্থে কঙ্কর, কঙ্কা ও কঙ্কা বলিয়া ইনি অভিহিত হইয়াছেন।* উইলসন সাহেব ইহার নাম গঙ্কা বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাব মতে গঙ্কার সহিত অল্প কোন শব্দের সমাস হইলে তবে পুরুষনামবাচক হইবে এই আশঙ্কায় তিনি কনকহ্‌ নাম স্বীকার কবিয়াছেন। ‘কঙ্ক’ বা ‘কঙ্কায়ন’ ইহাব নাম ছিল বলিয়া অনুমান করা সম্ভব বলিয়া মনে করি।

কাশীরাজ ক্ষত্রী লাহুরী—১৯শ শতক

ইনি ‘লুগা’ত্-ই-পঞ্জাবী নামক পঞ্জাবী ভাষার একখানি কোষগ্রন্থ সংকলন করেন। ইহাতে প্রতি শব্দের সহিত হিন্দী ও ফার্সী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্জাবী শব্দগুলি গুরমুখী হবফে এবং হিন্দী শব্দগুলি লাল কালিতে প্রচলিত নাগরী হবফে লিখিত। হিন্দুস্থানীতে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। সংকলনকাল ১৮১৫। গ্রন্থখানি লর্ড ময়রাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। পৃ. ৭৫৬। বঙ্গীয় বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে সংবন্ধিত।—Ivanow : *Cat. Pers. Mss.*—No 1445

কিরূপারাম (= কৃপারাম)—১৮শ শতক

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় কলিকাতাব পাবসীক অনুবাদ অফিসে ইনি মুনশী ছিলেন। ইনি সংস্কৃতসাহিত্যানুবাগী পণ্ডিত ছিলেন। আববী ও ফার্সী ভাষায়ও ইহাব বিশেষরূপ পাবদর্শিতা ছিল। ইনি পারশ্চ ভাষায় ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত পুৰাণ ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন কবিয়া ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশক্রমে ১১৯০ হিজবায়

*“Kenker ou Kankar Al Hendi, Kenker l’Indien, Nom d’un philosophe and d’un Astrologue des Indes, duquel on a un livre d’Astronomie Judiciaire, sous le titre d’Elchiarat Il est aussi nomme Kenghch, ou Kanghah and Kankah”—Tom II, p 363.

(১৭৭৬ খ্রিঃ) একখানি গ্রন্থ বচনা করেন। গ্রন্থখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত।—Rieu
B. M. Pers Cat, p. 68a

কিরলরাম (= কেবলবাম)—১৮শ শতক

‘তজ্জকিরতুল-উমবা’ একখানি জীবনী-সংগ্রহ পুস্তক। ভারতীয় তৈমুরবংশীয়গণের অধীনে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ‘অমীব-ওমবা কর্ম’ কবিষাছিলেন ইহাতে তাঁহাদেরই জীবনবৃত্তান্ত আছে। এই গ্রন্থখানি রঘুনাথ দাসের পুত্র কিরলরাম ১১২৪ হিঃ (= ১৭৮০ খ্রিঃ) সম্পূর্ণ করেন। এলিয়টের ইতিহাসে (৮ম খণ্ড, ১২২ পৃ) ও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (২৩শ খণ্ড, পৃ ২৩৯) কিরলবামের উল্লেখ আছে। কিরলবামের গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে (‘বাব’-এ) বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মুসলমান ও দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আবাব প্রত্যেক খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে উপাধিভূষিত ব্যক্তির জীবনী এবং দ্বিতীয় ভাগে ঋাহারা কোন উপাধি পান নাই তাঁহাদের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। বডলিয়ান গ্রন্থাগার (২৫৮), ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার (৬২৯) ও ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে (৩৩৯) ইহাব পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

কিশরারী (= কিশোরী)

পাবস্ত্রভাষাভিজ্ঞ এক জন প্রাচীন হিন্দু কবি। ইহাব সময় জানিতে পাবা যায় নাই। তবে ইনি যে সম্রাট অকবরের পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহা অনুমান কবিরাব যথেষ্ট কাবণ আছে। কিশরারীর কোন কাব্যগ্রন্থ অতীবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ‘মজমু’আ-ই-অশাব’ নামক প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ-গ্রন্থে ইহাব কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থে ১০০০ হিঃ (= ১৫২২ খ্রিঃ) পর্যন্ত প্রসিদ্ধ কবির কবিতা স্থান পাইয়াছে। অথচ অকবরের সময়ের একটি কবিরও কবিতা ইহাতে নাই। স্মরণ্য এই কবিকে অকবরের পূর্ববর্তী মনে করা অসঙ্গত নয়।

কিষণ দাস বাসদেও

ইনি লাহোবের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের রাজত্বকালে ইনি বত্রিশ সিংহাসনের ফার্সী অনুবাদ করেন। ইহা নূতন অনুবাদ নহে। পূর্বতন অনুবাদগুলির সংশোধিত অনুবাদ। কিষণ দাস তাঁহাব পুস্তকেব নাম দিয়াছিলেন—কৃষ্ণবিলাস।

B. M. Pers Cat, p 7636, Pertsch. Berlin Cat No 1088, Ind Off Cat No 1989

কিষণ সিং—১৭শ-১৮শ শতক

ইনি সিখালকোট-নিবাসী রায প্রাণনাথের পুত্র। জাতিতে ক্ষেত্রী। কিষণ সিং সংস্কৃত ও ফার্সীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ‘ইনশা’ নামক অলঙ্কারবহুল গদ্য ও পদ্য রচনায়

কৃতিত্ব দেখাইয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়া ‘নিশং’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১১৫৭ হিঃ = ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নিম্নলিখিত চাবিখানি গ্রন্থ ইহার বচিত—

১। পঞ্চকোশী—সংস্কৃত ‘পঞ্চকোশী’ গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ। ইহাতে পঞ্চকোশী বারাণসীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বনাথের পূজায় প্রায়াশ্চিত্তের শক্তি কত দূর তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস ও বডলিয়ান গ্রন্থাগারে ইহাব পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

Rieu : *B. M. Pers. Cat.*, p 795-6;
 Etthe : *India Office Cat.*, No 1758,
 Aufrecht *Bod Cat.*, p 28

২। শিবপুরাণ—শিবপুরাণের ফার্সী অনুবাদ। উইলসন (*Vishnupuran*, 1st ed 140, p. lvi) ও বার্থ (*Religion of India*, p 262) এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। [Pertsch : *Berlin Cat.*, p 1028, *Ind Off Cat* No 1958; Weber : *Berlin Cat.*, p 347]

৩। ‘আইন অল্ জুহুর—এখানি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ফার্সী অনুবাদ। ইহাতে বারাণসীর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ১৭২৪ সংবতে (১৭৩৭ খ্রিঃ) রচিত। বার্থ (*Religion of India*, pp 187, 236 & 262) ও উইলসন (*Select Works*, Vol III) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লাতিন অনুবাদও হইয়াছিল। Stenzler বার্লিন হইতে তাহা সম্পাদন করেন (১৮২২ খ্রিঃ)।

৪। গরীব অল্ ইন্শা—ফার্সী ভাষায় আলঙ্কারিক গদ্যে রচিত পুস্তক। ইহা দেওয়ান কপনারায়ণ সাহিবের ‘শশ-জিহং’-গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। পুস্তকখানির বচনা ১১৫৭ হিঃ (= ১৭৪৪ খ্রিঃ) সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।—Rieu : *B. M Pers Cat.*, p 7956.

গঙ্গাবিষণ (= গঙ্গাবিস্মৃ)

ইনি এক জন কোষকাব। প্রচলিত ফার্সী ও আরবী শব্দের একখানি কোষগ্রন্থ বচনা করেন। গ্রন্থের নাম—‘ফবহঙ্গ-ই-শিব-উ শকব’। গ্রন্থে সংকলনের সময় উল্লিখিত নাই। ত্রয়োদশ শতক হিজবার প্রাবল্যের ইহাব একখানি নকল বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে।—Ivanow, 1440.

গিবিধর দাস

হিন্দু কাষস্থ পণ্ডিত। সম্রাট শাহজহানের সমসাময়িক। সম্রাটের প্রতি ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রাষণ ছিলেন। সংস্কৃত ও পাবশ্চ ভাষায় ইহাব বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১০৫০ হিঃ

ইহার মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ—‘তজ্জুমা-ই-বামাযণ’। এখানি পাবস্ত ভাষায় সংস্কৃত বামাযণের অনুবাদ। ১০৩৩ হিঃ ইহা লিখিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগার (56a) ও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে (নং ১২৬৫) ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

চতুর্ভুজ

ইনি মিহ্‌সিচাদ নামক কায়স্থের পুত্র। সোপতের অধিবাসী। সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যেব ইনি একজন বসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ধর্মালুবাগী পণ্ডিত বলিয়া হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। সম্রাট অকবর মহাভাবত ফার্সীতে অনুবাদ করাইবাব জ্ঞান ইহাব সাহায্য গ্রহণ কবিয়াছিলেন। এই অনুবাদকার্য-সম্পাদনে ইহাব অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া সম্রাট অকবর ও পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাব যথোচিত গুণগ্রাহী হইয়া পড়েন।* ইনি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ‘সিংহাসন দ্বাত্রিংশতিকা’ বা বত্রিশ সিংহাসনেব ফার্সী অনুবাদ কবেন। অনুবাদেব নাম—‘সিংহাসন-বতীসী’। বডলিয়ান গ্রন্থাগারে ইহাব পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।—*Bod. Cat.*, No. 1324.

চন্দরভান ব্রাহ্মণ

১০৬৮ হইতে ১০৭৩ হিজবার (১৬৫৭-১৬৬৩ খ্রীঃ) মধ্যে ইহাব মৃত্যু হয়। পঞ্জাবের অন্তর্গত পাতিয়ালানিবাসী এই ব্রাহ্মণ শাহজহান ও তৎপুত্র দারা-শেকোর সেক্রেটারী ছিলেন। ‘মজ্‌মুয়া’ ও ‘মজ্‌মুয়া-অশর’ নামক দুইখানি বিখ্যাত কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার বচিত একাধিক কবিতা স্থান পাইয়াছে।—মজ্‌মুয়া (৪), মজ্‌মুয়া-অশর (৩৩, ৯৮, ১০০, ১০৮ সংখ্যক কবিতা)। ইহার বচিত গ্রন্থ—

১ মুনশা’ আত-ই-ব্রাহ্মণ—শাহজহান ও অন্তান্ত আমীর-ওমরাহর নামে লিখিত পত্রাবলী। সমুজ্জল বাক্‌ছন্দে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ।—*H. Ethe · Neupersische lit.*, 341, *Ind. Off. Cat* Nos 2094, 2940, *Bod Cat* 1385-1386, *Pr* 1017, *R* 397-398 etc, *Ivanow*, 368

২ দিরান-ই-ব্রাহ্মণ—নানাবিষয়ক কবিতা-পুস্তক। বর্ণালুক্ৰমিক গজলে লিখিত। *H. Ethe · Neupers. lit.*, 341-342; *Ind. Off. Cat.* 1574-1575, *Bod Cat* 1123, *R* 838, 1087 etc, *Sprienger. Cat.* 376.

চন্দবমন

হিন্দু কায়স্থ পণ্ডিত। পিতা—শ্রীবাম। সম্রাট জহাঙ্গীরেব বাজত্বকালে ইনি দীল্লি শহবে জয়গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও পাবস্ত ভাষায় ইহাব বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১১০৭

* *Journal Asiatique* (1845), Vol II, p 278, *Garcin de Tassy, Histoire de la litterature hindoue*, Tom II, pp 90, 178, 233

হিজবায় (১৬৯৫ খ্রিঃ) ইহার মৃত্যু হয়। ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে (১০৯৭ হিঃ) ‘অলমগীরের’ বাজত্বকালে ইনি ‘তজু-মা-ই-রামায়ণ’ রচনা করেন। ইহা গল্পে সংস্কৃত ‘রামায়ণের’ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। গ্রন্থের শেষে চন্দবমন বান্নাকি-রামায়ণের রচনা সম্বন্ধে একটা পরিশিষ্ট ও মহাভাবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী প্রদান করিয়াছেন।

H Ethe Ind Off Cat No 1964
Rieu B M Cat, p 56a
Mackenzie Collection, II, p 144

চাঁদ

ইহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি মধুরামের পুত্র। সিংহাসন বতীসীৰ ইনি ফার্সী অনুবাদ করেন।—*Munich Cat*, p 29

ছিতরমল

ইনি বাঘ প্রাণচাঁদ মুনশীৰ পুত্র। ইনি রাজস্ব-বিধি (principles of taxation) সম্বন্ধে ফার্সীতে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানি পুরাতন গ্রন্থ নয়। গ্রন্থখানি চারিটা দস্তাবে বিভক্ত। Rieur পাবস্ত গ্রন্থেব তালিকায (No 990) নকলের তারিখ ১২৩৫ হিঃ।—*Ivanow*, 1637.

জরদর

ইনি ভারতীয় দার্শনিকগণের অগ্রতম ছিলেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়াও ইহাব খ্যাতি ছিল। অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ভেষজ সম্বন্ধে ইহাব বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। দর্শন সম্বন্ধেও ইনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জন্মপত্রিকা সম্বন্ধে ইনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেখানি আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনেব বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীৰ জর্নালে (VI, 119) ভারতবাসী জরদর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে।—*Wuestenfeld*, p 5 , *Dietz*, p 120 , *Gildmeister*, p 97, 109

জশরন্তু রায়

ইনি একজন বিখ্যাত কবি। ‘মুনশী’ এই ছদ্মনামে কবিতা লিখিতেন। ইহার রচিত ‘দিরান-ই-মুনশী’ নামক কবিতাপুস্তকে গজল, কবাই প্রভৃতি বর্ণাঙ্কুরমে সজ্জিত। বঙ্গীয় বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীতে ইহাব স্বাক্ষরিত পুথি রক্ষিত আছে। নকলের সময় ১১২৪ হিঃ (= ১৭১২ খ্রিঃ)।—*Ivanow*, 830 , *Sprenger*, 507-508 , *Ind. Off Cat*. 1695.

জুরার সিং

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ইনি জীবিত ছিলেন। ইহার যে ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য অধিকার ছিল তাহা ইহার রচিত “পুরাণার্থ-প্রকাশ” হইতে অবগত হওয়া যায়। হেস্টিংসের আদেশে ইনি ঐ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎকালীন পণ্ডিতপ্রবব রাধাকান্ত তর্কবাগীশ “পুরাণার্থপ্রকাশ” নামে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বচনা করেন। ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কালনিকপক তালিকা (chronology), সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু নৃপতিবৃন্দের তালিকা আছে। জুরার সিং এই গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূবাদ করিয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই অনূবাদ ১১২০ হিঃ (= ১৭৭৬ খ্রিঃ) সম্পূর্ণ হয়। বঙ্গাক্ষরে মূল সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় অনুদিত মূলের নাথানিয়েল ব্রাসী হালহেড-কৃত ইংরেজী অনূবাদ ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।—*B. M. Pers. Cat. p 636, Ind Off. Cat. No. 2003, Brown : Cambridge Cat. p. 94.*

দিতরাম (= আদিত্যরাম)

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাজহানাবাদের অন্তর্গত বিজনুরের অধিবাসী। কিছু কাল ইনি লখনৌ শহরে বাস করেন। ঐ সময় ইনি মেজর জেনারেল রুড মার্টিনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অত্যধিক ধর্মোন্মত্ততার জন্ত দেশবাসীব ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তক রচনা করেন—

১। ষড়্ কর্মকাণ্ড—এখানি নেমি চন্দ্রাচার্য কর্তৃক জৈনপ্রাকৃত রচিত ৮১টা গাথা-সম্বলিত কর্মকাণ্ডের ফার্সী টীকা। দোহার আকারে এই টীকাখানি রুড মার্টিনের জন্ত লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থসমাপ্তিকাল ১২১১ হিঃ (= ১৭৬৯ খ্রিঃ)।

২। ষড়্ পঞ্চাশ গৈ। এখানি গোবিন্দাচার্য-কৃত ৩৪৬ দোহা-সম্বলিত জৈনপ্রাকৃত গ্রন্থের ফার্সী টীকা। এখানিও রুড মার্টিনের জন্ত লিখিত। ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ইহা সম্পূর্ণ হয়।—*Rieu : Pers. Cat. p 67 ; Aufrecht : Cat. No 262.*

দুনীচাঁদ বালী

ঐতিহাসিক। ইনি ‘কয়গৌহর নামা’ নামক গ’ক্খব জাতির ইতিহাস রচনা করেন। ১১৩৭ হিঃ (= ১৭২৫ খ্রিঃ) পর্যন্ত গ’ক্খব জাতিব মধ্যে যে সমস্ত সাধু জন্মিয়াছিলেন এই গ্রন্থে তাঁহাদেরও বিবরণ আছে।—*Rieu, 1012-1003, J. A. S. B., xl, 67-101,*

দেবীদাস

ইনি হিন্দু কাষস্থ। ইহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তুলসীদাসের হিন্দী বামাষণের ইনি ফার্সী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে দেবীদাস লব ও কুশেব এবং মেঘনাদ-পত্নী স্থলোচনাব কাহিনী সংযোগ কবিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

নয়নাবাষণ (= নবনারায়ণ ?)

সম্রাট ফবোকসিয়বের সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। নয়নারায়ণ পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। ইনি বাজা মুকিম সিং-এব মুনশী ছিলেন। বাজা সাহেব ইহার গুণবত্তায় এত দূব মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে ইহাকে তিনি আপনাব অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী ভাবিতেন। রাজা সাহেব যখন মাদোরাড যাত্রা করেন, তখন তিনি ইহাকে সঙ্গী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

- ইনি ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত বহু শাস্ত্রে তাঁহাব বিশেষ অধিকার ছিল। সমসাময়িক সম্রাট ভক্তলোক ও বডলোকেরা ইহাকে অত্যধিক সম্মান কবিতেন। অন্যান্য ১১৪০ হিজবায় ইহার মৃত্যু হয়।

নয়নাবাষণ-রচিত গ্রন্থের নাম—‘গুলশান-ই-বাজ’। ১১৩৪ হিজবায় ইহা সম্পূর্ণ হয়।

- এই গ্রন্থ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বামাষণ, মহাভারত, ভাগবত ও হরিবংশ হইতে পুবাণোক্ত কাহিনী ও বীরগাথা সংগ্রহ কবিয়া লেখক ফার্সী ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদেব নাম ‘গুলশান-ই-বাজ’। এই গ্রন্থেব তিনটি অধ্যায়—(১) বিশ্ব-স্থষ্টি ও বিশ্বেব কালনিকপণ, (২) হরিবংশেব ঘটনাবলী, (৩) মহাভাবতেব ঘটনাবলী।

নরলকিশৌব

সরকারী দলিল দস্তবেজ, সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ওজস্বিতাপূর্ণ সালস্কার পদ্যের নমুনা, সাধুসন্ন্যাসীদের প্রশংসাসূচক কসীদা—এই সমস্ত উপকরণ-সমবাসে তিনি একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। নাম—“তিলিস্মাতুল-খিয়াল”। গ্রন্থখানি সাতটি ভাগে (তিলিস্ম) বিভক্ত। ইহার এই গ্রন্থ হইতে আধুনিক যুগেব ঐতিহাসিক গবেষণার উপকরণ পাওয়া যায়।—Ivanow, 403, ইনি স্বনামধন্য পুস্তক। আলিগড়ের অন্তর্গত বস্তই গ্রামে ইহাব জন্ম। ইহাব পিতাব নাম যমুনাদাস। ইনি প্রথমে মুনশী হরস্বথ বাঘের নিকট লাহোবের ‘কোহিনূর’ সংবাদপত্র-কার্যালয়ে কর্ম করিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর কর্ম পরিত্যাগ কবিয়া লখনৌ শহরে আসিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা হইতে নানা ভাষার বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পর বৎসব ‘অবধ আখবার’ নামে দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইহার মৃত্যু হয়।

নিহালিচাঁদ লাহুরী

উহু' অনুবাদক। ১২১৭ হিজরী ইনি ফার্সী জনপ্রিয় কাহিনী 'গুল-ই-বকারলী'-র উহু' ভাষ্য প্রণয়ন ও সরল অনুবাদ করেন।—Ind Off Cat 828, Ivanow, 1741.

পবতাবি (= প্রতাপ)

ইনি ফার্সী ভাষার এক জন প্রসিদ্ধ কবি। ইহার কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে ইহাব কবিতা পশ্চিমাঞ্চলে এক সময় লোকে অভ্যাস করিত। ‘মজমুয়া-অশাবে’ ইহার একটা কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।—Ivanow, 934

বনওয়ালি দাস (= বনমালী দাস)

ইনি ধার্মিক হিন্দু ছিলেন। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষজ্ঞ। সাধারণতঃ ইনি 'বালী' এই ছদ্মনামে ফার্সী কবিতা লিখিতেন। ইহার যশ সুশিক্ষিত শাহজাদা দারাবেকোকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বনওয়ালি দাস দারাবেকোর সভাসদ ছিলেন। তিনি কেবল সাহিত্যিক বলিষা যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নয়, পবন্থ তিনি শাহজাদাব বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। ইহাকে সর্বব্যাপাবে বিশ্বাস করিতেন বলিষা তাঁহাব বিশ্বস্ত বন্ধুগণের অগ্রতম মনে করিতেন। চিঠিপত্র-বিভাগের ভার ইহাব উপর গ্রস্ত ছিল। ১০১৫ হিজরায় ইহাব মৃত্যু ঘটে।

ବନ୍ଧୁବିନୟ ଲାଲ

জীবনী-লেখক। অমীর-উদ্দৌলা মুহম্মদ অমীর খাঁ একজন অফগান সর্দাব। ১৮৩২ খ্রিঃ পরে ইহার মৃত্যু হয়। বসারনলাল নামে একজন হিন্দু ১২৪০ হিঃ (= ১৮২৪ খ্রিঃ) এই সর্দারের জীবনী সঙ্কলন করেন। বসারন লাল বলুগ্রাম-নিবাসী ছিলেন। ‘শাদান’ এই উপনামে তিনি এই জীবনী-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহার সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। H.T Prinsep-লিখিত অমীর খাঁর বিবরণ তুলনীয়।—Ivanow, 217, Rieu, 1119

বিষাডী (= ব্যাডী)

কবি। ইহার একটি মাত্র ফার্সী কবিতা ‘মজমুয়া-অশার’-এ ২৫ সংখ্যক কবিতাতে উল্লিখিত আছে। ইহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বিষণ নারায়ণ (= বিষ্ণুনারায়ণ)

Lieut T Postans ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন হইতে সিন্ধুপ্রদেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আলোচনা-মূলক একখানি গ্রন্থ ইংবেজিতে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম—*Personal Observations On Sind.* বিষয় লাল ইহা ফার্সীতে তর্জমা করেন এবং ১৮৮১ খ্রী ট দ্বীপ টিগ্রা দ্বারা পুস্তক বটাবাণী দ্বারা প্রচারিত হইত।

বিস্বরৈ (= বিশ্ববায)

ইনি হবিগবব দাস নামক এক কায়স্থের পুত্র। সম্রাট জহাঙ্গীরের সময় ইনি সিংহাসন বতীসীর ফার্সী অনুবাদ করেন। চতুর্ভুজ ও ভারীমলের অনুবাদেব এখানি একটা অপূর্ব সম্মিলন। অনুবাদকের কৃতিত্ব বা নিজস্ব ইহাতে নাই বলিলেই চলে।—*B M Pers. Cat. p 763a, India Off Cat No 1229, 2373, Bod Cat No. 1325*

ভাবীমল—খ্রীঃ সপ্তদশ শতক

ইনি বাজমল ক্ষত্রীয পুত্র। সম্রাট জহাঙ্গীরের বাজত্বকালে ১০১৯ হিঃ (= ১৬১০ খ্রীঃ) ইনি সিংহাসন বতীসী ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন।—*India Office Cat No 1250, Pertsch—Berlin Cat, No 1087, B. M Pers. Cat p. 763a.*

ভিচক্রাম

আধুনিক কালের টীকাকার। অযোধ্যার অধিবাসী। গুলিস্তানের অনেকগুলি টীকা আছে। তন্মধ্যে ভিচক্রামও একটা টীকা প্রণয়ন করেন। ইহাব টীকার নাম—‘শবহ্-ই-গুলশানী’। এই গ্রন্থের বচনাকাল ১২১৫ হিঃ (= ১৮০০ খ্রীঃ)।

ভীমসেন

ভীমসেন এক জন কবি ছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিঃ (১৭৩৫ খ্রীঃ) ‘মুহবিব’ এই উপনামে কবিতায় শাহ-নামাব বিষয়-সূচী বচনা করেন। তাঁহার বচিত গ্রন্থের নাম ‘ফিহ্-বিস্ত-ই-শাহ-নামা’। ইহা দুই খণ্ডে (মকাল) বিভক্ত। খণ্ডগুলি আবার কয়েকটা ফস্লে বিভক্ত।—*Ivanow, 424*

ভূপত্ রায়

ফার্সী পত্রলিখন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-প্রণেতা। ইহাব গ্রন্থের নাম—‘দস্তব-ই শিগফ’।

ভূপত্ বায় কোন্ সময়েব লোক তাহা স্থি কবা যায় না। তবে তিনি যে ১০২৫ হিজবাব (= ১৬১৬ খ্রীঃ) পরবর্তী লেখক তাহাব প্রমাণ তাহাব গ্রন্থেই বিদ্যমান। তিনি জুহুবীর কবিতা উদ্ধৃত কবিয়াছেন। জুহুবীর মৃত্যু-বৎসব ১০২৫ হিঃ।—*Ind Off Cat 2138-2139 Rieu, 1043,*

মন্সারাম মুন্সী

দামোদর নামক একজন হিন্দী সাহিত্যিক হীব ও বাঙ্কন বা রাঙ্কাব প্রণয়-কাহিনী বচনা করেন। এই গ্রন্থ ফার্সী কবিতায় অনূদিত হয়। প্রথমে ১১৫৪ হিঃ (= ১৭৪১ খ্রীঃ) তর্জমা করেন আফবীন নামক একজন মুসলমান। পবে ১১৫৭ হিঃ (= ১৭৪৪ খ্রীঃ) অনুবাদ করেন একজন হিন্দু—নাম মন্সারাম মুন্সী। তার পর ১১৯৫ হিঃ (= ১৭৮১ খ্রীঃ) অনুবাদ করেন মিন্নত্ নামে এক মুসলমান।—Rieu, 770, Ivanow, 918.

মহ্‌তাব সিং

ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ইনি হজরা-রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহাতে অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৮১৯ হইতে ১৮৪৯ পর্যন্ত ৩০ বৎসরের ঘটনা বিশেষ কবিতা ইহাতে লিখিত হইয়াছে। মহ্‌তাব সিং হজরা জেলাব সবকারী কর্মচারী ছিলেন।

মেদনীমল

কল্যাণমল শাক্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক জন কায়স্থ ছিলেন। ইঁহাব পুত্র ছিলেন ধরমদাস নাবায়ণ। ধরমদাসের পুত্র মেদনীমল। মেদনীমল আওরঙজেবের রাজ্যে তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১০৭৪ হিঃ (১৬৬৪ খ্রীঃ) সংস্কৃত ‘লীলাবতী’ অবলম্বন করিয়া ‘বদাই’উল-ফুনুন’ নামে গণিতশাস্ত্রেব একখানি উপাদেশ গ্রন্থ সংকলন করেন।—India Office Cat. 2259, Ivanow, 1497.

রাজা দুর্গাপ্রসাদ

ইনি আগ্রায় অবস্থানকালে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বত্রিশ সিংহাসনেব একটা উর্ছ তর্জমা করেন।

বামপরসাদ (=রামপ্রসাদ)

ঐতিহাসিক ও ফার্সী অনুবাদক। ইনি প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় পণ্ডিত ছিলেন। ফৈজাবাদেব নবাব মুহম্মদ দরাব আলি খাঁর মুন্সী পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব গুজাউদৌলাব প্রধানা মহিষী বেগম সাহেবা রামপরসাদকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যু ১২৩০ হিজরায় হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—

১। মথজন অল্-ইফান্—ইহা হিন্দী কাব্য ‘অমৃত চরিত্রে’র ফার্সী ভাষায় লিখিত ভাষ্য। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)। গ্রন্থখানি গুরুশিষ্যেব কথোপকথনরূপে লিখিত।

২। খুলাসা মুনতখব অত্‌তাবিখ—এখানি ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহাতে প্রধানতঃ তৈমুর-বংশীয় সম্রাটদিগের বাজত্বেব বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সম্রাট দ্বিতীয় আব্বাস শাহ্‌ব বাজত্‌কাল পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

রায বিদ্ভাবন

‘তারিখ-ই-ফবিস্তা’ (নামান্তর—গুলশন-ই-ইব্রাহিম, তারিখ-ই-নৌরসনামা-ই-ফিরিস্তা) মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে ১৬০৭ খ্রিঃ (= ১০১৫ হিঃ) পর্যন্ত ভারতের একখানি প্রসিদ্ধ সাধারণ ইতিহাস। রায ভারামলের পুত্র রায বিদ্ভাবন (= বৃন্দাবন) পাবস্ত্র ভাষায় এই ইতিহাসখানির একটি সারসঙ্কলন করেন। ইহাতে তিনি একটি পক্ষিশিষ্ট বচনা করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন। তাঁহার লিখিত পরিশিষ্টেব আলোচ্য বিষয় ছিল হিজাবাব ১১শ শতক হইতে ১২শ শতক (১১০১ হিঃ = ১৬২০ খ্রিঃ) পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা। এই গ্রন্থখানির নাম—‘লুব’ত-তারিখ’। ইহা ১১০৬ হিঃ (= ১৬২৪-২৫ খ্রিঃ) সঙ্কলিত। গ্রন্থখানি ১০টি পবিচ্ছেদে বা ফস্লে বিভক্ত। বডলিয়ান গ্রন্থাগার (২৪৫, R ২২৮ ইত্যাদি), ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার (৩৫৮-৩৬১) ও বঙ্গীয় বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে (১৬১, Ivanow-সঙ্কলিত পাবস্ত্র গ্রন্থতালিকা, ৪২ পৃ) বিদ্ভাবন-কৃত এই গ্রন্থের প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে। হিঃ ১২শ শতকেব নকল। এলিয়টেব ভাবতেতিহাসে (৭ম খণ্ড, ১৬৮) এই গ্রন্থের আলোচনা আছে।

রূপনাবাষণ

সিয়ালকোট-নিবাসী হবিবাম ক্ষত্রীয পুত্র। ইনি এক দিকে যেমন সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অপর দিকে তেমনই নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। দেবদেবীর প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। ইনি ৫ বৎসব ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন। ১১৫০ হিজাবাব ইহাব মৃত্যু হয়। ইহাব রচিত গ্রন্থ—‘মখজন-অল্ ইফান’। ইহা পাবস্ত্র ভাষায় লিখিত। ইহাতে ব্রজধামের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, এ ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণের অগ্ন্যস্ত্র লীলাস্থানেব বিবরণও ইহাতে আছে। লাহোর শহবে ১১২২ হিজাবাব ইহা লিখিত হয়। এই গ্রন্থের নামান্তর—‘ব্রজমাহাত্ম্য’।—Rieu, 626.

লছমীনারায়ণ

ইনি ঔরঙ্গাবাদের অধিবাসী ছিলেন। ‘শফীক’ এই ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি এক জন ঐতিহাসিক পণ্ডিত ছিলেন। লছমীনারায়ণ ১২০৪ হিঃ (১৭২৪ খ্রিঃ) ‘হকী-কতহা-ই হিন্দুস্তান’ নামক ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের বাজত্বেব অস্থপাত ও বিবরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থ বচনা করেন।—Bankipore (Patna) Library Cat, 543. কাপ্তেন উইলিয়ম পাট্রিক এই গ্রন্থখানিকে সাজাইয়া চাবি অধ্যায়ে (মকল) বিভক্ত করেন।—Ivanow, 179.

লছমীনারায়ণ আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম—‘ম’আসিব-ই-আসফী’। এই গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যেব আসফীগণেব বা নিজামগণের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম আসফজা (জন্ম ১০৮২, মৃত্যু ১১৬১ হিঃ ১৬৭১-১৭৪৮ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ কবিয়া নিজাম আলি খাঁ বহাদুর দ্বিতীয় আসফজাব রাজ্যারম্ভ (১১৭৫ হিঃ=১৭৬১ খ্রীঃ) পর্যন্ত ঘটনাদি এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।—Ind. Office Cat 468, Ivanow, 196

লালা টীকাবাম

প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ‘বহজং’ এই উপনামে কবিতা লিখিতেন। ইনি নিজে যেমন একজন আত্মগোষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন, ইহাব ফার্সী কবিতাগুলিও প্রধানতঃ দেওয়ানী, গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুব ব্যাপার লইয়াই বচিত হইত। ইহাব কাব্যগ্রন্থের নাম—‘দীদান-ই-বহজং’।—Sprenger, 369-370, Ivanow, 884

লালা সিং

সম্রাট শাহজহানেব অনুরোধক্রমে সুন্দরী দাস সর্বপ্রথম ব্রজভাষায় বত্রিশ সিংহাসনেব একটা অনুবাদ করেন। লালা সিং নামক এক ব্যক্তি ১৮০১ খ্রীঃ উর্দু ভাষায় এই গ্রন্থেব অনুবাদ করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ ইহা মুদ্রিত হয়। কলিকাতা (১৮৩২), আগ্রা (১৮৪৩), ইন্দোর (১৮৪২) ও লণ্ডনে (১৮৬২) এই গ্রন্থের কয়েকটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শনক্

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, শনক্ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের অগ্রতম ছিলেন। ইনি চিকিৎসার অনেক প্রকাব প্রণালী উদ্ভাবন কবিয়াছিলেন। ব্যবহারিক চিকিৎসায় ইনি বহুবিধ নূতন পৰীক্ষাও করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের বহু বিভাগে ও দর্শনে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ফলিতজ্যোতিষ সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং বাগ্মিতায় ইহার সময়ে ইহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। ভারতীয় রাজগুবুন্দ ইহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কিন্তু শনক্ নামে একপ কোন চিকিৎসকের নাম প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায় না। কথেক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে চাণক্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু চাণক্য শনকের গ্রায় গুণবিশিষ্ট কখনই ছিলেন না। মুসলমান গ্রন্থকারদের হস্তে পরিবর্তিত হইতে হইতে কোন ভারতীয় চিকিৎসকের ‘শনক্’ স্ব লাভ হইয়াছে। এই শনক কে তাহা নির্ণয় কবিতে পাবা যায় না। অন্ততঃ আমি পাবি নাই। সে যাহা হউক, শনক্—তিনি যিনিই হউন, তিনি ভারতবাসী। তাহার রচিত গ্রন্থ—

১ কিতাব অসুস্থমুম ফি খম্স মকালত্—এখানি বিষ সম্বন্ধে পঞ্চাধ্যায়ে সম্পূর্ণ পুস্তক।

২ কিতাব অল্-বৈতরহ্—পশুচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক পুস্তক।

৩ কিতাব-ফি ইব্ন অল জুজান—জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক।

৪। কিতাব মুনতহল্ অল্-জব্বহর—ইহা জনৈক বাজাব রাজত্বের ইতিহাস—রাজার নাম ইবন্ কামনাস্ অল্ হিন্দী। ইবন্ কামনাস্ কোন ভাবতীয় হিন্দু রাজাই হইতে পারেন না। হইলেও সাত নকলে ভেস্তা হইয়া গিয়াছে।

সদাস্তক (= সদাস্তথ)

গুলাব রায় নামক এক কায়স্থ এলাহাবাদে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র বিষণপ্রসাদ। ইহার পুত্র সদাস্তক। ইনি ‘মুবসসা খুবশেদ’ নামক পদ্য ও গদ্য লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ ১২১৭ হিঃ (১৮০২ খ্রীঃ) বচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে একখানি কথাকাহিনীও লিখিয়াছিলেন।

সদাস্তথ

সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত হিন্দু। সদাস্তথ দীল্লিব অধিবাসী ছিলেন। ইনি নিযাজ নামে কবিতা বচনা করিতেন। এই কবিতা-রচনায় ইনি প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন। সদাস্তথ নজফ খাঁর অধীনে আগ্রায় সেরেস্তাদাবের পদে নিযুক্ত হন। ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি এলাহাবাদে আসিয়া ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮১২ খ্রীঃ (হিঃ ১২৩৪) ইহার মৃত্যু হয়।—Rieu, 914a, Elliot · History of India, Vol VIII, 403

সন্জহল্

অল্‌বিরুনী (Vol I, p 158) ইহাকে সন্জহিল বলিয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম কি জানিবার উপায় নাই। ইনি ভারতের এক জন শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা ও ফলিতজ্যোতিষে ইহার অসামান্য জ্ঞান ছিল। জন্মপত্রিকা সম্বন্ধে ইনি একখানি গ্রন্থ লেখেন, গ্রন্থের নাম—‘কিতাব অল্ মরালিদ অল্ কবীব’। ইহা একখানি উপাদেশ গ্রন্থ। হজিখ বলেন এ গ্রন্থখানি কনকহর রচিত—সন্জহলেব নয়। কিন্তু অন্য কেহ একথা বলেন নাই। ইহা সন্জহলেরই রচিত।

সুজান রায়

ইনি পাতিয়ালা-নিবাসী ছিলেন। প্রাচীনতম কাল হইতে আওরঙ্গজিবের রাজ্যারোহণ-কাল (১০৬৮ হিঃ = ১৬৫২ খ্রীঃ) পর্যন্ত ‘খুলাসতুত-তারিখ’ নামে ভারতের একখানি সাধারণ ইতিহাস ইনি ১১০৭ হিঃ (= ১৬৯৫ খ্রীঃ) প্রণয়ন করেন। পরে তিনি ইহাতে আওরঙ্গজিবের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, স্থিতিকাল ও প্রধান প্রধান ঘটনা সংযোজিত করেন।

তিনি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করেন তাঁহাব গ্রন্থেব ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় সেগুলিব নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতালিকায (৩৬২-৩৬৪) ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বডলিয়ান গ্রন্থাগার (২৪৬), মিউনিক লাইব্রেরী (৮৪) ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারেও (৬৯-৭১) ইহা সংবক্ষিত আছে। তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলিব নাম—

তবকাত-ই-অকবরী, অকবরনামা জহাঙ্গীরী, জহাঙ্গীবীনামা, তাবিখ-ই-শাহজহান, তাবিখ-ই-আলমগিবি, তাবিখ-ই-কাশ্মিরী, তারিখ-ই-বহাদুরশাহী, গোলে আয়সা, তবজুমা সিংহাসন বতীসী, (শেখ অল্লাখদাদ মুন্সী মুরতজা খানি-রচিত) অকবরনামা, রজমনামা, বামাষণ, হরিবংশ, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, পদ্মাবত, রাজাবলি, তাবিখ-ই-সুলতান মহম্মদ গজনী, রাজতরঙ্গিনী, তাবিখ-সুলতান সাহাবুদ্দীন ঘোবী, তৈমূবনামা, তারিখ-ই-বাববী, তারিখ-ই-অকবরশাহী, অকবরনামা, তাবিখ-ই অকবরনামা এবং তারিখ-ই-সুলতান অলাউদ্দীন খিলজী।

হরকরন

ইনি মথুরদাস কন্স মূলতানীব পুত্র। ইনি ফার্সী লিপিমালাব আদর্শ গ্রন্থবচয়িতা। বড বড অখচ শ্রুতিমধুব শব্দ প্রয়োগে কি কবিতা পত্রাদি লিখিতে হয়, হরকবনের 'ইন্শা-ই-হবকরন' তাহাব যথেষ্ট নমুনা দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ১০৩৪ হিঃ (১৬২৫ খ্রীঃ) হইতে ১০৪০ হিঃ (১৬৩১ খ্রীঃ) মধ্যে সঙ্কলিত হয়। কয়েক বাব ইহার লিখো সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল। F. Balfour এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া ইংবেজী অনুবাদ সহ ১৭৮১ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। ১৮৩১ খ্রীঃ ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। ইণ্ডিয়া অফিস (২০৬৯-২০৭৬, ২৯৩২), কেম্ব্রিজ (১৮৮) ও বডলিয়ান (১৩৮৪) প্রভৃতি গ্রন্থতালিকায এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

হরচরণ দাস

ইনি 'চহাব গুলজাব-ই-গুজাই' নামক গ্রন্থ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। শাহজহানের পুত্রের বিবরণ ইহাতে আছে। ইহাব পাণ্ডুলিপি পার্টনার (EI, 204) বক্ষিত। —J N Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, Bibliography

বর্তমান প্রবন্ধেব ছাপা প্রায় শেষ হইবাব সময় আরও কয়েক জন ভাবতবাসী কবি, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক প্রভৃতিব বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু ক্রম ভঙ্গ হইবে বলিয়া সেগুলি এক্ষেত্রে সংযোজিত হইল না, পবে আলোচিত হইবে।—লেখক।

গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ

শ্রীবমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যশোহর জেলাব অন্তর্গত নড়াইল গ্রামেব 'বায়'-উপাধিদাবী সুবিখ্যাত জমিদার-বংশ বঙ্গদেশের সর্বত্র পরিচিত। ইহারা আদিশূর-আনীত পুরুষোত্তম দত্তেব বংশধব। ইহাদের সুবিস্তীর্ণ জমিদারীব ভিত্তিস্থাপন কবেন রূপবাম বাবু। ইহাবই নামানুসাবে বিখ্যাত "রূপগঙ্গ" নামক বন্দর ও বাজার। কবি গঙ্গাবাম এই রূপবামেব কনিষ্ঠ।*

গঙ্গাবাম সুপণ্ডিত ও স্নেহলব ছিলেন। বামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থেব হস্তলিখিত অহুলিপি (পুথি) তাঁহাব ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বরচিত কয়েকখানি বাংলা গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র রামায়ণের পুথিই বিনষ্টপ্রায় অবস্থায় এখনও বর্তমান আছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বহু মূল্যবান পুথি এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নষ্ট হইতেছে। গঙ্গাবামের রামায়ণ এই শ্রেণীব গ্রন্থেব অগ্রতম।

পুথিখানি তুলট কাগজে লেখা, ৩৩৫ সংখ্যক পত্র পর্যন্ত আমি দেখিয়াছি। এইখানেই লঙ্কাকাণ্ডের সমাপ্তি। গ্রন্থকাব আশ্বাস দিয়াছিলেন, "ইহাব পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ।" কিন্তু উত্তরাকাণ্ডের একখানি পত্রও পাওয়া যায় নাই। পুথিখানিব উপব উদ্দেশ্যহীন কৌতূহলী প্রতীবেশীদিগের লাঞ্ছনাব চিহ্ন বর্তমান। তাহারই ফলে গ্রন্থের শেষ ভাগ লুপ্ত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

পুথির পত্রগুলি প্রায় পনের ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওড়া। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৫।১৬ পংক্তি। ৩৩৫ পত্রের ও ৬৭০ পৃষ্ঠার এই পুথিখানিকে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ বলা অসঙ্গত হইবে না। প্রথম পত্রটি নিকর্দেণ হইয়াছে। উহাতে গ্রন্থকারের নিজের এবং তৎকালেব কোন ঘটনাব পরিচয় থাকা অসম্ভব নহে। দুইখানি নিমকান্ঠেব পাটা পুথিখানিকে রক্ষা করিতেছে। পাটা দুইখানিব উপর ভাবতীয চিত্রকলার পদ্ধতিতে নর, বানর ও বাক্ষসাদির মূর্তি আঁকিয়া বামায়ণের দু-একটি ঘটনা চিত্রিত কবা হইয়াছে। কথিত আছে, গঙ্গাবাম স্বহস্তে ঐগুলি আঁকিয়াছিলেন। দেড় শত বৎসর পরেও চিত্রগুলি মোটামুটি স্পষ্ট ও উজ্জল বহিয়াছে।

* গঙ্গাবামেব স্নযোগ্য বংশধব নড়াইলেব উকিল শ্রীযুক্ত স্বকুমার দত্ত কবির পুস্তকভাণ্ডার দেখিবাব স্নযোগ দিয়া এবং এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভণিতার মধ্যে গঙ্গারামের নিজের ও নিজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। স্কন্দরাকাণ্ডে শেষে এইরূপ একটি বংশ-পরিচয় আছে :—

বালী সমাজেব দত্ত শ্রীপুত্রবোত্তম ।
সেই বংশে নাবায়ণ নারায়ণ সম ॥
মদনগোপাল নাম তাহাব নন্দন ।
সুতবাম গোবিন্দ কীর্ত্তির বিবৰ্দ্ধন ॥
রূপবাম দত্ত নাম তাহার তনয় ।
তাহাব অনুলে এই ভাষা করি কহে (কয়) ॥
নিবাস নড়াল গ্রাম নলদ্বীপ মাঝে ।*
চাকলে ভূষণা নাম (মহিদেব ?) রাজে ॥ (পত্র—৪৪)

লঙ্কাকাণ্ডের উপসংহারে আব একটি আত্মপরিচয় আছে, উহাতে গঙ্গারামের নিজ-বংশের কয়েক ব্যক্তির নামেব উল্লেখ আছে ।

সমাপ্তক্ষেদং লঙ্কাকাণ্ডমিতি ।
ইহার পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ ।
অগস্ত্যেব মুখে রাম স্নানে ইতিহাস ॥

* * *
* * *

গঙ্গাবাম দত্ত কহে গুনহ ভাবতী ।
শ্রীনন্দকিশোবে মাতা কর শুদ্ধমতি ॥
কালীশঙ্করে মতি বামননিধি দত্তে ।
ধনধাত্তে পূর্ণ কবি রাধিবা মহত্তে ॥
গদাধর শ্রীধর কিস্কব তব পাষ ।
প্রথমে কবিবা দয়া মুখতার দায় ॥
পঞ্চ ভাই একমতি স্তব্ধে স্বেচ্ছাচার ।
পদছায়া দিয়া বাধ তনয় তোমাব ॥
কবিতাব ভালোমন্দ কিছুই না জানি ।
জে বোল বোলাও তুমি বাগ্ময়ি বাণী ॥
শশাঙ্ক বামনে ধবিবাবে যেই আশ ।
তেন বামায়ণ কহে গঙ্গাবাম দাস ॥ (পত্র ৩৩৫)

গঙ্গারামের উল্লিখিত “পঞ্চ ভাই” এই কয় জন—কবির নিজের দুই পুত্র, গদাধর ও শ্রীধর, এবং রূপবামের তিন পুত্র, নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও বামননিধি ।

* নলদ্বীপ বর্তমান “নলদী” পর্বগণা । ১৮শতাব্দীর মিত্র-প্রণীত ‘যশোহর খুলনাব ইতিহাসে’ গঙ্গাবামকে প্রথমক্রমে রূপবামের জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে ।

এই কালীশঙ্কর সেই দোদীপ্তপ্রতাপ জমিদার, যাহাকে ওয়েষ্টল্যান্ড (Westland) সাহেব “লাঠিয়াল জমিদার” আখ্যা দিয়াছিলেন।

স্থানাভাববশতঃ রচনার নিদর্শনস্বরূপ গঙ্গারামের বামাষণ হইতে উদ্ধৃত করা সম্ভব হইবে না। তবে এইটুকু বলা দরকার যে, এই বামাষণের বহু স্থানেই কবিত্ব-শক্তির উৎকর্ষের পবিচয় পাওয়া যায়।

আব একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত আবশ্যক মনে করি। গঙ্গারামের বাংলা বামাষণের বৈশিষ্ট্য—উহার মূল্যবোধিতা। গঙ্গারাম সংস্কৃতভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। স্ববচিত বামাষণের সর্বত্রই তিনি যথাসাধ্য মূল বাঙ্গালীকি বামাষণের অনুসরণ করিয়াছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত না দিলে ইহা ভাল বুঝা যাইবে না।

গঙ্গারাম

বাঙ্গালীকি

(দণ্ডকাবণ্যে রাবণের প্রতি সীতা)

মহাবীর পতি মোর মহেন্দ্র সমান ।
মহোদধি সম গুণে মহাবলবান্ ॥
আদিত্যেব প্রভা যেন ছুইতে না পাবি ।

.. ..

কালকুট বিশ পিয়া স্বখে হবে গতি ।

... ..

সূর্য চন্দ্র আদি দেব চাহো পবশনে ।

মহাগিবিমিবাকম্প্যাং মহেন্দ্রসদৃশং পতিং ।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যাং... (অবগ্য—৪৭)
নাহং শক্যা স্বয়া স্রষ্টুমাদিত্যস্ত প্রভা যথা ।

.. ...

কালকুটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমহিসি ।

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হস্তমিচ্ছসি ।

(অবগ্য—৪৭)

(জটায়ুর মৃত্যুকালে বামের সাক্ষাৎ)

প্রাণ ত্যজে গঙ্গবাজ দেখেন সাক্ষাত ।
কহোঁ বলি বাম জোড় কবে হাত ॥

... ..

শিতা হবণেব দুঃখ পিতার মরণে ।
তাহার অধিক দুঃখ ইহাব কাবণে ॥

... ..

মৃত্যুমতি হৈয়া তুমি পণ্ডিতমানিনী ।

ইত্যাদি ।

ক্রহি ক্রহীতি বামস্ত ক্রবাণস্য কৃতাজ্জলেঃ ।
ত্যক্তা শবীরং গৃধ্রস্ত প্রাণা জগ্মুর্বিহায়সম্ ॥

(অবগ্য—৬৮)

... ..

সীতাহবণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্ ।
যথা বিনাশে গৃধ্রস্ত মংকুতে চ পবন্তপ ॥

(অবগ্য—৬৮)

... ..

অল্পপুণ্যে নিবৃত্তার্থে মৃঢ়ে পণ্ডিতমানিনী ।

(লঙ্কা—৩১) ইত্যাদি ।

গঙ্গারাম বামাষণ ব্যতীত আবও তিনখানি বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সেগুলি এই :—১। উষাহরণ । ২। হৃদামচরিত । ৩। সত্যনাবাষণেব পুথি ।

প্রথমোক্ত পুথিখানির কয়েকটি পত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বক্ষিত আছে। ১২৮৮ বঙ্গাব্দেব আশ্বিন মাসে নড়াইল হুইতে ‘আচার্য্য’ নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাব দ্বাদশটি সংখ্যা মাত্র বাহিব হয়। উক্ত পত্রিকার ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত নামক জর্নৈক ভদ্রলোক গঙ্গাবাম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে কেবল ‘উষাহরণে’ব আলোচনা ছিল এবং লেখক জানাইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে গঙ্গাবামেব অগাধ্য কাব্যগুলিবও পরিচয় দিবেন, কিন্তু সে পরিচয় আর প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বক্ষিত যে সত্যনারায়ণেব পুথিখানি গঙ্গাবাম দত্ত-প্রণীত বলিয়া পবিচিত, গঙ্গাবাম দত্তের ‘রামায়ণ’ ও ‘উষাহরণে’ব সহিত লিপিসাদৃশ্যবশতঃ আমার মনে হয়, উহা আলোচ্য গঙ্গারাম দত্তেবই বচিত।

গঙ্গারাম কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহার সন তাবিথ নির্ণয় করা দুৰূহ। কুঞ্জবিহারী দত্ত স্বীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—“ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।” ‘স্বদামচরিতে’র কয়েকখানি মাত্র পত্র আমি দেখিয়াছি। বাংলা ভাষায় বচিত অথচ স্তম্ভেব দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত পৃষ্ঠাগুলির একটিতে “১১৭৭, ৮ শ্রাবণ, শনিবার” এইরূপ লেখা আছে। ১১৭৭=১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ।* এবম্বিধ কয়েকটি প্রমাণ হইতে মনে কবা যাইতে পারে যে, গঙ্গাবাম পলাশীর যুদ্ধের সময় বিত্তমান ছিলেন। তাঁহার লিখিত ও সংগৃহীত অনেক কাগজপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু নামক এক ভদ্রলোক নড়াইলে আসিয়া গঙ্গারামেব যে-সমস্ত পুথি ও কাগজের “টুক” (notes) দেখিয়াছিলেন, আমি তাহাও দেখি নাই। যোগেন্দ্র বাবু স্বহস্তে যে নোট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিবাস নলধা, খুলনা, এইরূপ আছে। কাষস্থ-সমাজের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবাব সঙ্কল্প কবিয়া উপাদান সংগ্রহের জন্ত তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন। গঙ্গাবামের পুথি ও অগ্ন্য কাগজপত্র দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত কবেন যে, ‘মহারাত্রিপুবাণ’-রচয়িতা গঙ্গারাম এবং এই গঙ্গাবাম দত্ত অভিন্ন ব্যক্তি। গঙ্গাবাম কার্য্যব্যপদেশে মুরশিদাবাদে বহুদিন ছিলেন এবং রাঢ়দেশের নানা অঞ্চলেও গিয়াছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামা তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাও বটে। অগ্ন্য কোন গঙ্গারাম-নামধারী লেখকের পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই। এমতাবস্থায় উক্ত অনুমান একান্ত ভিত্তিহীন না হইতেও পারে।

* গঙ্গাবামেব পুথিগুলিব মধ্যে ‘অন্নদামঙ্গল’ ও ‘বিদ্যাসুন্দর’ এক খণ্ড এখনও আছে। উহাতে “১১৯২ সাল” এই উল্লেখ আছে।

গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এচডি

গ্যালিয়ম ধাতুর আবিষ্কার-কাহিনী

গ্যালিয়ম ধাতু একাধিক কাবণে বাসায়নিকের প্রিয়। ইহার আবিষ্কার-কাহিনী অজৈব-রসায়নশাস্ত্রেব একটি স্ববর্ণীয় অধ্যায়। কশিয়ার বিশ্ববিদ্যুত বাসায়নিক মেণ্ডেলিফেব তাঁহাব সুপ্রসিদ্ধ মৌলিকপদার্থসমূহেব পিবিষডিক শ্রেণী-বিভাগ (Periodic classification of elements) আবিষ্কারকালে দেখিতে পাইলেন যে ঐ তালিকায এলুমিনিয়ম ধাতুর নিম্নশ্রেণীতে একটি স্থান শূন্য রহিয়াছে। সে স্থানটি পূর্ণ কবিতো না পারিলে তাঁহাব শ্রেণী-বিভাগ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা কবিলেন যে, বর্তমানে অজ্ঞাত কোনও নূতন ধাতু ভবিষ্যতে ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে। তিনি সেই অনাবিষ্কৃত ধাতুব নাম রাখিলেন ‘এক-এলুমিনিয়ম’। ‘এক’ শব্দটি তিনি লইলেন সংস্কৃত হইতে। ইহাব পূর্বে কোনও সংস্কৃত শব্দ রসায়নশাস্ত্রে স্থান লাভ কবে নাই, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অক্ষব বা শব্দই ঐরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইত। কশিয়ার এই সুপ্রসিদ্ধ বাসায়নিকেব দ্বারা সংস্কৃত ভাষার এই অভিনব মর্যাদা দানেব কথা স্ববর্ণ করিয়া ভাবতীষ এক জন বাসায়নিক আজ তাঁহাব প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সংস্কৃত ‘দ্বি’ ও ‘ত্রি’ শব্দও তিনি এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে ব্যবহাব কবিয়াছিলেন এবং ‘বৌদ্ধ-মির্কাণে’ব কথাও তাঁহাব সুপ্রসিদ্ধ ‘রসায়নেব মূলসূত্র’ (Principles of Chemistry) গ্রন্থে দেখিতে পাই।

মেণ্ডেলিফেব শুধু এই একটি ভবিষ্যদ্বাণী কবিয়া নিশ্চিত্ত রহিলেন না। তিনি আবও দেখিলেন যে, ‘বোবন’ (Boron) এবং সিলিকন (Silicon) নামক আরও দুইটি মূল-পদার্থেব নামের নীচে ঐকপ দুইটি স্থান শূন্য বহিয়াছে। তিনি এ ক্ষেত্রেও দুইটি অনাবিষ্কৃত নূতন মৌলিক পদার্থেব অস্তিত্ত ঘোষণা কবিলেন এবং পূর্কোক্ত সংস্কৃত ‘এক’ শব্দেব দ্বাবা চিহ্নিত কবিয়া তাঁহাদের নাম দিলেন—‘এক-বোবন’ ও ‘এক-সিলিকন’। এই তিনটি মূল-পদার্থেব অস্তিত্ত ঘোষণা ও নাম-নির্দেশ করিয়াই তিনি নিশ্চিত্ত রহিলেন না, উহাদের স্বরূপ, বাসায়নিক ও পদার্থমূলক গুণাবলী, যৌগিকগণের নাম ও তাঁহাদের ফরমূলা—এ সকলেবই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেলেন। বড়ই বিশ্বয়েব বিষয় এই যে, তাঁহাব সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই উত্তরকালে সফল হইয়াছে। একে একে এই তিনটি মূলপদার্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মেণ্ডেলিফেবের শ্রেণী-বিভাগের শূন্য স্থানগুলি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ কবিয়াছে। ফবাসী রাসায়নিক লেকক ডি বইসবর্দন ‘গ্যালিয়ম’ ধাতু আবিষ্কার কবিলেন। এই ধাতুটির আণবিক ওজন, গুণাবলী প্রভৃতি সমস্তই ‘এক-এলুমিনিয়মে’ব বিজ্ঞাপিত ওজন ও গুণাবলীব সহিত

হবহু মিলিয়া গেল। সেইরূপে স্ক্যান্ডিনেভিয়া-নিবাসী নিলশন সাহেব 'স্ক্যান্ডিয়াম' এবং জার্মানী-নিবাসী উইনক্লার 'জার্মানিয়াম' আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, গুণাবলীর সর্বসদ্বীন একতায় স্ক্যান্ডিয়াম হইতেছে, 'এক-বোবন' এবং জার্মানিয়াম 'এক-মিলিকন'।^১ সমগ্র রসায়নশাস্ত্রে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ও তাহাব পববর্তী কালে সর্বসদ্বীন সফলতার আব দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্যালিয়ম ধাতু এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আবিষ্কারের কাহিনী পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার গুণাবলী এলুমিনিয়াম ধাতুর মত হইবে। এই দুইটি ধাতু গুণাবলীর সাদৃশ্য পরীক্ষামূলকভাবে দেখাইতে হইলে উহাদের যতগুলি সম্ভব যৌগিক আবিষ্কার করার যে একান্ত প্রয়োজন, সে কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে আমাব ছাত্রবর্গ ও আমাব মনেও উদয় হয়। গ্যালিয়ম ধাতু দুস্ত্রাপ্য ও মূল্যবান। সৌভাগ্যবশতঃ কলিকাতাব প্রেসিডেন্সী কলেজে ঐ ধাতু খানিকটা আমবা পাইয়াছিলাম এবং উহাব সাহায্যেই আমি ও আমাব ছাত্রবর্গ গ্যালিয়মের নূতন নূতন যৌগিক আবিষ্কার-কার্যে ব্যাপৃত আছি। ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্যে আমাব সহকর্মী শ্রীমান্ সবজিতকুমার নন্দী ও শ্রীমান নীহারকুমার দত্ত।* এইখানে গ্যালিয়ম ধাতুর এই সকল নূতন যৌগিকের কিস্তি পরিচয় দিতেছি। বাস্তবিক গ্যালিয়ম ধাতু ও তাহাব যৌগিক সম্বন্ধে বাসায়নিক জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে উহা পূর্ণতর কবিত্তে হইলে অনেক অর্থ, সময় ও ছাত্রের সহযোগিতা আবশ্যক।

গ্যালিয়ম ধাতু ভাবতবর্ষে গ্রীষ্মকালে তরল পদার্থ

প্রথমে গ্যালিয়ম ধাতু দেখিতে কিরূপ, তাহাব একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ভাবতবর্ষে গ্যালিয়ম ধাতু বোধ হয় খুব কম লোকেই দেখিয়া থাকিবেন—দুস্ত্রাপ্য ও মূল্যবান বলিয়া অধিকাংশ বাসায়নিক পরীক্ষাগারে উহা থাকিবার কথা নহে। সেই জগ্ন নিবেদন করিতেছি যে গ্যালিয়ম ধাতু ভাবতবর্ষে গ্রীষ্মকালে পাবদেব মতই চক্চকে সাদা তবল পদার্থ, শীতকালে উহা কঠিন হইয়া রূপার মত দেখায়। রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক আমবা সকলেই ক্লাসে পড়াইয়া থাকি যে, পৃথিবীতে মাত্র একটি তবল ধাতু আছে—

^১ বলা বাহুল্য দেশপ্রিয়তায় বৈজ্ঞানিকেরা কাহাবও নিকট পরাজিত নহেন। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, গ্যালিয়াম, স্ক্যান্ডিয়াম ও জার্মানিয়াম ধাতুগুলিব নাম আবিষ্কারকগণ তাহাদের নিজ নিজ মাতৃভূমির নামেই রাখিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মাদাম ক্যুরীও তাহাব মাতৃভূমি পোল্যান্ডের নামে তাহাব দ্বারা আবিষ্কৃত 'পোলোনিয়াম' নামকরণ কবিয়াছিলেন।

* New Compounds of Gallium, Pts I, II & III—*Journal of the Indian Chemical Society* for 1936, 1937 and 1938

পাবদ। কিন্তু বাস্তবিক এ দেশে এবং অস্ট্রায়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সে কথা বলা ঠিক হইবে না। ভাবতবর্ষে গ্রীষ্মকালে অন্ততঃ দুইটি তবল ধাতুর কথা পড়াইতে হইবে, একটি অবশ্য পাবদ, অপরটি গ্যালিয়ম।* শীতল অবস্থায় উহা কঠিন হইলে উহাকে পিটাইয়া এলুমিনিয়ামের মত পাত করা যায়।

গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন অজৈব (inorganic) যৌগিক

এক্ষণে গ্যালিয়মের যে সকল নূতন যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে তাহাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। তিন প্রকার যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে—

(১) অজৈব, (২) জৈব ও (৩) কো-অর্ডিনেটেড অজৈব (co-ordinated inorganic)। শেষোক্ত প্রকারের যৌগিক এই সর্বপ্রথম আলোক-ক্রিয়াশীল (optically active) বিভাগে বিশ্লিষ্ট (resolved) হইল। ইহাব বিবরণ পবে দিতেছি। নিম্নলিখিত অজৈব যৌগিকগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের বাসায়নিক বিশ্লেষণ, বিস্তৃত প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি জানিতে হইলে পূর্বোক্ত তিনটি প্রবন্ধ দেখিতে হইবে :—

গ্যালিয়ম হাইড্রেট—পূর্বে একটি মাত্র হাইড্রেট জানা ছিল। এখানে দুইটি হাইড্রেট প্রস্তুত হইয়াছে— $Ga_2O_3 \cdot 3H_2O$ এবং $Ga_2O_3 \cdot 2H_2O$ ।† গ্যালিয়ম নাইটেটেব দ্রব-কে উত্তপ্ত করিয়া সোডিয়ম বাইকার্বনেটেব উত্তপ্ত দ্রব ফোঁটা ফোঁটা ঢালিলে একটি সাদা গুলনেনে দ্রব্য তলায় পড়ে। উহাকে ফিল্টার করিয়া গবম জলে ধুইয়া লইয়া ফিল্টার কাগজের মোড়কে চাপ দিয়া একেবারে শুষ্ক করিয়া লইলে $Ga_2O_3 \cdot 3H_2O$ প্রস্তুত হয়। কিন্তু দ্রব অধঃস্থ দ্রব্যকে বায়ুনিষ্কাশিত ডেসিকেটাবে (vacuum desiccator) কয়েক দিন ধরিয়া একেবারে শুষ্ক করিয়া লইলে $Ga_2O_3 \cdot 2H_2O$ প্রস্তুত হয়। এলুমিনিয়াম ধাতুরও $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$ হাইড্রেট আছে। এলুমিনিয়াম ও গ্যালিয়ম ধাতুর এই দুইটি যৌগিকেব গুণ প্রায় সমান—সাধারণতঃ উহারা অম্ল ও ক্ষার দ্রবে সহজে গোলে না। বাস্তবিক গ্যালিয়মের এতগুলি যৌগিক প্রস্তুত ব্যাপাবে আমাদের সাফল্য

* যদি কোনও বাসায়নিক এই তবল গ্যালিয়ম ধাতু দেখিয়া চক্ষুকর্ণেব বিবাদ ভঞ্জন করিতে চান, তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের বাসায়নিক পৰীক্ষাগারে আসিলে আমি সানন্দে তাহা দেখাইব।

† বাসায়নিক দ্রব্যগুলির নাম ও যবমুলা ইংরাজী প্রথা অনুযায়ী লিখিত হইল, কেবল ইংরাজী 1, 2, 3 ইত্যাদি, বাঙ্গালা ১, ২, ৩, ইত্যাদি রূপে লিখিত হইয়াছে। আর mono-, di-, tri- প্রভৃতি, বাঙ্গালা এক-, দ্বি-, ত্রি-, প্রভৃতি লিখিত হইল। নাম ও ফরমুলা লিখিবাব এই প্রথাই সমীচীন বলিয়া আমাব মনে হয়।

নিৰ্ভৰ কৰি থাকে ইহাৰই উপৰ। গ্যালিয়ম হাইড্ৰেট প্ৰস্তুত কৰিয়া তখনই তাহা ব্যবহাৰ কৰিতে হইবে, এক দিন বাখিয়া দিলে জৈব ও দুৰ্বল অজৈব অম্লগুলিতে উহা গুলিবে না।

গ্যালিয়ম ফস্ফাইট—দুই প্ৰকাৰ গ্যালিয়ম ফস্ফাইট প্ৰস্তুত হইয়াছে—নৰ্মাল ফস্ফাইট, $GaPO_3 \cdot H_2O$ এবং অম্ল-ফস্ফাইট, $GaH_2(PO_3)_2 \cdot H_2O$ । প্ৰথমটি প্ৰস্তুত হইয়াছে গ্যালিয়ম নাইট্ৰেট দ্ৰৱৰ উপৰ সোডিয়ম ফস্ফাইটৰ দ্ৰৱ ঢালিয়া। একটা সাদা জিনিষ অধঃস্থ হয়, সেটিকে ফিল্টাৰ কৰিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। উহা জল, স্ৱাসাৰ ও ইথাৰে অদ্ৰৱণীয়, কিন্তু জলযুক্ত হাইড্ৰোক্লোৰিক অম্লে দ্ৰৱণীয়।

নব-অধঃস্থীকৃত (freshly precipitated) গ্যালিয়ম হাইড্ৰেটকে জনমিশ্ৰিত ফস্ফৰস অম্লে গুলিয়া, বায়ু-নিষ্কাশিত ডেসিকেটাবে শুষ্ক কৰিয়া লইয়া স্ৱাসাৰে ধুইয়া লইলে অম্ল-ফস্ফাইট প্ৰস্তুত হয়। এই জিনিষটিও জলে, স্ৱাসাৰ ও ইথাৰে অদ্ৰৱণীয় এবং হাইড্ৰোক্লোৰিক অম্লে দ্ৰৱণীয়।

গ্যালিয়ম হাইপো-ফস্ফাইট—দুই প্ৰকাৰ গ্যালিয়ম হাইপো-ফস্ফাইটও প্ৰস্তুত হইয়াছে—নৰ্মাল ও অম্ল। নৰ্মাল হাইপো-ফস্ফাইটৰ ফৰমুলা $GaPO_2 \cdot H_2O$ এবং অম্ল হাইপো-ফস্ফাইটৰ ফৰমুলা $GaH_2(PO_2)_2$ । এই দুটি দ্ৰৱৰ প্ৰস্তুত-প্ৰক্ৰিয়া যথাক্ৰমে গ্যালিয়ম নৰ্মাল ফস্ফাইট ও অম্ল-ফস্ফাইটৰ প্ৰস্তুত-প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰূপ। এগুলিও দেখিতে শ্বেত, এবং স্ৱাসাৰ ও ইথাৰে অদ্ৰৱণীয় এবং জনমিশ্ৰিত হাইড্ৰোক্লোৰিক অম্লে দ্ৰৱণীয়। অম্ল হাইপো-ফস্ফাইট গৰম জলে দ্ৰৱণীয়, নৰ্মাল হাইপো-ফস্ফাইট জলে অদ্ৰৱণীয়।

গ্যালিয়ম অৰ্থো-ফস্ফেট— $GaPO_3 \cdot 3H_2O$ ফৰমুলাৰ ফস্ফেট প্ৰস্তুত হইয়াছে। দুই উপায়ে উহা প্ৰস্তুত হইয়াছে। প্ৰথম উপায়—সদ্য অধঃস্থীকৃত গ্যালিয়ম হাইড্ৰেটকে স্বল্পতম অৰ্থো-ফস্ফৰিক অম্লে দ্ৰৱ কৰিয়া, বায়ু-নিষ্কাশিত ডেসিকেটাবে শুষ্ক কৰত তাহাকে উত্তমৰূপে বাৰ বাৰ স্ৱাসাবেৰ দ্বাৰা ধৌত কৰিয়া শুষ্ক কৰিয়া লওয়া। দ্বিতীয় উপায় গ্যালিয়ম নাইট্ৰেট দ্ৰৱৰ উপৰ সোডিয়ম হাইড্ৰোজেন ফস্ফেট দ্ৰৱ ঢালিয়া দেওয়া। উহা ধৌত কৰিয়া বায়ু-নিষ্কাশিত ডেসিকেটাবে শুষ্ক কৰিয়া লইলে পূৰ্বোক্ত দ্ৰৱ্য পাওয়া যায়। দেখিতে শ্বেত, জল, স্ৱাসাৰ ও ইথাৰে অদ্ৰৱণীয় ও জন-মিশ্ৰিত হাইড্ৰোক্লোৰিক অম্লে দ্ৰৱণীয়।

গ্যালিয়ম ক্লোৰেট, $Ga(ClO_3)_3 \cdot H_2O$ —ইহা গ্যালিয়ম সাল্ফেট ও বেরিয়ম ক্লোৰেটৰ দ্ৰৱ মিশ্ৰিত কৰিয়া প্ৰস্তুত হইয়াছে। এই মিশ্ৰণ খুব সাবধানে কৰিতে হইবে—যেন এ দুটি দ্ৰৱৰ কোনটোৰ আধিক্য না থাকে। বেরিয়ম সাল্ফেট ফিল্টাৰ কৰিয়া ফেলিয়া দ্ৰৱটি ডেসিকেটাবে ৰাখিয়া দিলে স্ৱচাক্ৰতি দানাদাৰ অবস্থায় গ্যালিয়ম ক্লোৰেট পাওয়া যায়। উহা জলে দ্ৰৱণীয় কিন্তু স্ৱাসাৰ ও ইথাৰে অদ্ৰৱণীয়। উত্তপ্ত কৰিলে উহা ক্লোৰাইডে পৰিণত হয়।

গ্যালিয়ম ব্রোমেট—ব্রোমেট ও ক্লোবেটের মত প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল বেবিয়ম ক্লোবেটে স্থানে বেবিয়ম ব্রোমেট লগ্না হইয়াছিল। দানাদার অবস্থায় পাইবার জন্ত ফিল্টারীকৃত দ্রবটি ডেসিকেটারে ঘন করিবার কালে ব্রোমেটটি ভাঙ্গিয়া গিয়া উহা হইতে ব্রোমিন বাহির হইতেছিল। স্বল্প-শুদ্ধ ব্রোমেটেও কতকটা অংশ অবিকৃত থাকে, কিন্তু একেবারে শুদ্ধ দ্রব্যে ব্রোমেট মোটেই অবিকৃত ভাবে থাকে না। ব্রোমেট দ্রবের উপর খাঁটি সুরাসাব (absolute alcohol), এসিটোন এবং সুরাসাব-ইথাব মিশ্রণ প্রভৃতি ঢালিয়াও কোনও অধঃস্থ (precipitated) ব্রোমেট কঠিনাকাবে পাওয়া যায় নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে ব্রোমেট, ক্লোবেট অপেক্ষা অনেক ভঙ্গুর।

গ্যালিয়ম আইয়োডেট—দুই প্রকার আইয়োডেট পাওয়া গিয়াছে। একটি সাধারণ আইয়োডেট $Ga(IO_3)_3 \cdot 2H_2O$ এবং অপরটি বেসিক আইয়োডেট, $Ga(IO_3)_3 \cdot Ga_2O_3 \cdot 3H_2O$ । সাধারণ আইয়োডেটটি একটি বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্যালিয়ম ধাতুকে প্রথমে নাইট্রিক অম্লে দ্রবীভূত করিয়া, ওজন-করা আইয়োডিক অম্ল যোগ করা হইয়াছিল। তাব পর ওয়াটার-বাথে উপর উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রিক অম্ল তাড়াইয়া দিলে ক্রমে আইয়োডেটের দানা বাহির হয়। সেগুলি জলে ধুইয়া লইয়া ডেসিকেটারে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। ইহা জলে স্বল্প-দ্রবণীয়, সুরাসাব ও ইথাবে অদ্রবণীয় এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক ও নাইট্রিক অম্লে দ্রবণীয়। খাঁটি হাইড্রোক্লোরিক অম্লের সহিত উত্তপ্ত করিলে আইয়োডিনের বাষ্প বাহির হয়। বেসিক আইয়োডেটটি, গ্যালিয়ম নাইট্রেটে দ্রবের উপর সোডিয়ম আইয়োডেট দ্রব ঢালিয়া দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। একটি সাদা জিনিষ অধঃস্থ হয়। উহা জলে ধুইয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।

গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন জৈব যৌগিক

এক্ষণে আমবা গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন জৈব যৌগিকের কথা বলিতেছি। অনেকগুলি জৈব যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলির প্রস্তুত-প্রণালী বিশদভাবে এখানে বর্ণিত হইল না। তাহাদের সংক্ষিপ্ত প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ :—সদ্য-অধঃস্থীকৃত গ্যালিয়ম হাইড্রেট বা হাইড্রক্স-সাইড বিবিধ জৈব অম্লে দ্রবীভূত করিতে হইবে। দুইটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১) হাইড্রেট সদ্য-অধঃস্থীকৃত হইবে, (রাখিয়া দিলে উহা আব জৈব অম্লে গুলিবে না) এবং (২) জৈব অম্ল প্রয়োজন অপেক্ষা অতিবিক্ত হইবে না, এবং যদি হয় তাহা হইলে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। পরে ঐ দ্রবকে বায়ুনিষ্কাশিত ডেসিকেটারে শুদ্ধ করিয়া লইয়া সুরাসাব বা ইথাবে ধুইয়া আবার শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এই জৈব যৌগিকগুলির নাম ও ফর্মুলা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বেসিক গ্যালিয়াম ফরমেট, $\text{Ga}(\text{HCO}_2)_3$, Ga_2O_3 , $5\text{H}_2\text{O}$ —জলে অদ্রবণীয়।

(২) বেসিক গ্যালিয়াম এসিটেট, $8\text{Ga}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_3$, $2\text{Ga}_2\text{O}_3$, $5\text{H}_2\text{O}$ —জলে অদ্রবণীয়।

(৩) নর্ম্যাল গ্যালিয়াম অক্সালেট $\text{Ga}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3$, $8\text{H}_2\text{O}$ —জলে খুব দ্রবণীয়।

(৪) গ্যালিয়াম সাইট্রেট, $\text{Ga}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_4)_3$, $3\text{H}_2\text{O}$ —জলে দ্রবণীয়।

(৫) গ্যালিয়াম ল্যাকটেট, $\text{Ga}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_3$, $2\text{H}_2\text{O}$ —জলে দ্রবণীয়।

(৬) গ্যালিয়াম ম্যালনেট, $\text{Ga}_2(\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_4)_3$, $3\text{H}_2\text{O}$ —জলে দ্রবণীয়।

(৭) গ্যালিয়াম টারটারেট—একটি গ্যালিয়াম টারটারেটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না। এখানে ডেক্সট্রা, লিভো, বেসিমিক ও মেসো এই চারি প্রকারের টারটারেটই প্রস্তুত হইয়াছে এবং ডি- ও এল-টারটারেটের আলোক-অনন (optical rotation) বাহিব করা হইয়াছে। চারিটি টারটারেটেরই ফর্মুলা হইতেছে— $\text{Ga}_2(\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_6)_3$, $8\text{H}_2\text{O}$ । ইহাও সবই জলে দ্রবণীয়। আলোক ক্রিয়াশীল (optically active) গ্যালিয়াম যৌগিকেব আবিষ্কার বোধ হয় এই প্রথম।

গ্যালিয়ামের কো-অর্ডিনেটেড অজৈব যৌগিক (Co-ordinated inorganic Compounds)।

গ্যালিয়ামের কো-অর্ডিনেটেড অজৈব যৌগিকের উল্লেখ এতাবৎ কাল বসায়নশাস্ত্রে দেখা যায় না। এখানে আমবা গ্যালিয়ামের সোডিয়াম, পোটাসিয়াম ও এমোনিয়াম জটিল (complex) অক্সালেট (sodium, potassium & ammonium complex oxalates of gallium) প্রাপ্তির সংবাদ দিতেছি এবং উহাদের আলোক-ক্রিয়াশীল অবস্থাতে প্রাপ্তিবও উল্লেখ করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি ডি- ও এল-টারটারেট গ্যালিয়ামের প্রথম আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিক, এবং তার পূর্বে এই সর্বপ্রথম বেসিমিক গ্যালিয়াম যৌগিক আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিকে বিশ্লিষ্ট হইল। এই সম্পর্কে যে-সকল নূতন জটিল যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে সেইগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) এমোনিয়াম গ্যালিয়াম অক্সালেট, $(\text{NH}_4)_3[\text{Ga}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$, $3\text{H}_2\text{O}$ ।

(২) পোটাসিয়াম গ্যালিয়াম অক্সালেট, $\text{K}_3[\text{Ga}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$, $3\text{H}_2\text{O}$ ।

(৩) সোডিয়াম গ্যালিয়াম অক্সালেট, $\text{Na}_3[\text{Ga}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$, $3\text{H}_2\text{O}$ ।

(৪) এল-ষ্ট্রিক্টিনিন গ্যালিয়ম অকজ্যালোট, এল- $[Ga(C_2O_3)_3]$
($HC_2O_3H_{2.2}O_{2.2}N_2$)_৩, $12H_2O$ ।

(৫) এই ৪ নং যৌগিক হইতে এল-ষ্ট্রিক্টিনিন ডি-গ্যালিয়ম অকজ্যালোট
(I-stychnine-d-gallium oxalate) প্রস্তুত হইয়াছে ।

(৬) তাব পৰ ৫ নং যৌগিক হইতে ডি-পোট্যাসিয়ম ও ডি-এমোনিয়ম
গ্যালিয়ম অকজ্যালোট এই দুই আলোক-ক্রিয়াশীল গ্যালিয়ম যৌগিক প্রস্তুত
হইয়াছে ।* ওয়াল নামক এক জন রাসায়নিক ১৯২৬ সালে এনুমিনিয়মেব এমোনিয়ম
অকজ্যালোটের আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিক আবিষ্কার কবিয়াছিলেন । ১৯৩৮ সালে
গ্যালিয়মেব এমোনিয়ম ও পোট্যাসিয়ম অকজ্যালোটের আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিক
প্রস্তুত হওয়াতে এনুমিনিয়ম ও মেগেলিষেফের 'এক-এনুমিনিয়মেব'র সাদৃশ্যেব আর একটি
উদাহরণ মিলিল ।

গ্যালিয়ম ধাতুর অগ্নাঙ্গ যৌগিক এখনও প্রস্তুত হইতেছে । যথাকালে উহাদেব সংবাদ
প্রকাশিত হইবে ।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

কলিকাতা ।

* এগুলি প্রস্তুত-প্রণালী আমাদেব New Compounds of Gallium প্রবন্ধেব তৃতীয় ভাগে
বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ।

‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’

অধ্যাপক শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুস্প্‌সাম্‌ বিবচিত্ত ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ বইখানি কতকগুলি কাৰণে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় পুস্তক। (১) ইহা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, (২) কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসব পূর্বে রচিত বাঙ্গালা গদ্যেব প্রাচীন নিদর্শন ইহাতে বক্ষিত হইয়া আছে—বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যেব ইহা অগ্রতম আদি পুস্তক, (৩) ইউরোপীয়দেব মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চাব প্রথম যুগে ইহা রচিত—বিদেশী হাতে বাঙ্গালা বচনার সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন, (৪) বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টান-ধর্মবিষয়ক সাহিত্যেব ইহা এক আদি গ্রন্থ; (৫) দুই শত বৎসব পূর্বেকাব পূর্ব-বঙ্গ্বেব (ঢাকা ভাণ্ডাল অঞ্চলেব) প্রাদেশিক ভাষাব সহিত অল্পাধিক মিশ্রিত বাঙ্গালা সাধু-ভাষাব ইহা সুন্দর নিদর্শন, এবং (৬) রোমান বর্ণমালায় পোতুগীস ভাষাব উচ্চারণ ধরিয়া লেখা বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক রূপভেদেব (তথা পোতুগীস ভাষাব) উচ্চারণ-তত্ত্বেব আলোচনায এই বই অমূল্য।

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুস্প্‌সাম্‌ দুই শত বৎসব পূর্বেকাব লোক। এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আলোচনা কবেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পাদ্রি মানোএল্ ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে খবর রাখিতে হয়, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাসেব সহিত বাঙ্গালী জন-সাধাবণেব পবিচয় বাড়িবার সঙ্কে সঙ্কে, পাদ্রি মানোএল্-এব নামও সাধারণে প্রচারিত হইবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-সমাজে পাদ্রি মানোএল্-এব বইযেব কিছু প্রচার ছিল, এবং তাঁহার নাম অন্ততঃ খ্রীষ্টান-সমাজে অনেকে জানিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দেব চতুর্থ দশক পর্যন্ত পাদ্রি মানোএল্-এব নাম কতকটা সুপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা ১৮৩৬ সালে ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’-এব দ্বিতীয় সংস্করণেব প্রকাশ হইতে বুঝা যায়। তার পরে এই লেখক ও তাঁহার পুস্তকেব কথা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ধীরে ধীরে চাপা পড়িয়া গেল। পাদ্রি মানোএল্ দুইখানি পুস্তক বচনা করিয়াছিলেন, একখানি হইতেছে খ্রীষ্টান ধর্মেব ব্যাখ্যান বিষয়ক ‘কৃপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ’, ও অপরখানি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষাব ব্যাকরণ সমেত বাঙ্গালা ও পোতুগীস এবং পোতুগীস ও বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ। বই দুইখানিই এখন দুস্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। ‘কৃপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ’-এব দুইখানি মাত্র প্রতিলিপি অস্তিত্বেব কথা জানা গিয়াছে—একখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি কলিকাতায় রয়্যাল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভিবেদন-এব পুস্তকাগারে আছে, আর একখানি আছে, পোতুগালে লিসবন শহরেব জাতীয়

গ্রন্থাগারে। পাদ্রি মানোএল্-এব অভিধান বা শব্দ-সংগ্রহেব একখানি প্রতি লণ্ডনেব ব্রিটিশ মিউজিয়মেব পুস্তকাগারে আছে, অন্তখানি আছে লিস্বনের জাতীয় গ্রন্থশালায়। এতদ্ভিন্ন, পোতুগালের এভোবা-নগরীৰ প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহে পাদ্রি মানোএল্-এর দুইখানি বইয়েবই কিয়দংশ করিয়া হস্ত-লিখিত পুথির আকাৰে মিলিতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন আমাদের জানাইয়াছেন যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে “গোয়াব সন্নিহিত মারগাঁও সহরে” “রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বাব মুদ্রিত হয়” (পৃ. ১১/০, প্রস্তাবনা, ‘ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭)। এই তৃতীয় সংস্করণ তিনি দেখেন নাই—ইহা বোমান অক্ষরে কি বাঙ্গালা অক্ষরে তাহা আমরা জানি না; এই তৃতীয় সংস্করণের একখানি মাত্র প্রতি লিস্বনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। গোয়ায় ছাপা—অতএব বোমান অক্ষরে হইবারই সম্ভাবনা, এবং এই কারণে এই তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ প্রচাৰলাভ কবে নাই।

ধীরে ধীরে বাঙ্গালী পাঠক পাদ্রি মানোএল্-এর এই দুইখানি বইয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ১৯০৩ সালে শ্রব জার্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁহার নব-আবদ্ধ *Linguistic Survey of India*-র বাঙ্গালা-ভাষা-বিষয়ক খণ্ডে পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান সম্বন্ধে উল্লেখ করেন (পৃ. ২৩, *Linguistic Survey of India*, Vol V, Part I)। তৎপরে জেহুইট-সম্প্রদায়েব পণ্ডিত, কলিকাতাব সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজেব অধ্যাপক Father Hosten পাদ্রি হস্টেন, বিংশ শতকেব দ্বিতীয় দশকে (১৯১১—১৯১৪ সালে) পাদ্রি মানোএল্-এর বই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া, বাঙ্গালা দেশেব ইতিহাসাত্মসন্ধিস্থ পাঠক-সমাজের সমক্ষে বই দুইখানিকে পুনঃপরিচিত কবিয়া দেন। কলিকাতাব এশিয়াটিক-সোসাইটিব পুস্তকাগারে ‘রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ গ্রন্থখানি খণ্ডিত প্রতিটাব অবস্থানের কথা পাদ্রি হস্টেন সাহেব আমাদের প্রথম জানাইয়া দেন। তদনন্তর দুই একজন বাঙ্গালী সাহিত্য-লোচকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়—ঢাকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এবং বর্তমান লেখক কর্তৃক ১৩২৩ সালের (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেব) ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় এই বই সম্বন্ধে দুইটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—এশিয়াটিক-সোসাইটিব প্রতি খানি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এই বইয়ের একটা সাহিত্যিক পরিচয় দেন, এবং আমি এই বইয়ের ভাষা ও ইহাব রোমান বর্ণবিজ্ঞাস ধরিয়া এই ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করি। ১৯১৯ সালে আমি লণ্ডনেব ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা-পোতুগীস শব্দ-কোষ ও ব্যাকরণ দেখি, এবং ১৯২২ সালে এই বইয়ের ব্যাকরণ-অংশের একটা পুরা অনুলিখন ও শব্দ-সংগ্রহের আংশিক অনুলিখন কবিয়া আনি। এই অনুলিখন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়-কৃত বঙ্গানুবাদের সহিত এবং আমার লিখিত প্রবেশকের সহিত ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা প্রকাশিত করি। ১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে তাঁহার *Bengali Literature in the Nineteenth Century* বইয়ে পাদ্রি মানোএল্-এব সাহিত্য-চেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ১৯১৭ সালে প্রকাশিত

তাহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থে পাণ্ডি মানোএল্-এব শব্দ-সংগ্রহেব নামপত্রেব একটা চিত্র দেন (প্রথম ভাগ, পৃ ১৭)। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত মৎপ্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে আমি বাঙ্গালা ধ্বনি-তত্ত্ব ও ব্যাকরণেব আলোচনা সম্পর্কে আবশ্যক-মত পাণ্ডি মানোএল্-এব বই দুইখানি উল্লেখ কবি। এই ভাবে বলিতে পারা যায় যে, কুড়ির শতকেব প্রথম পাদে পাণ্ডি মানোএল্ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

পাণ্ডি মানোএল্-এব আগমন ঘটয়াছিল, বাঙ্গালা দেশে পোতুগীস বণিক্ এবং সঙ্গে সঙ্গে পোতুগীস-জাতীয় রোমান-ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদেব প্রতিষ্ঠাব ফলে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামাব নেতৃত্বে পোতুগীসেবা প্রথম ভাবে পদার্পণ কবে—আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তরাংশ-অন্তবীপ যুবিয়া, মালাবাব বা কেবল দেশে কালিকট নগরে তাহারা জাহাজে করিয়া উপস্থিত হয়। ১৫১০ সালে তাহারা গোয়া দখল করিয়া সেই স্থানে ভারতে নিজেদেব প্রধান কেন্দ্র গঠন করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা প্রথম দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙ্গালায় আগমন করে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশেব আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকেব মধ্যভাগ পর্যন্ত পোতুগীসেবা বঙ্গদেশে ও স্বদেশপাশাগরে বিশেষ দুর্ধর্ষতার সঙ্গে অবস্থান কবিত—এবং ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতেই পোতুগীস ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে পবে, পোতুগীস পাণ্ডিবা ধর্মপ্রচারের চেষ্টায় এদেশে আসিতে আবন্ত কবেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পোতুগীস পাণ্ডিবা বাঙ্গালা শিখিয়া পোতুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম সংক্রান্ত বই অল্পবাদ কবিত লাগিয়া যান। এই অল্পবাদগ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টান-সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ বলা যায়—কিন্তু এগুলি এখন অপ্রাপ্য, বোধ হয় চিবতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতক পোতুগীস ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে হুগলী ও ঢাকায় পোতুগীস পাণ্ডিদেব বড় বড় কেন্দ্র গঠিত হয়। ঢাকায় ভাওয়ালে বহু দেশীয় ও মিশ্র খ্রীষ্টানেব বসতি হয়। যেখানে যেখানে সম্ভব হইয়াছে, পাণ্ডিবা বড় বড়-গির্জা তুলিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতকে এই পাণ্ডিদেব দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারের যে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশে পোতুগীস বণিক্ সৈনিক ও পাণ্ডিদেব ক্রিয়া-কলাপ লইয়া আলোচনা আবশ্যকতা নাই। পাণ্ডি হার্টেন সাহেবের প্রবন্ধে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ও আমার সম্পাদিত পাণ্ডি মানোএল্-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণেব প্রবেশকে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-বোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর প্রস্তাবনায়, এবং J. J. A. Campos কর্তৃক লিখিত *History of the Portuguese in Bengal* (Calcutta 1919) গ্রন্থে ও এতদ্বিষয়-সম্পৃক্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দোমিনিক-দে-সুজা, Dominic de Souza নামে একজন পোতুগীস পাদ্রি ১৫৯৯ সালের পূর্বে দুই একখানি খ্রীষ্টানী বই বাঙ্গালীতে অনূবাদ করবেন। ইহার পূর্বে অন্য কোনও অনূবাদক বা পাদ্রি লেখকের কথা আমরা জানি না। তাহার পবেব খবর যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে যে, দোম্ আন্তোনিও Dom Antonio নামে একজন দেশী (বাঙ্গালী) খ্রীষ্টান, হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, ‘ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ’ নামে একখানি বই বচনা করেন। এই দোম্ আন্তোনিও ভূষণার বাজকুমার ছিলেন, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেবা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়, কিন্তু জর্নৈক পোতুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন, ও পূর্বে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা লয়েন। তিনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকেব শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের নির্দেশ অনুসারে বইখানি লিখিয়া থাকিবেন। দোম্ আন্তোনিও-ব সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানা যায় তাহা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনেব প্রস্তাবনায পাওয়া যাইবে। দোম্ আন্তোনিও-ব বই বাঙ্গালা দেশে পোতুগীস পাদ্রিদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৬৯৫ সালে ভূষণার অন্তঃপাতী কোষাভাঙ্গা হইতে ঢাকার ভাওয়াল পরগণা-বাগবী গ্রামে পোতুগীস পাদ্রিদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময়ে দোম্ আন্তোনিও-ব বইও ভাওয়ালে নীত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ১৭২৬ সালের পরে, দোম্ আন্তোনিও-ব বই মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্ত পোতুগালে পাঠানো হইয়াছিল, মুদ্রণেব উদ্দেশ্যে বোমান লিপিতে ঐ বইয়েব অক্ষরান্তব করা হইয়াছিল, পাদ্রি মানোএল্ তাহাব আশয়ও পোতুগীস ভাষায় লিখেন, কিন্তু কোনও কারণে ঐ বই এতাবৎ মুদ্রিত হয় নাই, বইয়ের পাণ্ডুলিপি পোতুগালেব এভোরা-নগরী-ব পুস্তকাগারে পড়িয়া ছিল,—অবশেষে ১৯৩৭ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ঐ বইয়ের মূল বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা অক্ষরান্তবীকরণ সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পোতুগীস রোমান-কাথলিক পাদ্রিদের দৃষ্টান্তে ও অনূপ্রাণনায় সৃষ্ট সাহিত্য-পবম্পবা-মধ্যে দোম্ আন্তোনিও-ব এই বইয়ের পরে আমরা পাই পাদ্রি মানোএল্-দা-আসুন্সাম্-এর পুস্তকদ্বয়। তাঁহার ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ ধরিয়া ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে (ব্যাকরণখানি সম্পূর্ণ, শব্দ-সংগ্রহ আংশিক ভাবে)। এক্ষণে তাঁহার ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ পুস্তক, মূল প্রথম সংস্করণ অবলম্বন করিয়া, রোমান লিপিতে ও বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণে, এবং টীকা-টিপ্পনী সমেত, “দ্রুতাপ্য গ্রন্থমালা”য় পুনঃপ্রকাশিত হইল।

পাদ্রি মানোএল্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই কথা বলিয়া, বইখানি-ব অল্প-স্বল্প আলোচনা করিব। ইহার জীবনের কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কোথায়, কবে, কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, কবে, কি ভাবে তিনি ভারতে আসেন, এ-সব খবর কোথাও উল্লিখিত পাওয়া যায় নাই। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসিয়া তাঁহার ‘কৃপার শাস্ত্রের

অর্থভেদ'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তখন তিনি (পূর্ব-ভারতের মণ্ডলীভুক্ত) অগস্ত্যনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন (Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregação [da India Oriental]), এবং বাঙ্গালা দেশে সিদ্ধা নিকোলাস-দে-তোলেস্তিনোর নামেব সহিত সংশ্লিষ্ট প্রচাব-কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। (Reitor da Missão de S Nicolao de Tolentino em Bengalla)। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল নগরে অবস্থিত অগস্ত্যনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৭৩৪—১৭৫৭ এই দুই তারিখের পূর্বের ও পূর্বের কোনও সংবাদ তাঁহার সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার জীবনের এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারি। তাঁহার 'রূপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর বাঙ্গালা দেখিয়া, ও তাঁহার শব্দ-সংগ্রহের ভূমিকা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, তিনি বিদেশ হইতে—পোতুগাল হইতেই—বাঙ্গালা দেশে আসিয়া থাকিবেন।

বয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ-বেঙ্গল-এ বর্ণিত 'রূপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকখানি ঋণ্ডিত, সোসাইটিব এই পুস্তকে নিম্ন-লিখিত পত্রগুলি নাই : পৃ. ৩৩—৩৪, ৩৫—৩৬, ৩৭—৩৮, ৩৯—৪০, ৪১—৪২, ৪৩—৪৪, ৪৫—৪৬, ৪৭—৪৮, পৃ ১৫৫—১৫৬, ১৫৭—১৫৮, পৃ ৩২১—৩২২, ৩২৩—৩২৪, ৩২৫—৩২৬, ৩২৭—৩২৮, ৩২৯—৩৩০, ৩৩১—৩৩২, ৩৩৩—৩৩৪, ৩৩৫—৩৩৬, পৃ ৩৭১—৩৭২, ৩৭৩—৩৭৪, ৩৮০ পৃষ্ঠায় সোসাইটির অসম্পূর্ণ পুস্তক সমাপ্ত। ইহার অতিবিক্ত মূল পুস্তকে আছে, পৃ ৩৮১—৩৮২, পৃ. ৩৮৩ (এই পৃষ্ঠগুলির মধ্যে বিজোড সংখ্যাব পৃষ্ঠায় আছে পোতুগীস, জোড-সংখ্যাব পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা), ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বইখানির সমাপ্তি। তদনন্তর পৃ ৩৮৪টা খালি পৃষ্ঠা, ও পৃ. ৩৮৫—৩৯১-এ কেবল পোতুগীস ভাষায় বইয়ের মধ্যে যে ৬১টা উপাখ্যান আছে, সেই উপাখ্যানগুলির সূচীপত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সূচীতে এই উপাখ্যানগুলির পোতুগীস মূলের পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ আছে। সোসাইটির পুস্তকে যে পত্রগুলির অভাব আছে, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া এভোরাব পুস্তকাগারে রক্ষিত 'রূপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতীতি হইতে সেগুলিকে নকল করাইয়া আনান, এই নকল হইতে পূরণ করিয়া, সম্পূর্ণ 'রূপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ' (কেবল বাঙ্গালা অংশ) "হুস্তাপ্য গ্রন্থমালা"য় মুদ্রিত হইয়াছে।

মূল বইখানি ছোট আকারের—পৃষ্ঠাগুলির মুদ্রিত অংশের পরিমাপ ৫ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি। ৩৮৩ বা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মূল বইখানি সমাপ্ত, ইহার অর্ধেক লইয়া বাঙ্গালা—১৯২ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অংশ। বইখানি দুই 'পুথি' বা দুই খণ্ডে বিভক্ত : 'পুথি' ১—পৃ ৩১২ পর্যন্ত, 'পুথি' ২—বাকী অংশ লইয়া। প্রত্যেক 'পুথি' আবার কতকগুলি 'তাজেল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। 'পুথি' ও 'তাজেল'-এব বিষয়-বস্তু নিয়ে নির্দিষ্ট হইল—

পুথি ১—সকল (পড)নের অর্থ, এবং পৃথক পৃথক বুঝান।

তাজেল ১—সিদ্ধি ক্রুরের অর্থভেদ।

তাজেল ২—'পিতাব পড়ন', এবং তাহার অর্থ।

তাজেল ৩—‘প্রণাম মাঝিয়া’ আব তাহাব অর্থ, আর ‘নিস্তাব বালী’।

তাজেল ৪—‘মানি সত্য নিবজ্ঞন’, আস্তাব চৌদ্দ ভেদ, এবং তাহাদিগেব অর্থ।

তাজেল ৫—দশ আজ্জা, এবং তাহাদিগেব অর্থ।

তাজেল ৬—পাঁচ আজ্জা, এবং তাহাদিগেব অর্থ।

তাজেল ৭—সাত সাক্রামেন্তোস্, এবং তাহাদিগেব অর্থ।

পুথি ২—পড়ন শাস্ত্র সকল আব যে উচিত জানিতে, স্বর্গে যাইবার।

তাজেল ১—আস্তাব ভেদ বিচাব, সত্য কবিয়া শিখিবার, শিখাইবার, উপায় তবিবাব।

তাজেল ২—পড়ন-শাস্ত্র নিরালা।

এই বইয়ে মোটামুটি বোমান-কাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস-সমূহ এবং অনুষ্ঠান-সমূহের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাকে বিশদ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি (৬১টা) ধর্মমূলক উপাখ্যানও বইয়ে দেওয়া হইয়াছে।

মূল পোতুগীস বইখানি পাদ্রি মানোএল্-এব লিখিত কি না তাহা জানা যায় না। আমাদের মনে হয়, এই বই পোতুগালে বহুল প্রচারিত খ্রীষ্টান ধর্মবিষয়ক কোনও পুরাতন বই হইবে। বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা এক্ষেত্রে অবাস্তব। তবে এইটুকু বলা যায় যে, যে ধর্মমত বা অনুষ্ঠানের সত্যতা বা ঐচ্ছিত্য সংস্থাপন কবিবার উদ্দেশ্যে যে উপাখ্যানগুলি দেওয়া হইয়াছে, বহু স্থলে সেগুলিতে বিশ্বাস কবা শিশুজনোচিত। সবল মনোভাব না হইলে সম্ভব হয় না। বিশ্বাসী জনের উচিত জোব ভাষায় নিজ বিশ্বাস প্রকট কবা ছাড়া, বিচাব বা যুক্তিব বিশেষ কিছু এইরূপ বইয়ে আশা কবা যায় না। যাহা বা খ্রীষ্টান পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাস কবে, তাহাদের নিজ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া বাখিবার উদ্দেশ্যেই বইখানি লিখিত।

আমাদের কাছে এখন ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ পুস্তকের উপযোগিতা হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার পুরাতন গদ্যের নিদর্শন হিসাবে, এবং রোমান অক্ষরে লিখিত বলিয়া পুরাতন বাঙ্গালার উচ্চারণ-নির্দেশক পুস্তক হিসাবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের প্রবন্ধে (১৩২৩ সাল, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১২৭—২১৭) এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি; এবং আমাদের সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্-এব ব্যাকবণে ও ব্যাকবণেব ভূমিকাতেও এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে। সে বিষয়েব পুনরবতাবণা করিব না, জিজ্ঞাস্য পাঠকগণকে ‘সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা’র প্রবন্ধ এবং এই বইয়েব টীকা-টিপ্পনী অংশ দেখিতে অনুরোধ কবিতৈছি।

পাদ্রি মানোএল্-এব বাঙ্গালা যে বিদেশীর বচিত বাঙ্গালা সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ তাহাব বচনা-শৈলীর মধ্যেই বিদ্যমান। চাৰিটা কারণে তাহার বাঙ্গালা বচনা খুব ভাল হইতে পাবে নাই : (১) তিনি বিদেশী, খুব ভাল কবিয়া বাঙ্গালা ভাষা দখল করা তাহাব হয় নাই; মনে হয়, তিনি মৌখিক ভাষাই বলিতে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন, সাধু-ভাষা বা সাহিত্যেব ভাষায় তাহার অধিকার তেমন ছিল না, (২) তখনকার দিনে

সাধু গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, স্তব্ধতাং গদ্য-রচনায় পাদ্রি মানোএলকে অনেকটা নিজেই পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছিল। গদ্যের ভাল আদর্শ তাঁহার সমক্ষে না থাকায়, তাঁহাকে লাতীন ও পোতুগীসের (৬ বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষা পোতুগীসের) আদর্শ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাব ফলে তাঁহার ভাষায় বহু স্থলে ফিবিদ্ধিমানা আসিয়া গিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাক্য-বীতিতে। (৩) তখন সাধু গদ্যে বেশী বই লেখা না হইলেও, পত্রাদিতে এক বকম সাধু বাঙ্গালা গদ্যের শৈলী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাদ্রি মানোএল, ঢাকা ভাণ্ডার-অঞ্চলের কথ্য ভাষা নিশ্চয়ই ভাল কবিয়া জানিতেন, সেই জন্ত তাঁহার বচনায় কথ্য ভাষার প্রভাব এত বেশী পড়িয়াছে যে তাঁহার ব্যবহৃত বাঙ্গালাকে ঢাকার কথ্য ভাষার সহিত মিশ্রিত সাধু গদ্য বলিতে হয়। ভূষণাব বাজপুত্র দোম আন্তোনিও-ব ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। (৪) বহু স্থলে সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন বলিয়া, পাদ্রি মানোএলকে বোমান-কাথলিক ধর্মমত ও অল্পাংশ সম্পর্কে উপযুক্ত পরিভাষার জন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধু-ভাষা ও আত্মবুদ্ধিক ভাবে সংস্কৃতের শব্দাবলী ও ধাতু-প্রত্যয়াদির সহিত তেমন পরিচিত ছিলেন না বলিয়া, পারিভাষিক শব্দের জন্ত চলতি বাঙ্গালা শব্দের সাহায্যই তাঁহাকে বেশীর ভাগ লইতে হইয়াছিল। Sancta Mater Ecclesia—সমস্ত খ্রীষ্টান সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান জনগণের আধ্যাত্মিক জীবনের বক্ষয়িত্রী মাতা রূপে কল্পিত হইয়া, লাতীনে এই নামে অভিহিত হয়—ইংরেজীতে Holy Mother Church, পোতুগীসে Santa Madre Igreja: পাদ্রি মানোএল (অথবা তাঁহার পূর্বগামী অন্য কোনও পাদ্রি?) ইহাব বাঙ্গালা কবিলেন—“সিন্ধী মাতা ধর্মঘর (সিন্ধী—পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে সিন্ধী)।” এইরূপ অল্পবাদের চেষ্টা লক্ষণীয়, ভাষার পুঁজী যেটুকু তাঁহাদের হাতে আসিয়াছিল, তাহা লইয়া এই পাদ্রিবা যতটা সম্ভব খ্রীষ্টান ধর্মমত বাঙ্গালায় বুঝাইবার চেষ্টা কবিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় বোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান পরিভাষার পত্তন করিয়া গিয়াছেন। এজন্ত তাঁহাদের পবিত্র সাধুবাদের যোগ্য। বাধ্য হইয়া, উপযুক্ত শব্দ না জানায় বা না পাওয়ায়, তাঁহারা দুই চাবি স্থানে লাতীন বা পোতুগীস শব্দ রাখিয়াছেন, যেমন “ইম্পিবিতো সান্তো, কনফেসার, ক্রুশ, বিসপো” প্রভৃতি। কিন্তু মোটেব উপর, বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের ধর্মকার্যে তাহার মাতৃভাষা ব্যবহার কবিবার কালে, সেই ভাষাকে যথাসাধ্য ‘স্বদেশী’ বাখিবার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল।

বাক্যরীতির অসঙ্গতি পাদ্রি মানোএল-এব ভাষার প্রধান দোষ, ইহা পদে পদে পাওয়া যাইবে। পোতুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালায় গোয়াব কোঙ্কণী ভাষার প্রভাবের কথা আমি ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র ১৩২৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাও লক্ষ্য কবিবার বিষয়। কিন্তু পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষয়ে, পাদ্রি মানোএল-এব বাঙ্গালায় যে তখনকার দিনের ঢাকা-অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনের যুগে যাহা-হওয়া

স্বাভাবিক—আববী-ফাবসী শব্দও
বেশ আছে। সংস্কৃত সাধু-ভাষাব
প্রভাব কথ্য ভাষায় ততটা
যায নাই, সেই জন্ত প্রচলিত
খাঁটী বাঙ্গালা ও অর্ধতৎসম
শব্দ এবং সমাস যথেষ্ট আছে।

পাদ্রি মানোএল্-এব
বাঙ্গালা সবচেয়ে বেশী স্মৃত
হইয়াছে তাঁহাব উপাখ্যান-
গুলিতে। এই উপাখ্যানগুলির
সম্বন্ধে বলিতে পাবা যায় যে,
মোর্টেব উপরে বেশ প্রাঞ্জল
প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সহজ-বোধ্য
বাঙ্গালা তিনি রচনা কবিয়াছেন।
তাঁহাব বাক্য-রীতিতে স্থলে
স্থলে স্থান হইলেও, এবং
পোতুগীসেব প্রভাব দেখা
দিলেও, তিনি যে বেশ সাবলীল
ভঙ্গীতে তাঁহাব উপাখ্যানগুলি
গুনাইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে
সন্দেহ নাই। কতকগুলি
উপাখ্যান সবল বাঙ্গালা গদ্যেব
নমুনা হিসাবে ধবা যাইতে

পাবে—অবশ্য তখনকার দিনেব শব্দাবলী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষাব গদ্য-সাহিত্যেব এক প্রধান ও লক্ষণীয় পুৰাতন নিদর্শন বলিয়া এই বই
হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীৰ আদরেব হওয়া উচিত। বাঙ্গালা গদ্যেব
উৎপত্তি ও বিকাশ চর্চা কবিত্তে গেলে, পাদ্রি মানোএল্-এব ‘কৃপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ’কে
বাদ দিতে পাবা যায় না। এবং, বাঙ্গালা ভাষাব প্রাচীন গদ্য-লেখকগণের মধ্যে অগ্রতম
বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে পাদ্রি মানোএল্-দা-আসুন্সুস্-সাম্ সমস্ত বাঙ্গালী
জাতিব কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র।

এই বইয়েব দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাঙ্কবে ফরাসী পাদ্রি “জাকবচ্ ফ্রাঁছিসকচ্ মারিয়া
গেরে” (Jacobus Franciscus Maria Guerin) ১৮৩৬ সালে ত্রীবিমপুর্বে ছাপাইয়া
চন্দননগর হইতে প্রকাশিত করেন। ফরাসীতে এই দ্বিতীয় সংস্করণেব নামপত্র এইরূপ :—

- 20 *Crepari Xaxtrre orth, bhed,*
X. Podarthoná zanilé;
C. Xú rupé manité que moté zanibeq?
X. Zanilé o manilé, o buzhlé axthar
bhed xocol.
G. Carzió punió corite que moté zanibeq?
X. Dox Agguia, o pans Agguia zanilé, e
bong tahandiguer palon corile, zemot
uchit.
G. Ar qui zanibeq?
X. Muçtir mulier tingun: *Axthá* manité;
Axá manguité: *Coruné*, carzió punió
corité.
G. Zanó ni podar thoná?
X. Hoé, zaní.
G. Cohó, deqhi;

Podar Thoná.

- X. **P** Itá amardiguer,
Poromo xorgué aíló;
Tomar xidhi nameré
Xeba houq.
Aixuq amardigueré
Tomar raizot.
Tomar zé icha,
Xeí houq:
Zemon porthibité,
Temon xorgué:

Amar-

‘কৃপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ’-এব একটি পৃষ্ঠাব প্রতিলিপি

CATECHISME | SUIVI | DE TROIS DIALOGUES | ET DE LA
LISTE | DES ECLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE | CALCULEES
POUR LE BENGAL | A PARTIR DE 1836 JUSQU'EN 1940
INCLUSIVEMENT. | NOUVELLE EDITION, REVUE ET
CORRIGEE | রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ । | সূর্য্যের আব চন্দ্রের গহণ গণনার সহিত ১৪০
বৎসরের | আবস্তু ১৮৩৬ সাল অবধি | সহব চন্দননগর | এবং সমস্তবাক্সালা দেশের
নিমিত্তে । | কবিয়াছেন জাকবছ ফ্রাঙ্কিস্কস্ মাৰিয়া গেরে | চন্দননগরের সর্বগ্রাহ্যেব
পাদরী | নিমোজিত প্রেবিতসম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাআব সভাস্থ । | দ্বিতীয় বার এবং শুদ্ধকপে |
ত্রিবারপুর্বে মুদ্রাক্ষিত হইল । | সন ১৮৩৬ । |

এই সংস্করণের নামপত্র হইতেই ইহার ভাষার নমুনা দেখা যায় । ইহার লাতীন
ভূমিকায পাদ্রি মানোএল্ যে এই বই প্রথম ১৭৩৫ সালে বচনা করেন এবং লিস্বন হইতে
এই বই যে প্রথম প্রকাশিত হয়—ভূমিকায ভ্রম-ক্রমে ছাপাব তারিখ ১৭৪৩ স্থলে ১৭৬৩
দেওয়া হইয়াছে—তাহার উল্লেখ আছে । কোনও কোনও স্থানে এই নূতন সংস্করণে শুদ্ধ
করিবার চেষ্টা আছে, লাতীন Sanctus, Sancta, Sanctum, পোতুগীস Santo, Santa
এবং ইংরেজী Saint-এব অনুবাদ পাদ্রি মানোএল্-এব বইয়ে আছে “সিন্কা, সিন্কা”, পাদ্রি
গেব্যা তাহা কাটিয়া করিয়া দিয়াছেন “শুদ্ধ” । “অর্থভেদ” Oith bhed শব্দ শুদ্ধ করিয়া
এই সংস্করণে “অর্থবেদ” কবা হইয়াছে, “অর্থবেদ” মানে কি হয় জানি না, “অর্থভেদ” কিন্তু
সার্থক শব্দ, “অর্থের ব্যাখ্যা” অর্থে । ১ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত “রূপার শাস্ত্রের অর্থবেদ”, মাত্র
এই অংশকে পাদ্রি মানোএল্-এর বইয়ের সংক্ষিপ্ত ও পবিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায় ।
উপাখ্যানগুলির প্রায় সব কয়টা ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে । তদনন্তব ৫৮ হইতে ৬২
পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমান মত খণ্ডন, ৬২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হিন্দু মত খণ্ডন, ৬৬ পৃষ্ঠা হইতে
৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খ্রীষ্টান গুরু-কর্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মান্তরিত মুসলমান ও হিন্দু শিষ্যদ্বয়কে খ্রীষ্টান
জগতের ইতিহাস কখন ও বোমান-কাতলিক ধর্মের প্রাধান্য ও মহিমা কীর্তন, পৃ ৯৮-
৯৯-তে এক হিন্দু দৈবজ্ঞের সহিত এই গুরুব বাদ, এবং ৯৯-১২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সূর্য ও চন্দ্র-
গ্রহণের গণনা । পাদ্রি গেব্যা ৫৮ হইতে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত
করিয়াছেন, ভাষা ও ভাব উভয় দিক্ দিয়া সেই অংশ সম্বন্ধে এক কথায় সমালোচনা কবা
যায়—‘বর্বব’ ।

‘রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’-এব তৃতীয় সংস্করণের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা
আমরা কেহ দেখি নাই—এতৎসম্পর্কে কিছু বলা গেল না ।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৫)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

- শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ প্রচার
• ব্যপদেশে উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষায় যে উন্নতি সাধন কবিষাছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য
সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়েলসলিং-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট
উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধনা স্বক হয়। কেশবচন্দ্রের পিতামহ
দেওয়ান বামকমল সেন তাঁহার সুবিখ্যাত *A Dictionary in English and Bengalee*
(১৮৩৪) গ্রন্থের ভূমিকা (পৃ. ১৪) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young Civilian Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta, a number of books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages The College Pundits following up the plan produced many excellent works Amongst them the late *Mrityunjoy Vidyalkar*, the head Pundit of the College, was the most eminent. I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee language, its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to that excellent man Dr Carey and his colleagues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, পবিণতি ও বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনা ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনাও কেহ করেন নাই। অতঃ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগেব কাহিনীই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার কথা। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিবরণ অধুনা দিল্লীতে ভাবত-সরকারের দপ্তরখানায় “Home Miscellaneous” দপ্তরে (৫৫২-৭৭ সংখ্যক) “Proceedings of the College of Fort William” নামে রক্ষিত আছে। এই “প্রোসিডিংসের” কয়েকটি ভলুমের সন্ধান এখন না মিলিলেও বাংলা-সরকারেব রেকর্ড অফিসের জেনারাল ডিপার্টমেন্টের “প্রোসিডিংস” হইতে উক্ত বিলুপ্ত অধ্যায়গুলি প্রুণ করিয়া লওয়াও সম্ভব। পরবর্তী কালে এই সকল কাগজপত্রের সহায়তায় W. S. Seton-Kair, C. S., Lt-Col G. S. A Ranking, M. A., M. D. এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ

বন্দোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব ইতিবৃত্ত রচনা কবিয়াছেন। সীটন-কারেব প্রবন্ধ *Calcutta Review*-এ (Vol V, No 9) "The College of Fort William" নামে প্রকাশিত হয়, Lt.-Col. Ranking-এব স্ববিস্তৃত ইতিহাস কষেক বৎসর কাল ধরিয়া *Bengal: Past & Present* পত্রিকায়* প্রকাশিত হয় এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর *Dawn of New India* (1927) পুস্তকেব ২২-১২৬ পৃষ্ঠায় "The College of Fort William" প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ভাইস-প্রোভোষ্টরূপে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বেভারেণ্ড ক্লডিয়াস বুকানন, ডি ডি-সঙ্কলিত *The College of Fort William in Bengal* (London: 1805) পুস্তকে প্রথম চারি বৎসরের এবং কাউন্সিল অব দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি টমাস বোবাক-প্রণীত *The Annals of the College of Fort William* (Calcutta: 1819) পুস্তকে সূত্রপাত হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত *Rules and Regulations of the College of Fort William* 1841, Martin's *Wellesley Despatches* প্রভৃতি পুস্তকেও অনেক মালমশলা আছে। ডক্টর স্বশীলকুমার দে তাঁহাব *History of Bengali Literature* (1919) পুস্তকের ১১৭-২২৭ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর ভাষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বিস্তৃত আলোচনা কবিয়াছেন। ত্রিযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনেব *Western Influence in Bengali Literature* (1932) পুস্তকেব "The College of Fort William" অধ্যায় (পৃ ৫৩-৬২) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে লর্ড মর্নিংটন (মারকুইস অব ওয়েলসলি) ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষেব গবর্ণর-জেনারাল রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহাব তুল্য স্বযোগ্য বাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে অধিক আসেন নাই। তিনি এদেশে আসিয়াই অনুভব করিলেন যে, কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কাজেব ভারপ্রাপ্ত হইয়া বিলাত হইতে যাহাবা আসে, তাহারা অধিকাংশই চৌদ্ধ হইতে আঠাব বৎসরের নাবালক, স্বদেশেব বিজ্ঞালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিবাব পূর্বেই তাহারা প্রেরিত হয় এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া কাজের উপযুক্ত কবিয়া তুলিবাব কোনও বন্দোবস্তই এখানে হয় না। প্রাচীন কর্মচারীবীদেব অসং দৃষ্টান্তে এবং কুশিক্ষায় এই অপবিত্রতাবন্ধ যুবকেরা সহজেই বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া কাজের সম্পূর্ণ অল্পযুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, শাসিতদেব মধ্যে উত্তরোত্তর অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লর্ড ওয়েলসলি ইহাব

* "History of the College of Fort William from its first Foundation," 1911—vol vii, pp 1-29, "History of the College of Fort William," 1920—vol xxi, pp 160-200, "The History of the College of Fort William II," 1921—vol xxiii, pp 1-27, "The History of the College of Fort William III," 1921—vol xxii, pp 120-158, "The College of Fort William IV," 1921—vol xxiii, pp 84-153, "The College of Fort William V," 1922—vol. xxiv, pp 112-138.

প্রতীকার কবিতা বন্ধপবিকব হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি তারিখে পাবলিক ডিপার্টমেন্টেব একটি ইস্তাহাব জারি হইল—

from and after the 1st January 1801, no servant will be deemed eligible to any of the offices hereinafter mentioned, unless he shall have passed an examination (the nature of which will be hereafter determined), in the laws and regulations and in the languages, a knowledge of which is hereby declared to be an indispensable qualification

“Languages” বলিতে প্রাচ্যে ফার্সী, হিন্দুস্থানী এবং বাংলা* বুঝাইত। ইস্তাহার জারিব সন্ধে সন্ধেই লর্ড ওয়েলেসলি ইহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবাব জ্ঞা চেষ্টিত হইলেন। বাংলা ভাষায় তখন পর্য্যন্ত কোনও ইংরেজের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি প্রসার লাভ কবে নাই, হিন্দুস্থানীতে মিঃ জন্ গিলক্রাইস্ট যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাকে লইয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার জ্ঞা জন্ গিলক্রাইস্ট তখন কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় (seminary) স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে এই মর্মে একটি ইস্তাহাব জারি করিলেন যে, জুনিয়র সিভিল সার্ভেটদিগকে জন্ গিলক্রাইস্টের বিদ্যালয়ে নিযমিত হিন্দুস্থানীর পাঠ লইতে হইবে। এই ব্যবস্থার বিশেষ ফলাফল লক্ষ্য করিবাব পূর্বেই মাত্র চাব দিনেব মধ্যেই ওয়েলেসলিকে টিপু সুলতানের বিক্রে দক্ষিণ-ভাবতে যুদ্ধযাত্রা কবিতা হয়। ৪ঠা মে তারিখে টিপু রাজধানী সেবিন্দ্রাপটম্ দখল কবিয়া ওয়েলেসলি বিজয়গর্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই (অক্টোবর মাসে) শ্রীরামপুৰ মিশনরীদের শুভাগমন ঘটে এবং তাহাবও দুই মাস পরে কেবীও শ্রীরামপুৰে উপস্থিত হন। কোম্পানীর কর্মচারী-দিগের বাংলাশিক্ষাব্যবস্থার যে অল্পবিধা ওয়েলেসলি অনুভব করিতেছিলেন, তাহার অজ্ঞাতে কলিকাতার অনতিদূরেই তাহার প্রতীকারের আয়োজন চলিতেছিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া ওয়েলেসলি জন্ গিলক্রাইস্টের ছাত্রেরা কিরূপ শিক্ষা পাইতেছে, তাহার পরীক্ষার জ্ঞা জি. এইচ. বার্লী, জে. এইচ. হ্যাভিংটন, ডব্লু. কার্কপ্যাট্রিক, এন. বি. এডমন্সটোন এবং ডব্লু. সি. ব্ল্যাকওয়ারকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ২৯এ জুলাই ১৮০০ তাবিখে তাঁহাদের বিপোর্ট দাখিল কবেন। তাঁহার গিলক্রাইস্টেব প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলেন, ছাত্রেরা আশাতীত রকম উন্নতি কবিয়াছে। এই বিপোর্ট পাইয়া লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাব কল্লনাকে অবিলম্বে বাস্তব রূপ দিবার জ্ঞা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি এই ব্যাপাবে এমনই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমতির অপেক্ষা না কবিয়াই এই বিদ্যালয়

১ ইস্তাহাবে “২১এ ডিসেম্বর ১৭৯৮” এই তারিখ দেওয়া ছিল।

*“Persian and Hindoostanee for the Office of Judge or Register (sic) of any Court of Justice Bengali, for the office of Collector of Revenue or of Customs or Commercial Resident or Salt Agent in the provinces of Bengal or Orissa”

স্থাপন ও কয়েক জন শিক্ষক নিয়োগ করিয়া বসিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তাবিখে তিনি কর্তৃপক্ষের দরবারে তাঁহার বিখ্যাত “মিনিট” উপস্থাপিত করেন। অনেকে এই কারণে ভুল কবিয়া ঐ তারিখটিকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আসলে কলেজের কাজ শুরু হয় ঐ সালের ২৪এ নবেম্বর তারিখ হইতে। ভারতীয় কাউন্সিলে তিনি ২ই জুলাই তাবিখে সর্বপ্রথম তাঁহার প্রস্তাব পেশ করেন, তাঁহার উৎসাহে উদীপ্ত হইয়া সদস্তেরা সকলে ডিবেক্টরদের নিকট ঐ প্রস্তাব অনুমোদন কবিয়া পাঠান এবং সেই সভাতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়া যায়। দক্ষিণাত্য-বিজয়ের গর্ব তখনও ওয়েলসলিও পুরামাত্রায় বজায় ছিল, তিনি ৪ঠা মে তারিখটিকে স্মরণীয় কবিবাব জগৎ ৪ঠা মে তাবিখ হইতেই কলেজের কাজ শুরু হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস ৪ঠা মে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮ই আগষ্ট তারিখের মিনিটের নিম্নোক্ত অংশ উল্লেখযোগ্য :—

36 Their education must therefore be of a mixed nature, its foundation must be judiciously laid in England, and the superstructure systematically completed in India

48 Under all these circumstances the most deliberate and assiduous examination of all the important questions considered in this paper, determined the Governor-General to found a collegiate institution at Fort William by the following regulations —

I the Most Noble Richard, Marquis of Wellesley, Knight of the Illustrious Order of Saint Patrick, etc, etc, Governor-General in Council, deeming the establishment of such an institution, and system of discipline, education, and study, to be requisite for the good government and stability of the British Empire in India, and for the maintenance of the interests and honour of the Honourable the East India Company, his Lordship in Council hath therefore enacted as follows —

II A College is hereby founded at Fort Wilham in Bengal, for the better instruction of the Junior Civil Servants of the Company, in such branches of literature, science, and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices, constituted for the administration of the government of the British possessions in the East Indies

XV Professorships shall be established as soon as may be practicable, and regular courses of lecture commenced in the following branches of literature, science, and knowledge .—

Arabic,	)	Moochummudan law
Persian,	)	Hindoo law
Sanskrit,	)	Ethics, civil jurisprudence, and the law of
Hindoostanee,	)	nations
Bengalee,	)	English law
Teluga,	)	The regulations and laws enacted by the
Muhratta,	)	Governor-General in Council,
Tamool,	)	Political economy,
Kunura,	)	Modern languages of Europe
		Greek, Latin, and English classics
		General history, ancient and modern
		The history and antiquities of Hindoostan,
		and Dukhun
		Natural history
		Botany, chemistry, and astronomy

এই মিনিট হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সার্ড ওয়েলসলি এই প্রতিষ্ঠানকে মাত্র একটি কলেজের মতোই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই, একটি বিশ্ববিদ্যালয়কর্মে ইহাকে গড়িয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেব ২৪এ নবেম্বর, সোমবার হইতে ওয়েলসলি-পরিচালিত কলেজের কাজ স্বক হইল। তৎপূর্বেই রেভাৰেণ্ড ডেভিড ব্রাউন কলেজের প্রোভোষ্ট, বেভারেণ্ড ক্লডিয়াস বুকানন সহকারী প্রোভোষ্ট এবং মিঃ জর্জ বার্লো (কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর) এই প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যাইতে পারে যে, বুকানন এবং বার্লোব অক্সফোর্ড পবিত্রশ্রম ও যত্নেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছিল।

ঐ সালেব ১৫ই নবেম্বর তাবিখে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটেব প্রোভোষ্ট চেম্বার হইতে ডেভিড ব্রাউনেব স্বাক্ষরে অধ্যাপনা-বিষয়ক প্রথম ইস্তাহাব জারি হয়। এই ইস্তাহারে ২৪এ নবেম্বর হইতে আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা বিষয়ক বক্তৃতারস্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। গার্ডেন-রীচে কলেজের নিজস্ব গৃহ নিষ্পিত হইবাব কথা চলিতেছিল, কিন্তু তত দিন কলিকাতাব মধ্যভাগে বাইটাস বিল্ডিংসে এবং তথায় স্থান সঙ্কুলান না হইলে কাছাকাছি প্রয়োজনমত বাড়ী ভাড়া লইয়া কলেজেব কাজ চলিবে, ইহাই স্থির হইল। আবস্ত হইতেই ইহা “রেসিডেন্শিয়াল” কলেজ হওয়াতে অধ্যাপনার স্থান ছাড়াও ছাত্রদের বাসোপযোগী স্থানেরও বন্দোবস্ত রাখিতে হইত। কলেজের বিল-বহি হইতে দেখা যায় যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেব মে মাসের মধ্যেই ছাত্রদের বাসেব জন্য কলেজেব কাছাকাছি অন্ততঃ ছয়টি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এগুলিব অধিকাংশই ট্যাক স্কোয়াবেব (ডালহৌসী স্কোয়াব) আশেপাশেই ম্যাক্লে লেন, বাগী মূদী গলি (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট) প্রভৃতি বাস্তায় অবস্থিত ছিল। বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে প্রেমচাঁদ বাঁড়ুজ্জে, ডব্লু গেনার্ড প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। স্কোয়াবেব ধারে বাঁড়ুজ্জেব দুইখানি বাড়ী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দেব ৩১এ মে পর্যন্ত কলেজেব দখলে ছিল। ঐ সালেব জুন মাস হইতে জন্ ম্যাকডোনাল্ড নামক এক জন নৃত্যশিক্ষকেব একটি বৃহৎ বাড়ী মাসিক ছয় শত টাকায ভাড়া লওয়া হয়।

প্রথমে বাইটাস বিল্ডিংস্কেই কলেজ-গৃহে পবিত্রিত করিবার প্রস্তাব কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সমর্থন কবিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়েলসলি তাঁহাদের জানাইলেন যে, তাঁহাদের নির্দিষ্ট দামে বা বন্দোবস্তে ঐ সৌধ ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া সম্ভব নহে। গার্ডেন-বীচেব তিন-চারটি উদ্যান খবিদ কবিয়া দেখানেই কলেজ ও ছাত্রদের বাসভবন নির্মাণেব বাসনা তাঁহার নিজেব ছিল এবং তিনি জমি খবিদ কবিয়াও বসিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানীৰ “গোঁয়াব” ডিরেক্টবগণ অনাবশ্যক পড়াশুনার পিছনে এত টাকা ব্যয় করিতে বাজি না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত কিছু লোকসান দিয়া সেই জমি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং বাইটাস বিল্ডিংসেই কলেজেব কাজ চলিতে থাকে।

বস্তুতঃ কোর্ট অব ডিরেক্টর্স গোড়া হইতেই ওয়েলসলিৰ এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরি-

চালনেব বিরুদ্ধে ছিলেন। ওয়েলেসলি স্মৃত্যুপাতেই তাঁহাদের অল্পমতি লন নাই বলিয়া তাঁহারা ভিতবে ভিতবে বিরূপ ছিলেন, তাছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন মনে প্রাণে “বাণিয়া”—ব্যবসায়লব্ধ অর্থই ছিল তাঁহাদের পবমার্থ। ওয়েলেসলির পাঁচ পড়িয়া সাময়িক দুর্বলতা-বশতঃ হঠাৎ রাজি হইয়াও তাঁহাদের মনে সোয়াস্তি ছিল না। কয়েক জন “চ্যাংডা”কে “নেটিভ” ভাষা শিক্ষা দিবাব জন্ত বাৎসবিক এই প্রভূত অর্থব্যয় তাঁহারা বেশী দিন বরদাস্ত কবিতে পাবেন নাই। তাঁহাদের অনেকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যেখানে পাঁচ দশ টাকা বেতন দিয়া সহজেই দোভাষী পাওয়া যায়, সেখানে এই অর্থ ও সময় নষ্ট কবাব কোনই মানে হয় না। ডিবেক্টরদের প্রাণেব এই গোপন জালা একটি পত্ররূপে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেব ২৭এ জানুয়ারি বিলাত হইতে প্রেরিত হইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেব ১৫ই জুন তাবিখে সহসা কলিকাতায় বোমাব মত ফাটিয়া পড়ে। তাঁহারা গবর্ণর-জেনারালকে অবিলম্বে কলেজ বন্ধ করিবাব আদেশ দেন। ঐ বৎসরেব ৫ই আগস্ট তাবিখে ডিবেক্টরদের চেয়ারম্যানের নিকট ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্তিত্বেব একান্ত আবশ্যকতা জ্ঞাপন কবিয়া যে “ঐতিহাসিক” পত্র প্রেরণ কবেন, কেবল মাত্র তাহার যুক্তি ও উচ্ছাসেব জোবেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রোবাকের *The Annals of the College of Fort William* পুস্তকের xxvii-llm পৃষ্ঠায় এই পত্রখানি দেখিতে পাইবেন।

কলেজেব স্মৃত্যুপাতে ১৮ই আগস্ট, ১৮০০ অব্যাপকদের তালিকা এইরূপ—

জি এইচ বার্লো—গবর্ণর-জেনারাল কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভাবতীয় আইন

এইচ. টি কোলকর—হিন্দু আইন ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

জন্ গিলক্রাইস্ট—হিন্দুস্থানী

উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক,

এন. বি এডমন্সটোন ও } —ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য

ফ্রান্সিস গ্লাডউইন

জন্ বেলী—আরবী, ফার্সী ও মুসলমানী আইন

ক্লাডিয়াস বুকানন—গ্রীক, লাতিন ও ইংবেজী ক্লাসিকস্

২৪এ নবেম্বের পূর্বে (১৮০০) কলেজের আনুষঙ্গিক একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠাগারে পুথি ও পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। টিপু সুলতানেব বিখ্যাত পুথি-সংগ্রহ প্রথমে এই পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। কৌতুকেব বিষয় এই যে, অল্প কিছু দিন পরে দেখা যায়, টিপু সুলতান-সংগ্রহের মাত্র একটি পুথি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পাঠাগারে আছে, বাকী সমস্তই ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দেব ২১এ মে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স একটি পত্রে (Public letter) হার্টফোর্ডেব সন্নিকটবর্তী হেলিবেরিতে কোম্পানীৰ বাইটারদিগকে ভারতবর্ষে প্রেরণ কবিবাব পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কবিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের

সফল ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা উল্লিখিত হয় যে, যেহেতু হেলিবেরিটে রাইটারদের প্রাচ্য ভাষা ও আইন জ্ঞান নানা কাবণে সম্পূর্ণ হইবার বাধা ঘটিতে পারে, 'এই হেতু কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি মাত্র তাহাদের উক্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্যই বজায় রাখা হইবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে কম খবচে পবিচালিত হইবে। এই ঘোষণার ফলে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাধান্য অনেকখানি কমিয়া যায়। পবে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন হইতে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ইহার আরও দুর্গতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই একদা-প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বোর্ড অব একজামিনার্সেব অঙ্গীভূত হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এই কলেজেব ইতিহাসেব অন্তর্ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্মচারী-হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। আমাদের ইতিহাসেব পক্ষে এই কাহিনী অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

উইলিয়ম কেবী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

বাংলা ভাষাব উন্নতি বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব দান অসামান্য, বস্তুতঃ আমাদের কাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানেব খ্যাতি কেবল এই কাবণেই। কোম্পানীর বাইটার-দিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসব হইয়া গিয়াছে, তখন পর্যন্তও বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিভাগেব ভার লইতে পাবেন, এমন কোনও ইংবেজেব কথা কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেব প্রারম্ভে শ্রীবামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেন্টেব বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচাষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলিবি দৃষ্টি উইলিয়ম কেবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহাবই নির্দেশ-মত কলেজেব প্রোভোষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেবীকে বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেবী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ সালের ১লা মে হইতে তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান করেন। *

'বাংলা-বিভাগে কেবীর সহকর্মীরূপে ধাহাবা যোগদান কবিয়াছিলেন, তাহাদের তালিকা এইরূপ—

শিক্ষক (Teacher)	উইলিয়ম কেবী	মাসিক ৫০০
প্রধান পণ্ডিত	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	মাসিক ২০০
দ্বিতীয় পণ্ডিত	রামনাথ বাচস্পতি	... মাসিক ১০০

সহকারী পণ্ডিতগণ—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়], কাশীনাথ [তর্কালঙ্কার ?], পদ্মলোচন চূডামণি, রামরাম বসু। প্রত্যেকে মাসিক ৪০০।

* জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে।

ইহাদের সকলকেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখ হইতে বাহাল করা হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ল্যাটক্লিফের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে মরাঠা ভাষাব শিক্ষকতার ভাবও তাঁহার উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার বেতন দুই শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মাসিক সাত শত হয়। ১৮০৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের “পাবলিক ডিস্পিউটেশনে” তাঁহার ছাত্রদেব কৃতিত্ব দৃষ্টে তাঁহাকে হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশেই হেলিবারি (হার্টফোর্ড) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্ত প্রোভোষ্ট, সহকারী প্রোভোষ্ট প্রভৃতি কয়েকটি মোটা মাহিনাব পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময়েই (জানুয়ারি, ১৮০৭) কেবী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাব অধ্যাপক ও মরাঠা ভাষাব শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। বোবাক তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় পরিশিষ্টে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাংলা-বিভাগের অধ্যাপক ও মুনশীদের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পুর্বাতন কয়েক জন পণ্ডিতের নাম (মৃত বিধায়) নাই এবং নূতন কয়েক জনের নাম যুক্ত হইয়াছে। সেই তালিকাটি উদ্ধৃত হইল—

বেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী, ডি ডি—অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক মরাঠা
লেপ্টেনেন্ট উইলিয়ম প্রাইস—সহকারী অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক ব্রজভাষা

বামনাথ ত্রায়বাচস্পতি	হেডপণ্ডিত	বাংলা	মে	১৮০১
রামজয় তর্কালঙ্কার	দ্বিতীয় পণ্ডিত	,,	জুলাই	১৮১৬
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত	,,	মে	১৮০১
কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
পদ্মলোচন চূডামণি	,,	,,	মে	১৮০১
শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
রামকিশোর তর্কচূডামণি	,,	,,	নবেম্বর	১৮০৫
রামকুমার শিরোমণি	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
গদাধর তর্কবাগীশ	,,	,,	নবেম্বর	১৮০৫
রামচন্দ্র বায়	,,	,,	মার্চ	১৮০৩
নরোত্তম বসু	,,	,,	মার্চ	১৮০৩
কালীকুমার বায়	হস্তলিপি-শিক্ষক ও সেরেস্তাদার		মার্চ	১৮০৩
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	নেটিব গ্রন্থাগারিক		অক্টোবর	১৮০৭

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগেব সঙ্গেই বাংলা-গণ্যেব সম্পর্ক, সুতরাং আমরা কেবল সেই আলোচনাই করিব। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষাব প্রধান শিক্ষক উইলিয়ম কেবীর জীবনেতিহাস অনুধাবন কবিত্তে গিয়া তাঁহার অগ্রাগ্র কীর্ত্তির আমরা উল্লেখ করিব মাত্র।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শেষভাগে সমগ্র ভাবতবর্ষে একটি সবকাবী বিজ্ঞাপন এই মর্মে প্রচারিত হয় যে, কলিকাতার লর্ড ওয়েলিংটন কর্তৃক যে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সারা ভাবতবর্ষের সকল প্রদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায়কে সাদর আহ্বান করা হইতেছে, তাঁহারা শিক্ষকতাকার্যে যোগদান করিলে সরকার খুশী হইবেন। পঞ্চাশ জনেরও অধিক পণ্ডিত ও মুনশী এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। মিঃ সার্টিফিকের নিকট ৪ঠা ডিসেম্বর (১৮০০) তারিখে লিখিত একটি পত্রে সর্বপ্রথম এই কলেজের উল্লেখ দেখি। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

There is a College erected at Fort William, of which the Rev. D Brown is appointed provost, and C Buchanan, classical tutor all the eastern languages are to be taught in it

১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তিনি সার্টিফিকে যে পত্র লেখেন, তাহাতেই সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সম্ভাবনা বিষয়ে উল্লেখ করেন, কারণ, ঐ তারিখেই ডেভিড ব্রাউনের অনুরোধ-পত্র তাঁহার নিকট পৌছে। ঐ সালের ১৫ই জুন ডক্টর বাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে তিনি পূর্বোক্ত ইঙ্গিতকে বিশদ করিয়া লেখেন—

What I have last mentioned requires some explanation, though you will probably hear of it before this reaches you. You must know, then, that a College was founded, last year, in Fort William, for the instruction of the junior civil servants of the Company, who are obliged to study in it three years after their arrival. I always highly approved of the institution, but never entertained a thought that I should be called to fill a station in it. The Rev D Brown is provost, and the Rev Claudius Buchanan, vice-provost, and, to my great surprise, I was asked to undertake the Bengali professorship. One morning, a letter from Mr Brown came, inviting me to cross the water, to have some conversation with him upon this subject. I had just time to call our brethren together, who were of opinion that, for several reasons, I ought to accept it, provided it did not interfere with the work of the mission. I also knew myself to be incapable of filling such a station with reputation and propriety. I, however, went over, and honestly proposed all my fears and objections. Both Mr Brown and Mr Buchanan were of opinion that the cause of the mission would be furthered by it, and I was not able to reply to their arguments. . . I, therefore, consented, with fear and trembling. They proposed me that day, or the next, to the Governor-General, who is patron and visitor of the College. They told him that I had been a missionary in the country for seven years or more, and as a missionary, I was appointed to the office. When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I, therefore, set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their Kings, the first prose book ever written in the Bengali language, which we are also printing. Our Pundit* has, also, nearly translated the Sanscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish. These, with Mr Foster's [Forster's] vocabulary, will prepare the way to reading then poetical books, so that I hope this difficulty will be

* অনেকে ভ্রমক্রমে “our pundit” অর্থে মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আসলে কেবী গোলোক শর্মাকেই “আমাদের পণ্ডিত” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

gotten through But my ignorance of the way of conducting collegiate exercises is a great weight upon my mind I have thirteen students in my class, I lecture twice a week, and have nearly gone through one term, not quite two months It began May 4th Most of the students have gotten through the accidents, and some have begun to translate Bengali into English The examination begins this week I am also appointed teacher of the Sanscrit language, and though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it I am, therefore, writing a grammar of that language, which I must also print, if I should be able to get through with it, and perhaps a dictionary, which I began some years ago

এই পত্র হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদে নিয়োগের দুই মাসের মধ্যেই কেবলকে সংস্কৃত শিক্ষকের পদও দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়েই শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত হইতে ইংবেজদের অধিকারভুক্ত হয়।*

এত দিন পর্যন্ত ভাড়াটে বাড়ীতেই মিশনের কাজ চলিতেছিল, কিন্তু কাজের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে সঙ্গীর্ণ গৃহে আবস্থান সঙ্কলান হইতেছিল না। তা ছাড়া কেবল চাকুরীগত উপার্জন এবং ছাপাখানার আয় মিলিয়া মিশনরীদের হাতে অনেক টাকাও তখন মজুত ছিল, সুতরাং মিশনের নিজস্ব বাড়ীর সন্ধান হইতে লাগিল। ১৮০১ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে মার্সম্যানের জর্নালে দেখিতেছি—

We agreed to purchase the adjoining house for 10,340 rupees The garden, etc, contains more than four acres of land By this addition we have room not only for our two schools, encreasing family, printing and binding business, but also for a number of new missionaries We therefore thought it an object of some importance to secure it while it was offered

১২ই অক্টোবর তারিখে নির্দিষ্ট মূল্য দিয়া এই বাড়ী ও জমি খরিদ করা হয়।

আমরা পূর্বে হেস্টিংস-জোন্স-কোলক্ক-উইলকিন্স প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, যে-শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহারা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা স্বরূপ কবিয়াছিলেন, পরবর্তী কালের মিশনরীদের তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর মিশনরীদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভাবতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুংসিত বিকল্প মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব। পাদবিদের সম্বন্ধে জনসাধারণের বিকল্প মনোভাবের মূলও তাঁহাদের এই উগ্র মতবাদ। কেবল যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিকল্পে ভিতবে ভিতরে

* Ward's Journal—May 8, 1801, "This morning, when the inhabitants were in profound sleep the English from the other side [Barrackpore] of the river came and hoisted the English flag, and quietly took possession of Serampore, without a gun firing, or a drum beating At ten O'clock we and others were desired to appear at the government house In the governor's hall we found several British officers, and in an adjoining room the new English governor, with Col Bie, etc standing by his side We presented ourselves"

প্রচাৰকাৰ্য্য চালাইতেছিলেন। ১৮০২ সালের ১৭ই মার্চ তিনি কলিকাতা হইতে মিঃ সার্ভিক্লিফকে লিখিয়াছিলেন—

I have been much astonished lately at the malignity of some of the infidel opposers of the Gospel, to see how ready they are to pick every flaw they can in the inspired writings, while these very persons will labour to reconcile the grossest contradictions in the writings accounted sacred by the Hindoos, and will stop to the meanest artifices in order to apologize for the numerous glaring falsehoods, and horrid violations of all decency and decorum, which abound in almost every page. Anything, it seems, will do with these men, but the word of God. They ridicule the figurative language of scripture, but will run allegory-mad in support of the most worthless productions that ever were published. I should think it time lost to translate any of them. An idea, however, of the advantage which the friends of Christianity may obtain by having these mysterious sacred nothings (which have maintained their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested brahmans) exposed to view, has induced me, among other things, to write the Sanskrit Grammar, and to begin a dictionary of that language. I sincerely pity the poor people, who are held by the chains of an implicit faith in the grossest of lies; and can scarcely help despising the wretched infidel who pleads in their favour, and tries to vindicate them. I have long wished to obtain a copy of the vades, [footnote The most sacred writings of the Hindoos] and am now in hopes I shall be able to procure all that are extant. If I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কয়েক জন ছাত্রও কেবীব দ্বারা উৎসাহিত হইয়া খ্রীষ্টধর্মের প্রতি উত্তবোত্তব আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাহাদের কেহ কেহ হিন্দুধর্মের অসাবতা প্রমাণ কবিরাব জন্ত *Oriental Star* প্রভৃতি সংবাদপত্রে বীতিমত লিখিতে আবন্ত করেন। ইহাদের মধ্যে মিঃ ল্যাং, কানিংহাম, লিওম্যান ও বোর্ণেব নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিকল্পতাব ফলে এদেশীয়দের সহিত এই বৈদেশিকদের সত্যকাব হৃদয়ের পরিচয় ঘটাবার স্বযোগ হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহারা আমাদের কয়েকটি বীভৎস কুসংস্কারের মূলে কুঠারঘাত কবিতো পাবিয়া- ছিলেন, গদ্যসাংগবে সম্ভানবিসর্জনে ও সতীদাহ-প্রথা প্রকৃতপক্ষে ইহাদের চেষ্টাতেই দূর হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জাছুয়াবি মাসেই কোম্পানীর গবর্নমেন্ট হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এই সকল সামাজিক হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে অবহিত হইয়া অল্পসন্ধান আবন্ত করেন। শ্রীবামপুত্রের মিশনবী-সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কিছু প্রচাৰকাৰ্য্য চালাইয়াছিলেন। অল্পসন্ধানের ভার উইলিয়ম কেবীর উপর দেওয়া হয়। কেবী দেখান যে, বৎসরে প্রায় ২৫০০০ প্রাণীকে এই ভাবে হত্যা কবা হয়। অনেকের বিশ্বাস, বামমোহন বায়েব চেষ্টাতেই সতীদাহ নিবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু কেবীর জীবনের কার্য্যকলাপের সহিত ঐহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, মূলতঃ এদেশে তাঁহার চেষ্টাতেই এবং ইউরোপ ও আমেরিকায উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রচাৰকাৰ্য্যের ফলেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তাবিখে গবর্নর জেনারাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনে সহি করেন এবং এই বিষয়ে কেবীর উত্তম ও অধ্যবসায়

স্মরণ করিয়া বাবাকপূর্ব হইতে নৌকাযোগে সেই দিনই এক জন দূতের হাতে উক্ত আইনটি শ্রীবামপুর্বে বুদ্ধ কেবীর নিকট বাংলায় অনুবাদার্থ প্রেরণ করেন। সেই দিন ববিবাব থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধ পাদরি সমস্ত দিনব্যাপী পবিত্রমে অনুবাদকার্য সমাপ্ত কবিয়া স্বয়ং তাহা বেটিক্লেব হাতে পৌছাইয়া দেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি তাবিখে মিশনের হরফখানায় পঞ্চানন ও মনোহর কর্তৃক নাগরী হরফের সাট সম্পূর্ণ হয়। কলেজের তবক্ষে এই সময়ের মধ্যেই বাংলা পাঠ্য-পুস্তক কয়েকটি মিশনের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর সংস্কৃত ও নাগরী পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ঐ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের ওয়ার্ড-লিখিত জর্নালে লিখিত আছে—

Brother Carey brings word from Calcutta that at the public examination before the Governor, the Bengalee students came off with great honour Mr Colebrooke has offered to lend brother Carey all the Vades which he has been able to procure, if we will print them and this we have promised to do

এবং ২রা জুন কেবী ফুলাবেব নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

We have had many things to print for the college, and are now contemplating an edition of the Vedas, if government will indemnify us for a hundred copies, of this we have hopes The work will make about twenty volumes octavo, of five hundred pages each We are materially assisted in these expensive undertakings by our school, the printing business, and my official engagements in the college, and by these means we find some employment for our native brethren

এই বেদ মুদ্রণের অন্তরালে কোন উদ্দেশ্য কার্য করিতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় কেবী ও মার্শম্যান সম্মিলিত ভাবে সংস্কৃত রামায়ণের যে সান্ন্যবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ্য ছিল—ইউরোপে এই মহৎ গ্রন্থের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু কেবীর এই মনোভাব খুব অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিতে কবিতা এবং এদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার মতের পবিবর্তন ঘটিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে কলেজেব “পাবলিক ডিসপিউটেশনস্”—এর শেষে তিনি সংস্কৃতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

— Considered as the source of the colloquial tongues, the utility of the Shanscrit Language is evident, but as containing numerous treatises on the religion, jurisprudence, arts and sciences of the Hindoos, its importance is yet greater, especially to those to whom is committed, by this government, the province of legislation for the Natives, in order that being conversant with the Hindoo writings, and capable of referring to the original authorities, may propose, from time to time, the requisite modifications and improvements, in just accordance with existing Law and ancient Institution.

Shanscrit learning, say the Brahmins, is like an extensive forest, abounding with a great variety of beautiful foliage, splendid blossoms, and delicious fruits, but surrounded by a strong and thorny fence, which prevents those who are desirous of plucking its fruits or flowers, from entering in •

The learned Jones, Wilkins, and others, broke down this opposing fence in several places, but by the College of Fort William, a high-way has been made into the midst of the wood

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও মাননীয় পরিদর্শক লর্ড ওয়েলসলিকে সন্ধান করিয়া কেবী সংস্কৃত ভাষা বলেন—

যেহু প্রাচীনভাষা কুমাবিকাখণ্ডীয়পূর্বকালীনসর্বাধ্যক্ষান্ প্রতি আশুপ্রকাশং কর্তুমসম্মতাসীং সেহু ভাষা তবাক্সয়া স্বকীয়সকলভাণ্ডাবদ্বাং যুক্তা অতিপূর্বকালীনবিবরণবিধিবিদ্যাভিঃ পৃথুীং ধনবতীং কবোতি ।

This ancient language, which refused to disclose itself to the former Governors of India, unlocks its treasures at your command, and enriches the world with the history, learning, and science of a distant age

অস্মাকং বিদ্যাহানীষনিকপণস্ত বর্দ্ধমানকক্ষণ্যতায়ঃ প্রমাণং যথা সম্প্রতি কৃতমাসীং ততোধিকং কদাপি কৃতং নাসীং এবং দূরদেশস্থাঃ সহস্রশঃ পণ্ডিতলোকা বিদ্যায়া এতদুজ্জতাজয়েনাহ্লাদং কবিব্যস্তি । •

অস্মাকং সাক্ষাৎ যদাশ্চর্য্যকৌতুকং প্রকাশিতমভবৎ তৎ কিং কিমিত্যস্ত বিশেষঃ কথক্কাং কথিতো ভবেৎ ।

কুমাবিকাখণ্ডীয়সর্বাধ্যক্ষ্যাসিয়ীয়স্ত যুবোপীয়শ্রুতিবিহুবো মহিমশালিলোকানাক সভা কৃতাসীং তস্তাং সভায়ামস্মাকং জন্মদেশীয়ভাষ্যৈকপি কথা কথিতা কৃত্য ন ভবেৎ কিম্বাসিয়ীয়ানাবিধ-ভাষাভির্গ্ৰহাবিয়ে বাধবহিতা কথাবার্তা কৃত্য ভবেৎ । কথোপকথনাইহিন্দুস্থানীয়ালঙ্কৃতপাণ্ডিত্যপ-যুক্তবঙ্গীয়বিদ্যাযুক্তারবীয়প্রাচীনসংস্কৃতভাষাস্ত ইঙ্গলণ্ডীয়যুবভিভ্যস্তাস্ত সতীযু অনায়াসেন কথিতা আসতে । যুবোপে কিম্বাশ্মিন্ কস্মিন্চিদ্রাশে কুত্রচিৎ কালে বা কোপি বিদ্যালয়সমূহঃ কিমেতদ্রূপং অপূর্বদর্শনীয়ং প্রকাশিতং কৃতবান্ এবং এতেষাং যুনাং বিষয়ঃ কঃ কস্মৈ স্বাভাবিকমেধাভিঃ কিম্বা যশ্চেষ্টাভিঃ সোদুযোগীকৃত্য ভূত্বা নিশ্চিতাশয়েন মৃতকপভাষাজ্ঞানার্থেকাঃ শিষ্যান্ কিস্ত যস্মিন্ যস্মিন্ দেশ এতা এতা ভাষা কথিতা আসতে তদেশস্ত বাজকস্মি নিয়োজিতা ভূত্বা তে তস্মিন্ কালে তদেশস্ত কবগ্রহণবাণিজ্যকরণরূপবাজকস্মি এবং স্বস্বপদোপযুক্তসর্বপ্রকার আলাপঃ প্রত্যালাপ-শৈতৎকালপর্য্যন্তং যথা দ্বিভাষাবেদিধা কৃত্য আসীং ইদানীং তথা ন কিস্ত তত্তদেশীয়লোকচলিত-ভাষাভিবেতাসাং সর্বাঙ্গাং ক্রিয়াগাং তৈঃ সহ করণে তৎকাল এব স্বকীয়প্রাপ্তবিদ্যা লগন্তি তত্তদেশস্থ-নিবেদকলোকানাং কত্ নিকটে গমনপথকরণে তথা অস্মাকং বাজব্যবস্থাভিপ্রায়স্ত সন্মুখনির্গতবার্কে-বেবং বিদ্যাহান্যবর্ণ প্রকাষান্তবলিখিতার্থস্ত চ প্রকাশকরণে চাশ্চিহ্ন্যাগাং প্রাপ্তবিদ্যাশ্রুত্যাং জাত্য ভবেৎ ।

যে আসিয়ীয়পণ্ডিতলোকা অস্যাং সভায়াং তিষ্ঠন্তি তেষাং মধ্যে কেপি কেপি দূরদেশাদাগতাঃ সন্তি তে সর্বের বৃতনীয়যুবভিষ্তত্তদেশীয়ভাষাভির্বিচাৰিতস্য মহাবিষয়স্ত নূতনগুণতবকথিতবাক্যানাক শ্রবণে ন বিস্মিতাঃ সন্তি তৈবস্মাচ্ছিয়াগাং প্রাপ্তবিদ্যায়াঃ সীমাবিচাৰ ইদানীং কৃতো জায়েত ।

অদ্যতনবিদ্যাবিসয়কক্রিয়া এতদ্বিদ্যালয়বিষয়কব্যক্তিগণঃ প্রমোহর্থব্যয়শ্চাত্ত্বং তং সকলং প্রচুবতবকপেণ গুধ্যতি এতদ্বিদ্যালয়ায় ব্যযো যদ্যন্যং সহস্রগুণাধিকো ভবেৎ তদাপি নীতিমদ্রাজকর্ণগ্যং যদতিশয়মহাফলং ভবিষ্যতি তত্তুল্যঃ স ব্যয়ঃ কুদাপি ন ভবেৎ ।

ইদানীং বুদ্ধোহং কুমাবিকাখণ্ডস্থানমধ্যে বহুদিনং বাসমকার্ণং দিনে দিনে অনেকলোকান্ প্রতি হিতোপদেশকরণায় ব্রাহ্মণৈঃ সহ সর্ববিষয়ককথোপকথনায় কুমাবিকাখণ্ডীয়বালকানাং খ্রীষ্টীয়-ধর্মশিক্ষাকরণনিমিত্তকসকলপাঠশালাকর্তৃককরণায় চ প্রবৃত্তোহমস্মি । বঙ্গীয়ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে অনৈব্যক্তনৈকৈবেতৎ বিষয়ে যদ্বজ্জ্ঞানং প্রাপ্তং বহুকালাবধি এতদ্রাজ্যীয়নানাদেশস্থলোকেঃ সহ ধাবাবাহিকপবিচয়েন মম তদন্যনসর্ববিষয়কজ্ঞানং প্রাপ্তং প্রাপ্তকুলোহভবৎ অহমন্যদপি কথয়ামি যদ্যস্মিন্ দেশে জাতো ভবেয়ং তদা যথা তেযাং ব্যবহাব-ক্রিয়াধাবা অল্পভবঞ্চ ময়া জাতো ভবেৎ তদ্বৎ ইদানীং তং সর্বং প্রায়ো জ্ঞাতমাস্তে ।

এই বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলিতেছেন, “হিন্দুদেব মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি এখন বুদ্ধ হইয়াছি বঙ্গীয় ভাষা আমাব মাতৃভাষাব মতই আয়ত্ত হইয়াছে । এই সুদীর্ঘ কাল এদেশবাসীদের সহিত এখানে [বঙ্গদেশে] এবং এই সাম্রাজ্যেব অগ্রত ঘনিষ্ঠতাব ফলে আমার এমন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কি না সন্দেহ । আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশেব বীতিনীতি, আচাবব্যবহার, সংস্কাব এবং হৃদযাববেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয় ।”

এবং এই কেরীই ১৮২৫ সালেব ২ই ডিসেম্বব মিঃ ডাযাবেব নিকট লিখিত একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

my heart is wedded to India, and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can

শ্রীরামপুর-মিশনেব পাদরি হিসাবে উইলিয়ম কেরীব মধ্যে যে সন্ধীর্ণতা দেখিয়া আমবা পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করিতে করিতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সেই সন্ধীর্ণতা-বিমুক্ত দেখিয়া আমবা আনন্দিত হই । বস্তুতঃ এই কলেজেব জন্তই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিড়ভাবে আপনাব করিয়া পাইয়াছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক্ দিয়াও কম সার্থক নয় । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষাব প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর যত্নে এবং উৎসাহে বাংলা সাহিত্যেব প্রথম সর্বাদীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়াই আমবা কেরীব মনোভাব পবিত্রবর্জন প্রসঙ্গ এমন বিস্তৃত ভাবে উপবে আলোচনা কবিলাম ।

উইলিয়ম কেরী স্বয়ং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেব ২রা ডিসেম্বব তারিখে তাঁহার ভগিনীদের নিকট কলিকাতা শহবেব বর্ণনা-প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব যে পবিচয় দিয়াছেন তাহা কোতুহলোদ্দীপক । তিনি বলিয়াছেন—

The college is the next institution of public utility There is no building erected for it, but a number of houses are rented by government for the purpose. It contains

a common hall, lecture rooms, where the Arabic, Persian, Sanscrit, Bengali, Hindustani, Tamul, and the modern languages of Europe are taught, and lectures on philosophy, chemistry, and the arts are delivered. There are chambers for the different officers, and a good library, which will, no doubt, much increase, if the institution be continued. This bids fair to be of the most essential benefit to the country, by furnishing the Company's servants with a knowledge of the languages and manners of India. Their characters and abilities are also known to government, before they are appointed to any office.

যে সংস্কৃত রামায়ণের কথা পূর্বে উল্লেখ কবিয়াছি, তাহাব কাজ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই শুরু হয়। ঐ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখে সার্ভিসের নিকট লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

Some new sources of income are opening here. The Council of the College have petitioned government for an enlargement of my salary, and some of the gentlemen feel much interested therein. One of them told me that he had spoken personally to Lord Cornwallis about it. The College and the Asiatic Society have agreed to allow us a stipend of three hundred rupees per month, to assist us in translating and printing the Sanscrit writings, accounted sacred or scientific. We have begun the Ramayunu, the most ancient poem in the Sanscrit language. Sir John Anstruther showed me, to-day, a letter which he, as president of the Asiatic Society, and by desire of the College, intends to address to all the learned societies and bodies in Europe, to recommend the work. The three hundred rupees per month is independent of the sale of the books. The copy will be ours, and all profits on the sale. The Sanscrit text will be printed on one page, and the translation, with notes, on the other.

এই পত্রের শেষাংশে কেরীর তৎকালীন বিবিধ কার্যাবলীর একটি তালিকা আছে। কেরী কি পরিমাণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কলেজের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় হিসাবে এই অংশ মূল্যবান। তিনি লিখিতেছেন—

You may, perhaps, wonder that I write no more letters, but when you see what I am engaged in, you will cease to be surprised. I translate into Bengali, and from Sanscrit into English, viz, the Ramayunu. I have also begun an attempt at translating the Veds. I must collate copies, every proof-sheet of the Bengali and Mahratta scriptures, the Sanscrit grammar, and the Ramayunu, must go three times, at least, through my hands. A dictionary of the Sanscrit, which is edited by Mr Colebrooke, goes once, at least, through my hands. I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged, and a Mahratta grammar, and collected materials for a Mahratta dictionary.

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কেরী সার্ভিসকে লিখিতেছেন—

Until lately I was teacher of three languages in the college, on a monthly salary of five hundred rupees per month, but, on the 1st of January past, I was, by the governor-general in council, appointed professor of the Sanscrit and Bengali languages, to which the Mahratta is added, though not specified in the official letter, with a salary of one thousand rupees per month.

১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ডক্টর বাইল্যাণ্ডের নিকট লিখিত পত্রে কেরীর ব্যাকবণ ও অভিধান রচনা বিষয়ক অনেক কথা আছে।

The necessity which lies upon me of acquiring so many languages, obliges me to study and write out the grammar of each of them, and to attend closely to all their irregularities and peculiarities. I have therefore published grammars of three of them, the Sanscrit, the Bengali, and Mahatta. I intend also to publish grammars of the others, and have now in the press a grammar of the Telinga language, and another of that of the Seeks, and have begun one of the Oussa language. To these I intend in time to add those of the Kunnata, the Kashmeera and Nepala, and perhaps the Assam languages. I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to 256 pages quarto, and am not nearly through he first letter. That letter, however, begins more words than any two others. I am contemplating, and indeed have been long collecting materials for a universal dictionary of the oriental languages, derived from the Sanscrit, of which that language is to be the ground-work, and to give the corresponding Greek and Hebrew words. I wish much to do this for the sake of assisting biblical students to correct the translation of the bible in the oriental languages, after we are dead, but which can scarcely be done without something of this kind, and perhaps another person may not, in the space of a century, have the advantages for a work of this nature than I now have.

অনুসাধাবণ পাণ্ডিত্যেব অধিকারী কেরী অমাত্মিক চেষ্টায় এই শেষোক্ত “Universal Dictionary”খানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গোড়াব উদ্দেশ্য অনুযায়ী হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ যোজনা করিতে না পারিলেও এই অসাধাবণ পুরুষ (১) সংস্কৃত, (২) কশ্মীরভাষা, (৩) পঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর ভাষা, (৪) মধ্যদেশভাষা, (৫) পার্শ্বতী ভাষা, (৬) মিথিলা-ভাষা, (৭) বাঙ্গালা ভাষা, (৮) উৎকলভাষা, (৯) মহাবাহুভাষা, (১০) কর্ণাটক ভাষা, (১১) গুজ্জবভাষা, (১২) তৈলঙ্গভাষা ও (১৩) দ্রাবিড়ভাষা, মোট এই তেবটি ভাবতীয় ভাষাব এক বিরাট শব্দকোষ সম্পূর্ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১২ সালের ১২ মার্চ তারিখে শ্রীবামপুত্র মিশনের ছাপাখানায় আগুন লাগিয়া অন্যান্য বহু মূল্যবান পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই শব্দকোষের অর্দ্ধেকাংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হওয়ায় কেরী বালকেব স্থায় বোদন করিয়াছিলেন। শ্রীবামপুত্র কলেজের বোর্ডরুমে কাচের শো-কেসে এ শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ ‘পলিগ্ৰাফ ভোকাবুলারি’ নামে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। আমরা কেরীর বিচিত্র কীর্তির সামান্য পরিচয় পাঠককে দিবার জন্য উক্ত শব্দকোষের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ করিলাম। সমস্ত পৃষ্ঠার একটানা ফোটো লওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া উহা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল, দুটি মিলাইলেই এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি হইবে।

১২০১২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনাথবাণ্য নাথ কর্তৃক মুদ্রিত।



শ্রীবিদ্যমুখআচাৰ্যকৃত—

দশভুজা

[১৮২৪ সনে প্রকাশিত 'গৌরীবিলাস' পুস্তকে মুদ্রিত লাতিন-এনাথেন্ডি: হটতে]

মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ

শ্রীযত্ননাথ সবকাব, এম এ, ডি লিট

(তৃতীয় স্তবক)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফার্সী ইতিহাসের বিশেষত্ব

মুঘল বাদশাহদের প্রাধান্যের সময় যে দুইটি বিশেষ শ্রেণীর ইতিহাস রচিত হয়, তাহার কথা দ্বিতীয় ব্যাখ্যানে বলিয়াছি। প্রথমটি ‘আকবর-নামা’র দৃষ্টান্তে রচিত বাদশাহের সবকাবী ইতিহাস-গ্রন্থ, দ্বিতীয়টি ‘পত্র ও সংবাদ-পত্র’, যাহাকে ইংরাজীতে ডেস্প্যাচ এবং নিউস্-লেটার বলে, সেই শ্রেণীর উপাদান। কিন্তু ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পূর্বে হইতে মুঘল বাদশাহদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল, সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল। তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহের পাঁচ বৎসর রাজত্ব (১৭০৭—১৭১২) পর্যন্ত রাজার ক্ষমতা ও ঠাঁট কোন বকমে বজায় ছিল, কিন্তু বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পূর্বে হইতে যে অবিসংসার ঘবোয়া যুদ্ধ, মন্ত্রীদেব আধিপত্য লইয়া বিবাদ ও পরস্পরের গলাকাটাকাটি, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ, সর্বত্র লুণ্ঠরাজ ডাকাতি ও খাজনা দেওয়া বন্ধ আরম্ভ হইল,—তাহা কিছুতেই নিবারণিত হইল না। যা-ও বা একটু বাকী ছিল, তাহা নাদির শাহ ও আবদালীর আক্রমণ মাঝামাঝি উত্তর-ভারতে ঘন ঘন অভিযান এবং প্রদেশ-দখল, এবং জাঁট ও শিখ অভ্যুত্থানের ফলে একেবারে শেষ হইয়া গেল। অর্থাৎ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ৭০ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুস্থানের বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে পুতুলের মতই নির্জীব হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সাম্রাজ্য-সীমা কয়েকটি গ্রামে আসিয়া চৈকিল, রাজকোষ শূন্য হইল, রাজসৈন্য লোপ পাইল, বাদশাহ বেগম নবাব সকলেই অনাহাবে শুকাইতে লাগিলেন, দেশময় দৈন্ত ও অশান্তি ছড়াইয়া পড়িল।

একপ অবস্থায় আকবর-শাহজাহানী যুগের ধরণের ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বাহাদুর শাহ যদিও একটা ‘বাহাদুর শাহ-নামা’ লিখাইতে আরম্ভ করিয়া দেন, (দানিশমন্দ বা আলীর দ্বারা), দেড় বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইবার পর তাহার রচনা অভাবে বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার পরে আর কোন বাদশাহের যথার্থ ইতিহাস লেখা হয় নাই। সত্য বটে, সেই সব পরবর্তী বাদশাহের নামের

সঙ্গে “নামা” এই শব্দ যোগ দেওয়া কতকগুলি ফার্সী ইতিহাস-গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি আবুল-ফজলেব • ‘আকবর-নামা’র সহিত তুলনার অযোগ্য, তাহাদেব বচনাব সময় অতি অল্প পরিমাণেই সবকারী দলিলের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের আকাবও নিতান্ত ছোট। তথাপি, আগেকার সেই বিখ্যাত মুঘল বাদশাহদেব গৌরবান্বিত যুগের ঐতিহাসিক ধারা রক্ষা কবিবার জন্ত অতি ক্ষুদ্র আকাবের এই সব ক্ষুদ্র চেষ্টা আমাদের অবহেলাব জিনিষ নহে, তবে আমবা এগুলিকে “নামা” শ্রেণীব লেখার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না। তাকিয়াষ ঠেস দিয়া লক্ষ্যের স্থাসিত তামাক গুডগুডিব দীর্ঘ নল দিয়া সেবন কবা, আব পয়সায় পঁচিশটা বিডি কিনিয়া পথের ধাবে দোকানেব আগুনে তাহা জ্বালাইয়া ফুঁকিতে থাকা—এ দুটাই যেমন ধূমপান বটে, কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ফলতঃ এই অষ্টাদশ শতাব্দীব ভণ্ড “নামা”গুলিতে আছে তাবিখ ও কিছু কিছু ছোটখাট ঘটনা, যেমন বাজারে চলিত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের সংক্ষিপ্তসারে দেখিতে পাই; নাই শুধু সেই আকবরী শাহজাহানী “নামা”গুলির চিন্তা, বর্ণনা এবং পূর্ণ অবয়ব। তথাপি এই সব অকুলীন নবীন “নামা” আমাদের পক্ষে অন্ধকারে ডিব্বীর আলো, ইহাদের ছাডিলে কোন কোন বাজত্কাব-বিষয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী একেবাবে নিঃসম্মল অসহায় হইয়া পড়িবেন।

আগেই বলিয়াছি যে, বাদশাহদেব গৌরবের যুগে নানা স্থান হইতে সংবাদ ও সবকারী চিঠি তাহাদেব দরবাবে আসিয়া পৌঁছিত, অসংখ্য বিভাগ ও কাবখানাব হিসাবপত্র ও বিপোর্ট বাজধানীস্থ রেকর্ড অফিসে জমা হইত, এবং যখন বাদশাহ নিজ বাজত্কাবলেব ইতিহাস লিখিবার জন্ত কোন বিখ্যাত ফার্সী লেখককে নিযুক্ত কবিতেন, সেই লেখকের সম্মুখে এই সমস্ত দপ্তব খুলিয়া দেওয়া হইত, তিনি তাহা ঘাঁটিয়া তথ্য সংগ্রহ কবিতেন, এবং দবকার-মত দেওধান বখশীদেব জিজ্ঞাসা কবিয়া আরও সংবাদ লইতেন। কিন্তু ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অর্থের অভাবে, শান্তির অভাবে, লোকের অভাবে, এই সব শ্রেণীব সবকারী কাগজপত্র লেখা ও একত্র করা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, অতি সামান্য পরিমাণে অত্যাবশ্যক হিসাবপত্র মাত্র লেখা হইতে থাকিল। সুতবাং “নামা”গুলি এবং “নামা”র প্রধান উপকরণ একসঙ্গে লোপ পাইল।

কিন্তু তাহার পর আবও ১৮ বৎসব ধবিয়া বাদশাহী দরবারেব বিপোর্ট—নাম ‘আখবারাৎ-ই-দরবার-ই-মুঘালা’ পূর্ণ জোরে লেখা হইতে লাগিল। এগুলি কবদ বাজাদেব জন্ত তাহাদের ওয়াকেনা-নবিসেরা বাদশাহী দববার হইতে, লিখিয়া পাঠাইত, এগুলি বাদশাহেব গবর্ণমেণ্টেব সম্পত্তি নহে এবং সবকারী দপ্তরখানাতে বক্ষিত হইত না। কিন্তু কবদ রাজাদেব মধ্যে তখন হইতে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত এত বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে যে, একমাত্র জয়পুর ভিন্ন আর সব রাজা নবাবদের রাজধানী হইতে এই আখবারাৎগুলি লোপ পাইয়াছে। এবং জয়পুরেও এগুলি একেবাবে সম্পূর্ণ নিববচ্ছিন্ন ধাবাবাহিক হইতে নাই, তাহাদের মধ্যে অনেক মাস, এমন কি, বৎসব পর্যন্ত ফাঁক দেখা যাইতেছে। লক্ষ্য

বাবর প্রভৃতি বাজধানী সিপাই-বিদ্রোহের সময় ধ্বংস হয়। নিজাম মাত্র ১৭২৪ সালে স্বাধীন হন, এবং তাহার পব প্রায় ২৫ বৎসর বিঘা জমি নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাব দপ্তরদারগণ প্রথমে আওবঙ্গাবাদে বাস কবে, সেখানে তাঁহাব অধিকাংশ রেকর্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আব ছোট ছোট সামন্তদের ত কথাই নাই। তাই আজ জয়পুব বাজদপ্তরই আমাদের একমাত্র সম্বল। সৌভাগ্যবশতঃ ১৯২৩ সাল হইতে অক্সফোর্ড চেষ্টার ফলে এগুলি গোছান, বাঁচান এবং ঐতিহাসিকের চোখের সামনে আনান হইয়াছে।

১৭৩০ সালে মালব প্রদেশ মারাঠাদের হাতে গেল, দক্ষিণ হইতে দিল্লী আগ্রা যাইবার পথ শত্রুর পক্ষে খোলা হইল, এবং মারাঠাবা পঞ্জাব বাঙ্গলা পর্যন্ত লুণ্ঠ ও দখল করিতে আবন্ত করিয়া দিল। প্রকৃত প্রস্তাবে মুঘল সাম্রাজ্য গেল, স্তবরাং এ সাম্রাজ্যের বীতিমত ইতিহাস রচনা একটি অর্থহীন ব্যঙ্গ মাত্র, অনাবশ্যক কাজ মাত্র হইয়া দাঁড়াইল। তবে প্রধান প্রধান ধাক্কার, বিপ্লবের খণ্ড ইতিহাস বচিত হইতে থাকিল, আমি তাহাদের “সত্যঘটনামূলক ঐতিহাসিক বিযোগান্ত নাটক” বলিতে চাই। এই সময়ে একমাত্র সামন্তার বিষয় এই যে, ১৭৩৬ হইতে অল্প অল্প এবং ১৭৫০ হইতে পূর্ণবেগে মারাঠাদের লিখিত সবকারী রেকর্ড হইতে উত্তর-ভারতের উপর ঐতিহাসিক আলোক পড়িতে থাকিল। অর্থাৎ এক দিকে জয়পুবের বাজদপ্তর, অপর দিকে পেশোয়ারদের দপ্তর গবেষণাকারীরা জ্ঞানপিপাসা পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা

তাহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গেল, আন্দাজ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেখা গেল যে, ইংরাজ উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বাধীন শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, নবাব শূজা-উদ্-দৌলার মৃত্যুর পব তাঁহাবাই অযোধ্যা-বাজ্যের রক্ষকরূপে সেই সঙ্কীর্ণ মুঘল-সাম্রাজ্যের সীমানায়, দিল্লী-আগ্রাব সামনে যমুনার পূর্বপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কানপুর ফরাক্কাবাদ এলাহাবাদে তাঁহাদের সৈন্ত-ছাউনি। স্তবরাং দিল্লী-সাম্রাজ্যের উপর অগ্র দিক্ হইতে যে বাড় আসিয়া পড়ে, তাঁহাব ধাক্কা ইংরাজ কোম্পানীর গবর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ অনুভব করেন। আত্মরক্ষার্থ ইংবাজ সবকার এখন হইতে পশ্চিমের দক্ষিণের সব দেশী রাজ্যে সংবাদ-লেখক বাধিয়া দিলেন, তাহাদের বিপোর্ট এবং দেশী বাজাদের লিখিত কোম্পানীর নামে চিঠি,—অধিকাংশই সাহায্যভিক্ষা—কলিকাতাব বেকর্ড অফিসে জমিতে লাগিল। এগুলি সব ফার্সীতে লেখা, ইহাদের ইংরাজী সাবসংগ্রহ এখন ~~ছাপা~~ ~~হইয়াছে~~, ~~যে~~ ভলুমে ১৭৫৮ হইতে ১৭৮৫ পর্যন্ত পৌছিয়াছে (তাঁহাব মধ্যে প্রথম দশ বৎসর ফাঁকা ফাঁকা এবং অকেজো)। এই গ্রন্থের নাম *Calendar of Persian Responce* (Imperial Records, New Delhi.)

আব ১৭৬৫ হইতে এলাহাবাদে এবং ১৭৭৫ হইতে লক্ষ্ণৌ, ফব্বাবাদে—সময়ে সময়ে আগ্রাতেও—সাহেব কর্মচারীরা অজস্র টাকা ও প্রতিপত্তির জোরে ঐতিহাসিক বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত অগ্ন্যস্ত্র ফার্সী হস্তলিপি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনস্তষ্টির জগৎ ফার্সী-নবিস উমেদারগণ ফার্সী ভাষায় ইতিহাস লিখিয়া (অথবা বাড়ী হইতে পূর্বে রচিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া) তাঁহাদের উপহার দিয়া নিজের চাকবির পথ সুগম করিয়া দিল। বিশেষতঃ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষাব্দে পাঠান ঘুলাম কাদির কর্তৃক দিল্লী দখল, বাদশাহ শাহ আলমেব চক্ষু উৎপাটন, রাজপরিবাবে লুট ও রাজপরিজনের অবমাননাব লোমহর্ষক কাহিনী ভাবতে ও ভারতের বাহিরে সাহেব-মহলে অতীব চাঞ্চল্য ও কোঁতুহল সৃষ্টি করিল। এ ধারে ঠিক পব-বৎসবেই বিলাতে ফার্সী রাষ্ট্রবিপ্লব আবিস্কৃত হইল। সেখানেও রাজপরিবার লাক্ষিত নিহত হইল, আমীর-ওমরা লুপ্তিত বন্দী নিহত বা নির্ধাতিত হইল। এজন্য ভারতে ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মুনশীদিগকে ঐ মুঘল সম্রাটদের শেষ অবস্থা ইতিহাস লিখিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বিদেশী উৎসাহে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ককণ যুগেব কয়েকখানি অমূল্য ইতিহাস পাইয়াছি। তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম করিব—

(১) সম্রাট মুহম্মদ শাহেব ছুধ-ভাই (অর্থাৎ ধাত্রীপুত্র) মুহম্মদ বখ্শ (ছদ্মনাম “আশোব”)—কৃত ঐ সম্রাটের ইতিহাস, নাদির শাহের আক্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিবরণ ইহাতে আছে। জগতে একমাত্র হস্তলিপি রক্ষা পাইয়াছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে।

(২) ইউসুফ আলী-রচিত আলিবর্দী খাঁর কাহিনী।

(৩) ফকীর খয়ের-উদ্দীন-রচিত ‘ইবরৎনামা’—মাহাদজী সিক্রিয়া, ঘুলাম কাদির, ডি বঁয়ে প্রভৃতি সম্রাটের সর্বপ্রধান ও অভুলনীয় উপাদান। হস্তলিপি।

(৪) ঘুলাম আলী-রচিত ‘ইমাদ-উস-সাদাৎ’, প্রধানতঃ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদের লইয়া, কিন্তু দিল্লী, মারাঠা, জাঁঠ প্রভৃতি সম্রাটের বহু সংবাদ আছে। লিখো হইয়াছে।

(৫) পাণিপথ-যুদ্ধ বিষয়ে কাশীরাজের ফার্সী বিবরণ, ফার্সীতে অমূল্য গ্রন্থ, মারাঠা সবকারী কাগজপত্রে ইহাব শতাংশ সংবাদও পাওয়া যায় না।

(৬) সুবিখ্যাত ‘সিয়ার-উল-মুতাখ্ববীণ,’ বঙ্গ বিহার সম্রাটের অমূল্য উপকরণ।

(৭) মালদহে উড্‌নী (Udney) সাহেবের জগৎ লিখিত বাঙ্গলাব সম্পূর্ণ ইতিহাস ‘বিষাজ্-উস-সালাতীন’—যাহাব ইংবেজী চুধক ষ্টুয়ার্ট-কৃত *History of Bengal* এত দিন পর্যন্ত আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংবাজদের পোষ্যরূপে বাদশাহ শাহ আলম এলাহাবাদ-দুর্গে আশ্রয় লইলেন, এই দুর্গ ও শহর ইংবাজের শাসনে ও রক্ষায় থাকিল। ১৭৭১ পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় বৎসর বাদশাহ ওখানে থাকায় ভারতীয় বাঙ্গালগণের দৃষ্টি এলাহাবাদের দিকে নিবিষ্ট ছিল, কত দূত ও লেখক, পণ্ডিত ও সেনানী সেখানে আসিতে লাগিল। আবাব ১৭৭১ মাল অবধি প্রথমে নাদির শাহ, পরে আবদালীর ঘন ঘন আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দিল্লী আ

অঞ্চল হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক প্রাণ মান বাঁচাইবার জন্ত ইংরাজ-আশ্রয়ে পাটনা শহরে পাব হইয়া আসিলেন, কারণ, পাটনায় ভাষা, খাণ্ড, মুসলিম সভ্যতা ও জলবায়ুতে তাঁহারা আগ্রহ হইতে বেশী পার্থক্য বৃদ্ধিতে পারিলেন না। এই কারণে অনেক সুন্দর হস্তলিপি ও মুঘল চিত্র পাটনায় স্থান পাইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘুলাম হুসেন, মুনীর-উদ্-দৌলা (ভিখ্ণাপাহাড়ী বনাব-বংশ) এবং শাকির (পাণিপথের আনসারি-বংশজ) এই শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত।

ফার্সী ইতিহাস বচনা ও গ্রন্থসংগ্রহের পৃষ্ঠপোষক ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে নাম কবি—ওয়াবেন হেষ্টিংস, ডো, জনসন, মেন্জর জেমস ব্রাউন, ষ্টুয়ার্ট, বেলী, স্কট, নীল বেঞ্জামিন এডমন্টন, উড্‌নী, ভ্যানসিটার্ট, ব্লাড্‌উইন প্রভৃতি। ইহাদের সংগ্রহগুলি বিলাতে বক্ষা পাইয়াছে, আব ইহাদের মধ্যে অনেকে ফার্সীতে পণ্ডিত ছিলেন, অনুবাদ কবিয়াছেন।

খণ্ড ইতিহাসের দৃষ্টান্ত

আওবাজীবের মৃত্যুর পবই তাঁহার ছেলেদের মধ্যে যে-সকল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং তাহার পাঁচ বৎসর পবে তাঁহার পৌত্রগণের মধ্যে যে-সব যুদ্ধ চলিল, তাহার বর্ণনা কবিয়া কতকগুলি সমসাময়িক এবং বিস্তৃত ফার্সী ইতিহাস বচিত হইয়াছে। তাহার পর, বাদশাহ ফকরুদ্-দৌলার ও মুহম্মদ শাহের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, যদিও সেগুলি সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া বচিত নহে। কিন্তু মুহম্মদ শাহের ঠিক পববর্তী দুই জন বাদশাহের (অর্থাৎ আহমদ শাহ এবং দ্বিতীয় আলমগীরের, ১৭৪৮-৫৪, ১৭৫৪-১৭৫৯) যে দুইখানি ইতিহাস পাওয়া যায়—দুইখানিই সব হেনরি এলিয়টের সংগ্রহ—সে দুইখানি “নামা” শ্রেণীর মত সরকারী দপ্তরে রক্ষিত দিনলিপি অবলম্বনে বচিত, তবে তাহাতে আখ্‌বাৎ ব্যবহৃত হয় নাই। শাহ আলম সম্বন্ধে মুনালাল এবং সৈয়দ রাজি খাঁ-লিখিত ইতিহাস তাবিখ-অনুযায়ী সাজান হইলেও, এই দুইখানি গ্রন্থ “অকুলীন নবীন নামা” অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, আমাৰ মনে হয়, সেই শেষ যুগের রাষ্ট্র-বিপ্লবই এই অপকর্ষের কারণ। অতএব বলিতে হইবে যে, ‘তাবিখ-ই-আলমগীর সানী’ই শেষ “নামা”।

“নামা”র অভাব আংশিক ভাবে পূরণ কবে কয়েকখানি জীবনী। এই শ্রেণীর দুইখানি পুথি হইতে আমি অত্যন্ত উপকাৰ পাইয়াছি, এবং তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ কবিয়াছি—প্রথম নজীব-উদ্-দৌলার জীবনী (সৈয়দ হুসেন-কৃত), দ্বিতীয় তহমাস্প খাঁ (ছদ্মনাম “সিদ্দিক”)-এব আত্মচরিত, এ দুটিই সত্য ঘটনায় পূর্ণ এবং নাটকের মত মনোবঞ্ছক। ‘ইব্বৎনামা’ও অনেক স্থলে লেখক খয়ের-উদ্দীনের আত্মজীবনকাহিনী, যেমন ‘সিদ্দিক-মুতাখ্‌খরীণ’। এই সব গ্রন্থে সে যুগের দেশের অবস্থা ও লোকদের জীবনযাত্রা চোখের সামনে দেখিতে পাই।

প্রাদেশিক ইতিহাস

দিল্লীর সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ায় বহু খণ্ডরাজ্যে দেশ ছাইয়া পড়িল। স্মৃতবাং এখন হইতে আমবা খণ্ড-ইতিহাস বা প্রাদেশিক ইতিহাস অনেক পাই, ঠিক যেমন মুঘল-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবাব পূর্বে ভাবত-ইতিহাসের অবস্থা ছিল। তবে ১৭৫০ সালের পর্ববর্তী এই সব খণ্ড ইতিহাস অতি তুচ্ছ, যেহেতু তাহাদের বর্ণিত রাজ্যগুলিও নগণ্য, কিন্তু ১৫২৬ সালের পূর্বকালের প্রাদেশিক ইতিহাসগুলি অনেক স্থলে অমূল্য এবং শিক্ষাপ্রদ। এই খণ্ড-রাজ্যগুলির মধ্যে অঘোধ্যা, নিজাম-রাজ্য, শিখ জাতি, এবং বাঙ্গলাব মাত্র ফার্সী ইতিহাস পাওয়া যায়। জাঠ রাজপুত বৃন্দেলা প্রভৃতিব ঐ ভাষায় ইতিহাস বচিত হয় নাই।

১-

ফার্সী ভিন্ন অপর ভাষায় লিখিত ইতিহাস

এ পর্যন্ত শুধু ফার্সী ভাষায় রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের কথাই বলিলাম। মারাঠী ভাষায় যে অমূল্য এবং সমৃদ্ধ-প্রমাণ বৃহৎ উপাদান আছে, তাহার বর্ণনা “অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়” বক্তৃতার প্রথম বর্ষে করিয়াছি, এবং তাহা এই ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র ৪৩শ ভাগ ১-২২ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে।

ফার্সী পোতুগীজ ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক উপাদান—ঐতিহাসিক সাহিত্য-গ্রন্থ নহে—এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব, কিন্তু ১৭৭৫ সালের পর হইতে এই সব বিলাতী ভাষার দলিলগুলি ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে স্থান অধিকার করিয়াছে।

—

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২৪ সনে কলিকাতা গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে-সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করিতেন, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি কুমারহট্ট (হালিশহর)-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি এম এনস্‌লি ও অগ্রাণ্ড সিভিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন।

১০ অক্টোবর ১৮২৫ তারিখে পণ্ডিত কীর্তিচন্দ্র ঞায়রত্নের মৃত্যু হইলে, সংস্কৃত কলেজে মুণ্ডবোধ ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। পরবর্ত্তী ১৭ই নবেম্বর তারিখে গঙ্গাধর এই পদে মাসিক ৩০০ বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীতে মুণ্ডবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। অধ্যাপনা-কার্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রথমে তাঁহার শ্রেণীতেই প্রবেশ করেন ও তথায় তিন বৎসর মুণ্ডবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের অধ্যাপনা বিষয়ে বিদ্যাসাগর এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন :—

কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেকোন কৃতকার্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।—‘শ্লোকমঞ্জরী’, বিজ্ঞাপন।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির কথা সংক্ষেপে বলিতেছি :—

(১) সেতুসংগ্রহ। ১৮৩৫।

‘সেতুসংগ্রহ’ মুণ্ডবোধ ব্যাকরণের টীকা। এ-সম্বন্ধে ৭ জুলাই ১৮৩৮ তারিখে ‘সমাচার দর্পণে’ গঙ্গাধর নিম্নোক্ত পত্রটি প্রকাশ করেন :—

সম্প্রতি মুণ্ডবোধের স্তম্ভার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যাপ্তর লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেন তবে পক্ষ মুদ্রা পাবিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকব স্থান গবর্নমেন্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির পত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শি দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশঙ্ক যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে। ..কুমারহট্টনিবাসী শ্রীগঙ্গাধর শর্মাঃ সংজ্ঞাপ্তিঃ।—‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ‘সেতুসংগ্রহ’ব একখানি পুথি আছে, ইহার পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাঠে জানা যায় ইহার বচনাকাল ১৭৫৭ শক (১৮৩৫)।

১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে গিবিশ তর্করত্ন সটীক ‘মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্’ প্রকাশ করেন, ইহাতে অগ্গাঢ় টীকাসহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) খোসগল্পসার। ১৮৩৯।

এই গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে, ১৪ মার্চ ১৮৪০ তারিখে ‘সমাচার দর্পণে’ নিম্নাংশ মুদ্রিত হয় :—

খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ বচনা কবিতা মুদ্রাঙ্কিত কবিয়াছেন। তাহাতে দেশেব মধ্যে যে সকল বহুজ্ঞানক কথা এবং তদনুসংগত স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।—হবকবা, ১২ মার্চ।

‘খোসগল্পসার’ যে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের রচনা, পাদবি লণ্ডেব মুদ্রিত বাংলা পুস্তকেব তালিকা (পৃ ৭৫) তাহাব উল্লেখ আছে, তিনি লিখিয়াছেন :—

TALES Khos Galpa Sar, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar.

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পবলোকগমন করেন। মৃত্যুব প্রাকালে তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন এবং তাহাব বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা।

সংশোধন

১৩৪৪ বঙ্গাব্দেব ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত “কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন” শীর্ষক প্রবন্ধে কিছু কিছু অসঙ্গতি বহিয়া গিয়াছে, স্থানাভাবে গত সংখ্যায় সংশোধন কবা সম্ভব হয় নাই।

(১) সংস্কৃত কলেজেব নথিপত্রে প্রকাশ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন ১৮১৩ সনে। ১৮০১ সনে যে-“কাশীনাথ” ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি “কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন” না হওয়াই সম্ভব, কাবণ, এই সময় তর্কপঞ্চাননের বয়ঃক্রম ১৩ বৎসরেব অধিক ছিল না।

(২) ‘বিধায়ক নিষেধকেব সঙ্গাদ’ পুস্তিকাখানি কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বচনা না হওয়াই সম্ভব। ‘ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া’র মতে উহা কালাচাঁদ বসুৰ আদেশে “কাশীনাথ তর্কবাগীশ” কর্তৃক রচিত। কলিকাতার বোম্বালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশেব চতুষ্পাঠী ছিল, এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভাব বহন করিতেন প্রধানতঃ গুরুপ্রসাদ বসু—কালাচাঁদ বসুৰ পিতা (‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ ৪২৩ দ্রষ্টব্য)।

(৩) “কলিকাতা শিমুলানিবাঙ্গী কাশীনাথ শর্মাঃ” বচিত ও ১৮২১ সনে প্রকাশিত ‘মুগ্ধবোধ কোমুদী’ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-কৃত নহে বলিয়াই মনে হইতেছে, কাবণ, এই বৎসরে (১৮২১) প্রকাশিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের ‘পদার্থ কোমুদী’ গ্রন্থে প্রকাশ, তর্কপঞ্চানন “আবিষাদ প্রেম-নিবাসি” ছিলেন।

দুর্গা দেবী

শ্রীহীবেন্দনাথ দত্ত বেদান্তবল্লভ

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (খিল) দশম প্রপাঠকের নাম নারায়ণ-উপনিষদ্। ঐ উপনিষদের প্রথম অহুবাকে গায়ত্রী মন্ত্রের অহু করণে এই দুর্গা-গায়ত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—‘কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কতাকুমাৰি ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ’। (পাঠান্তবে ‘দুর্গি’ শব্দের স্থলে ‘দুর্গা’ পদ দৃষ্ট হয়)। এই মন্ত্রে আমবা দুর্গা দেবীর স্পষ্ট উল্লেখ পাইলাম। ঐ উপনিষদের দ্বিতীয় অহুবাকে এই মন্ত্রটি আছে—

তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈবোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।

দুর্গাং দেবীং শবণমহং প্রপদ্যে স্ততবসি। তরসে নমঃ ॥

[তরসে = তারিণ্যে নমঃ, স্ততবসি। হে স্তুত্ব সংসাবতরণহতো।]

তারিণী দুর্গা দেবীর এই প্রণাম-মন্ত্র একটু ভিন্ন আকারে দেবী-উপনিষদেও পাওয়া যায়।

তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং

বৈবোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।

দুর্গাং দেবীং শবণমহং প্রপদ্যে

স্ততবাং নাশম মে তমঃ ॥

“অগ্নিবর্ণা, তপোহুতিময়ী, দীপ্তিমতী কর্ম-ফলবিধাত্রী দুর্গা দেবী আমাব শবণ—তিনি আমাব অজ্ঞানতমঃ নিঃশেষে নাশ করুন।”

দেবী-উপনিষদ ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলের দশম-অহুবাক হইতে অন্তঃ মহর্ষিব ব্রহ্মবিদ্যুদী ছহিতাব বচিত প্রসিদ্ধ দেবীস্তুত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ স্তুতে দেবী নিজের পরিচয়ে বলিতেছেন—

অহং কদ্রেভির্বস্তুভিচ্চবামি

অহম্ আদিত্যকৃত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি

অহম্ ইন্দ্রায়ী অহম্ অশ্বিনোভা ॥

“আমি কদ্রগণ ও বসুগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ—সকলের সহিত বিহরণ করি। মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই বিধাবণ কবি। আমিই ঋষ্টাকে, সোমকে, পৃথাকে, ভগকে পোষণ কবি”—

অহং সোমম্ আহনসং বিভর্মি

অহং ঋষ্টাবম্ উত পৃথং ভগম্।

অহং বাঙ্গী সঙ্গমনী বসুনাং

চিকীতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ॥

“আমি রাষ্ট্রী (সর্বশক্তি জগতঃ ঈশ্বরী), চিকীতুষী—সর্বজ্ঞানবতী—সমস্ত বস্তুব প্রদাত্রী, নিখিল যজ্ঞফলেব প্রথমা যোজয়িত্রী। আমি যাহাকে বরণ কবি, সে-ই বীৰ হয়, ব্রহ্মা হয়, ঋষি হয়, সুপ্রজ্ঞ হয়।”

যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং কবোমি

তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিঃ তং সুমেধাম্।

অন্ত দিকে,—“আমিই জনগণেব বিজয়বধনকাবিণী—অহং জনায় সমদং কৃণোমি।” আমি কে ? আমি—‘দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ’—আমি বিশ্বভুবনে অল্পহ্যত আছি।

অহং স্তবে পিতবম্ অস্ত মুর্দ্ধন,

মম যোনিরপ্ স্তু অন্তঃ সমুদ্রে।

‘এই বিশ্বপ্রপঞ্চের আমিই মুর্দ্ধা—ইহার জনক যিনি ঈশ্বর, তিনিও আমাব স্তম্ভ’।

এই দুর্গা দেবী কে ? শাক্ত উপনিষদে দেখিতে পাই, দেবতাবা প্রশ্ন কবিতেন, ‘কাসি ঐ মহাদেবি!’ উত্তরে দেবী বলিতেছেন,—‘অহং ব্রহ্মস্বকপিণী মতঃ প্রকৃতি-পুরুষাভ্যকং জগৎ’। সেই জ্ঞান পুরাণকার বলেন,—‘যতঃ প্রধানপুরুষো’। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেখি, মেধস ঋষি তাঁহাকে ‘অক্ষরা, নিত্য্য এবং সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি’ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, শুধু সৃষ্টি নয়, স্থিতি ও লয়ও তাঁহার কৃত।

বিসৃষ্টো সৃষ্টিকপা ঐ স্থিতিরূপা চ পালনে।

তথা সংহতিরূপাস্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে।

এক কথায় তিনি ‘তজ্জলান—জন্মানাদি অস্ত যতঃ’—এই বিশ্বের কর্ত্রী, ধর্ত্রী ও হর্ত্রী।

আমরা দেখিলাম, দেবী-উপনিষদ তাঁহাকে ব্রহ্মস্বকপিণী বলিলেন। আমরা জানি, পরাংপর পরব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাব। একটি নির্বিশেষ নিরুপাধি নিগুণ ভাব (যাহা static) এবং অত্রটি সবিশেষ সোপাধি সগুণ ভাব (যাহা kinetic)। এই kinetic বিভাবকে লক্ষ্য কবিয়া ত্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—‘সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি মহামায়ঞ্চ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ, নিগুণ ব্রহ্ম যখন মায়-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া শক্তিয়ুক্ত হন, তখনই তিনি ‘শিবঃ শক্ত্যা যুক্তঃ প্রভবতি’ (kinetic হন)—নচেৎ তিনি নিঃস্পন্দ, নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, নিগুণ (static)। তন্নের ভাষায় নিগুণ ব্রহ্ম শিব এবং সগুণ ব্রহ্ম শক্তি। শিব-শক্তি সদা সম্মিলিত—শক্তি অন্তর্মুখী হইলে শিব হন, এবং শিব বহির্মুখ হইলে শক্তি হন। এ সম্পর্কে এক জন অভিজ্ঞ লেখক লিখিয়াছেন,—

“শিবতত্ত্বে শক্তিভাব গোণ এবং শিবভাব প্রধান—শক্তিতত্ত্বে শিবভাব গোণ এবং শক্তিভাব প্রধান—কিন্তু যেখানে শিব ও শক্তি একবস, সেখানে না শিবের প্রাধান্য—না শক্তির। ইহাই সাম্যাবস্থা ‘বা নিত্য্যাবস্থা।’”

অতএব শক্তিখচিত ব্রহ্মই দুর্গা দেবী। তিনি মহেশ্বরী, পরমেশ্বরী—তিনি মহামায়া, মহাবিদ্যা। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ স্তত্র কবিয়াছেন—‘সর্বোপেতাচ্চ তদর্শনাৎ’ (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩০)।

সর্বোপেতা সর্বশক্তিয়ুক্তা চ পরমদেবতা। কৃতঃ ? তদর্শনাৎ—শঙ্কর।

ঐ শক্তি অনন্ত—‘অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্’। তথাপি বোধ-সৌকর্যের জন্ত বলা হয়—সেই মহাদেবী ত্রিবিধা—

সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি শক্ত্যাত্মনা—ইচ্ছাশক্তিঃ, ক্রিয়াশক্তিঃ, সাক্ষাৎশক্তিঃ ইতি (সীতোপনিষদ্, ১১)। (সাক্ষাৎশক্তির্নাম জ্ঞানশক্তিঃ)।

সেই খেতাস্থতরের কথা—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব জায়তে।

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি, বল-(ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। সেই জন্ত দেবীর সার্থক নাম—ঈশানী। কেন তাঁহার নাম ঈশানী?

অথ কস্মাদ্ উচ্যতে ঈশানঃ? যঃ সর্বান লোকান্ ঈশতে ঈশানীতিঃ জননীতিঃ পরমশক্তিভিঃ—অথর্ষশিব উপনিষদ্, ৫৬।

স সর্বান লোকান্ ঈশতে নিয়ময়তি। কাভিঃ নিয়ময়তি ইত্যত্র ঈশানীতিঃ অজড-ক্রিয়াশক্তি-বৃত্তিভিঃ তথা জননীতিঃ অজড-জ্ঞানশক্তি-বৃত্তিভিঃ তথা পবম-শক্তিভিঃ অজডেচ্ছাশক্তি-বৃত্তিভিঃ য ইমান্ লোকান্ ঈশতে—উপনিষদ্-ব্রহ্মযোগিকৃত ব্যাখ্যা।

আমাব্যু বলিলাম, দুর্গা দেবী মহাবিद्या। মহাবিद्या অর্থে পরাবিद्या—ব্রহ্মবিদ্যা। কেন-উপনিষদে দেবীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া ইহাকে ‘উমা হৈমবতী’ বলা হইয়াছে। কেন-উপনিষদের আখ্যায়িকাটি এইরূপ :—‘ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিজ্ঞে’—ব্রহ্মণ্যদেব দেবতাদিগকে অস্ত্ব-যুদ্ধে বিজয়ী করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবতারার অভিমানে ক্ষীত হইয়া ভাবিলেন—এ বিজয় আমাদেরই মহিমা—‘অস্মাকম্ এবাষং মহিমা’। ব্রহ্মণ্যদেব দেবতাদিগের এই ভ্রম দূর করিবার জন্ত অপূর্ব রূপে তাঁহাদেব সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন—দেবতারার বিম্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘কিমিদং যক্ষম্ ইতি’। ঐ অদ্ভুত বস্তুটি কি, জানিবার জন্ত তাঁহারা অগ্নিকে প্রেবণ কবিলেন—‘জাতবেদ এতদ্ বিজানীহি কিমিদং যক্ষম্ ইতি’? ব্রহ্মণ্যদেব অগ্নিকে বলিলেন, কে তুমি? ‘কোহসি? অগ্নি কিং বীৰ্যম্?’ অগ্নি বলিলেন—জান না? আমি অগ্নি,—‘জাতিবেদা বা অহমস্মি’। আমার এমন বীৰ্য্য যে, যাহা কিছু সমস্তই দহন করিতে পারি। ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন,—তাই নাকি! বেশ, এই তৃণগাছটি দগ্ধ কর ত দেখি। অগ্নি সর্বভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ‘তন্ন শশাক দগ্ধুং’।

এইবার দেবতারার বায়ুকে পাঠাইলেন—‘বায়ো! এতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি’। ব্রহ্মণ্যদেব বায়ুকে বলিলেন—‘কোসি? অগ্নি কিং বীৰ্যম্?’ বায়ু বলিলেন—জান না? আমি বায়ু—‘মাত্রিধা বা অহমস্মি’। আমার এমন বীৰ্য্য যে, যাহা কিছু সমস্তই আদান করিতে পারি। ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন—তাই নাকি? বেশ, এই তৃণগাছটি আদান কর দেখি। বায়ু সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ‘তন্ন শশাক আদাতুং’। তখন দেবতারার দেবরাজ ইন্দ্রকে পাঠাইলেন—‘মঘবন্! এতদ্ বিজানীহি কিম্ এতদ্ যক্ষমিতি’। ইন্দ্রকে ভূত্ৰাস হইতে দেখিয়া সেই অদ্ভুত ‘যক্ষ’ তিরোহিত হইলেন—‘তৎ তস্মাৎ তিরোদধে’।

ইন্দ্র কিন্তু সেই বিমানে এক বহুশোভমানা স্ত্রী-মূর্তি দর্শন করিলেন—‘স্ত্রিয়মাজগাম বহু-
শোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্’। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কিম্ এতদ্ যক্ষমিতি?’
উমা বলিলেন,—জান না? ইনিই ব্রহ্মণ্যদেব—‘সা ব্রহ্মোতি হোবাচ’—তাঁহাবই বিজয়ে
তোমবা জয়ী হইয়াছিলে, এ তাঁহারই মহিমা। তখন দেবতাদিগের ভ্রম অপনীত হইল।
এই ‘উমা’ হৈমবতী কে?

শঙ্করাচার্য বলেন, ইনি স্বয়ং বিদ্যা—‘বিদ্যৈব উমা’। ‘সঃ (ইন্দ্রঃ) তাং স্ত্রিয়ং
ব্রহ্মবিদ্যাং মূর্ত্তিমতীং দৃদর্শ’ (শঙ্করানন্দ)। ‘কদ্ৰপত্নী উমা হৈমবতীব সা শোভমানা বিদ্যৈব’
(শঙ্কর)।

এই মহেশ্বরী মহামাযার মহিমা অনুলভব। সেই জন্তু ঋগ্বেদ দেবীস্মৃতে বলিতেছেন—
পরো দিবঃ পব এনা পৃথিব্যা।

এতাবতী মহিমা সংবভূব ॥—১০।১২৫।৮

‘ভূলোক ও দ্যুলোকেব পবাংপব তিনি—তাঁহার মহিমা অতিশয় মহীমান্।’

আগামী নবরাত্র উপলক্ষ্য কবিষা ভারতবর্ষেব প্রায় সর্বত্র যে মার্কণ্ডেয়চণ্ডী পঠিত
হইবে, তাহার পুরাণোক্ত নাম দেবীমাহাত্ম্য। ঐ চণ্ডীকে দেবীমাহাত্ম্য বলে এই জন্য যে,
উহাতে দুর্গা দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। সকলেই বোধ হয় জানেন, মার্কণ্ডেয়-
চণ্ডীপ্রোক্ত দেবীমাহাত্ম্য মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুভ-নিশুভ বধ—এই খণ্ডত্রেয়ে
বিভক্ত। মধুকৈটভ বধেব বৃত্তান্ত এই—

কল্পের প্রারম্ভে বিষ্ণু যখন কারণার্ণবে শেষ-শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁহার
নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা সৃষ্টিব্যাপারে উদ্যুক্ত হইলে মধু ও কৈটভনামক দুই ঘোর
অসুর সৃষ্টির প্রতিরোধ জন্য ব্রহ্মাকে হনন কবিতো উদ্যত হইল। তখন ব্রহ্মা ‘বিশ্বেশ্বরীং
জগদ্ধাত্রীং সৃষ্টিসংহারকাবিগীং’ দেবীকে স্তব কবিলেন এবং দেবীর প্রেবণায় বিষ্ণুর
যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি তুমুল যুদ্ধ করিয়া অসুরদ্বয়েব বধসাধন কবিলেন। ইহাই
মার্কণ্ডেয়চণ্ডী-বর্ণিত দেবীর প্রথম মাহাত্ম্য।

তৃতীয় মাহাত্ম্যে শুভ-নিশুভ বধ। ঐ শুভ-নিশুভের সহিত যুদ্ধকালে নানা উগ্র শক্তি
নিসারিত হইয়া বিভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করতঃ অসুরসৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহাতে
শুভ উপহাস করিয়া দেবীকে বলিল—‘মা দুর্গে গর্বমাবহ। অন্ত্যাসাং বলমাস্রিত্য যুধ্যসে যাতি-
মানিনী’—‘পর-বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ—দুর্গা! তোমায ধিক্।’ উত্তরে দেবী
বলিলেন (ইহাই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়)—

একৈবাসং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপবা।

পঠেতা দুষ্ট। ময্যেব বিশস্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥

‘ঐ সমস্তই আমাব বিভূতি—আমা হইতে ভিন্ন নয়—আমি একা, অদ্বিতীয়া। দেখ,
দুষ্ট, ঐ আমাব অংশ-কলা আমাতে প্রবেশ কবিতেছে।’

ততঃ সমস্তান্তা দেব্যঃ ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।

তস্যা দেব্যোঃ তনৌ জগ্মুঃ একৈবাসীং তদাঙ্গিকা ॥

‘বসন্তঃ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি খণ্ডশক্তিচয়ং দেবীৰ শরীবে লীন হইলেন—জগদম্বা একাই বিবাজ করিতে লাগিলেন।’

মধ্যযুগে মহিষাসুর-বধ প্রসঙ্গে মহিষমর্দিনীর আবির্ভাব যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তদুদ্ভাবও এই তত্ত্বই প্রতিপন্ন হয়। দেবতাবা মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎখাত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা কবিলে, ঐ ত্রিমূর্তির শরীর হইতে এক স্তম্ভহং তেজঃ বিনির্গত হইল—সমবেত ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজঃ, ঐ তেজে সম্ভূত হইয়া, একীভূত, পিণ্ডীকৃত হইয়া এক অপূর্ব নারীমূর্তি বচনা করিল।

এতচ্চ কথিতং সর্বম্ অমবাবিবিচেষ্টিতম্ ।

* * ইত্থং নিশমা দেবানাং বচাসি মধুসূদনঃ ।

চকাব কোপং শঙ্খশ্চ ভ্রুকুটিকুটিলাননম্ ॥

ততোতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাং ততঃ ।

নিশ্চক্রাম মহং তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্কবস্য চ ॥

অন্যেযাং চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শবীবতঃ ॥

নির্গতং স্তম্ভহং তেজঃ তং চৈক্যং সমগচ্ছত ।

* * অভুলং তত্র তং তেজঃ সর্বদেবশবীরজম্ ।

একস্থং তদভূৎ নাবী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং দ্বিষা ॥—২।৯-১৩

ঐ নারীমূর্তিই সিংহবাহিনী দুর্গা—দেবতার। স্ব স্ব বিচিত্র আয়ুধ অর্পণ কবতঃ তাঁহাকে নানা গ্রহবণে ভূষিতা কবিলেন। ইনিই দুর্গা দশগ্রহবণধারিণী। মহাদর্পী মহিষাসুর সেই অভুল প্রভাবময়ী প্রভায় অচিরে ভস্মীভূত হইল। ইন্দ্রাদি স্তব কবিতে লাগিলেন।

যস্যঃ প্রভাবমতুলং ভগবান্ অনন্তো

ব্রহ্মা হবশ্চ নহি বক্তুম্ অলং বলঞ্চ ।—৪।৪

— “হে জগদম্বা। তোমার বল ও প্রভাব অতুল্য—শিব, ব্রহ্মা, অনন্তদেব যাঁহাব লাগ পান না, আমবা ক্ষুদ্র মুখে তাহার কি বর্ণনা কবিব ?”

ইহাই দেবীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয়চণ্ডী।

দুর্গাদেবীর আরও কত কত মহিমা কালে কালে প্রকটিত হইয়াছিল, আমরা তাহাব কি সংবাদ রাখি ? তবে দেবীভাগবত-পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্দশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আব এক ‘দেবীমাহাত্ম্য’র বিবরণ আছে। সতের বৎসর পূর্বে আমি ঐ বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকের গোচর করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী ঐ বিবরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করেন নাই। আজ ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র পাঠকের অবগতির জন্য ঐ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার এ প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিব।

পূর্বকালে কোশল দেশে ধ্রুবসন্ধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই রাণী—জ্যোষ্ঠা মনোরমা ও কনিষ্ঠা লীলাবতী। কালক্রমে জ্যোষ্ঠা মহিষী এক পুত্ররত্ন প্রসব

করিলেন। তাহার নাম হইল স্তদর্শন। পরে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্র জন্মিল—বাজা তাহার নামকরণ করিলেন শক্রজিৎ।

রাজা এক দিন যুগয়া করিতে গিয়া এক রূপিত সিংহেব আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার দুই পুত্রই নীবালক। জ্যেষ্ঠ বিধায় স্তদর্শনেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ শক্রজিৎের মাতামহ যুধাজিৎ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক শক্রজিৎকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী মনোরমা, শিশু পুত্রকে লইয়া ত্রিকূট পর্বতে ভারদ্বাজ ঋষিব আশ্রমে গোপনে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যুধাজিৎ ঋষিব তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া সে আশ্রমে স্তদর্শনকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না।

• দিনে দিনে স্তদর্শন চন্দ্রকলার ত্রায বাড়িতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এক দিন এক বৃদ্ধ ঐ বনে উপস্থিত হইলে মূনিবালকগণ তাহাকে স্তদর্শনের সমক্ষে ‘ক্লীব ক্লীব’ বলিয়া পবিহাস করিতে লাগিল। স্তদর্শন তাহা হইতে ‘ক্লীং’ এই শক্তিশালী বীজ মন্ত্রটি বাছিয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল—

বীজং বৈ কামরাজ্যং গৃহীতং মনসা তদা।

জজ্ঞাপ বালকোহত্যর্থং ধৃষ্টা চেতসি সাদবম্ ॥

কি ক্রীড়াকালে, কি শয়নকালে, স্তদর্শন সর্বদাই ঐ মন্ত্র জপ করিত। এইরূপ ঐকান্তিক মন্ত্রজপের ফলে দুর্গা দেবী এক দিন তাহাকে দর্শন দিলেন এবং স্তদর্শনকে পরাসন, শর, তুণীর ও কবচ প্রদান করিলেন। স্তদর্শন ধন্য হইল।

কদাচিৎ সোপি প্রত্যক্ষং দেবীকপং দদর্শ হ।

বক্তাদ্ববং বক্তবর্ণং বক্তসর্বাঙ্গভূষণম্।

গরুডে বাহনে সংস্থং বৈষ্ণবীং শক্তিমন্তুতাম্ ॥

ক্রমে স্তদর্শন যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ঐ সময় কাশীনগরে রাজসুতা অলোক-সামাণ্ডা স্তদবী শশিকলা বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি লোকপরম্পরায় স্তদর্শনের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অল্পবক্তা হইলেন। এক দিন বাত্রিযোগে শশিকলা স্বপ্ন দেখিলেন, জগদম্বা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন—‘স্তদর্শন আমার ভক্ত—সে তোমার কামনা পূর্ণ করিবে।’ এইরূপ আশ্বাসে শশিকলার আর আনন্দের সীমা রহিল না। দিন দিন স্তদর্শনেব প্রতি তাঁহাব অহুরাগ উপচিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সমস্ত দেহে এক নবতর চাক্তা ও শ্রীর সমাবেশ হইল।

কণ্ডার বিবাহের বয়স দেখিয়া পিতা মাতা তাহার স্বয়ম্বের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে শশিকলা দুঃখিতা হইয়া সখীর দ্বারা মাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন—

ভাবদ্বাজশ্রমে পুণ্যে ধ্রুব-সন্ধি-স্তুতোহস্তি যঃ।

স মে ভর্তা বৃতশ্চিন্তে নান্নং ভূপং বৃণোম্যহম্ ॥

“ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্রই আমার বর—অন্য বরকে আমি বরণ করিব না।” পিতামাতা

পুত্ৰীকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভংসনা করিলেন। শশিকলা দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—
মক্তিভিত্তি লিখিতো ভগবত্যা স্মদর্শনঃ ।

তং বিহায় প্রিচ্ছং কাস্তং বরিষ্যেহং ন চাপরম্ ॥

“দেবী ভগবতী স্মদর্শনকে আমার চিত্তভিত্তিতে অঙ্কিত কবিয়া দিয়াছেন। তিনিই আমার কাস্ত—আমি দ্বিচারিণী হইতে পারিব না।”

কিন্তু কণ্ঠ্য আপত্তি সত্ত্বেও পিতা (রাজা সুবাহু) স্বয়ম্বরের দিন স্থির করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত প্রতাপী রাজা ও রাজপুত্রদিগকে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। অবশ্য স্মদর্শনের নিকট নিমন্ত্রণ গেল না। কিন্তু সে ক্রটি শশিকলা নিজে পূরণ করিলেন। তিনি গোপনে স্মদর্শনকে পত্র দিলেন—

বিষমগ্নি হতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে ।

ববয়ে স্বদৃতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেবিতাপি বা ॥

“আমি বিষ ভক্ষণ করিব অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিব,—কিন্তু পিতামাতাব আদেশেও অন্য কাহাকেও বরণ করিব না।”

স্মদর্শন এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে গমনোত্তর দেখিয়া তাঁহার জননী মনোরমা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। স্মদর্শন জননীকে বুঝাইলেন—
‘মা। আমি ভগবতীর আদেশে যখন এই স্বয়ম্বরে চলিয়াছি, তখন আমার বিপদ হইতে পাবে না।’ তখন মনোবমা পুত্রের সর্বদেহে ভগবতীর রক্ষাকবচ জপ কবিয়া দিলেন—

সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু হাং ভুবনেশ্বরী ।

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দকপিলী ॥

—এবং পুত্রের সহিত কাশীনগরে চলিলেন। ইতিমধ্যে অনেক রাজাই বারাগনীতে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে দৌহিত্র শক্ৰজিতের সহিত যুধাজিৎও উপস্থিত। স্মদর্শনকে দেখিয়া বাজারা কানাকানি করিতে লাগিল—‘সহায়-সম্পদহীন স্মদর্শন বিবাহের জন্তই কি এখানে আগমন কবিয়াছে? এই সকল প্রবল পবাকান্ত রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমারী তাহাকে বরণ করিবেন না কি?’ যুধাজিৎ দস্ত করিয়া বলিলেন,—‘কণ্ঠ্য নিমিত্ত আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।’ স্মদর্শন বিনীত ভাবে বলিলেন—

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ ।

ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন কৃপা বক্ষকা মম ॥

‘সত্যই আমার সৈন্য, সামন্ত, সহায়, সম্পদ, দুর্গ, কোশ, বন্ধুবান্ধব কেহই নাই—তথাপি আমি স্বয়ম্ববে আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি? দেবী ভগবতীর আদেশে আসিয়াছি।’ তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহাই ঘটবে। অতএব আমার চিন্তাব কাৰণ কি?

তদাজ্ঞয়া নৃপাদৈব সংপ্রাপ্তোশ্মি স্বয়ম্ববে ।

সা যদিচ্ছতি তং কুৰ্ধ্যাম মম কিং চিন্তনেন বৈ ॥

তান্মতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহবাদয়ঃ ।

ন শক্তাঃ স্পন্দিত্বং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ॥

সেই ভগবতী পরমাশক্তিরাপিনী । * তাঁহাব প্রেবণা ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কল্প ও একপদ নড়িতে সমর্থ হন না । তথাপি আমি ভয় কবিব ?

পরদিন স্বয়ম্বর-সভা সজ্জিত হইলে রাজাবা সাজসজ্জা করিয়া সুরচিত মঞ্চোপরি স্ব স্ব আসনে গর্বভরে উপবেশন করিয়া রাজবালার প্রতীক্ষা কবিতো লাগিলেন । পিতা কণ্ঠান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠাকে বলিলেন,—‘বৎসে, বাজগণ স্বয়ম্বর-সভায় সমবেত হইয়াছেন,—তুমি হস্তে শুভ মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ কর এবং যাহাকে অভিকৃতি, তাহাকে বরণ কর ।’ শশিকলা বলিলেন,—‘বাবা ! আমি কামুক নৃপতিগণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না,—আমি স্বদর্শনকে পূর্বেই বরণ করিয়াছি, তিনিই আমাব বর ।’

স্বদর্শনো যয়া পূর্বং বৃতঃ সর্বান্ননা পিতঃ ।

তযুতে নান্ধথা কৰ্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম ॥

রাজা মহা বিপন্ন হইলেন এবং কণ্ঠা যখন কিছুতেই স্বয়ম্বর-সভায় পদার্পণ কবিল না, তখন তিনি ফিবিয়া আসিয়া রাজাদিগেব নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন । রাজারা ত, বিশেষতঃ যুধাজিৎ চটিয়া লাল । সুবাহ তাঁহাদিগকে কোন রকমে সাহুনা কবিয়া বলিলেন,—‘আপনারা স্ব স্ব শিবিরে ফিরিয়া যান । আমার কণ্ঠা আজ এই সভামণ্ডপে কিছুতেই আসিল না । কাল আমি তাহাকে বুঝাইয়া স্বয়ম্বর-সভায় আনয়ন করিব ।’ বাজারা তাহাই কবিলেন । এ দিকে সুবাহ প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই রাত্রেই গোপনে স্বদর্শনের সহিত শশিকলার বেদোক্ত বিধানে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিলেন । এবং বর-বধূকে বিবিধ উপহার প্রদান কবিলেন । এইরূপে প্রেম ও ঐকান্তিকতার জয় হইল ।

এই গোপন বিবাহ বাজাদিগের অবিদিত বহিল না—বিশেষতঃ যখন তাঁহারা দেখিলেন, দ্বিতীয় স্বয়ম্বর-সভার কোনই উদ্যোগ নাই । নৃপতিগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—‘আমরা বরবধূর গমনমার্গ অবরোধপূর্বক স্বদর্শনকে বিনাশ করিব এবং বলপূর্বক কণ্ঠা গ্রহণ কবিব ।’

এক সপ্তাহ রাজা সুবাহ জামাতাকে গৃহে রাখিলেন । সপ্তম দিবসে স্বদর্শন বধুর সহিত এক সজ্জিত রথে আরোহণ কবিয়া অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা কবিলেন । সুবাহ দূতমুখে শুনিলেন, নৃপতিবা বিপুল বাহিনী লইয়া স্বদর্শনের পথ রোধ করিবে বলিয়া সজ্জিত হইয়াছে । তখন তিনিও সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বদর্শনের অনুসরণ করিলেন । কিছু দূর অগ্রসর হইলেই শত্রুপক্ষের বণসজ্জা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল । তাহা দেখিয়া রাজা সুবাহ বিশেষ চিন্তিত হইলেন, কিন্তু স্বদর্শন নিঃশঙ্ক চিত্তে ভগবতী-ভবানীকে স্মরণ করিয়া সেই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন—

বিধিবৎ স শিবাং চিত্তে জগাম শবণং মুদা ।

জজাগৈকাক্ষবঃ মন্ত্রং কামবাজ্জমন্তমম্ ॥

অল্প ক্ষণেই চতুর্দিকে শঙ্খ, ভেরী ও বণচক্কা বাজিয়া উঠিল । শত্রুজিৎ ভ্রাতার সংহার

বাসনায মাতামহ যুধাজিতের সহিত অগ্রসর হইলেন। তখন রণস্থলে সর্বত্র ঘোব সমর-
তবঙ্গ উদ্ভিত হইল।

এইরূপে দাক্ষ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে হঠাৎ সিংহাক্ষা দেবী ভগবতী তথায় আবিভূতা
হইলেন।

প্রাহর্যভূব সহসা দেবী সিংহোপবিস্থিতা।

নানায়ুধধরা বম্যা ববভূষণভূষিতা।

দিব্যাস্ত্রবপবীধানা মন্দাবশ্রক্সসংযুতা ॥

‘দেবীর মনোহর দেহকাস্তি বব ভূষণে ভূষিত এবং বিবিধ আয়ুধে শোভিত। তাঁহার পবিধানে
দিব্যাস্ত্র, গলদেশে মোহন মন্দাবমালা।’

রাজারা সেই সিংহাক্ষা রমণীমূর্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হঠাৎ দেবীর
বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জনে করিয়া উঠিল, প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল এবং দিক্‌সকল
সুদাক্ষণ ভাব ধারণ কবিল। ইহাতে মিত্রপক্ষে সংবন্ত দর্শন কবিয়া যুধাজিৎ মহীপালগণকে
উৎসাহিত কবিয়া বলিলেন,—‘আপনারা কি একটি সিংহাক্ষা কামিনীকে দেখিয়া ভীত
হইলেন? অগ্রসর হউন—কণ্ঠাহারী সুদর্শনকে বধ ককন। এই শৃগালকে সিংহের
কাজিফিত স্ত্রীবস্ত্র গ্রহণ করিতে দিবেন না।’ এই বলিয়া যুধাজিৎ শত্রুজিতেব সহিত সংগ্রাম-
স্থলে অগ্রসর হইলেন এবং সুদর্শনের উপর স্ত্রীক্স শর বর্ষণ কবিতে লাগিলেন। সুদর্শন
সেই প্রচণ্ড বাণবৃষ্টি অনায়াসে বাবণ কবিলেন। এইরূপে তুমুল যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে জগদম্বা
দুর্গা দেবী কুপিতা হইয়া বণাঙ্গনে স্বয়ং অবতীর্ণা হইলেন এবং শত্রুদিগের উপর বাণ বর্ষণ
কবিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, সেই ভীষণ যুদ্ধে শত্রুজিৎ ও যুধাজিৎ উভয়েই নিহত
হইল। তাহারা দুই জনে বধ হইতে নিপতিত হইলে সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহানু
জয়শব্দ উদ্ভিত হইল এবং রাজা সুবাহ তাহাদের মৃত্যুতে পবম প্রীত হইয়া দুর্গাতিনাশিনী
দুর্গা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন—

নমো দেব্যা জগদ্ধাত্র্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।

দুর্গায়ৈ ভগবত্যা তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥

নমঃ শিবায়ৈ শার্ট্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে নমঃ।

বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতঃ জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ শিবে ॥

দেবী সুবাহব স্তবে প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বব দিতে চাহিলেন। সুবাহ বলিলেন,—
‘আপনার দর্শন পাইয়াছি—আর কি বব চাহিব? তবে যদি প্রসন্না হইয়া থাকেন,
এই বব দিন যে, যত দিন কাশীপুরী পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিন আপনি দুর্গারূপে এই
পুরীতে অধিষ্ঠিতা থাকিবেন।’ দেবী ‘তথাস্তু’ বলিয়া সুবাহকে বব দিলেন এবং
সুদর্শনকে অনুমতি করিলেন,—‘তুমি অযোধ্যায় আমাব প্রতিমা স্থাপন কর।’

অর্চা মদীয়া নগবে স্থাপনীয়া ত্রয়ানয।

—বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্রিবিধানমতে ভক্তিভাবে আমাব মহাপূজার ব্যবস্থা কব।

শবৎকালে মহাপূজা কর্তব্য সম সর্বদা ।

নব্বাঈবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন ।

রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া • স্মদর্শনের প্রথম কার্য হইল দেবীর প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা । তিনি মনে মনে বলিলেন,—‘ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষদায়িনী দুর্গা দেবীকে অগ্রে স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করি—পশ্চাৎ শ্রীবামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণের অমুকবর্ণে রাজ্য পালন করিব ।’ স্মদর্শন তাহাই করিলেন । তিনি নিপুণ শিল্পীদ্বারা এক মনোহর মন্দির নির্মাণ করিলেন এবং সেই মন্দিরে দুর্গা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন । তাহাব অমুকবর্ণে বাজ্যেব সর্বত্র দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইল । এইরূপে ধরাতলে দুর্গাদেবী প্রখ্যাতা হইলেন—

বিখ্যাতা সা বভূবাত দুর্গাদেবী ধবাতলে ।

ইহাই দেবীভাগবতের দেবীমাহাত্ম্য । দুর্গা দেবী কে ? তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাবকারিণী মহেশ্বরী পবনেশ্বরী—তিনি ‘ব্রহ্ম-স্বরূপিণী’ ।

সৃজতে যা বজ্রোকপা সঙ্করূপা চ পালনে ।

সংহাবে চ তমোকপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥

মন্দিরের অন্তর

শ্রীনির্মলকুমার বসু

উডিয়ায় চারি প্রকার মন্দির আছে,—বেথ, ভদ্র, খাখবা এবং গৌড়ী।^১ উডিয়ায় যাহাব নাম বেথ, তাহাব অন্তবেব (section) বিষয় আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। উডিয়া বলিতে আমবা উপস্থিত কটক, পুরী, বালেশ্বর, মথলপুর, গঙ্গাম ও করাপুট জেলা এবং বড়দা, বৌদ, মথুবঙ্গ, পাটনা প্রভৃতি করদ বাজ্যেব সমষ্টি বৃন্নিব। তাহা ছাড়া ঠিক উডিয়াব উত্তরে মানভূম জেলা এবং দক্ষিণে ভিজাগাপটম জেলায় অবস্থিত কোন কোন মন্দিরের সম্বন্ধেও আমাদিগকে আলোচনা কবিতে হইবে।

রেথ দেউলের মোটামুটি চারি ভাগ—বাড, গণ্ডী, বিসম ও মন্তক।^২ মন্দিরের বাড খাডাভাবে নির্মিত হয়। তাহার পব গণ্ডী, ইহা প্রথমে অল্প দূর খাডা উঠিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে বাঁকিতে আবস্ত কবে। গণ্ডী শেষ হইলে, তাহার সহিত মিলাইয়া একটি ক্ষুদ্র অংশ থাকে, তাহাকে বিসম বলে। বাড হইতে বিসম পর্যন্ত সকল অংশের আসন (plan) অথবা ক্ষিতিজক্ষেত্রে অন্তর চতুষ্কোণ। তাহার উপব মন্তক। মন্তকে বেকি, ঝাঁলা, খপুড়ি ও কলস থাকে। ইহার প্রত্যেকের ক্ষিতিজ-অন্তব বৃত্তাকার। বর্তমান প্রবন্ধে মন্তকের বিষয় আমরা আলোচনা করিব না।

উডিয়ায় মন্দিরের গাঁথনি কবিবাব জন্ত মশলা ব্যবহৃত হয় না। বড় বড় পাথরের খণ্ড খুব পরিষ্কার ভাবে চাঁছিয়া-ছুলিয়া পাশাপাশি বসান হয়। তাহাব পর এইরূপ দুইটি পার্শ্ববর্তী পাথরের গায়ে গর্ত কাটিয়া একটি লোহাব বাগিষা (dowel or clamp) ঝাঁটিয়া দেওয়া হয়।^৩ বৃন্দেলখণ্ডে খাজবাহার মন্দিরে তামার বাগিষা ব্যবহার করা হইত এবং সেটি যে-গর্তে বসান তাহাব মধ্যে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত।

যাহাই হউক, মন্দিরের বাড খাডা উঠিয়া তাহার পব গণ্ডী ঈষৎ বাঁকিতে আরম্ভ কবে। এইখানে মন্দির-নির্মাণে নানা রকম তারতম্য দেখা যায়। আমরা একে একে সেগুলির বর্ণনা করিব।

প্রথম শ্রেণী—গণ্ডী বাডেবই মত কিছু দূর খাডা ওঠে। তাহাব পব ক্রমে ভিতরে বাঁকিয়া যায়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।^৪ যেখান হইতে বাঁকে, সেখানে উপরের পাথরের

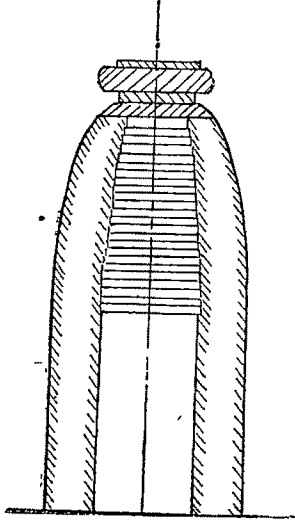
১. Bose *Canons of Orissan Architecture* (1932) pp 78-82, 187-93.

২. *Ibid*, pp 91-2. Plate opposite p 126.

৩. বসু, 'কণারকের বিবরণ', পৃ ৪৮।

৪. Bose *ibid*, pp 111-4

স্তম্বে ভিতৰ দিকে একটু আগাইয়া দেওয়া হয়। সামান্য একটু আগান হয় বলিয়া পাথৰগুলি গৰ্ভগৃহে পড়িয়া যায় না, তাহাদের ভাবকেন্দ্র বিচ্যুত হয় না। তাহাব উচ্চতৰ স্তম্বে বা সমতলের পাথৰগুলি চাৰি দেওয়াল হইতেই আরও একটু ভিতৰে আগাইয়া আসে। এই ভাবে গণ্ডীব শেষ পর্য্যন্ত অল্প অল্প আগানব কাজ চলে। ইংবেজীতে এইরূপ



প্রথম শ্রেণীর অন্তৰ

গঠনকে কৰবেল (corbel) করা বলে। উড়িয়ায় ইহার নাম লহড়া। সম্ভবতঃ লহরী শব্দ হইতে ইহাব উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। প্রতি উচ্চতৰ সমতলের পাথৰ একটু আগাইতে আগাইতে যখন গণ্ডীব শেষ পর্য্যন্ত পৌছায়, তখন মধ্যব চতুষ্কোণ ছিদ্রটি বন্ধ কৰিবাব প্রয়োজন হয়। বিসমভূমিতে যে-সকল পাথৰ থাকে, সেগুলিকে বিস্তৃত কৰিলেই গৰ্ভেৰ উপরিস্থ ছিদ্র মূদ্রিত হইয়া যায়। মন্দিৰেব বাহিৰে গণ্ডী ও বিসমেব মধ্যে আকারগত খুব বেশী প্রভেদ নাই, কেবল গণ্ডী সকল ক্ষেত্রে পগ-বিভক্ত হয়, বিসম কোথাও পগ-বিভক্ত হয়, কোথাও হয় না।^৫ ইহা কিন্তু গুরুতৰ প্রভেদ নহে। কাজেব দিক্ দিয়াই গণ্ডী এবং বিসমের মধ্যে আসল প্রভেদ। গণ্ডী দেওয়ালের মত, বিসম ছাতের মত। উহা চাৰি পাশেব দেওয়ালেব উপৰ হইতে গৰ্ভগৃহকে আচ্ছাদিত কৰে। বিসমেব উপৰে

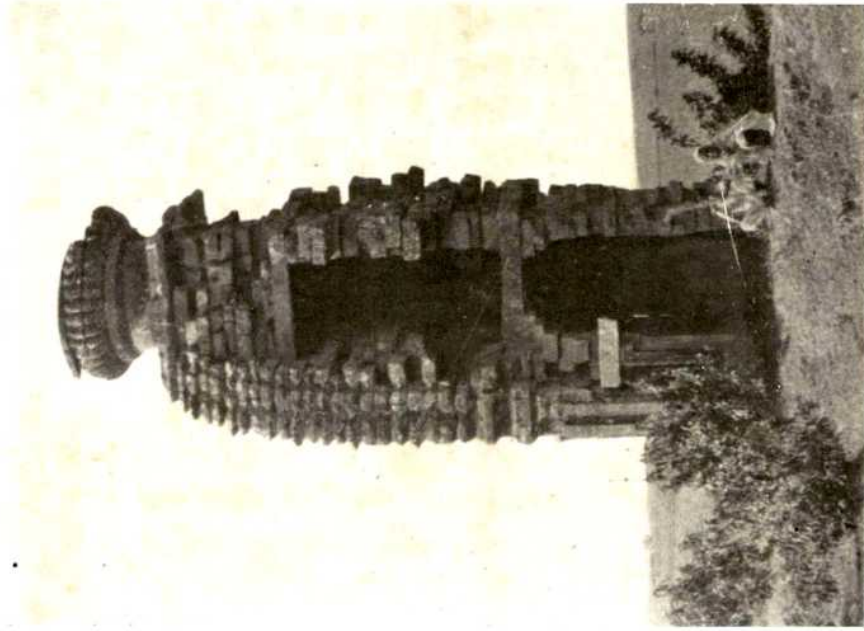
মস্তক রচিত হয়। তাহার ভাব বহন কৰাও বিসমেব একটি প্রধান কাজ।

এইরূপ মন্দিৰেব গৰ্ভগৃহে দাঁড়াইয়া উপৰেব দিকে তাকাইলে মনে হয়, যেন চাৰি দিকেব দেওয়াল উলটান সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে পরস্পরেব নিকটে ঘেঁষিয়া আসিতেছে। অবশেষে একেবাবে উপৰে, যখন চাৰি দেওয়ালেব মধ্যে ব্যবধান ক্ষুদ্র হইয়া আসে, তখন ছোট কয়েক খণ্ড পাথৰেব পাটের সাহায্যে তাহা আচ্ছাদিত হইয়াছে, এইরূপ দেখা যায়। ইহাকে আমবা প্রথম শ্রেণীর অন্তৰ বলিব।

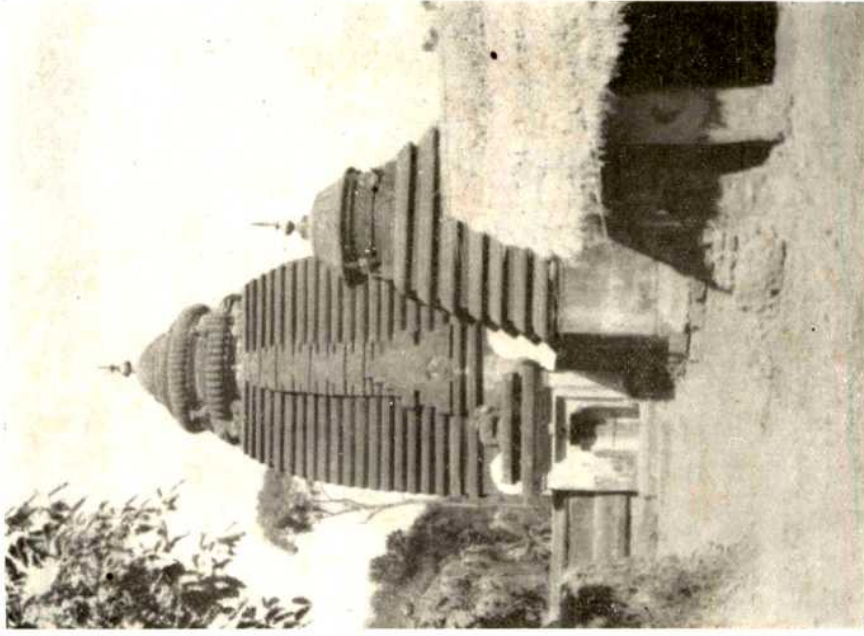
এইখানে আব একটি বিষয় লক্ষ্য কৰিবাব আছে। উড়িয়াব মন্দিরগুলি পাথৰে তৈয়ারী, অতএব প্রতি দেওয়ালেব ওজন অনেক। যে দেওয়ালে গৰ্ভগৃহে প্রবেশ কৰিবাব দরজা থাকে, তাহাব গঠন অগ্ৰাণ্ণ দেওয়াল হইতে স্বতন্ত্র। দৰজাব লক্ষ্মীপাটেব (lintel) উপৰে একটি স্বদীৰ্ঘ লহডাব শ্রেণী দিয়া খিলান (corbelled arch) রচিত হয়, তাহাতে উপৰেব ভার লক্ষ্মীপাটে না পড়িয়া ছুই পাশেব খাড়া বাজুব (jamb) উপৰে পড়ে। পাথৰেব তৈয়ারী মন্দিরে লক্ষ্মীপাটের উপরিস্থ লহডায়ুক্ত খিলান মন্দিৰেব বাহিৰ হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু ইটের তৈয়ারী মন্দিৰে দেখা যায়।^৬ পাথৰেব

^৫ Bose . *ibid*, p. 81

^৬ Bose *ibid*, p 121, plates facing pp. 110, 112



তেলকুপি গ্রামের মন্দিরের অস্থর
(চতুর্থ শতাব্দী—গ)



মোক্তাগিরিমের আধান মন্দির স্থপত্যকোভিল

তৈয়ারী মন্দিবে ইহাকে ভিতব হইতে উর্দ্ধমুখী স্ফুটকের মত দেখায। ইহাকে শিল্পীদেব ভাষায় 'ডাকিনী পোল' বলে। কোন কোন বিদ্বানী বা শিল্পী ইহাকে 'গমা' বলিয়া থাকেন। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে গমা সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। অতএব ডাকিনী পোল নামটিই আমবা ব্যবহাব কবিব।

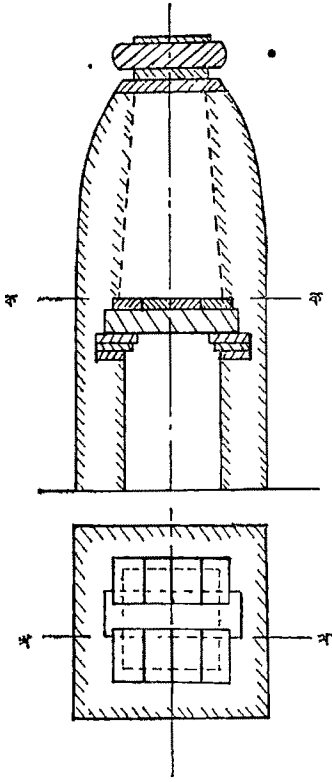
ভিজাগাপটম জেলায় বংশধারা নদীর কূলে মোখলিঙ্গম নামে এক গ্রাম আছে।^১ ইহা অতি প্রাচীন তীর্থ ও এখানে চারি পাঁচটি ভাল মন্দিব আছে। তাহার মধ্যে ভীমেশ্বর মন্দিরের অন্তর প্রথম শ্রেণীর। মোখলিঙ্গমেব প্রধান মন্দিব অর্থাৎ ঈশ্বরকোভিলের অন্তর কিকপ, তাহা বলিতে পাবি না। আমি যে-সময়ে মোখলিঙ্গমে যাই, তখন পুৰোহিতদেব মধ্যে কলহের জন্ত মন্দিবেব দবজায় চাবি ও শীলমোহব পড়িয়াছিল, অতএব গর্তগৃহে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নাই। তবে ঈশ্বরকোভিলেব প্রাঙ্গণে অগ্নিকোণে একটি ছোট বেথ দেউল আছে, তাহাব অন্তব প্রথম শ্রেণীব। করাপুট জেলায় মহেন্দ্রগিবি পর্বতেব শিখরে যুধিষ্ঠির দেউল নামে একটি মন্দিব আছে। ইহার অন্তরও প্রথম শ্রেণীর। তবে ইহাব বিশেষত্ব হইল, লক্ষ্মীপাটেব উপরে ডাকিনী পোল নাই। যে-পাথরে এই মন্দিবটি নির্মিত, তাহা খুব কঠিন এবং পাটগুলিও খুব প্রশস্ত ও স্থূল, এই কারণে বোধ হয়, লক্ষ্মীপাটের উপবে ভার কমাইবার জন্ত খিলানের প্রয়োজন হয় নাই। কটক জেলায় যাজপুর নগরে বরাহনাথ, জগন্নাথ ও ত্রিলোচন মহাদেবেব তিনটি মন্দিরেবই অন্তব প্রথম শ্রেণীব অন্তর্গত। রডয়া বাজ্যে সিংহনাথ মন্দিরও এইরূপ। তাহার গর্তগৃহেব উপরের দিকের দৃশ্যেব একটি ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল। কিন্তু সিংহনাথের প্রাঙ্গণে যে ক্ষুদ্র বেথ দেউল আছে, তাহাব অন্তর চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভুবনেশ্বরে বা পুরী জেলাব অন্তর প্রথম শ্রেণীব অন্তব-বিশিষ্ট মন্দিব আদৌ নাই। যে-কয়টি মন্দিবেব নাম করিলাম, তন্মিত্ত একপ অন্তব-বিশিষ্ট মন্দিব উডিয়ায় আর দেখি নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণী—উপরে মন্দিবেব অন্তর গঠনেব যে কৌশল বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি দোষ আছে। একপ মন্দিব হয়ত খুব দৃঢ় হয় না, কাবণ, চাবি দিকের দেওয়ালের মধ্যে কোণে কোণে জোড ভিন্ন আর কোনও যোগ নাই, অথচ দেওয়ালগুলি লহভাব জন্ত পরস্পরেব দিকে ঈষৎ বাঁকিয়া থাকে। একপ অবস্থায় যদি দুই বিরুদ্ধ দেওয়ালের মধ্যে কড়ির মত পাথরের পাটের সাহায্যে কোনও বাঁধন দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত গাঁথনিটি আরও মজবুত হইবার কথা।

দ্বিতীয় শ্রেণীব মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ভুবনেশ্বরে বামেশ্বর নামে এক মন্দিব আছে। ইহার পূর্ব দিকে তিনটি প্রাচীন মন্দিবেব ধ্বংসাবশেষ আছে, এগুলিকে স্থানীয় লোকে লক্ষণ, ভবত ও শঙ্করেশ্বর বলে। তিনটি মন্দিবই পশ্চিমাস্ত। ইহাদের

১ Bhabaraj V Krishnarao "The Identification of Kalinganagara," JBORS, Vol. XV. P 105. এবং 'প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ "প্রাচীন কলিঙ্গের একটি গ্রাম"।



দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর (খ খ স্থানে)

নীচে কক ক্ষেত্রের আসন

দিকে ছয়। একখানি বরগার পাট পড়িয়া গিয়াছে, সেই ফাঁক দিয়া দেখা যায় যে, গর্ভমুদেব উপবিভাগে দেওয়ালের গঠন প্রথম শ্রেণীর মত। বিসমের দ্বাবাই বোধ হয়, শেষে ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ব্যবধানটি মুদ্রিত হইয়াছে।

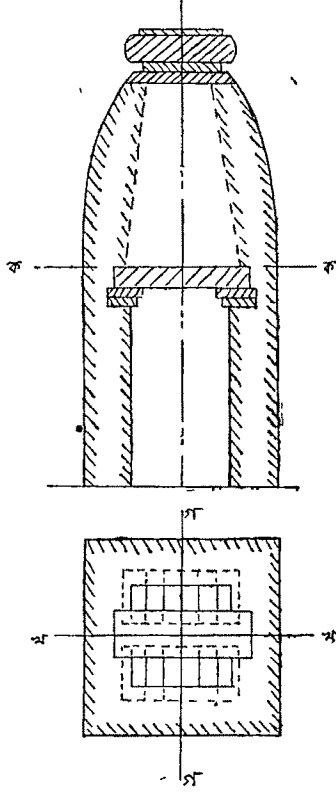
উল্লিখিত তিনটি মন্দির ভিন্ন উড়িয়ায় আর একটি মাত্র মন্দিরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর দেখা যায়। ভুবনেশ্বরে কোটিতীর্থে উত্তর দিকে একটি ভাঙা ও গাছপালায় আচ্ছন্ন মন্দির আছে। ইহার কারুকার্য চমৎকাব, কিন্তু আর অল্প দিনের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার গঠনও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল একটিব জায়গায় দুইটি কডি আছে। বরগার বিন্যাস শত্রুঘ্নেশ্বরের মত। কিন্তু শত্রুঘ্নেশ্বরের মন্দিরে বরগার পাট আগাইয়া আসিয়া ডাকিনী পোলকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, এখানে সেরূপ নহে। ডাকিনী পোল ধরিয়া গর্ভমুদেব উপরিস্থ কুটুবিতে যাওয়া যায়।

তৃতীয় শ্রেণী—দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ অল্প। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কডি এবং বরগার পাটগুলি দুই ভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত, কিন্তু তৃতীয়ে উভয়ে একই সমতলে বিরাজ

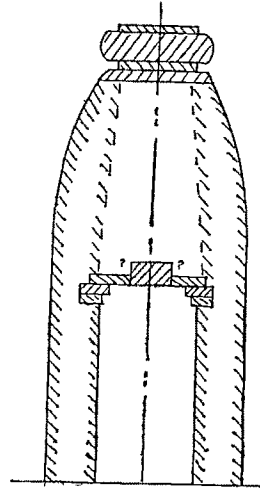
গর্ভে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, গম্ভীর মধ্যে খানিক উপরে উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের মধ্যে বিস্তৃত একটি মোটা ও চওড়া পাথরের পাট কড়ির মত বসান আছে। ইহার ভার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দুই দেওয়ালে ঠিক কড়ির প্রান্তে নীচে সামান্য দুই তিনটি লহড়া ব্র্যাকেটের মত স্থাপিত হইয়াছে। কডিকাঠের মত পাটটি চওড়া হইলেও গর্ভগৃহকে একেবারে মুদ্রিত করে নাই। সেই জন্য ঠিক তাহার উপরে আরও বতকগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং ছোট পাট বিছাইয়া দুই দিকের ফাঁক সম্পূর্ণ বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির এক প্রান্ত দেওয়ালের মধ্যে, অপর প্রান্ত নিম্নস্থ পাটের উপরে জুস্ত। কডিকাঠটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, উপরের বরগার পাটগুলি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এইরূপ গঠনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গঠন বলা গ্লাইতে পারে। পাথরের পাটগুলির দ্বারা গর্ভগৃহ মুদ্রিত হয় বলিয়া উপরের পাটের সমষ্টিকে গর্ভমুদ (ceiling) বলে।

লক্ষণ, ভবত ও শত্রুঘ্ন নামে উপরোক্ত যে-তিনটি মন্দিরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদেব প্রত্যেকের কডিব সংখ্যা এক। একটি মন্দিরে কডির এক পাশে বরগার সংখ্যা পাঁচ, অপর

কবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বরগাব পাটের এক প্রান্ত দেওয়ালে গাঁথা, অপর প্রান্ত কড়ির উপরে স্থাপিত। কিন্তু তৃতীয়ে তাহার এক প্রান্ত কড়ির গায়ে কি করিয়া আটকান থাকে, বলিতে পারি না, নীচে হইতে মনে হয়, যেন শুধু গায়ে ঠেকিয়া আছে। হয়ত কড়ির গায়ে কোনও খাঁজ কাটিয়া উপরের দিকে ইহার কিয়দংশ জোড়া থাকে। নীচে হইতে দেখা যায় যে, কড়ি এবং বরগাব পাটগুলি একই সমতলে বিন্যস্ত।



তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর (খণ্ড-স্থানে)
নীচে কক ক্ষেত্রের আসন



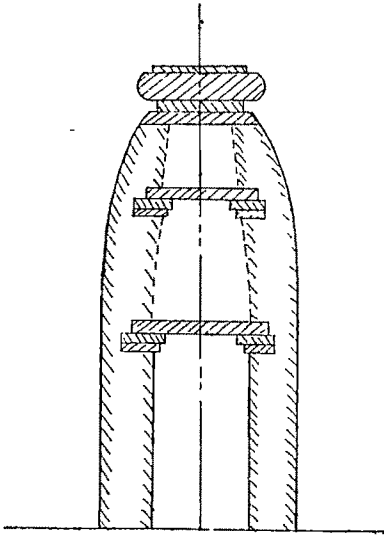
তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর (গগ-স্থানে)

যাহাই হউক, কড়ি ও বরগাব বিচারে এক বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহিত দ্বিতীয়ের মিল আছে। কড়ি যে-দিকে লম্বা, বরগাব পাটগুলি তাহার সমকোণে লম্বা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আবও একটি বিষয়ে সামান্য প্রভেদ আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কড়ির নীচে ছুই দেওয়ালে অল্প লহড়া দেওয়া থাকে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে চারি দেওয়াল হইতেই সামান্য লহড়া নির্গত হইয়া কড়ি এবং বরগাব নীচে ব্র্যাকেটের মত ভার ধারণ কবে।

ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর ও উত্তবেশ্বরের মন্দির তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর-বিশিষ্ট, উড়িষ্যায় একরূপ আব কোনও মন্দির দেখি নাই।

চতুর্থ শ্রেণী—চতুর্থ শ্রেণীর গঠন অগ্নরূপ। ইহাতে গর্ভমুদ আছে বটে, তবে তাহাব বচনা তৃতীয় শ্রেণীর মত নহে। তৃতীয় শ্রেণীতে গর্ভমুদ সমতল, কিন্তু তাহার কিয়দংশে পাট যে-দিকে লম্বা, অপবাংশের পাট তাহাব সমকোণে লম্বা। চতুর্থ শ্রেণীতে পাটগুলি সবই একই দিকে লম্বা এবং তাহাদেব মধ্যে কড়ি ও ববগার মত আকাবে বা দৈর্ঘ্যে তাবতম্য নাই, সকলগুলিই আনুমানিক একই আকারেব হইয়া থাকে। চতুর্থ শ্রেণীতে গর্ভমুদের নীচে অল্প লহডা থাকে, এবং সে-লহডা চাবি দেওয়াল হইতেই নির্গত হয়। এই হিসাবে তৃতীয়ের সহিত চতুর্থের মিল আছে।

গর্ভমুদের উপবিভাগের গঠন তিন বা চাবি বর্কম হইতে পারে, এবং তাহা কতকটা গর্ভের অল্পপাতে মন্দিরের উচ্চতাব উপবে নির্ভর কবে। (ক) শোণপুর বাজ্যে সালেভাটার



চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর

মন্দিরে দেখা যায়, গর্ভমুদের উপরেব গঠন কতকটা প্রথম শ্রেণীর মত। চারি দিকেব দেওয়াল মস্তকেব নিকট কাছাকাছি ঘেঁষিয়া আসিয়াছে এবং বিসমের পাটের দ্বাৰা তাহা আবৃত হইয়াছে। (খ) কিন্তু পাটনা বাজ্যে রাণীপুৰ-ঝরিয়া গ্রামে দেখা যায় যে, বিসমের কাছে পৌঁছিয়াও দুই বিকল্প দেওয়ালের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং গর্ভমুদের মতই বিস্তৃত পাটের দ্বাৰা বিসমভূমিতে সেই ব্যবধান আবৃত করা হয়। (গ) মানভূম জেলায় তেলকুপি গ্রামে ইহার আবও একটি প্রকাবভেদ দৃষ্ট হয়। গর্ভের দৈর্ঘ্যের অল্পপাতে মানভূমের রেখ দেউল উচ্চতায় উভিষ্যাব তুলনায় বেশী মনে

হয়। সেখানে গর্ভমুদ এবং বিসমের মধ্যে আবও একবার বিকল্প দেওয়ালকে পাটের সাহায্যে বাধিতে হইয়াছে। শিল্পিগণ এই আচ্ছাদনকে বস্ত্রমুদ বলিয়া থাকেন।

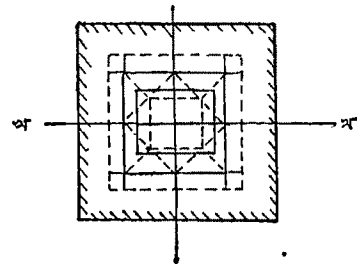
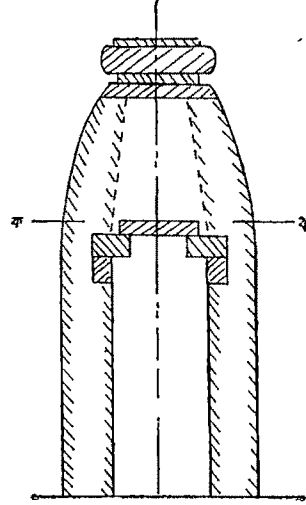
চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে আরও একটি বিশেষত্ব আছে। গর্ভমুদের জন্ত যে পাটগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদেব সংযোগস্থলে ঠিক নীচে প্রায়ই একটি কবীয়া লোহাব কড়ি স্থাপিত হয়।

উডিয়ায় বহু মন্দির চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। ভুবনেশ্বরে মূক্তেশ্বর, কোটিতীর্থ, চিত্রেেশ্বর, বকণেশ্বর, মেঘেশ্বর, বামেশ্বর, অলাবুকেশ্বর এইরূপ। বাণেশ্বর ও মার্কণ্ডেশ্বর ও বিধেশ্বর এইরূপ বটে, তবে তাহাদেব পাটের সংযোগস্থলে লোহাব কড়ি ব্যবহৃত হয় নাই। বৌদ্ধ রাজ্যে রমানাথ মন্দির ও গন্ধরাভিষ যুগল মন্দিরের অন্তর বর্তমান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সম্বলপুর জেলায় নরসিংহনাথের মন্দির এবং পাটনা রাজ্যে বাণীপুর-ঝরিষালের সোমেশ্বর মন্দিরের অন্তরও চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে এই সকল মন্দিরে গর্তমুদের উপবিভাগের গঠন সালেভাটার মত, না বাণীপুর-ঝরিষালের প্রদর্শিত চিত্রটির মত, না মানভূমের তেলকুপির মত, তাহা বলা সম্ভব নয়।

(ঘ) ভূবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ ও হযত পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে গর্তমুদের উপরে রত্নমুদের দ্বারা আচ্ছাদিত আরও একটি কুটুরি আছে। কিন্তু লিঙ্গরাজে গর্তমুদ এবং রত্নমুদ বচনা কবিত্তে প্রথমে পাঁচ ও পবে ছয় লহডার খিলান গাঁথিয়া পরে পাট বসান হইয়াছে। তথাপি পাটের ব্যবহার বহিয়াছে বলিয়া ইহাকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। ইহা প্রায় চতুর্থের (গ) উপশ্রেণীর মত, প্রভেদ লহডার আতিশয্যে।

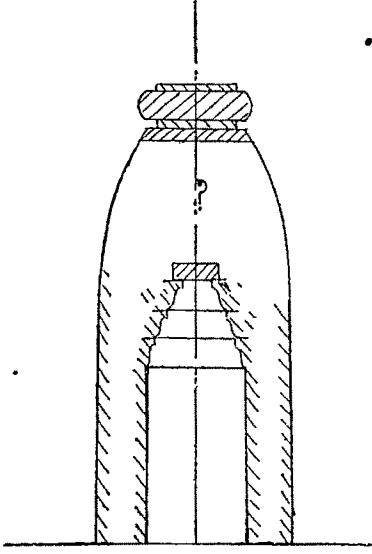
পঞ্চম শ্রেণী—চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে গর্তমুদের গঠনে মূলগত প্রভেদ আছে। মন্দিরের চারিটি কোণ। সেই সকল কোণে যদি আড়াআড়ি এক-একখানি পাথরের পাট বসান হয়, তবে অবশিষ্ট ছিদ্র হয় অষ্টকোণ হইবে, নয়ত চতুষ্কোণ হইবে। আড়াআড়ি পাথরের পাটগুলির নাম পরাসপাট। ইহাব আকারের উপবে অবশিষ্ট ছিদ্রের আকার নির্ভর করে। যদি তাহা চতুষ্কোণ হয়, তখন আবার সেই চতুষ্কোণের চারি কোণে চারিটি পরাসপাট বসাইয়া তাহাকে আরও ছোট কবা চলে। তখন উপরে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। সেই ছিদ্রকে একখানি বা দুইখানি পাট দিয়া মুদ্রিত করিয়া দিলেই চলে। পঞ্চম শ্রেণীর ইহাই বিশেষ লক্ষণ। মহেন্দ্রগিরি পর্বতে গোবর্ধনেশ্বরের গর্তমুদ এবং শোণপুর রাজ্যে তেল নদীর কূলে অবস্থিত বৈষ্ণবনাথ-মন্দিরের গর্তমুদ এইরূপে রচিত। পাটনা রাজ্যে বাণীপুর-ঝরিষালে অবস্থিত ইটের মন্দিরে পাথরের পরাসপাট দিয়া এইরূপ গর্তমুদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাব উপরের ঘরটি প্রথম শ্রেণীর মত রচিত। সেখানে ভাঙা দেওয়া ল বাহিয়া প্রবেশ কবা যায়।



ষষ্ঠ শ্রেণী—দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীতে দুই বিকল্প দেওয়ালকে বাঁধিবাব জগ্ন, অথবা গর্তকে মুদ্রিত কবিবাব জগ্ন বিস্তৃত পাটের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু

পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর (খণ্ড-স্থানে)
নীচে কক ক্ষেত্রের আসন

যষ্ঠ শ্রেণীতে অত বিস্তৃত পাথবেব পাটের প্রয়োজন হয় না, অপেক্ষাকৃত ছোট পাথবেব সাহায্যেই সন্ধ্যা কাজ চলিয়া যায়।



যষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গবাজের সিংহদ্বাবেব ক্ষিপ্র

- পূর্বে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন একটি মন্দির আছে। তাহাব অন্তরেব গঠন দেখিলে বুঝা যায়, শিল্পিগণ দীর্ঘ পাটের বদলে শুধু লহডাযুক্ত খিলানের দ্বারাই গর্তমুদ বচনা কবিয়াছিলেন। ইহাতে চতুর্থ শ্রেণীর মত লোহার কড়ির আর প্রয়োজন হয় না।

ঠিক একপ অন্তর অপর কোনও পাথবেব মন্দিরে দেখি নাই বটে, তবে ভুবনেশ্বরেব কোনও কোনও মন্দিরে গর্তমুদ ছোট কবিবার জগু হয়ত অনেকগুলি লহডাব পবে গর্তমুদেব পাট বসান হইয়াছে, এরূপ দেখিয়াছি। সেকপ অন্তর চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিতে হইবে। শুধু লহডাব সাহায্যে, অর্থাৎ ছোট পাথবেব দ্বারা, গর্তমুদ রচনার দৃষ্টান্ত বিরল।

পুৰী জেলায় বাণপুবেব উত্তরে পাটপুবে

ইটেব তৈয়াবী নীলকণ্ঠেশ্বরেব দেউল যষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ধবা যাইতে পারে।

সাধারণ কথা—এইরূপে উড়িয়া এবং পার্শ্ববর্তী মানভূম ও ভিজাগাপটম জেলাব মধ্যে আমবা ছয় প্রকার অন্তবেব পরিচয় পাই, তাহাব মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর ভিতর আবার চারিটি প্রকারভেদ আছে। সকল শ্রেণীর অন্তব গঠনেব বীতি যে একই কালে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। কালের গতির সহিত শিল্পিগণেব জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা নানাবিধ অন্তব গড়িতে থাকেন। ঠিক কি ভাবে মন্দির গঠনেব বিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ক্রমবিবর্তনেব ধারাটি প্রমাণ সহ ধরিতে পাবিলে আমাদের কার্য সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার এখনও বিলম্ব আছে, উপস্থিত আমাদিগকে অন্তবেব শ্রেণী-বিভাগ কবিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

পাঁচুঠাকুরের পাঁচালি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্ এ

পশ্চিম-বঙ্গেব খ্রীসমাজে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুরের পূজা সমধিক প্রচলিত। শিশুদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিবের এই লৌকিক রূপের আবাধনা করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় পল্লীতেই পঞ্চাননপূজাব নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চাননের স্থিতিপূত পঞ্চাননতলা নামে বহু স্থান পবিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বহুলপ্রচলিত দেবতার সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্যের পরিমাণ নিতান্ত কম।

রেভারেণ্ড ওয়ার্ড^১ ও লালবিহারী দে^২ মহাশয় এই দেবতার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহার আকব মনে হয় জনশ্রুতি। বিশ্বকোষে^৩ প্রদত্ত নাতিসংক্ষিপ্ত বিবরণে মনোহর ব্যাসকৃত এই দেবতার একখানি মঙ্গলকাব্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এইরূপ আবণ্ড গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ব্যাসকৃত গ্রন্থের উপাখ্যান এইরূপ—

হস্তিনাপুরের স্ববথ নামক রাজা পঞ্চাননের বরে পুত্র লাভ করেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজ্রদম্পতী দেবতার কথা একরূপ ভুলিয়াই যান। ফলে ক্রুদ্ধ দেবতা ডাইনীদের দ্বারা বালককে অপহরণ করান। পরে বাজ্রাব পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্বাথ তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও আডম্ববেব সহিত দেবতাব পূজা করেন, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবতাব মাহাত্ম্যকীর্তন ও পূজাব প্রচাব করেন।

ব্যাসের গ্রন্থের কোনও পুথিব সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বকোষে অল্প কোনও গ্রন্থের নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

তবে কলিকাতার বয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় বৃহৎকদ্র্যামল নামক যে অজ্ঞাতপূর্ব তান্ত্রিক গ্রন্থের তিনখানি পুথি আছে, এই দেবতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান কবাই তাহাব অংশবিশেষের উদ্দেশ্য। এই সকল অংশে বাংলা মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে জনসাধারণের নিগ্রহানুগ্রহ বিষয়ে এই দেবতাব অলৌকিক শক্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে— অগ্রাগ্র মঙ্গলকাব্যের দেবতার মত ইনিও সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদেব ইষ্ট সাধন করেন এবং অসন্তুষ্ট হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশের কাবণ হইয়া থাকেন। হইতে পারে, এই

১। *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos* (Serampur 1815), ২য় খণ্ড।

২। *Bengal Peasant Life*, পৃ ৬২-৫ (১৯২৬ সালের সংস্করণ)।

৩। বিশ্বকোষকাবেব মতে পঞ্চানন ও তাজোবেব নিকটবর্তী স্থানের তিরুবয়র নামক দেবতা অভিন্ন। কিন্তু তাহাব এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাজোবেব দেবতাব নাম পঞ্চনদীশ্বর এবং তাহাব মাহাত্ম্যবর্ণনাপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পঞ্চনদমাহাত্ম্য।

গ্রন্থও কোন বাংলা মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত—কিন্তু ইহার উপাখ্যান বিশ্বকোষে উদ্ধৃত উপাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র। লৌকিক দেবতাব বিবরণ সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত না হইলেও ভুলভ—তাই এই গ্রন্থখানির কিছু মূল্য আছে। অবশ্য এই গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য সন্দেহাত্মক। ‘বৃহৎ’ এই বিশেষণটি ইহার অর্বাচীনতার সাক্ষ্য দান করে, একপ সংশয় অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ পঞ্চাননের পূজার গৌরববৃদ্ধির জন্ত প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের সহিত ইহার উপাখ্যানের সংযোগসাধনের প্রয়াস অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। মনে হয়, ইহা বাংলা দেশে রচিত বাংলাব লৌকিক দেবতাবিষয়ক এক অর্বাচীন গ্রন্থ। ইহার যে তিনখানি পুথির কথা জানিতে পাবা গিয়াছে, তাহা সকলই বঙ্গাঙ্কে লিখিত। ইহাব কোনও উল্লেখ কোনও প্রচলিত নিবন্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তন্ত্রের যে সমস্ত প্রচলিত তালিকা আছে, তাহার মধ্যে এই গ্রন্থের নাম নাই। কিন্তু বাংলাব অতিপরিচিত দেবতার বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করে বলিয়া প্রাচীন হউক বা অর্বাচীন হউক, এই গ্রন্থের মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

গ্রন্থেব পুথি তিনখানি দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত হইলেও ইহাদের বিশেষ কোনও আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। বামচন্দ্র বা রামানন্দেব টীকা-সহিত খণ্ডচতুষ্টয়ায়ক সমগ্র গ্রন্থের পুথিখানি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃক প্রথম সংগৃহীত হয়, পরে ইহা ঐ কলেজেব অন্ত্যস্ত পুথির সহিত সোসাইটিতে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পুথিতে গ্রন্থের সটীক দ্বিতীয় খণ্ডটি মাত্র বক্ষিত হইয়াছে।^৪ ইহা ১৮৯০-১ সালে সংগৃহীত হয়। টীকাহীন মূলমাত্র চতুর্থখণ্ডযুক্ত তৃতীয় পুথিখানি ১৯১৪ সালে সংগৃহীত।

বামানন্দেব মতে আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার মাত্র সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েব পুষ্পিকার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রামানন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন—বৃহদ্রত্নসামল নামক গ্রন্থ বাইশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে গণপতির উপাসনার বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চাননেব জন্ম ও কর্মের বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয়ে বক্ষ্যালক্ষণ, চতুর্থে ব্রহ্মচর্যনিকপণ। নাবদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের সার বর্ণনা কবিয়াছিলেন। এই জন্তই এই গ্রন্থের নাম বৃহদ্রত্নসামলীয় অর্থাৎ বৃহদ্রত্নসামল হইতে উদ্ধৃত। প্রাপ্ত পুথির আলোচ্য বিষয়ও অনেকাংশে রামানন্দেব বর্ণনানুসৃত। ইহাতে তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত প্রথম খণ্ডে গণেশেব উপাসনা, দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে পঞ্চাননের বিস্তৃত উপাখ্যান, তৃতীয় খণ্ডে বাইশ অধ্যায়ে বক্ষ্যার লক্ষণ ও পঞ্চাননেব পূজাদি সাহায্যে তাহার প্রতীকাবের উপায়বর্ণনা, চতুর্থ খণ্ডে পাঁচ অধ্যায়ে পূজার বিভিন্ন পদ্ধতি, বর্ণবিভাগ,

৪। সম্ভবতঃ এই পুথিখানিবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বর্গগত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল (*Notices of Sanskrit MSS.*—১৯২০)।



ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের কিছু পূর্বে অবস্থিত ভাঙা মন্দিরের অন্তর
(ষষ্ঠ শ্রেণী)



রাণীপুর ঝরিয়ালের একটি
মন্দিরের অন্তর
(চতুর্থ শ্রেণী—খ)



সিংহনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহের উপরের দিকের দৃশ্য
(প্রথম শ্রেণী)

প্রভৃতি সাধারণ কথা এবং পঞ্চম খণ্ডে কালীর উপাসনা। দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য। বর্ণিত উপাখ্যানের অল্পকপ উপাখ্যান লোকমুখে কোথাও প্রচলিত আছে কি না অথবা পঞ্চাননের উপাসকদিগের নিকট পরিচিত কোনও বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার।

এই খণ্ডের প্রাবন্ধে দেবতাদের এক যজ্ঞগাসভার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দেবতাবা স্থির করিলেন, নিজেদের শক্তির সমবায়ে এক নূতন দেবতাব সৃষ্টি করিতে হইবে (অধ্যায় ১)। শিবের দেহ, বিষ্ণুর মস্তক ও অত্যাগ্র সর্কল দেবতাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া এই দেবতা আবির্ভূত হইলেন (অধ্যায় ২)। শিব তাঁহাকে চারি জন দূত দিলেন। ইহাদের লইয়া দেবতা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কাঞ্চননগর নামক স্থানে বট ও অশ্বখ বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই গাছের তলায় পাথরের উপরে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজা কবিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে, পঞ্চানন এইকপ প্রচাব করিয়া দিলেন। (অধ্যায় ৩)।

এই সময় সমীপবর্তী পুষ্কবিগীতে স্নান কবিবার উদ্দেশ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সদাচারভ্রষ্ট জনসমূহেব মঙ্গলের জন্ত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—দূতেরা এই কথা বলিলে তাঁহারা উপহাস কবিতো লাগিলেন। ইহাতে দেবতা স্বভাবতই অপমানিত বোধ করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। (অধ্যায় ৪)। দূতেরা ব্রাহ্মণদের বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে এক অভিনব ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করিলেন। ফলে তাহাদের সমস্ত দেহ শুষ্ক হইয়া গেল। চিকিৎসকেবা রোগ নির্ণয় কবিতো অসমর্থ হইলেন (অধ্যায় ৫)। যথানিয়মে ব্রাহ্মণেরা পঞ্চাননেব পূজা করিলে রোগ বিদূরিত হইল (অধ্যায় ৬)।

এক মালী এই অপরিচিত দেবতাকে মালা ষোণাইতে অস্বীকৃত হইলে তাহাকেও এইরূপ ভাবে দণ্ড দিয়া, পরে ক্ষমা কবা হইল (অধ্যায় ৮)। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতীর দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত পুত্রকে পঞ্চাননের পূজার বলে পুনরুজ্জীবিত কবিয়া দূতেরা এই দেবতার অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান কবিল (অধ্যায় ৯)।

কাঞ্চননগরের রাজা নরধ্বজ অপুত্রক অবস্থায় তাঁহাব আট বাগী লইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত নিগূহীত ব্রাহ্মণচতুষ্টয়েব উপদেশানুসারে পঞ্চাননেব পূজা কবিয়া রাজা প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি কবিয়া পুত্র লাভ করিলেন (অধ্যায় ১০-১২)। তিনি প্রতিদিন দেবতার পূজা কবিতেন। কালে দেবতাব উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমন্দির প্রস্তুত কবিবাব জন্ত তিনি উৎসুক হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা লক্ষ্য হইতে স্বর্ণ আনয়ন কবিতো

৫। উল্লিখিত প্রথম পুথিতেই এই খণ্ড আছে। পুষ্পিকায় ইহা চতুর্থ খণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ-প্রাবন্ধে ইহাকে পঞ্চম খণ্ড বলিয়া নির্দেশ কবা হইয়াছে—‘তত্র হ পঞ্চমে খণ্ডে কালীধর্মো নিকপিতঃ’ (পৃ: ১০৪)।

সম্মত হইলেন। এই লঙ্কানগরী বড় ভীষণ, মন্ত্রীবাও কেহ এখানে যাইতে সাহস করেন নাই। তাহাদেব ভীতি অঁকারণ নয়। বাজপুত্রেরা সাহস কবিয়া যাত্রা করিলেন সত্য, কিন্তু পথে নান্ন বাধাবিহ্ন তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত কবিয়া তুলিল। তবে পঞ্চাননের অল্পগ্রহে তাহাবা সকল বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পথে বাজা কীর্তিধ্বজের অল্পচেষ্টা তাহাদিগকে বাধা দেয়, নূতন দেবতার নাম শুনিয়া ঠাট্টা করে এবং দেবতাব চক্রান্তে নিহত হয় (অধ্যায় ১৫)। তখন কীর্তিধ্বজের পুত্র বীবসেন আসিয়া আট ভাইকে পবাস্ত করে। তাহাবা পঞ্চাননের সাহায্য প্রার্থনা করিলে দূতেরা আসিয়া তাহাদেব রক্ষা কবে এবং বীবসেনকে বধ কবে (অধ্যায় ১৬)। কীর্তিধ্বজের ইষ্টদেবতা বিষ্ণু সমস্ত ব্যাপাব শুনিয়া পঞ্চাননের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ শক্তিশালী দেবতাব ভক্তদিগেব বিকল্পতাচরণ কবার জন্ত কীর্তিধ্বজকে তিবক্ষাব কবিলেন। কীর্তিধ্বজও নবধ্বজের পুত্রদের বশতা স্বীকার করিলেন এবং অধিকতর অমঙ্গলেব হাত হইতে রক্ষা পাইলেন (অধ্যায় ১৭)। বাজকুমারগণ আবও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তপস্রাবত এক ব্রাহ্মণের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্ত উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয়, তাহারা অন্ধ হইয়া গেলেন। পঞ্চাননকে স্বয়ং করায় তিনি আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন— এই ব্রাহ্মণের সমস্ত জিনিষপত্র চুরি হইয়া যাওয়ায় ইনি এইরূপ ঘোষণা কবিয়াছিলেন যে, তাহার আশ্রমের এক ক্রোশেব মধ্যে যে মানুষ আসিবে, সে-ই অন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু পঞ্চাননের এই বিষয়ে প্রতীকারের কোন হাত ছিল না। বাজকুমারেব তাহার পরামর্শ মত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট কবিয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলেন (অধ্যায় ১৮-২০)।

আবও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহাবা একটি পুষ্কবিণী দেখিতে পাইলেন। জলপানের উদ্দেশ্যে তাহার মধ্যে নামিলে এক কুমীব ও তাহাব স্ত্রী তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিল। কুমাবেবা তাহাদের উদবেব অভ্যন্তর হইতেই পঞ্চাননকে ডাকিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের চেষ্টাব ফলে কুস্তীরদম্পতী রাজকুমারদিগকে উগরাইয়া দিল (অধ্যায় ২১)।

অতঃপর তাহাবা এক চন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহাবা দেখিলেন— এক রৌপ্যমন্দির, আব তাহার প্রাচীর সোনাব তৈয়ারী। মন্দিরেব অধিপতি শিব তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং সেতুবন্ধ রামেশ্ববে হনুমানকে আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। তাহাদেব আবাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া হনুমান তাহার বিশাল লাল্লের দ্বাবা শিলাময় সেতুব ভগ্নস্থান^৬ পাব হইতে তাহাদিগকে সাহায্য কবিলেন এবং তাহাবা নির্বিঘ্নে লঙ্কানগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন (অধ্যায় ২২)। হনুমানের সুপারিসে লঙ্কার রাজা বিভীষণ তাহাদিগকে সোনা দিলেন (অধ্যায় ২৩)।

তার পর তাহারা সোনা-ভরা নৌকা লইয়া দেশেব দিকে যাত্রা করিলেন। দেশে ফিরিলে পিতামাতা, প্রজা, আত্মীয়স্বজন, সকলে সানন্দে তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন।

৬। বাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বধন লঙ্কা হইতে ফিবিয়া আসেন, তখন লক্ষ্মণ সেতুব এক অংশ ভাঙ্গিয়া দেন।

(অধ্যায় ২৪)। বিশ্বকর্মার সাহায্যে তখন নরধ্বজ এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিলেন। যথানিয়মে আডম্বরের সহিত এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে পঞ্চানন ও অন্নচব-
 বর্গের যথোচিত পূজা করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাদেব সকলেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই
 বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পঞ্চানন শুভ্রবর্ণ, পঞ্চমুখযুক্ত এবং বলীবর্দ তাঁহার বাহন। আর
 তাঁহার ত্রিবিধ অন্নচবের মধ্যে একদল হরিদ্রাভ, গজাবাহী ও ধনুর্ধারী, আব একদল রক্তাভ,
 অশ্বারোহী ও ত্রিশূলধারী এবং তৃতীয় দল কৃষ্ণবর্ণ, উষ্ট্রাবাহী ও অসিধারী (অধ্যায় ২৫)।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চানন তাঁহার পূজাপ্রচাবের জ্ঞাত রাজাকে অন্নবোধ করিলেন।
 রাজাও দেবতাব অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। দেবতার
 পূজা প্রচাৰিত হইল। রাজা জবাসন্ধ ঘোষণাপত্রের অবমাননা করিয়া উহা ছিঁড়িয়া
 ফেলিলেন। ফলে পঞ্চাননের ক্রোধ তাঁহার উপর নিপতিত হইল। তাঁহার পুত্রেরা মরিয়া
 গেল—তিনি নিজে আডষ্ট হইয়া গেলেন। এই সময়ে নাবদ তাঁহার মঙ্গলের জ্ঞাত পঞ্চাননের
 পূজা করিলে জবাসন্ধের পূর্ব অবস্থা ফিবিয়া আসিল এবং তিনি পঞ্চাননের একজন প্রধান ভক্ত
 হইয়া পড়িলেন (অধ্যায় ২৬)। পঞ্চানন তখন এই নিয়ম করিয়া দিলেন, যে সমস্ত লোক,
 বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক ও শিশু, প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করিবে, তাহাদেব উপর
 তাঁহার অন্নচব ও ভূতপ্রেতবর্গের পূর্ণ অধিকার থাকিবে (অধ্যায় ২৮)। তাব পব, বাজপুত্র
 ও বাণীদিগের সহিত রাজাকে লইয়া পঞ্চানন বথে আবোহণ করিয়া স্বর্গে গেলেন। স্নমেক-
 শিখবে অবস্থিত একবিংশতি স্বর্গের অন্ততম নির্মল নামক স্বর্গে সপবিবাব রাজার স্থান হইল।
 (অধ্যায় ৩০)।

এইখানেই জন্মখণ্ড বা পঞ্চাননের উৎপত্তি ও প্রচাবের বিবরণ শেষ হইল। এই
 দেবতাব বিস্তৃত পূজা-পদ্ধতিযুক্ত অন্ন খণ্ড ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তন্ত্রগ্রন্থে
 দেবতাব পূজাপদ্ধতিবই প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়, এই দেবতাবও সেইরূপ পদ্ধতি গ্রন্থের অপব
 অজ্ঞাত খণ্ডবিশেষে বিবৃত হইয়াছে।

গুপ্তযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি লিট

প্রায় চৌদ্দ বৎসব পূর্বে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গুণাইঘর গ্রামে আবিষ্কৃত মহাবাজ শ্রীবৈষ্ণবগুপ্তের তাম্রশাসনের পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।^১ গুণাইঘর গ্রাম কুমিল্লা শহরের প্রায় ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং দেবীদ্বার থানাব প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামেব তাম্রশাসন-প্রদত্ত নাম গুণিকাগ্রহাব। ১৮৮ গুপ্তাব্দে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫০৭ অব্দে উৎকীর্ণ এবং ক্রীপুর (৭ ত্রিপুর) নাম জয়স্বদ্ধাবার হইতে প্রদত্ত হয়। শাসন-প্রদাতা মহাবাজ শ্রীবৈষ্ণবগুপ্ত ‘মহাদেবপাদানুধ্যাতো’, অর্থাৎ পরম-শৈব, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার ‘পাদদাস’ বা অন্নগত নৃপতি মহারাজ কন্দদত্তেব প্রার্থনানুসারেই উক্ত তাম্রশাসন দ্বাৰা শাসনোল্লিখিত ভূমিদান মঞ্জুর করা হয়। ভূমিদান বিষয়ে দূতের কার্য্য কবিয়াছিলেন মহাসামন্ত মহাবাজ শ্রীবিজয়সেন^২। শাসনেব বর্ণনানুসারে গুণিকাগ্রহাব গ্রাম উত্তর মণ্ডলে, অর্থাৎ ত্রিপুরা জেলাব উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে তথায় মহাযানপন্থী শাক্যভিক্ষু আচার্য্য শান্তিদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া তৎপ্রতিপাদিত মহাযানী অবৈবর্জিক ভিক্ষুসংঘেব বাসের জগ্গ অবলোকিতেশ্বব-আশ্রম-বিহাব নামে একটি নূতন বিহার নির্মিত হইতেছিল মহারাজ কন্দদত্তের অর্থে। তিনিই পুনঃ ঐ বিহারে ভগবান্ বুদ্ধের, অর্থাৎ স্থাপিত বুদ্ধ-প্রতিমার চিবিদিন যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা এবং বিহাবস্থ ভিক্ষুসংঘেব নিত্য-ব্যবহার্য্য অষ্টবস্ত্র সববরাহের জগ্গ ভূমি দান করিয়াছিলেন। প্রদত্ত ভূমিগুলিব সীমায অপব দুইটি বিহার ও একটি প্রত্নমেশ্বর বা অর্দ্ধনাবীশ্বর শিবের মন্দিব অবস্থিত ছিল। অপব দুই বিহাবেব মধ্যে একটিব নাম ছিল বাজবিহাব এবং অপবটির নাম ছিল শাক্যভিক্ষু আচার্য্য জিতসেনের বিহাব। ঐ সকল ভূমির চৌহদ্দীতে যে সকল ব্যক্তিব জমি ছিল, তাঁহাদেব নামগুলিও উল্লেখযোগ্য, যথা : বিষ্ণু (বৈষ্ণব নাম), আদিত্য-বন্ধু (অর্দ্ধ বৌদ্ধ নাম), বুদ্ধক (বৌদ্ধ নাম), সূর্য্য (সৌর নাম), মণিভদ্র (হিন্দুব প্রাচীন উপাশ্রয় যক্ষের নাম), যজ্ঞবাত (যাজিক নাম)।

অপর দুই বিহারস্থ ভিক্ষুসংঘের পূর্বে ‘মহাযানিক’ বা মহাযানী আখ্যা সংযোজিত হয় নাই দেখিয়া অবশ্যই মনে কবিতে হইবে যে, ঐগুলি হীনযান সম্প্রদায়ের ছিল। অবলোকিতেশ্বব-আশ্রম-বিহাবেব উপাশ্রয় ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ছিলেন অবলোকিতেশ্বর। প্রায়

^১ I H. Q., 1930, p 45 f.

^২ মল্লাসাক্স গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনোক্ত বিজয়সেন ও এই বিজয়সেন অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একই সময়ে এবং একই গুণাইঘর গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বাদশভূজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি হইতেও তাম্রশাসনের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ঐ গ্রামে বহু বর্ষ পূর্বে কাল পাথরে খোদিত একটি স্তম্ভব বিষ্ণুমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়। অদ্যাপি ঐ স্থানে এক পুরাতন বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং চূড়ার পাড নামে একটি ছোট মূর্তিকাস্তূপ আছে। অসম্ভব নহে, এই স্তূপের মধ্যে শাসন-বর্ণিত প্রত্নলোকেশ্বরের মন্দিরের স্থিতি লুপ্ত হইয়াছে।

তাম্রশাসন সম্পর্কে এই কথটি প্রশ্নের সূচীমাংসা কবিতে হয়, যথা :—

(১) শাসনোক্ত মহাযানী শাক্যভিক্ষু আচার্য্য শান্তিদেব এবং বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষাসমুচ্চয় ও স্ত্রজসমুচ্চয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রয়ের খ্যাতনামা রচয়িতা আচার্য্য শান্তিদেব একই ব্যক্তি কি না ?

(২) শাসনোক্ত আচার্য্য শান্তিদেব-প্রবর্তিত মহাযানী (অ)বৈবর্তিক ভিক্ষুসঙ্ঘের বিশেষত্ব কি ছিল ?

(৩) অবলোকিতেশ্বরকে উক্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ আদর্শ বোধিসত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন ?

(৪) গুণাইঘরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি তাম্রশাসনের সমকালবর্তী কি না ?

(৫)* ত্রিপুরা অঞ্চলে ঐ যুগে হীনযান ও মহাযানের মধ্যে ধর্মমত ও আদর্শের কতটা ব্যবধান ছিল ?

শাসন-সম্পাদক মহাশয় প্রথম প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, শাসনোক্ত আচার্য্য শান্তিদেব এবং গ্রন্থকার শান্তিদেব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না, কারণ, প্রথম শান্তিদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, আব তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তাবনাথের মতে দ্বিতীয় শান্তিদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে নহে। তাঁহাব এই মন্তব্যের অল্পকূলে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিও বিবেচিত হইতে পারে :—

(১) তাম্রশাসনে শান্তিদেব কোনও গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে বর্ণিত হন নাই।

(২) শাসনোক্ত শান্তিদেব মহাযানপন্থী হইলেও মাত্র অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের আদর্শাত্মক ভিক্ষুসঙ্ঘেরই প্রবর্তক, মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের আদর্শ ঐ সঙ্ঘের অল্পকরণীয় ছিল মনে হয় না। পক্ষান্তরে, গ্রন্থকার শান্তিদেবের শিক্ষা-সমুচ্চয়াদি গ্রন্থে গৃহীত এবং ভিক্ষু-বোধিসত্ত্বের, মঞ্জুশ্রী এবং অবলোকিতেশ্বর উভয় বোধিসত্ত্ব-আদর্শের সমাবেশ ও সমন্বয় দেখি। শান্তিদেবের সংস্কৃত জীবনী অনুসারে মঞ্জুশ্রীই তাঁহাব প্রধান আরাধ্য বোধিসত্ত্ব বা ইষ্টদেবতা।

(৩) চৈনিক ত্রিপিটক-তালিকায গ্রন্থকার শান্তিদেবের উদ্ধৃত এমন কতগুলি গ্রন্থের

৩। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী-সঙ্কলিত *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection* Vol. I, pp. 52-53.

নামোল্লেক্ষ আছে, যেগুলি শাসনোক্ত শান্তিদেবেব আবির্ভাবের পূর্বে বচিত হইয়াছিল বলা চলে না।

(৪) আশ্চর্যের বিষয় যে, গ্রন্থকাব শান্তিদেবেব কোনও গ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত হয় নাই, অথচ তিব্বতীয় জ্ঞানকোষ ত্যেন্সুরে অনূদিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে প্রথমে বিচার করিতে হয়, শাসন-বর্ণিত ভিক্ষুসংঘের নাম 'বৈবর্তিক' কি না। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় প্রমাণ কবিয়াছেন যে, শাসন-লক্ষিত সংঘের নাম 'বৈবর্তিক' না হইয়া 'অবৈবর্তিক' হইবে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, শিক্ষাসমুচ্চয়, দশভূমিকসূত্র এবং মহাব্যুৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থে অবৈবর্তিক বোধিসত্ত্ব, অবৈবর্ত-চক্র, অবৈবর্তিক-ভূমি, অবৈবর্ত-নাম সমাধি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দত্ত মহাশয় ঠিক কোন্ গ্রন্থে 'অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছেন, তাহা তিনি নির্দেশ করেন নাই, এবং আমিও তাহা অজ্ঞাপি খুঁজিয়া পাই নাই। তবে শিক্ষাসমুচ্চয়ের ২৯৪ পৃষ্ঠায় (বেণ্ডল-সম্পাদিত) 'অবৈবর্তিক-চক্র-সমাক্রট-বোধিসত্ত্বচর্য্যাচরণায়' উক্তি দৃষ্ট হয়। তিনি ষষ্ঠার্থ নির্দেশ কবিয়াছেন, 'অবৈবর্তিক' শব্দের অর্থ—যাহা হইতে বিবর্তন, প্রত্যাবর্তন বা অধঃপতন নাই। বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষা বা সাধনমার্গে অবৈবর্তিক বা অচলা ভূমি এমন এক স্তর, যাহাতে উন্নীত হইলে বুদ্ধত্ব লাভ ষষ্ঠাসময়ে হইবেই।

তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান এই যে, তৎকালে অবলোকিতেশ্বরই এক শ্রেণীর বোধিসত্ত্বগণের অল্পকরণীয় আদর্শস্থল ছিলেন। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে পর্যন্ত চবাচবে সামান্য জীবটি পর্যন্ত মুক্তিলাভ না করিতেছে, সেই পর্যন্ত তিনি পবিনির্বাণ লাভে বিরত থাকিবেন। শিক্ষাসমুচ্চয়-উদ্ধৃত অবলোকিতেশ্বর-বিমোক্ষ নামক গ্রন্থেব মতে অবলোকিতেশ্বর-আদর্শে অল্পপ্রাণিত বোধিসত্ত্ব নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণের জন্ত স্বেপার্কিত কুশলমূল অর্পণ করিবেন : সর্বজীবের প্রপাতপতন-ভয় দূরীকরণ, নর্দমায় পতন-ভয় প্রশমন; সম্মোহভয়-বিনিবর্তন, বন্ধন-ভয় সমুচ্ছেদ, ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা চলে যে, শাসনোক্ত অবলোকিতেশ্বর ব্যতীত অপর কোনও অবলোকিতেশ্বর-বিগ্রহ স্থাপনের বিষয় আমরা জানি না। গুণাইঘরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মূর্তির পাদপীঠে 'যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবাঃ' ইত্যাদি বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ-সূচক শ্লোকটি খোদিত আছে। দ্বাদশভূজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি বিবল হইলেও অপ্রাপ্য নহে। 'কাবণ্ডবুহ' নামক মহাযান গ্রন্থে দ্বাদশভূজ অবলোকিতেশ্বর-মূর্তির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থটি ললিতবিস্তব, গণ্ডবুহ ইত্যাদি মহাবৈপুল্যশ্রেণীর গ্রন্থসমূহের পরবর্তী। ঢাকা বিক্রমপুর সোনারং গ্রামে লোকনাথজাতীয় দ্বাদশভূজ যে একটি ক্ষুদ্রাতন অবলোকিতেশ্বর-

মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের চিত্রাশালায় বক্ষিত আছে।^৬ উপবোধক মূর্তির সহিত তুলনা করিলে এই মূর্তিটি পববর্তী কালের প্রতীকমান হইবে। মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহী জেলা হইতেও এই জাতীয় আবও দুইটি মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে মনে রাখা আবশ্যক যে, শাসনোক্ত আচার্য্য শান্তিদেবের শিষ্যগণ ভিক্ষুব্রতী এবং মহাযানপন্থী। ধ্যানী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের ব্রতী হইয়া তাঁহাদের জীবনের ব্রত। মহাযানে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও অক্ষোভা, এই তিনের নামে তিনটি স্বতন্ত্র সাধনমার্গ স্বীকৃত হইয়াছিল। এতন্মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞা' সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে পর্যন্ত যাবতীয় জীব সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে পবিত্রাণ না পাইতেছে এবং সম্যক্ সম্বোধিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, সেই পর্যন্ত তিনি নির্বাণ লাভে বিবত থাকিবেন।^৭ মঞ্জুশ্রী অচিরে বুদ্ধ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ, তাঁহাব অভিপ্রায়—তিনি সকল জীবের উদ্ধারের জন্ত শেষ পর্যন্ত জগতে থাকিবেন। অক্ষোভা ধ্যানী বুদ্ধের উক্তি হইতেছে যে, সকল জীবকে প্রব্রজিত বা ভিক্ষু না করিতে পারিলে বুদ্ধগণের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইবে, অতএব তাঁহাব উপদেশ এই যে, জগতে বুদ্ধ বর্তমান থাকুন বা না থাকুন, ভিক্ষু হওয়া গৃহী মায়েবই কর্তব্য।

তাম্রশাসনের প্রমাণ, তখন ত্রিপুরা অঞ্চলে একই স্থানে স্থবির ও মহাযানপন্থী ভিক্ষুগণ পাশাপাশি বিহাবে বাস করিতেছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, কারণ, উভয়পন্থী ভিক্ষুগণ প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং নির্বাণকেই তাঁহাদের ধর্মের মুখ্য তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, উভয় সম্প্রদায়ের বিনয়-বিধানও একই। তবে নব মহাযানসম্প্রদায় শিক্ষা-

৬। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত *Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*, pp. 32-33

৭। কাবগুব্ধ হইতে উদ্ধৃত : যাবৎ অবলোকিতেশ্বর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ন পবিত্রতা ভবতি, সর্বসত্ত্বাঃ সর্বদুঃখৈভ্যাঃ পবিত্রোক্ষিতাঃ যাবৎ অন্তঃকরণাঃ সম্যক্-সম্বোধৌ ন প্রতিষ্ঠাপিতা ভবন্তি। ইত্যাদি Cf. *Ep Ind*, XXI, p. 101, foot-note 3.

১। মঞ্জুশ্রী-বুদ্ধক্ষেত্র-গুণব্ধ হইতে উদ্ধৃত :

"I do not wish to become a Buddha quickly, because I wish to remain to the last in this world to save its beings."—Poussin, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol 8., p 405 and note 2,

বেণুল-সম্পাদিত 'শিক্ষাসমুচ্চয়', পৃঃ ১২-১৩ :—

যাবতো প্রথম কোটিঃ সংসারস্যাস্তবজ্জিতা।

তাবৎ সৎসাহিতার্থায় চরিত্যাম্যমিতাং চবিম্।

২। শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃঃ ১৪ :—

বিসংবাদিতা মে বুদ্ধা ভগবন্তো ভবেয়ুর্ধদি সর্বশাং জাতৌ ন প্রব্রজেয়মিতি।

প্রাণালী এবং বিনয়-বিধান একটা উন্নত ও উদার ভাবের দ্বারা সিক্ত এবং অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।^৮ তন্ত্রশাসনের মধ্যে দুইটি কথাই বিশেষ অর্থবহ, (১) বিহারের নাম ‘আশ্রম-বিহার’, অতএব উহা একটা বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র, (২) সজ্জের নাম ‘অবৈবর্তিক সজ্জ’, কাজেই সেইখানে তাঁহাদের সাধনার দৃঢ়তা সূচিত হয়। স্ববির বা প্রাচীন ধর্ম ও বিনয়-বিধানের উপর স্প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই সজ্জের সাফল্য সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে, বোধিসত্ত্ব-আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিতেনা পারিলে, বৌদ্ধধর্ম সেইরূপ সতেজ ও শক্তিশালী হইত কি না সন্দেহ। শাসনোক্ত শান্তিদেব ও গ্রন্থকার শান্তিদেব অভিন্ন ব্যক্তি না হইলেও, তাঁহাদের উভয়েই উদ্দেশ্য ও আদর্শের ধারাতে কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন সাঙ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের দ্বিতীয় ভাগে পুণ্ড্রবর্দ্ধন জনপদের রাজধানীর সন্নিকটে একটি অবলোকিতেশ্বর-মহাযান-বিহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন এই সজ্জাবাসে পূর্বভারত হইতে সমাগত বহু খ্যাতনামা ভিক্ষু বাস করিতেন। অসম্ভব নহে যে, উত্তরকালে ত্রিপুরার অবলোকিতেশ্বর-আশ্রম-বিহারের প্রভাব উত্তরবঙ্গেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের সময়ে ত্রিপুরা জেলা সমতটের অন্তর্গত ছিল বলা চলে না, যেহেতু তাঁহার বিবরণ অনুসারে সমতটে মহাযানের নামগন্ধ কিছুই ছিল না, তন্মধ্যে যতগুলি সজ্জারাম ছিল, সমস্তই স্ববিরবাদ-সম্প্রদায়ের বা হীনযানের। ত্রিপুরা অঞ্চল পরিদর্শন করিলে তিনি কদাচ এইরূপ বিবরণ দিতেন না।

৮। এই বিষয়টি ডক্টর ত্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় তাঁহার *Aspects of Mahayana and its relation to Hinayana* নামক গ্রন্থে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান

১ শ্রীকালিকাবঙ্গন কানুনগো, এম. এ., পিএইচ. ডি.

মত্বাট্ট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ দাবা শুকো ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ মার্চ সোমবাব রাত্রে আজমীর শবিরে জন্মগ্রহণ করেন। শাহজাহান স্বয়ং বিদ্যোৎসাহী ও পাকা মুসলমান ছিলেন, পুত্র-চতুষ্টয়ের স্বশিক্ষা ও শবিরে-অনুযায়ী নৈতিক ও ধর্মজীবন গঠনের জন্ত তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান মোল্লাদিগকে তাঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মোল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরী ব নিকট শাহজাদা দাবাব বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কাছেই সমাপ্ত হইয়াছিল,—অন্ততঃ তাঁহাব অত্র কোন শিক্ষকেব নামোল্লেখ দরবারী ইতিহাসে নাই। দারা অসাধারণ মেধাবী ও মনোবাসম্পন্ন ছিলেন এবং জ্ঞানচর্চায় তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও অসীম উৎসাহ ছিল। খেলাধুলা, কবুতরবাজী, শিকার কিংবা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আয়েশ ও শবাব তাঁহাব মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার কবিতে পারে নাই, লেখাপড়ার নেশা ও তত্ত্বজ্ঞানের তৃষ্ণা বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি মুসলমানের অবশুপঠিতব্য বিষয়গুলি, যথা—কোবান্ হাদিস্ তফসীব বিশেষভাবে আয়ত্ত কবিয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও মুসলমানী আইন (ফেকা) অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয় না, গণিত অপেক্ষা দলিত জ্যোতিষে তাঁহার আগ্রহ ছিল অধিক। তর্কশাস্ত্র হয়ত তিনি পড়িয়াছিলেন, আবিস্ত (অ্যারিস্টটল ও আফ্লাতুনের (প্লেটো) সহিত তাঁহার মোটামুটি পরিচয় ছিল। বিধি-নির্দিষ্ট স্থানিচিত উজ্জল ভবিষ্যৎ, পিতার অপার স্নেহ, মোগল দববারে তৎকালীন বিবিধ-বিদ্যাপারগ হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলীর অপূর্ণ সমাবেশ ও তাঁহাদের সাহচর্য্য এবং নিজের সুদীর্ঘ অথও অবসর দাবার জ্ঞানচর্চার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। মুসলমান বাজাদের মধ্যে বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন, কিন্তু আব্বাসী খলিফা মামুন ও তৈমুর-বংশে শাহজাদা দাবা ব্যতীত অত্র কেহ প্রকৃত পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ কবিতে পারেন নাই।

জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে মামুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—আবিস্ত-গ্রন্থ যখন-মনীষিগণের লুপ্তপ্রায় দর্শন ও তর্ক-শাস্ত্রসমূহেব সংগ্রহ ও আরবী ভাষায় অনুবাদ। কিন্তু শাহজাদা দারাই সর্ব্বপ্রথমে উপনিষদের অনুবাদ কবাইয়া সভ্য জগৎকে হিন্দুর ব্রহ্মবিদ্যাব সন্ধান দিয়াছিলেন। খলিফা মনসুর, হাক্ণ ও মামুনের সময় ভারতীয় আয়ুর্বেদ, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, পুণ্ডচিকিৎসা ও রসায়ন-গ্রন্থেব অনুবাদ ও আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অল্-বেক্ণী তাঁহার তহকিক্-ই-হিন্দ গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সহিত মুসলমান-সমাজকে পরিচিত কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ষোড়শ

শতাব্দীর পূর্বে দিল্লী-সম্রাটগণ হিন্দুর জ্ঞানভাণ্ডার ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, বরং উল্লিখিত কবিরা হিন্দুজাতির মেরদণ্ড ভঙ্গ করিবাব জন্ত অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের সময় হইতে এক নতুন যুগের সূচনা হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যুগ। হিন্দুর ধর্মসাহিত্য ও গণিত-সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ সংস্কৃত হইতে পাল্লভাষায় অনুবাদ কিংবা ঐগুলির সারসঙ্কলন কবিরা মুসলমানের জ্ঞানভাণ্ডার স্থায়ী ভাবে সুসমৃদ্ধ করিবাব আয়োজন তিনিই করিয়াছিলেন।

আকবরের রাজত্বে মহাভারত, বামাঙ্গ, অথর্ববেদ, লীলাবতী (বীজগণিত), দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা (বজ্রিংশ সিংহাসন) ইত্যাদির ভাবমূলক অনুবাদ হইয়াছিল। হিন্দুর ষড়্দর্শন, জ্যোতিষ, পুবাণ ইত্যাদির অনুবাদ কিংবা সংক্ষিপ্তসারের সহায়তা ব্যতীত আবুল-ফজলের পক্ষে ‘আইন-ই-আকবরী’ পুস্তকে উক্ত বিষয়সমূহের আলোচনা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু শেখোক্ত পুস্তকগুলির ফার্সী অনুবাদের অস্তিত্ব এখন অনুমানের বিষয় হইয়াছে। পুণ্যাক্ষর সম্রাট আকবরের রাজনীতি, ধর্মমীমাংসা, শিক্ষানীতি, সমাজ-সংস্কার এবং জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারের একটি প্রশংসনীয় মূলনীতি ছিল—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পবস্পরের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি স্থলতানী আমলের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভাব দূর করিয়া অভিনব সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি প্রয়াস। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বে রাজনীতিক্ষেত্রে আকবরের নীতি কথঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও ইসলাম ও আর্থ্য-সংস্কৃতির ভাবধারাপুষ্টি স্বার্থ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নববোপিত অক্ষয়বট তাঁহাদের সম্বন্ধ-সিদ্ধিত দাক্ষিণ্য-বাবি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। শাহজাহানের পুত্র-চতুর্থাংশের মধ্যে দারা শুকো প্রপিতামহ আকবরের স্বপ্ন সফল করিবার মহান উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দারার পারিবারিক জীবনের সহিত তাঁহার শাস্ত্রালোচনা, ধর্মজীবন ও জ্ঞানচর্চা এবং ধর্মমতের সহিত তাঁহার রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহিয়াছে। এই জন্ত প্রথমে তাঁহার কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার শাহজাদা দারার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রী নাদিবা বেগমেব বিবাহ হইয়াছিল। ইহা এক বৎসর পরে তাঁহার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল (১২ জাম্বাবি, ১৬৩৪ খ্রীঃ), কিন্তু মাত্র তিন মাস পবে ঐ বৎসর দিল্লী হইতে লাহোরে যাইবার সময় রমজানের ঈদের (ঈদ-উল-ফিতব) দিন মহাকাল নাদিরার ক্রোড শূন্য করিয়া দারার প্রথম সন্তানকে হরণ করিল। উনিশ বৎসর বয়সে এই নিদাক্ষণ শোকে শাহজাদার দেহ ও মন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তিনি প্রবল জ্ব ও হৃদকম্পে আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে শাহজাদা পিতার সহিত লাহোর যাইতেছিলেন। সম্রাট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া লাহোর হইতে হেকিম উজ্জীব খাঁকে আনাইলেন এবং শাহজাদার শুশ্রূষার সুবিধার জন্ত জাহানাবা বেগমেব তাঁবু দারার তাঁবুর কাছে খাটাইবাব হুকুম দিলেন।

জননীর প্রতিনিধি ভগ্নী জাহানারার স্নেহে তাঁহার ছোট ভাই-বোনবা মাঘেব

শোক ভুলিয়াছিল। সকলের প্রতি সমান স্নেহশীলা হইলেও দারার প্রতি তাঁহার টান একটু বেশী ছিল। যৌবনে পদার্পণ করিলেও ভাই-বোন যাহাকৃত নিঃসঙ্কোচে ঘিলামিণা করিতে পারে, সেজন্ত সম্রাট শাহজাহান দারাকে জাহানারার স্তন-ধোষা জল (স্তন্যেব অভাবে) পান করাইয়া উভয়েব মধ্যে সে যুগের প্রথা অনুযায়ী ধর্ম্মের মাতা-পুত্র সম্বন্ধ স্থাপন কবিয়াছিলেন। জাহানারাব সান্ন্যাস-বাক্যে দাবা শোকে শাস্তি ও স্নেহস্পর্শে রোগমুক্ত হইলেন। মৃত্যু ও শোকের মহাশিক্ষায় উভয়ের জীবনের গতি পবিবর্তিত হইল, চিত্ত ভোগবিমুখ হইয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় কবিল। সম্রাট শাহজাহান লাহোরে পৌঁছিয়া ৭ই এপ্রিল ও ৯ই এপ্রিল (১৬৩৪ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ সূফী-সাধক মিয়া মীরেব আস্তানায পদার্পণ কবিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মিয়া মীরের প্রতি শাহজাদা ও জাহানারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের শ্রদধান-বৈরাগ্য মোহমুক্ত সম্রাসে পরিণত হইল। অসামান্য রূপবতী বিদুষী জাহানারা যৌবনে যোগিনী সাজিয়া সেবাদর্শ অবলম্বন কবিলেন, দারার চক্ষে বাদশাহী অপেক্ষা ফকীবী স্থায়ী সম্পদ বলিয়া প্রতিভাত হইল। কাশ্মীর হইতে ফিবিয়া আসিয়া শাহজাহান ১৮ই ডিসেম্বর তৃতীয় বাব মিয়া মীরেব সাক্ষাৎকার লাভ কবিয়াছেন। পর-বৎসর শীতকালে দাবা সম্রাটের সঙ্গে লাহোরে ছিলেন, এই সময়ে (১৬৩৫ খ্রীঃ) মিয়া মীর ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের সহিত দারার ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। মিয়া মীরের নিকট হইতে দাবা ও জাহানারাব দীক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। দারার পত্নী নাদিবা বেগমও মিয়া মীরের প্রতি অন্ত্যন্ত অল্পবক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বোধ হয়, মনে মনে তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ কবিয়াছিলেন, স্বামীর কাছে তাঁহার শেষ প্রার্থনা ছিল, যেন মিয়া মীরের কবরেব পার্শ্বে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মিয়া মীর দেহরক্ষা করেন। শাহজাদা দাবার আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে তিনি অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত ও সাধন-পদ্ধতি তাঁহার রচনাবলী হইতেই সঠিক জানা যায়। অতঃপব আমরা এগুলি আলোচনা করিব।

সফিনাৎ-উল-আউলিয়া।—ইহা দাবা শুকোর প্রথম পুস্তক। ইহার পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষেব অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে, এবং নব্বল-কিশোব প্রেস হইতে এই পুস্তকের একটি লিখো-সংস্করণ বহু বৎসর পূর্বে ছাপা হইয়াছিল। *Ethe-সঙ্কলিত তালিকা* (*Catalogue of Persian Manuscripts*, Vol. 1, p. 274, No 647) উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে শাহজাদার ২৫ বৎসর বয়সে ১০৪২ হিজরীর ২৭এ রমজান তারিখে (২১ জানুয়ারি, ১৬৪০ খ্রীঃ) এই পুস্তক বচনা সমাপ্ত হইয়াছিল।*

* আমাব ইংবেজী *Dara Shukoh* পুস্তকে (পৃ ১৪০) 'সফিনাৎ-উল-আউলিয়া'র সমাপ্তিকাল ১৬৩৯ খ্রীঃ বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে। আমাব পুস্তকেব অন্ত্র (পৃ ১০৩) 'সফিনাৎ'-রচনাব তারিখ ১১ই জানুয়ারি ১৬৪০ খ্রীঃ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানী তারিখ ২৭শে রমজান

হজবৎ মহম্মদ, চারি খলিফা এবং দ্বাদশ ইমাম হইতে আবস্ত কবিষা শাহজাদাব সমকালীন মিয়ানীর পর্য্যন্ত ৪১১ জন প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ও সূফী সাধক-সাধিকাব অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়—অধিকাংশ স্থলে কেবল জন্ম-মৃত্যুর তারিখ—এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ফবিদ-উদ্দীন আন্তর-বচিত **তজকিরাত-উল-আউলিয়া** এবং অল্লামা আউলিয়া জীবনী-সংগ্রহ এবং হজবৎ ও খলিফাগণের সমকালীন ইতিহাস হইতে শাহজাদা তাঁহার পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা একাধারে দারা শুকোর ঐতিহাসিক গবেষণা এবং নিজেব অধ্যাত্ম জীবনের প্রাথমিক ইতিবৃত্ত। তারিখ-অনুসারে জীবনীসমূহ পর পর সাজান হইয়াছে। এই পুস্তকের বিশেষ সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য—যেখানে তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সেখানে মতান্তরে অমুক তারিখ যথারীতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। হজবতের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ উল্লেখ করিয়া তিনি সাহস ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। সূফী-সাধিকাগণের জীবনী আলোচনায় তাঁহাদের কৃচ্ছ্রসাধনাব উল্লেখ পাওয়া যায়। মিশরের এক জন নাবী উপাসিকা নাকি এক জায়গায় শীতগ্রীষ্মে অবিচলিত ভাবে এক স্থানে ত্রিশ বৎসর দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং পচিশ বৎসর পর্য্যন্ত আহাব-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনাব সময় মিয়ানী মৌবের ভগ্নী বিবি জামাল খাতুন সিবিস্তানে (সিঙ্কুনের পশ্চিমে) এক জন পুণ্যশীলা সাধিকা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। ‘সফিনাত-উল-আউলিয়া’ব ভূমিকাই* ইহাব সর্কাপেক্ষ প্রয়োজনীয় ও মনোবম অংশ। শাহজাদা লিখিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থ আরম্ভ করিবাব পূর্বে যখন তিনি সূফী মহাপুরুষগণের জীবনী-ধ্যানে তন্ময় ছিলেন, তখন এক দিন তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, এক উচ্চ স্থানে হজবৎ বস্তুলাল্লা দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক তাঁহার নীচে প্রথম চারি খলিফা—আবু-বকব, ওমর, ওসমান ও আলী সমব্যবধানে দণ্ডায়মান। ‘সফিনাত-উল-আউলিয়া’ রচনার সময় পর্য্যন্ত তিনি আত্মচরিত্রিক ভাবে সূফী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, সত্যানুসন্ধানের পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তখনও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নাই। সংসঙ্গেব মাহাত্ম্য, ফকীরদের বিভিন্ন সাধনার ধারা, আদর্শ ও উপদেশ, কোন্ অবস্থায় এবং কি ভাবে মহাপুরুষগণকে চেনা যায় এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে কথোপকথনের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত—এ সমস্ত বিষয়ের চমৎকাব আলোচনা এই পুস্তকের ভূমিকায় আমরা দেখিতে পাই। এই ভূমিকায় মুসলমান সাধকগণের যে সমস্ত উপদেশ শাহজাদা সংগ্রহ করিয়াছেন উহার প্রভাব তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ ভাবে পবিলক্ষিত হয়। দারা পাগল খুঁজিয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহাদের

১০৬৯ হিজবী। নিউ ষ্টাইল এবং ওল্ড ষ্টাইলে ইংবেজী তারিখ গণনা করিলে কিছু তফাৎ হয়। স্যার য়হুনাথব *History of Aurangzeb* (1 271n, 2nd ed) পুস্তকে ২১ স্থলে ১১ই জাম্মাযাব লিখিত হইয়াছে।

* ইহাব কিয়দংশ বায় বাহাছুর শীশচন্দ্র বসু কর্তৃক অনূদিত (পাণিনি আপিস হইতে প্রকাশিত) দাবা শুকোব ‘রিসালা-ই-হক্কুল্লা’ব পবিশিষ্ট হিসাবে ইংবেজীতে মোটামুটি অনুবাদ করা হইয়াছে।

সাহচর্য্য ভালবাসিতেন—এইগুলি অবশ্য ভাবেব পাগল, কেন না, মহাপুরুষেরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় পাগল সাজিয়া জনসমাজে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তিনি প্রার্থী ও ভিক্ষুকে কোন দিন বিমুখ করেন নাই, কারণ, রূপণ কোন দিন নির্মল ভগবৎপ্রেম কিংবা তত্ত্বজ্ঞানেব অধিকারী হইতে পারে না। প্রাণদণ্ডের পূর্বে অত্যন্ত দীনবেশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যখন শোভাযাত্রা সহকায়ে দিল্লীতে বাজপথ দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, ফকিরদের চীৎকারে স্থির থাকিতে না পাবিয়া শাহজাদা নিজেব ছেঁড়া ময়লা শালখানা তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন। ছুনিয়াদারি কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে তিনি একটি চমৎকার কথা এই পুস্তকেব ভূমিকাষ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Chast dunyā az Khudā ghāfil shudan ,

Ne lebas wa naqrā wa farxand wa xan.

—সংসারাসক্তি কি? পোষাক, ধনদৌলত কিংবা স্ত্রীপুত্র নয়, খোদার এবাদতে গাফেলী কবাই ছুনিয়াদাবী।

এখানে ফকির ও আমীরের সামঞ্জস্য-সমস্তার সমাধান করা হইয়াছে। অবশিষ্ট জীবনে শাহজাদা এই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সকিনাৎ-উল-আউলিয়া।—এই পুস্তকেব ভূমিকাষ প্রকাশ, শাহজাদা দাবা গুজরান পাণ্ডিত্য বৎসর বয়সে (অর্থাৎ যে-বৎসর তিনি প্রথমোক্ত গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন) পবলোকগত গীব মির্জা মীরের অন্ততম শিষ্য মহম্মদ শাহ লিসান-উল্লাব কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কাদেবিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। দাবাব গুজরান সাধারণতঃ মোলানা বদখ্শী (বদখ্শান-নিবাসী) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাব উপাধি ছিল ‘লিসান-উল্লা’ অর্থাৎ খোদাতালাব জিহ্বা—পণ্ডিতদেব ‘সরস্বতী’ উপাধিব তুল্য। মোলানা শাহ কাস্মীরেই তাঁহাব থানকা বা মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। দরবাবী ইতিহাস ‘বাদশা-নামা’ হইতে আমরা জানিতে পাবি, সম্রাটের সঙ্গে শাহজাদা ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত লাহোরে এবং ২২এ মার্চ হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৬৪০ খ্রীঃ) পর্যন্ত কাস্মীরে ছিলেন। স্তবং লাহোরেই তাঁহাব প্রথম পুস্তক সমাপ্ত হয় এবং কাস্মীরে অবস্থানকালে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভূমিকাষ শাহজাদা লিখিয়াছেন, ক্ষমতা ও অতুল পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও গুজরান রূপায় তাঁহার মন ও মেজাজ খাঁটি দরবেশের মত হইয়াছে। ১০৫২ হিজরী, অর্থাৎ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

‘সকিনাৎ-উল-আউলিয়া’ব হস্তলিখিত পুথি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি (Ethe, Vol I, No. Or. 223) এবং খুদা বখ্শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরিতে বক্ষিত আছে। এই পুস্তকেব এ যাবৎ কোন ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদ হয় নাই। শাহজাদা দাবা গুজরান দাদা-পীর (গুরুব গুরু) মির্জা মীরের জীবন-বৃত্তান্ত এবং তাঁহাব মুবীদ (শিষ্য)-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার প্রথমে তাঁহাব স্ব-সম্প্রদায়

কাদেয়িয়া-পন্থীদের “সিলসিলা” (গুরুপরম্পরা কুলজী), চিশ্‌তিয়া নকশ্বন্দীয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সিলসিলা হইতে যে শ্রেষ্ঠত্ব, ইহাই প্রমাণ কবিবাব চেষ্টা করিয়াছেন। মিয়া মীরেব আসল নাম মীর মহম্মদ, তিনি ৯৩৮ হিজরীতে সিন্ধুদেশেব অন্তর্গত সিবিষ্টানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাব নাম কাজী সৈন্দতা (স্বামীদত্ত?), প্রপিতামহ কাজী কালন্দব। শাহজাদা ইতিহাসকে জবাই করিয়া স্বামীদত্তের পুত্র মিয়া মীরের কুলজী একেবারে খলিফা ওমর পর্যন্ত টানিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত কোন হিন্দু পবিবাবেব সন্তান, নামের শেষে “ফককী” থাকিলেই ওমরের আওলাদ হয় না। বেচারাম কিংবা ছেদিলালের বংশধরেরাও উদাব ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্দিকী (প্রথম খলিফা আবু-বকর সিদ্দিক) কিংবা ফককী হইতে পাবে; শেখ সৈয়দেব ত কথাই উঠে না। মিয়া মীরেব শিষ্যদিগকে গ্রন্থকার ছই ভাগে (ফিরকা) বিভক্ত কবিয়াছেন,—যাহাবা ‘সকিনাৎ-উল্-আউলিয়া’ রচনাব পূর্বে মাঝা গিয়াছেন এবং যাহাবা সমাপ্তির তাবিত পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। প্রথম ফিব্‌কাব সর্বপ্রথম স্থান সূফী মিয়ায়ৎ-উল্লা সরহিন্দীকে (সরহিন্দ-শহরবাসী) দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় ফিব্‌কার প্রথম স্থানে আছেন যৌলানা শাহ লিসান-উল্লা।

‘সকিনাৎ-উল্-আউলিয়া’ পুস্তকে তাঁহার নিজ গুরু-সম্প্রদায় অর্থাৎ কাদেয়িয়া শেখদের অলৌকিক কার্যাবলী, তাঁহাদের ধ্যানধারণা, সাধনার বিভিন্ন স্তব বা মৌকামের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানির কোন ইংরেজী, উর্দু কিংবা বাংলা অনূবাদ হয় নাই। বাংলা দেশে কাদেয়িয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। দারার এই পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ হইলে ‘খোদা-প্রাপ্তি-তত্ত্ব’ ইত্যাদি পুস্তকেব ত্রায় মুসলমান-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে।

রিসালা-ই-হক্কুমা (The Compass of Truth.) শাহজাদা দাবা ধর্মজীবনের দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করিবার পর এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ভূমিকায তিনি লিখিয়াছেন,—১০৫৫ হিজবীর ১৭ই* রজব শুক্রবার বাত্রিকালে তিনি এই পুস্তক লিখিবার জন্য খোদাব হুকুম পাইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা তিনি পুস্তকের সমাপ্তি এবং পুস্তক-রচনায় তাঁহার নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছেন :—

ঈ | রিসালা-ই-হক্কুমা | বাশদ | তামাম্ ,
 দব্ | হাজাব ওয়া পজা ওয়া বশ্ | শুদ্ | তামাম্ ।
 হস্ত | আজ্ | কাদেব | মর্দা | আজ্ | কাদেবী ,
 আঁচে | মা | গোপ্তেম্ | ফাফেহেম্ | ওয়া | আস্ সালাম্ ।

—১০৫৬ হিজবীতে সত্য-স্বরূপ খোদাতালাব পথে দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্রস্বরূপ এই পুস্তিকা—রিসালা-ই-হক্কুমা রচনা সমাপ্ত হইল। ইহার রচয়িতা এক জন সামান্য কাদেয়ী বলিয়া মনে কবিও না ,

* নরলকিশোব প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণে ৮ই রজব লখা আছে। কিন্তু ঐ তাবিত বৃথাব ছিল, স্তববাং সম্ভবতঃ ১৭ই রজব হইবে।

বস্তুতপক্ষে স্বয়ং যিনি কাদেব, সর্বশক্তিমান আল্লা, এই পুস্তককে তাঁহাবই অনুপ্রেরিত বাণী (এল্‌হাম) বলিয়া জানিবে।

কাদেরিয়া তরিকা বা সাধনা-পদ্ধতিকে শাহজাদা কেন সর্বাপেক্ষা স্নগম ও শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কাদেরিয়াব রাস্তা “বৈবাগ্যসাধনে মুক্তিব” পথ নৈষ, এই পথে কঠোর সন্ন্যাসেব অগ্নিপবীক্ষা নাই, প্রেম-প্রীতি, দিলদাবি ও আবেশ, অনাবিল ও অখণ্ড আনন্দ এই মার্গাবলম্বী নিত্যসম্পদ। মৌলানা জালাল-উদ্দীন রুমী বলিয়াছেন—খোদাতালা তোমাকে এই পথ দিয়া আনিয়াছেন, অপরাধীর মত তোমাকে শাস্তি দেওয়াব জ্ঞান নৈষ, পবিত্র অতিথির মত তোমাব উপব মেহেমানীর মেহেরবাণী বর্ষণ করাই তাঁহাব অভিপ্রায়। এই পুস্তকের চারি অধ্যায়ে সূফীদিগেব কল্পিত নাস্ত্র [স্থূল], মালাকুৎ [স্বপ্নময়], জাবকুৎ বা স্থিব নির্বিকল্প, এই তিন আলম বা জগৎ এবং সাধকের অবস্থাভ্রম, মুসলমানী প্রাণায়াম (রেচক-পূবক), শরীবস্থ ত্রিচক্র (যট্‌চক্র নৈষ) ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন।

বস্তুতপক্ষে শাহজাদা দাবাব জীবনাদর্শ, মন ও চিন্তাধাৰা, সংস্কার ও বিশ্বাসপ্রবণতা, অসংযত উৎসাহ ও আশাবাদিতা (optimism), সদ্য যোগরহস্ত-প্রাপ্তিতে বালকের নূতন জামা কিংবা স্তম্ভৰ খেলনা প্রাপ্তিব মত অধীরতা ও আনন্দেব আতিশয্য, ইত্যাদি দোষগুণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায সঠিক প্রতিনিধিত্ব হইয়াছে। তিনি মহম্মদের সশবীরে নিমেষের মধ্যে সপ্তম স্বর্গে আবোহণ, খোদাতালার সহিত সাক্ষাৎ এবং পুনরায় নিজের গরম লেপেব ভিতব প্রবেশ—যাহাকে মুসলমানেবা “মিহ্‌রাজ-ই-জিস্মানী” বলে, উহাব এক অভিনব ব্যাখ্যা ‘রিসালা-ই-ইক্বলুমা’ পুস্তকে দিয়াছেন। হজরৎ স্থূল শবীরে, কি সূক্ষ্ম শরীরে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া মুসলমান শাস্ত্রে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে। মোল্লাদের মতে “মিহ্‌বাজ-ই-জিস্মানী” অক্ষরে অক্ষরে সত্য, ইহা মানিয়া চলা ইমানেব অঙ্গস্বরূপ, যাহাবা অগ্ররূপ বিশ্বাস করে, তাহাবা নাস্তিক তার্কিক (জিন্দিক) কিংবা ধর্মদ্রোহী স্বাধীনচিন্তা-পন্থী মোতাজেলা। এক দিন আকবরের দরবারে এই লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা তর্ক চলিতেছিল, এমন সময় বাদশা এক পায়ের উপর খাড়া হইয়া বলিলেন, এ অবস্থায় আমি আমার অগ্র পা-খানি মাটি হইতে উঠাইতে পাবি না, তবে কেমন করিয়া হজরৎ বেমালুম নিজের দেহখানি হাওয়ায উড়াইয়া মিহ্‌রাজ করিলেন। বাদশা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুস্থানের মালিক হইলেও হজরৎ রসুলাল্লার সমপর্যায় উঠিতে পারেন নাই। সেই জন্ত তাঁহারই প্রেরণে হজরতের পক্ষে এ কাজ কবা যে সম্ভব ছিল, সে-কথা প্রমাণ কবিত্তে চেষ্টা করিয়াছেন। দাবা লিখিয়াছেন, হজরৎ হারার গুহায় বসিয়া যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম করার দকন তাঁহার শরীরেব ধর্মই অগ্র রকম হইয়াছিল, প্রমাণ—হজরৎ রসুলাল্লার দেহের উপর কখনও মাছি বসে নাই কিংবা মাটিতে তাঁহার ছায়া পড়ে নাই। ইহার কারণ—মাটি, জল, আগুন ও হাওয়া (মুসলমানেরা আকাশকে স্বীকার করে না), এই চারি উপাদানে প্রত্যেক জীবের দেহ গঠিত হইলেও যোগাভ্যাসেব দ্বারা

মহাপুরুষগণ স্থল দেহকে পরিবর্তিত করিয়া বায়ুধর্মী অথচ পবিত্রমান শরীর লাভ কবিত্তে পারেন। দারাকে অনেকে পাগল মনে কবিবেন, কিন্তু সেকালের পক্ষে দারাব যুক্তি আজকালকাব একাদশী কিংবা টিকিব বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকারগণের যুক্তি অপেক্ষা দৃঢ়তব বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য।

এই পুস্তিকায দারা এক বকম ধ্যান-যোগেব উল্লেখ কবিয়াছেন, ইহাকে স্থলতান-উল্-আজ্জাকের অর্থাৎ “জেকেরেব স্থলতান” বা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এই যোগেব দারা মানুষ অলৌকিক শক্তি লাভ করে, সে অনাহত ধনি শুনিত্তে পায, বাজারের গোলমালের মধ্যেও সাধকের কানে ইহা ভ্রমরগুঞ্জন কিংবা পিপীলিকাশ্রেণীর চলাচলের শব্দেব শ্রায় ধনিত্ত হয়। শাহজাদা লিখিয়াছেন, মির্জা (মির্জা মীর) খোলাখুলি ভাবে এই যোগেব বহুস্ত তাঁহার অতি অন্তবদ্দ মুরীদ (শিষ্য)গণেব কাছেও ব্যক্ত করেন নাই। হজরৎ আব্দুল (দারার গুরু মোলানা শাহ লিসাতুল্লা), মির্জা মীরেব নিকট হইতে ইহার ইশারা পাইয়া এক বৎসর অভ্যাসের পব সফলতা লাভ কবিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুও দাবাকে উপদেশমূলক গল্পছলে এই যোগের বহুস্ত ব্যক্ত কবিয়াছিলেন। কিন্তু শাহজাদা ছয় মাসেব মধ্যেই ইহাব গুপ্ত তত্ত্ব আযত্ত কবিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি [আমাব গুরু অপেক্ষা] ইহা অধিকতর স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ কবিয়াছি, এমন কি, বাহাদেব কাছে আমি ইহার কথা বলিয়াছি, তাহারা তিন চারি দিনেব মধ্যেই ফল পাইয়াছে। ইহার কারণ, আমাব পীর এবং দাদাপীর যাহা গল্প কিংবা ইশাবার ছলে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাহা পরিকাব ভাবে কোন প্রকাব অস্পষ্টতাব পর্দায় কিছু গোপন না কবিয়া বলিয়াছি।

আমাব শাহজাদাব সত্য ও সবলতা এবং প্রাপ্ত বিদ্যা অকুণ্ঠিতভাবে মনুষ্য-সমাজকে দান কবিবার প্রশংসা কবিলেও তাঁহাব লোকচরিত্রজ্ঞান ও সহজাত সাংসারিক বুদ্ধি, এবং অধিকারী-অনধিকারী বিচাবেব উপেক্ষাকে প্রশংসা কবিত্তে পাবি না। উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তিনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন নাই।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

(৩) যজুর্বেদের কাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি

কৃষ্ণ-যজুর্বেদে কৃত্তিকা, রোহিণী, যুগশিরা ইত্যাদিক্রমে ২৭টি নক্ষত্রেব নাম আছে। ‘কৃত্তিকাঃ’, এইরূপ বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ‘কৃত্তিকাঃ’ অর্থে তারাসমন্বিত দৃশ্য নক্ষত্র বৃত্তিতে হইতেছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টি তারা আছে। এইরূপ মঘাঃ, ধনিষ্ঠাঃ প্রভৃতি যে যে নক্ষত্রে দুয়ের অধিক তাবা আছে, সেগুলির নাম বহুবচনান্ত। যে নক্ষত্রে দুইটি তারা আছে, তাহার নাম দ্বিবচনান্ত, যেমন বিশাখা। দুইটি তাবা লইয়া বিশাখা। যে নক্ষত্রে একটি তারা আছে, তাহার নাম একবচনান্ত, যেমন চিত্রা। অতএব ২৭টি নক্ষত্র দৃশ্য নক্ষত্র, কাল্পনিক বিভাগ নয়।

প্রথমে প্রশ্ন আসে, কৃত্তিকা নক্ষত্রকে কেন প্রথম গণ্য করা হইল। অযন-পথ অর্থাৎ রবিপথ চারি সমান পাদে বিভক্ত, নাম বিষ্ণুপাদ। দুই বিষুবপাত ও দুই অযনান্ত, এই চারি পাদ। নিশ্চয় এক পাদ হইতে নক্ষত্র সংখ্যা করা হইয়াছিল। কৃত্তিকা এক পাদে ছিল। গত চারি পাঁচ সহস্র বৎসর স্মরণ কবিলে কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুবপাত হইতে পারিত, অপর কোন পাদ থাকিতে পারিত না। অতএব উক্ত গ্রন্থের উত্তর এই, যে কালে দৃশ্য কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুবপাত হইত, কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সে কালে প্রণীত হইয়াছিল। গণিত দ্বারা জানিতেছি, ইহা প্রায় খ্রি-পূ ২২০০ অব্দে ঘটিয়াছিল।

পশ্চিমদেশীয় বেদপাঠী স্থির করিলেন, বৈদিক কৃষ্টির পূর্ব সীমা খ্রি-পূ ১৫০০ অব্দ। দৃশ্য কৃত্তিকা-নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবপাত স্বীকার কবিলে যজুর্বেদের নিমিত্ত ৭০০ বৎসর পিছাইতে হয়। ঋগ্বেদের নিমিত্ত আরও কয়েক শত বৎসর না পিছাইলে চলে না। তাহা অসম্ভব। অতএব কৃত্তিকাদি নক্ষত্রচক্র ভারতে উদ্ভাবিত নয়। খ্রি-পূ ১৫০০ অব্দের পাঁচ সাত শত বৎসর পরে বিদেশ হইতে আসিয়াছে, যজুর্বেদ আত্মসাৎ করিয়াছেন।

তাহাঁদের দ্বিতীয় আপত্তি, বৈদিক গ্রন্থে বিষুবপাতেব উল্লেখ নাই। অতএব কৃত্তিকায় বিষুবপাত, ইহা যজুর্বেদের কালে অজ্ঞাত ছিল।

“কৃত্তিকাই পূর্ব দিকে উদিত হয়,” এই নামের প্রবন্ধে ঋগ্-যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণ হইতে দেখাইয়াছি, তাহাঁদের দুইটা তর্কই মিথ্যাপ্রবন্ধ। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণেও (৩।৫।২) আছে, “কৃত্তিকা হইতে বিশাখা, দেব-নক্ষত্র। অনুরাধা হইতে ভরণী, যম-নক্ষত্র। সূর্য দেব-নক্ষত্র পার হইয়া দক্ষিণে গমন করেন, যম-নক্ষত্র পার হইয়া উত্তরে গমন করেন।” অয়নবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত, এই দুয়ের ছেদস্থানে দক্ষিণে ও উত্তরে

গমন ঘটে। একটি ছেদস্থান কৃত্তিকার আদিত্যে, অপরটি বিশাখায়। দুইটি স্থানের নাম নাই। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এই বিভাগ কৃষ্ণ-যজুর্বেদেও (৬।৫।৩) সংক্ষেপে আছে।

যদি কৃত্তিকায় সূর্য থাকে, আর পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলে সে পূর্ণিমা নিশ্চয় বিশাখায় হইবে। সে পূর্ণিমার নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমায় যে মাস পূর্ণ হয়, তাহার নাম বৈশাখ। অতএব পাইতেছি, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের কালে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৎসর পূর্ণ হইত। আর (চান্দ্র) বৈশাখ, বৎসরের প্রথম মাস ছিল।

সূর্য ২।০ নক্ষত্রভাগ অতিক্রম করিলে ১ মাস পূর্ণ হয়। কৃত্তিকায় অযনবৃত্ত আরম্ভ। ইহার পূর্বে অশ্বিনী হইতে ভরণী ও ভবণী হইতে কৃত্তিকা, দুই নক্ষত্রভাগ পাইলাম। কৃত্তিকাভাগের প্রথম পাদান্তে না আসিলে ২।০ নক্ষত্রভাগ পাওয়া যায় না। অতএব যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বাসন্ত বিযুৎ হইত, সে সময়ে যাইতে হইতেছে। স্থূলগণিতে খ্রি-পূ ২২০০ অব্দে এবং সূক্ষ্মগণিতে খ্রি-পূ ২২২৪ অব্দে কৃত্তিকায় বিযুবপাত হইত। এক পাদ পিছাইতে তৎকালে ২৪২ বৎসর লাগিত। অতএব খ্রি-পূ ২২২৪ + ২৪২ = ২৪৬৬ অব্দ হইতে খ্রি-পূ ২২০০ + ২৪২ = ২৪৪২ অব্দে মধ্যে কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমা লক্ষ্য হইয়াছিল। কৃত্তিকা-নক্ষত্রে ছয়টি তাবা, ইহাই অনিশ্চিতের কারণ।

সৌভাগ্যক্রমে উদ্দিষ্ট বৎসরটি পাওয়া গিয়াছে। এক কালে যুধিষ্ঠিরাদ নামে এক অন্ধ প্রচলিত ছিল, বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। খ্রি-পূ ২৪৪২ অব্দে ইহার আরম্ভ। দেখিতেছি, এই অব্দে বাসন্ত বিযুবৎদিনে বৈশাখী পূর্ণিমা হইয়াছিল। আর উত্তরাষাঢ়-আবন্ত-দিনে মাঘী কৃষ্ণাষ্টমী হইয়াছিল।

খ্রি-পূ ২৪৪২ অব্দটি অশ্বিনী ও কৃত্তিকা-তারার দ্বাৰাও সমর্থিত হইতেছে। সে বৎসর অশ্বিনী-তাৰা ৩২৯°২২' অংশাদিতে ছিল। ইহা ৩৩০° অংশ ধরা হইত। ইহার পব ৩০° অংশ চাই। কিন্তু কৃত্তিকা-তারার ৩৬০° অংশে ছিল না, ৩৫৬°৫৫' অংশাদিতে ছিল। অতএব অন্তর ৩°৫' অংশাদি। এক নক্ষত্রপাদ ৩°২০'। অতএব ১৫' কলার অন্তর ঘটিতেছে। এই অন্তর অগ্রাহ্য।

অতএব পাইলাম, খ্রি-পূ ২৪৪২ অব্দে যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল। তৎকালে বিযুবৎদিনে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৎসর পূর্ণ হইত। আর, উক্ত অব্দে বিযুবৎদিন ও পূর্ণিমা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল। কারণ, পববর্তী কালের জ্যোতির্বিদেৱা উক্ত অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা ও হযত বিযুবৎদিন গণিতে পারিতেন। কিন্তু দৃশ্য কৃত্তিকা-নক্ষত্রের প্রথম পাদান্তে বিযুবৎদিন গণিতে পারিতেন না। অন্ধটি প্রত্যক্ষহীন। সে বিষয়ে সন্দেহ কবির কারণ কিছুই নাই।

শুক্র ও কৃষ্ণ ভেদে যজুর্বেদ দুইখানি। শুক্র-যজুর্বেদ গ্রন্থ ছোট। ইহাতে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র-চক্রের উল্লেখ নাই। কিন্তু না থাকিলেও জ্যোতিষিক বিষয়ে একা দেখিলে উভয় যজুর্বেদকেই সমকালীন বোধ হয়। পুরাণ-মতে শুক্র-যজুর্বেদ প্রথমে প্রণীত হইয়াছিল। এ

বিষয়ে পুরাণ প্রামাণ্য। সামবেদের প্রায় সমুদয় অংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। ইহার স্বল্প অংশ হইতে কাল অনুমান করিবার কোন জ্যোতিষিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু যে কারণে যজুর্বেদের উৎপত্তি, সামবেদে তাহার পরিসমাপ্তি। অতএব মনে হয়, যজুর্বেদেব কালে সামবেদ প্রণীত হইয়াছিল। অর্থাৎ খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দ যজুর্বেদ ও সামবেদের কাল। ইহাব পূর্বে ঋগ্বেদের কাল। তাহা পাঁচ শত হইতে পাঁচ সহস্র বৎসব। কেহ কেহ আট নয় সহস্র বৎসব শুনিলে চমকিত হন। কিন্তু ইহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কি আছে। আর্যগণ এক দিন অকস্মাৎ আকাশ হইতে ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হন নাই। ভারতে প্রবেশের পূর্বে ভূখণ্ডে বাস করিতেছিলেন। কত সহস্র বৎসর, কত লক্ষ বৎসর? তৎপরে যদি ভারতখণ্ডে কেহ কেহ দশ সহস্র বৎসর যাপন করিয়া থাকেন, আর বেদে তাহার স্মৃতি রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইবাব কিছুই নাই। আমরা সাত আট সহস্র বৎসরের স্মৃতি পালন করিতেছি। দোলপূর্ণিমা দশহরা মহালয়া কোজাগরী তাহার সাক্ষী। ভারতভূমিতে দীর্ঘকাল বাসের প্রমাণ যজুর্বেদেই আছে। তাহার উল্লেখ কবিতোঁছি।

সম্বৎসরের মুখ

পূর্বকালে বৈদিক যজ্ঞমান সম্বৎসরব্যাপী সজ্জা অনুষ্ঠান করিতেন। গবাম্-অয়ন এইরূপ সম্বৎসর-সজ্জা।

বৎসরের কোন দিন সম্বৎসর-সজ্জা আরম্ভ করা হইবে? এ বিষয়ে কৃষ্ণ-যজুর্বেদে (৭।৪।৮) একটি মহার্য প্রস্তাব আছে। তিলক তাহাঁর ‘ওরাযন’ গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি বৈদিক কৃষ্টির যে যে কালের প্রমাণ পাইয়াছেন, প্রোফেসর যাকোবিও তাহাঁই পাইয়াছেন। কিন্তু ইহারা যজুর্বেদের কাল নির্ণয় করেন নাই। আমরা বৎসরটি জানিতে পারিয়াছি। এই কারণে দিন গণিয়া প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারি।

কবে সম্বৎসর-সজ্জা আরম্ভ করা হইবে? যজুর্বেদ বলিতেছেন,

[১] “যাহাঁরা সম্বৎসর-সজ্জা দীক্ষিত হইতে চান, তাহাঁরা একাষ্টকায় দীক্ষিত হইবেন। কারণ, একাষ্টকা বৎসরের পত্নী। বৎসর সে রাত্রি তাহাঁর সহিত বাস করে। অতএব তাহাঁদের সজ্জা সম্বৎসর-সজ্জাই হয়।

কিন্তু এই দিনেব তিনটি দোষ আছে। (ক) এই দিন বৎসরের ‘আর্ত’ভাগে, (খ) এই দিন বৎসরের ‘ব্যস্ত’ভাগে, (গ) এই দিন যে ঋতুতে, সে ঋতুর নাম শেষে আসে।

[২] তাইারা ফল্গুনী-পূর্ণিমায় দীক্ষিত হইবেন। কাবণ, ফল্গুনী-পূর্ণিমা বৎসরের মুখ। অতএব তাইাদেব সজ সঙ্কসর-সজ্জাই হয়। কিন্তু এই দিনেব একটি দোষ আছে। সম্যক-মেঘের কালে বিষুবান্ পড়ে।

[৩] তাইারা চিত্রা-পূর্ণিমায় দীক্ষিত হইবেন। কাবণ, চিত্রা-পূর্ণিমা বৎসরের মুখ। অতএব তাইাদেব সজ সঙ্কসর-সজ্জাই হয়। এই দিনেব কোন দোষ নাই।

[৪] তাইারা পূর্ণিমার চারি দিন পূর্বে দীক্ষিত হইবেন। তাইাদের সোম-ক্রয়ের দিন একাষ্টকায় পড়ে। তদ্বাবা একাষ্টকার গৌরব রক্ষিত হয়।”

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেও (৪।৯) প্রায় এইরূপ বচন আছে। অথর্ববেদে (৩।৪) একাষ্টকাব দীর্ঘ বিবরণ আছে।

এখন যজুর্বেদের বাক্য বুঝা যাউক। [১] মাঘী পূর্ণিমাব পর অষ্টম রাত্রিব নাম একাষ্টকা। বেদ বলিতেছেন, সেই রাত্রিতে নূতন বৎসব আরম্ভ হয়। বৎসরের কোন্ সময়ে? সে সময়ে ‘অর্ভকাল, অত্যন্ত শীত। আর কি? বৎসরেব ‘বাস্ত’ভাগ। সূর্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন কবেন। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন, তখন বৎসর ‘বিচ্ছিন্ন’, খণ্ডিত হয়। আর কি? দিনটি শেষের ঋতুতে। বসন্ত প্রথম, শিশির ষষ্ঠ। অর্থাৎ দিনটি শিশিব ঋতুতে। এই সকল বিবরণ হইতে জানিতেছি, শিশিব ঋতুতে মাঘী পূর্ণিমার শব কৃষ্ণাষ্টমীতে ববির উত্তরায়ণ ও নূতন বৎসর আরম্ভ হইত।

অবশ্য প্রতি বৎসর এই তিথিতে ববির উত্তরায়ণ আবস্ত হইতে পাবিত না, প্রতি বৎসর সঙ্কসর-সজ্জাও হইত না। বিংশ বর্ষে হইত। কোন কোন বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় ববির উত্তরায়ণ আবস্ত হইত। যেমন খ্রি-পূ ২৪৪৭ অব্দে। তবে কেন সে রাত্রি হইতে নূতন বৎসর ধরা হইল না? ইহার কাবণ অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়। উত্তরায়ণ-আরম্ভ দিন হইতে পূর্ববর্তী বাসন্ত বিষুব পর্যন্ত ২৭০° অংশ। এত অংশ সূর্যেব অতিক্রম করিতে ২৭৮ তিথি লাগে অর্থাৎ ৯ মাস ৮ দিন। অতএব একাষ্টকা হইতে পশ্চাৎ দিকে গণিয়া গেলে বিশাখা-পূর্ণিমায় আসিয়া পড়ি। অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায় বিষুবদিন হইয়াছিল। পূর্বে দেখিয়াছি, এইরূপ খ্রি-পূ ২৪৪২ অব্দেও হইয়াছিল। বৎসরের দুইটি মুখ স্বীকৃত হইয়াছে। একটি মুখ উত্তরায়ণ-আরম্ভ দিনে, অপবটি বাসন্ত বিষুবদিনে। চান্দ্র গণনায় বাসন্ত বিষুবদিনেব ৩০ অংশ পূর্বে চিত্রা-পূর্ণিমায়। আগ্রকালে প্রথমটি ছিল, পরে অপবটি আসিয়াছিল। আরও দেখিতেছি, যাজ্ঞিকেরা বিষুব-দিন ও অযন-দিন ঠিক গণিতে পারিতেন, একটি দিনেরও ভুল করিতেন না।

যজুর্বেদের কালে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ইত্যাদি নক্ষত্রের বিশেষণ নাম প্রচলিত ছিল না। মঘা-পূর্ণিমা, ফল্গুনী-পূর্ণিমা, চিত্রা-পূর্ণিমা, বিশাখা-পূর্ণিমা, এইরূপ শব্দ দ্বারা মাস বুঝাইত। পূর্ণিমাষ মাস পূর্ণ হইত। সে রাত্রির নাম পৌর্ণমাসী। অর্থাৎ পূর্ণিমাস্ত মাস গণা হইত। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্রাদি মাসনাম ধরিলে ঋতু-বিভাগ এইরূপ পাইতেছি। পৌষ

পূর্ণিমা হইতে ফাল্গুন-পূর্ণিমা শিশির, ফাল্গুন-পূর্ণিমা হইতে বৈশাখ-পূর্ণিমা বসন্ত। অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ, যজুর্বেদীয় নাম মধু মাধব, বসন্ত।

[২] লিখিত আছে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাও বৎসরের মুখ। ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা পরে দেখা যাইবে। এই ব্যবস্থায় একাষ্টকাব ২২ দিন পরে আসিতে হইতেছে। ২২ ডিসেম্বর রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। অতএব ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১২ জ্যৈষ্ঠাবি হইয়াছিল।

সজের আরম্ভের ছয় মাস পরে সজের মধ্যদিন। সে দিনেব নাম 'বিষুবান্' ছিল। (বিষু সাম্যে অব্যয়, যে দিনে সজ দুই সমান ভাগে বিভক্ত হয়।) ১২ জ্যৈষ্ঠাবি সজ আরম্ভ করিলে ১২ জ্যৈষ্ঠা বিষুবান্ পড়ে। এই দিন তখন এবং এখনও সম্যক মেঘের কাল, প্রথম বর্ষ। অতএব ফাল্গুনী পূর্ণিমায সজ আরম্ভের যে দোষ লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য।

[৩] লিখিত আছে, চৈত্রী পূর্ণিমাও বৎসরের মুখ। এই দিন সজ আরম্ভ করিলে কোন দোষ নাই। মিলাইয়া দেখি। একাষ্টকা হইতে চৈত্রী পূর্ণিমা $২৩+৩০=৫২$ দিন। অতএব এই দিন ১২ ফেব্রুয়ারি পড়িত। ছয় মাস গতে ১২ আগষ্ট বিষুবান্ পড়িত। ইহাতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের দেশে বৃষ্টিপাত কম হইত, ১২ আগষ্টের পূর্বেই বর্ষাকাল প্রায় সমাপ্ত হইত। এই বেদেও (৩।৪।৮) দেখিতেছি, দেশটি মরুভূমির সন্নিহিত ছিল।

[৪] একাষ্টকার ৮ দিন পূর্বে মাঘী পূর্ণিমা। ইহার চারি দিন অর্থাৎ একাষ্টকা হইতে ১২ দিন পূর্বে সজের আরম্ভের আর একটি দিন। এইটি ১০ ডিসেম্বর। অতএব বিষুবান্ ১০ জুন পড়িত। তখন বর্ষা আরম্ভ হয় নাই।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে এই বেদের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফাল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, পূর্ব ও উত্তর। দুই ফাল্গুনী বধ্যবিন্দু লইয়া গণিত দ্বারা দেখিতেছি, ইদানী (১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে) ১২ মার্চ সে বিন্দুতে পূর্ণিমা হয়। যজুর্বেদের কালে ১২ জ্যৈষ্ঠাবি হইত। ঠিক দুই মাস পূর্বে। পূর্ণিমার দিন ৭২ বৎসবে ১ দিন অগ্রগত হয়। অতএব তদবধি $৬০ \times ৭২ = ৪৩২০$ বৎসর গত হইয়াছে। ইহা হইতে ১২২৪ বাদ দিলে খ্রি-পূ ২৪০০ অব্দ পাই।

এখন দেখা যাউক, সজ-আরম্ভের নিমিত্ত কেন ফাল্গুন-পূর্ণিমা ও চৈত্র-পূর্ণিমা বিকল্প-দিন হইল। লিখিত আছে, দুইটিই সম্বৎসরের মুখ। একাষ্টকাও বৎসরের মুখ। সে দিন রবির উত্তরায়ণ আবম্ভ। অতএব মনে হয়, ফাল্গুন ও চৈত্র-পূর্ণিমাও সেইরূপ এক এক কালে, সে সে দিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত এবং সে সে দিন নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। বৎসরের এই দুই মুখ পুর্বাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তদনুসারে যজুর্বেদ সে দুই মুখ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, গবাম্-অয়ন নামক সজ সম্বৎসর-সজের এক প্রসিদ্ধ উদাহরণ। ঐতবেয় ব্রাহ্মণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই সজ একবারে আরম্ভ হইত। সেই রাত্রির নাম 'অতিবাত্র' ছিল। বোধ হয়, এই নামের অর্থ দীর্ঘতম বাত্রি। সজের বিবরণ হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ রাত্রির নাম অতিবাত্রি ছিল, এবং সে দিন গবাম্-অয়ন সজ আরম্ভ হইত। অতএব বিষুবান্, রবির দক্ষিণায়ন-

আরম্ভ দিন। একাষ্টকা রবির উত্তরাংশ-আরম্ভ রাত্রি। ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও চৈত্রী পূর্ণিমাও সেইরূপ রাত্রি। তিলক ও ষাকোবিও এই অর্থ কবিষাছেন।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও চৈত্রী পূর্ণিমা উত্তরাংশ আবস্ত হইত, ইহাব অত্র প্রমাণ না থাকিলে যজুর্বেদে সে অর্থ নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যাইত না। তখন তিনটি রাত্রিকে সমজাতীয় মনে না করিয়া বিষমজাতীয় মনে কবিত্তে হইত। যথা। একাষ্টকা বৎসবের উত্তরাংশ-দিন, অতএব এক মুখ। পূর্ণিমান্ত বৈশাখ বৎসরের প্রথম মাস। অতএব চৈত্রী পূর্ণিমাও এক মুখ। ফাল্গুনী পূর্ণিমাটি কোন্ বৎসবের মুখ? ইহাব কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায় না। অতএব তিনটি দিন সমজাতীয় মনে করিতে হইতেছে। তিনটি দিন তিন কালের তিন উত্তরাংশ-আবস্ত দিন।

ফাল্গুনী-পূর্ণিমা ও চৈত্রী-পূর্ণিমা হইতে বৈদিক কৃষ্টিব কাল জানিতে পারা যায়। এক কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২২ ডিসেম্বর হইত, এখন ১২ মার্চ হইতেছে। অতএব পূর্ণিমাটি ৮১ দিন অগ্রবর্তী হইয়াছে। ৭২ বৎসবে এক দিন। $৭২ \times ৮১ = ৫৮৩২$ বৎসর পূর্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমা রবির উত্তরাংশ আরম্ভ হইত। সেই কালের স্থিতি অনুসারে যজুর্বেদে সে দিনকে বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। ইহাব দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমা মুখ হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রায় ৮০০০ বৎসর পূর্বে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

পশ্চিমদেশীয় বেদ-বিদ্বানেরা খ্রি-পূ ১৫০০ অব্দে বৈদিক কৃষ্টিব পূর্বসীমাবেধা টানিয়াছেন। তাঁহারা ফাল্গুন ও চৈত্র-পূর্ণিমা রবির উত্তরাংশ-আরম্ভ কিছুতে স্বীকার কবিত্তে পারেন না। এমন কি, খ্রি-পূ ২৫০০ বৎসরও পারেন না। কিন্তু একাষ্টকা দিকশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডক্টর থিব 'মাঘা' দ্বারা অপসাবিত করিয়াছেন। প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কবিষাছেন।

ডক্টর থিব. বেদের বাক্য ও ভাষা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, একাষ্টকা রবির উত্তরাংশ-আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহা মতে একাষ্টকা ভুল।

তিনি বলেন, “বসন্তের প্রথম মাস ফাল্গুন।” বুঝা যাইতেছে, অমান্ত মাস ধরিয়াছেন। অতএব তাঁহা মতে অমান্ত পৌষ মাঘ শিশিৰ, ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত। অর্থাৎ পৌষ অমায় রবির উত্তরাংশ-আবস্ত, মাঘ ফাল্গুন চৈত্র গতে বৎসর পূর্ণ। যজুর্বেদের সহিত কিছুমাত্র ঐক্য নাই। যথা,

যজুর্বেদ	ডক্টর থিব.
মাস পূর্ণিমান্ত	মাস অমান্ত
মধু মাঘব অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ বসন্ত	ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত
মাঘী পূর্ণিমাব অষ্টম রাত্রিতে উত্তরাংশ-আবস্ত	পৌষ অমায় উত্তরাংশ-আবস্ত
তাঁহা ভাষাও নূতন। যথা,	

[১] একাষ্টকাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইয়াছে ? ডক্টর থিব বলিতেছেন,—
“যেহেতু এই দিন পুৰাতন বৎসরের ক্ষয়ী অর্ধের শেষ পাদে, সেহেতু এই দিনকে বৎসরের
অন্ত মনে করা যাইতে পারিত।” আশ্চর্য কথা। তাহারই গণনায় তখনও বৎসরের
৬৭ দিন অবশিষ্ট, কিন্তু যাজ্ঞিকেরা মনে করিলেন, বৎসর-পূর্ণ হইয়াছে।

[২] ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইয়াছে ? প্রোফেসর মেকডোনেল
বলিতেছেন,—“যেহেতু অমুক অমুক গ্রন্থে বসন্ত প্রথম ঋতু এবং ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে বসন্তের
এবং বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে।” কিন্তু ইহা যুক্তি নয়, প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিমাত্র। বর্তমান
স্থলে ইহার সার্থকতাও নাই। কারণ, কল্পিত ব্যাখ্যায় মাঘ-অমাবসন্তের আরম্ভ, ইহার
১৫ দিন পরে ফাল্গুন-পূর্ণিমা।

[৩] চৈত্র-পূর্ণিমাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইয়াছে ? ডক্টর থিব বলিতেছেন,—
“দিনটি বসন্ত ঋতুর ভালরূপ মাঝে ফেলিবার অভিপ্রায়ে বোধ হয় এই দিন ধরা হইয়াছে।”
কিন্তু বৎসরের মুখ কেমনে হয় ? তাহার মতে বৎসর পূর্ণ হইতে তখনও ১৫ দিন বাকি।

এই কল্পিত ব্যাখ্যায় বিষয়টি ইতঃ নষ্টঃ ততঃ ভ্রষ্টঃ হইয়াছে। প্রোফেসর মেকডোনেল
ও কীথ গোটা কয়েক ‘মোটা’ কথা স্মরণ করিলে ভাল করিতেন। (১) যদি
বসন্ত ঋতুতে সম্বৎসর-সত্র আবস্তু হইতে পারিত, তাহা হইলে নির্দোষ চৈত্র-পূর্ণিমা
নির্দেশ করিলেই চলিত, একাষ্টকার দোষগুণ বিচারের প্রয়োজন থাকিত না। (২) ডক্টর
থিব সাহেবেব মতে একাষ্টকা হইতে দুই মাস সাত দিন পবে বৎসর পূর্ণ। এই ৬৭ দিনের
মধ্যে একই বৎসরের চারি মুখ কল্পনা অসম্ভব। (৩) যজুর্বেদে মাস পূর্ণিমান্ত, অমান্ত নয়।
(৪) একাষ্টকা বৎসরের উত্তবায়ণ দিন। শুধু যজুর্বেদ নয়। অথর্ব বেদেও সেই
কথা। সাম-বেদের ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, অপরা-নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণেও সেই
কথা।

ডক্টর থিব বলিতেছেন, এটা ভুল। সে দিন উত্তবায়ণ আরম্ভ হইত না, পৌষ অমাব
হইত, একাষ্টকা ‘অসাবধানে পরিবৃতি’ (Careless Variant)।

আমি তাহার যুক্তির সারমর্ম লিখিতেছি।^২

কৌষীতকি ব্রাহ্মণ নামে একখানি ব্রাহ্মণ আছে। এটি ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ। ইহাতে
(১৯।৩) সম্বৎসর-সত্রের আবস্তু দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে দিন বিবির উত্তবায়ণ-আরম্ভ
হইত। সে দিন মাঘ অমাব পূর্বদিন। কিন্তু পৌষ অমাব পূর্বদিনে সত্র আরম্ভ করা
হইত। আমার মতে ব্রাহ্মণটি খ্রি-পূ অষ্টাদশ শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল।

যজুর্বেদের এক অঙ্গ, জ্যোতিষ। ইহা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ বেদাঙ্গ নামে
খ্যাত। ইহাতে যজ্ঞকর্মের নিমিত্ত দিন গণিবাব সূত্র আছে। ইহাতে পৌষ অমাব পর দিন,

২) G Thibaut On some recent attempts to determine the antiquity of
Vedic civilization *Indran Antiquary*, Vol XXIII. April, 1895.

অর্থাৎ মাঘী শুক্ল প্রতিপদে রবির উত্তবায়ণ-আরম্ভ হইত। আমার মতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ খ্রি-পূ চতুর্দশ শতাব্দে প্রণীত।

ডক্টর থিব বলিতেছেন, এই ত কৌষীতকি ব্রাহ্মণে পৌষ অমার পূর্বদিন উত্তবায়ণ-আবম্ভ হইয়াছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও প্রায় তাই। অতএব পৌষ অমাই ঠিক, যজুর্বেদ ভুল কবিয়াছেন!

এই যুক্তির অর্থ এই, যজুর্বেদের যাজ্ঞিকেরা রবির উত্তবায়ণ-আরম্ভদিন জানিতেন না। আর একাষ্টকা সে দিন হইতে পারিত না। যেহেতু কৌষীতকি ব্রাহ্মণে ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে হয় নাই। এমন আশ্চর্য্য হেতু আর শুনা যায় নাই।

কিন্তু প্রোফেসর কীথ এই আশ্চর্য্য হেতুর সম্যক্ উপযোগ কবিয়াছেন।^৩ তাহাঁব বিবেচনায় কৌষীতকি ব্রাহ্মণেও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল একই। তিনি লিখিয়াছেন, “কেহ কেহ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল খ্রি-পূ ১৩৯১—১১৮১ অব্দ গণিয়াছেন বটে, কিন্তু সে গণনার কোন ‘বৈজ্ঞানিক মূল্য’ নাই। তাহাতে ৫০০ বৎসরের ভুল থাকা সম্ভব।”

অর্থাৎ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষকাল খ্রি-পূ ৮০০ অব্দ দাঁড়াইল, নচেৎ কৌষীতকি ব্রাহ্মণের সহিত অপর ‘ষাবতীয় ব্রাহ্মণরচনার কাল খ্রি-পূ ৮০০ অব্দ পাওয়া যায় না! যেহেতু ঋগ্বেদের সংস্কৃতি খ্রি-পূ ১২০০ অব্দের পূর্বে হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা এই প্রতিজ্ঞা না করিলে এত বিসম্বাদে পড়িতেন না।

ভ্রম-সংশোধন

পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় “কৃতিকাই পূর্ব দিকে উদিত হয়”, নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভুল ছাপা হইয়াছে।

৪ পৃঃ ২৫ পং	আছে (১০।৫।২) হইবে	আছে (১০।৮।৫।২)
৭ পৃঃ ২৭ „	ত্রিপদ	„
৭ „ ৩০ „	(৩২।১।২)	„

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৬)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেবীর পরবর্তী জীবন ও কীর্তি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক মধ্য-ইংলণ্ডের পলাসপিউবি গ্রামের তন্তবায়-পুত্র উইলিয়ম কেবীর জীবনাখ্যান অনুসরণ কবিষা আমবা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছি। এই শুভ যোগাযোগের পর হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাসিক পত্রিকা ‘দিগদর্শন’ ও ২৩এ মে শনিবার দিবসে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র ‘সমাচার দর্পণ’ের আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত মূলতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৮০১ সালের ৪ঠা মে হইতে ১৮১৮ সালের ২৩এ মে পর্য্যন্ত এই সপ্তদশ বর্ষকালের বাংলা-ইতিহাস ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ পরিণতির পক্ষে সকল দিক্ দিয়াই সাফল্যের ইতিহাস, ব্যাকরণ-অভিধান এবং মূল ও অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্যে ভাষার প্রাণ-ধর্ম এই যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রস্তুতিকালে প্রথম চৌদ্দ বৎসবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রধান, শ্রীরামপুর মিশন এই কালে মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করিয়াই সার্থক, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান হইতে আবশ্য করিয়াছে। ১৮১৫ সালে কলিকাতায় বামমোহন রায়ের অভ্যুদয় এবং ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যথাক্রমে ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি (১লা জুলাই ১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ১৮১৮ সালের এপ্রিল-মে হইতে সাময়িক-পত্র মারফৎ বিস্তার ও প্রসারের কাজও আরম্ভ হইয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ এক রকম শেষ হইয়া শ্রীরামপুর মিশনের কাজ আবার স্বক্ হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই যুগের বিবরণ ও কেরীর জীবন অঙ্গাদীভাবে যুক্ত হইলেও আমবা কেরী-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র ও সংক্ষেপ করিয়া বর্তমান অধ্যায়েই শেষ করিতেছি। পরবর্তী দুই অধ্যায়ে আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ, পাঠ্য ও সাহায্য পুস্তক এবং তাহাদের বচয়িতা পণ্ডিত ও মুনশীদের বিষয় আলোচনা করিব।

কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন বাংলা দেশে আসিবার জন্ত জাহাজে চাপিয়াই বাংলা শিখিতে স্বক্ করেন, ১১ই নবেম্বর (১৭৯৩) কলিকাতা পৌছিবার পূর্বেই দেখিতে পাই, তিনি ভাষা শিক্ষা শেষ কবিয়া ‘বুক অব জেনেসিস’ অনুবাদ কবিতেন। কলিকাতায় পদার্পণের তারিখ হইতেই মুনশী হিসাবে বামরাম বহু তাঁহার সহিত যুক্ত হন ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত যুক্ত থাকেন এবং প্রায় চারি বৎসর অনুপস্থিত থাকিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের

মে মাস হইতে ১৮১৩ সালের ৭ই অগষ্ট যত্ন পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগে পণ্ডিত হিসাবে কেবীক অবীনে কাজ করেন। ১৭২৩ হইতে ১৭২৬ সালের মধ্যে কেবীক বামবাম বহু শিক্ষকতা বাংলা ভাষা পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহার ও ফাউন্টেনের সাহায্যে সমগ্র নিউ টেষ্টামেন্ট ও ওল্ড টেষ্টামেন্টের অধিকাংশ অনুবাদ শেষ করেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং বক্তৃতা দেওয়া আয়ত্ত করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। ১৭২৫ সাল হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং গোলোকনাথ শর্মা নামক (মালদহের মদনাবাটীতে) দুই জন পণ্ডিত বাখিয়া সংস্কৃত শিখিতে থাকেন। ১৭২৬ সালে শেষের দিকে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষাও শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত ভাষার প্রতি তাঁহার একটা অদ্ভুত বিবাক ছিল বলিয়া তিনি বিশেষ অগ্রসর হইতে পাবেন নাই। ১৭২৭ সালে মাঝামাঝি তিনি সংস্কৃত ভাষায় একদম দক্ষতা লাভ করেন যে, মহাভারতের পাঠ সাদৃশ্য কবিতা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিতে থাকেন। ১৭২৯ সালে ২৫এ ডিসেম্বর তিনি উত্তর-বঙ্গ পবিত্যাগ করেন ও ১০ই জুলাই ১৮০০ খ্রীসাব্দে উপস্থিত হন। ১৭২৩ হইতে ১৭২৯ সালে মধ্যে তিনি কয়েকটি বিস্তৃত পত্রে (ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাডভান্টসেস' মুদ্রিত) বাংলা দেশে — বিশেষ করিয়া উত্তর-বঙ্গের জীবজন্তু, গাছপালা, আচার-ব্যবহার, ধর্মোচরণ এবং বাসনকোসন তৈজসপত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে তিনি বাংলায় কয়েকটি সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। ১৭২৫ সালের গোড়াতেই তিনি মদনাবাটীতে স্থানীয় বালক-বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জন টমাস, বামরাম বহু ও উইলিয়ম কেবীর সমবেত চেষ্টা ও যত্নে অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ে'র রচিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।* এই মাসেই স্যামুয়েল পীয়ার্সের *A Letter to the Lascars* পুস্তকে কেবী-কৃত বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ইহাই একান্ত ভাবে কেবীর লিখিত প্রথম পুস্তিকা। এই ধরণের পুস্তিকা তিনি আবও লিখিয়াছিলেন, সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক।†

১৮০১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাস-বহু-কেবী-ফাউন্টেন অনূদিত এবং কেবী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

* এই পুস্তকের কোনও মলাট বা আখ্যা-পত্র দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ে'র বচিত' এই নাম লেখা আছে।

† John Murdoch তাঁহার তালিকায় এই কয়পানির নাম করিয়াছেন—ওয়ার্ড-প্রণীত *The Missionaries' Address to the Hindus* এর অনুবাদ, *A short summary of the Gospel*, *The Best Gift*, *On-Repentance*। বইগুলির বাংলা নাম জানিবার উপায় নাই।

ইশ্বরের সমস্ত বাক্য।। বিশেষতঃ বাহা মনুষ্যের জ্ঞান ও বার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ কবিয়াছেন।— | তাহাই ধর্ম পুস্তক | তাহাব অন্ত ভাগ।— | তাহা আমাবদের প্রভু ও জ্ঞানকর্তা যিশু খ্রীষ্টেব। মঙ্গল সমাচাব | গ্রীক ভাষা ইহাতে তর্জমা হইল। | শ্রীরামপুবে ছাপা হইল।— | ১৮০১

কেরীর জীবদশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইয়াছিল।

নিউ টেষ্টামেন্ট প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার অব্যবহিত পরেই (মে, ১৮০১) কেবীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। ওল্ড টেষ্টামেন্টেব অনুবাদ মূদ্রিত হইতে হইতেই কলেজের—জ্ঞান—দুইখানি—পুস্তক—তিনি—সঙ্কলন করিয়া ফেলেন। বাইল্যাণ্ডকে লিখিত ১৮০১ সালের ১৫ই জুনের পত্রে (গত সংখ্যায় উদ্ধৃত) আমবা দেখিয়াছি যে, কেবীর বাংলা ব্যাকরণটি সেই সময়েই সঙ্কলিত এবং অর্দ্ধেক মূদ্রিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টবর্ষসংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাদ দিলে বাংলাভাষাবিষয়ক ইহাই কেবীর প্রথম পুস্তক, ইহাব মূদ্রণকার্য্য শ্রীরামপুব মিশন প্রেসে ১৮০১ সালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্যাকরণটি হালহেডেব ব্যাকরণেব আদর্শে সম্পূর্ণ ইংবেজীতেই লেখা। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

A/ Grammar/ of the/ Bengali Language / Serampore / Printed at the Mission Press / 1801/

প্রথম সংস্করণের প্রায়সন্ন্যাস নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ইংরেজী-পুস্তকসংগ্রহের তালিকা (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ) ৩২৫ পৃষ্ঠায় সেখানে ইহার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩০৫। উইলিয়াম কেবী-সঙ্কলিত *Memoir of William Carey, D D* (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১০ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ডক্টর এইচ. উইলসন "Remarks on the Character and Labours of Dr. Carey, as an Oriental Scholar and Translator" নামক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কেবীর ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন—

I have made some distinctions and observations not noticed by him [Halhed], particularly on the declension of nouns and verbs, and the use of participles.

উইলসন, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণেব মতে এই পুস্তকেব দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়, কিন্তু *Primitiae Orientales* পুস্তকেব দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮০৩) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃক এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের যে তালিকা ছাপা আছে (XLVI—LIV), তাহার ৩০ সংখ্যক নামটি এইরূপ—“Grammar of the Bengali Language, 2d Edition, with large additions” ইহা কেরীরই ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ কেরীর নাম ছিল না। স্বতবাং *Primitiae Orientales* এর মত মানিতে হইলে

কেরীর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই বাহির হইয়াছিল বলা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যা-পত্রে উহা ১৮০৫ সালে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

Grammar | of the | Bengalee Language. | — | The Second Edition, with Additions | — | By W Carey, | Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahatta | Languages, in the College of Fort William | f | Serampore, | Printed at the Mission Press. | 1805 |

পৃষ্ঠা-সংখ্যা—আখ্যা-পত্র ও ভূমিকাংশ ৭, শুদ্ধিপত্র ১, ব্যাকরণাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠা, গোড়াব দিক্কার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষবে মুদ্রিত। ইহাতে দশটি অধ্যায় ছিল, ১। Of letters, ২। Of compounding letters, ৩। Of words, ৪। Of patronyms, gentiles, derivatives etc, ৫। Of adjectives, ৬। Of pronouns, ৭। Of verbs, ৮। Of indeclinable participles, ৯। Of compound words, ১০। Of syntax। ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত—Of numerals, Of money, weights and measures, time, the days of the week, Hindoo months, contractions.

উইলসনের মতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল।*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language. The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which [on account of the variations from the former edition,] may be esteemed a new work.

তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ গ্রীয়ারসন বা উইলসন কেহই করেন নাই, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকাতেও উহা নাই, একমাত্র কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ১৮১৫ সালে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ, একটি অতিবিক্ত অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে এবং ভূমিকাও সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ১৮১৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণের আখ্যা-পত্রে দেখিতেছি—“The Fourth Edition, with additions” লিখিত আছে। ভিতবে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে “Preface to the third Edition” ছাপা হইয়াছে—ভূমিকার তারিখ “Serampore, March, 1818”।

* ১৮০৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সার্টক্লিফের নিকট লিখিত পত্রে কেবী স্বয়ং বলিতেছেন, “I am reprinting my Bengali grammar, with many alterations and additions.” সার্টক্লিফের নিকট লিখিত ১৮০৫ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখের পত্রে আছে—“I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged.”

স্বতবাং ইহা চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকা, অবশ্য ৩য় সংস্করণেরই হুবহু পুনর্মুদ্রণ। চতুর্থ সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত *Dialogues* পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণটিও ইহার সহিত একত্র মুদ্রিত ও বাঁধাই হইয়া একই পুস্তকের আকার লইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণে ব্যাকরণটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১০০, পরবর্তী কালে প্রস্তুত ছোট হরফে মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, * পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১১৬। ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের পুস্তক ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সংস্করণের পুস্তক কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, ৩য় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এবং ৫ম সংস্করণের পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। ৫ম সংস্করণেও ৩য় সংস্করণের ভূমিকা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৪৬ সালে জে. রবিনসন কেরীর ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেরী তাঁহার ভূমিকায় (৪র্থ সংস্করণ, ১৮১৮) বলিয়াছেন—

Bengal, as the seat of the British government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers, and people in the lowest stations, are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain.

An ability to transact business without the intervention of an interpreter

pleasure in making enquiries into, and relieving the distresses, of others. But in a foreign country he must be unable to do this, to his own satisfaction, so long as he is unacquainted with the current language of the country;

The advantages of being able to communicate useful knowledge to the heathens, with whom we have a daily intercourse, to point out their mistakes;

* ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি তালিকায় ভ্রমক্রমে “১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ” দেওয়া হইয়াছে। গ্রীষ্মবসন সাহেবও এই ভুল কবিয়াছেন।

সুতরাং বাংলা ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়ানদের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক।
তা ছাড়া, বাংলা ভাষার নিজস্ব মহিমার কথা উল্লেখ কবিতো কেবলী ভুলেন নাই।

Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoostanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT, for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoostanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other, *

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India, four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. WORDS MAY BE COMPOUNDED WITH SUCH FACILITY, AND TO SO GREAT AN EXTENT IN BENGALÉE, AS TO CONVEY IDEAS WITH THE UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT. LANGUAGES OF THE EAST

কবীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। বর্ণপরিচয়, ২। যুক্তবর্ণ, ৩। শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য), ৪। গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ), ৫। সর্কনাম, ৬। ক্রিয়াপদ, ৭। শব্দ গঠন, ৮। সমাস, ৯। অব্যয় ও উপসর্গ, ১০। সন্ধিপ্ৰকরণ এবং ১১। অন্বয় (syntax)।

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টান্ত-বাক্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব পাঠ্য পুস্তক হইতে, প্রধানতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকেব শেষে একাদশ অধ্যায়ের পর সংখ্যাবাচক শব্দ, গুণন ও মাপের বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, সময়ের বিভাগ, বার, মাস ও তিথির হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

কবীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষার একটি ক্রান্তিকারী পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও গত দীর্ঘ দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে এক উইলসন সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। পরবর্তী কালে যে দুই এক জনের পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, তাহারাও নির্দিষ্টবাদে উইলসনের আলোচনাই আশ্রয় করিয়াছেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মেরিডিথ টাউনসেণ্ড এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

* দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই সুরু হইয়াছে।

It is the one Grammar we have ever* seen made for men ignorant of the language to be studied, divested of all ~~original~~ about the structure of inflexions, and reduced to the half-dozen arbitrary formulas by which, and not by philosophical discussion, children learn their mother tongue

পণ্ডিত এইচ এইচ উইলসন লিখিয়াছেন—

The Bengali grammar of Dr Carey explains the peculiarities of the Bengali alphabet, and the combination of its letters, the declension of substantives, and formation of derivative nouns, the inflexions of adjectives and pronouns, and the conjugations of the verbs—it gives copious lists and descriptions of the indeclinable verbs, adverbs, prepositions, etc, and closes with the syntax, and an appendix of numerals, and tables of weights and measures. The rules are comprehensive, though expressed with brevity and simplicity, and the examples are sufficiently numerous and well chosen. The syntax is the least satisfactorily illustrated, but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English

কেরী এই *Dialogues* পুস্তকখানি *Colloquies* নামেও প্রসিদ্ধ। পুস্তক আবন্ত

হইবার অব্যবহিত পূর্বে একটি “ফ্লাই লীফে” এই নাম দেওয়া আছে বলিয়া পুস্তকেরও এই নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। বাংলায় উহা কেরীর ‘কথোপকথন’ নামে পরিচিত। পুস্তকারম্ভে কেরী স্বয়ং এই নাম দিয়াছেন। পুস্তকটির যথার্থ সম্পূর্ণ নাম এই—

Dialogues, intended to facilitate the acquiring of The Bengalee Language | Serampore, Printed at the Mission Press | 1801

এই পুস্তক ১৮০১ সালে আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়, ভূমিকায় ৪৮১ আগষ্ট, এই তারিখ দেওয়া আছে। বাঙালী-বচিত প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রামবাম বসু-প্রণীত ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ মুদ্রণ-গৌরবে ইহা অপেক্ষা মাত্র এক মাসের বড়।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮+২১৭। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত-ঘোষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+২১১। তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণ ব্যাকরণের সহিত যুক্ত হইয়া, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সামান্য পবিবর্তন দেখা যায়, ভূমিকার তারিখ, “Serampore, June 1, 1818” পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১১৩। পরবর্তী কালে ইহাব আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি ও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এবং তৃতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

Dialogues ..পুস্তকখানি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য, অনেকে এই পুস্তক সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুরুত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া অধিক। উইলসন বলিয়াছেন, এই পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবার পক্ষে সে যুগে ইহাব উপযোগিতা অন্বমেয়। ৫৮ বৎসর পূর্বে (১৭৪৩ খ্রীঃ) লিসবনে মুদ্রিত ‘রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’* পুস্তকে যদিও ভাওয়াল পরগণার প্রাদেশিক মৌখিক ভাষা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিষয়বস্তু ছিল সঙ্কীর্ণ—মাত্র খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার, লেখকের শব্দকোষ ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কেরী-সঙ্কলিত কথোপকথনগুলি তৎকালে কলিকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক-রীতিনীতি, ধর্ম ও আচাব ব্যবহাব লইয়া রচিত হইয়াছিল। রচনা হইলেও ইহার আদর্শ ছিল—ঐ অঞ্চলের মৌখিক ভাষা এবং এই ভাষাই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলতি ভাষার আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কাজে এই পুস্তক মহামূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সে যুগেব সামাজিক ও ব্যবহারিক বীতিনীতির পবিচয় হিসাবেও এগুলি কম মূল্যবান নয়।† ডক্টর সুনীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature* (১৯১৯) পুস্তকের ১৩৬-১৪৭ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা কবিয়াছেন।

ব্যাকরণের মত *Dialogues* ..পুস্তকেরও প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা-পত্রে ছিল না। ভূমিকায তিনি লিখিয়াছেন,—

That the work might be as compleat as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers I believe the imitation to be so exact, that they will not only assist the student, but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country

The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work, and to undertake the publishing of two or three more, principally Translations from the Sangskrito These will form a regular series of books in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language

* ছত্ৰাপাণ্ড গ্রন্থমালা ১২ নং। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও টীকা সহ বঙ্গন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

† “..it presents in many respects a curious and lively picture of the manners, feelings, and notions of the natives of Bengal.”—H. H. Wilson,

১০৮

আমাদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিহে
 নিতে। তাইতে শাকের দল সুরুতনি আর বড়া
 বাগন ভাজা মুগের ডাইল ইলস মাচের ভাজা
 কোল ডিমের বড়া আর পাকা কলাইর অল্প হইয়াছিল।

কে রাধেছিল বড় বৌ না মেয়ে বৌ।

বড় বৌই রাধিয়াছিল তিনি কুটনা বাটনা করে
 দিয়াছেন।

তোদের বৌ কেমন। রাধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রাধে মেয়েরা কেহ
 এখনে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে
 পারি না। সকল কামি বড় বৌ করে ছোট বৌতা
 বড় হিজল দাওতা অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার
 কাকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি
 তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে
 পারে না। কিন্তু বুন কালী হাঁড়ি পানে চেয়ে
 বড় বৌটি অতি ভাল এই সৎসারের কাম কাম
 করে আর ছেলে পিলে যাওয়াইয়া আঁচিয়া দেয়
 আর আমাদের সেবা সূক্ষ্ম করে ওহার জন্যে
 আমার কোন ব্যামহ নাহি।

✓ এই পুস্তক সম্পর্কে কেবীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের এবং এই কার্যে তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেকালের এক জন মিশনরীর পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ‘এশিয়াটিক জর্নালে’ লিখিয়াছিলেন—

— As evincing the practical tendency of his works, we may notice a very useful performance, his Bengali and English Colloquies These were composed in the original Bengali, probably by a clever native, and may be compared, in respect of the graphic power they discover of showing life as it is,—in its rustic and familiar, as well as more polite forms,—to the detached scenes of a good play, exhibiting correct transcripts of nature

✓ সে যুগে পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাঁহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফৎ আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমবা মনে করিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই সকল কথোপকথন বচনার জন্ত সন্তুষ্ট দায়ী। অতঃপর কেহই তাঁহার মত মৌখিক ভাষা এবং প্রচলিত “ইডিয়ম” সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁহার কথোপকথন-পারদর্শিতার পরিচয় আমবা তাঁহার ‘বক্তৃতা সংগ্রহ’, ‘হিতোপদেশ’ ও ‘প্রবোধ চক্রিকা’র যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। তাহাপি, কেবীর নামে যখন পুস্তকটি বাহির হইয়াছে, আজ সকল প্রংশসাই তাঁহার প্রাপ্য।

Dialogues পুস্তকখানিতে চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের ছকুম, সাহেব ও মুন্সি, পবামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পবিচয়, ভূমি কথ্য, মহাজন আসামি, বাগান করিবার ছকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক প্রাচীন প্রাচীন, গুপারিস, মজুরের কথা বার্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া* কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষকের কথা, কায় চেষ্টাব কথা, কন্দল, স্ত্রীলোকের হাট করণ, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক কথাবার্তা, মাইয়া কন্দল, যজমান যাজকের কথা, জমিদার রাইয়ত এবং কথোপকথন—মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। মূল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেবীর ইংরেজী অনুবাদ দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ছাপা। “জমিদার রাইয়ত” বৃহত্তম অধ্যায়, জমিদার ও প্রজাব মধ্যে যতদূর সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায় “কথোপকথনে” সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহবাত্তির খাওয়াদাওয়া ও রোসনাইয়ের কথা, বাকী সকল অধ্যায়েই বিষয় শিরোনামায় দেওয়া আছে। তন্মধ্যে তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গীতে রচিত যে, এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের পরবর্তী কালের কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক পাদ্রি

* তিয়রিয়া = ছেলে, fisherman।

এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইয়া কেবী যে তাঁহার সম্বলনে “কন্দল” ও “মাইয়া কন্দল” অধ্যায় সম্মিষ্ট কবিত্তে দ্বিধা করেন নাই, ইহাতে তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাই। অনেকে এই কারণে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার সর্বপ্রকার সম্ভাবনা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের পাক্ষিক দিতে বসিয়া কেবী বাক্যদৃষ্টির জন্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পাবেন নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সকল ছাত্রের এই ‘কথোপকথন’ বইখানি বহুত সহিত পরিচিত হওয়া উচিত।* আমবা কোতুহলী পাঠকের জন্ত নীচে সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।†

মজুরের কথা বার্তা

ফলনা কায়তের বাড়ী মুই কাষ কবিত্তে গিয়াছিলু* তাব বাড়ী অনেক কাষ আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কাষ কবিত্তে যাব না তারা বড ঠেটা। মুই আব বহব তাব বাড়ী কাষ কবিয়াছিলাম যোব ছদিনেব কডি হাবামজাদগি কবিয়া দিলে না মুই সে বেটাব বাড়ী আব যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড খাবা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আব কহিয়াছে তুই আব লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তোকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোব ঠাই মোব খাটুনি নিব।

ভাল ভাই। তুই চল তোব যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।

স্ত্রিলোকের হাট করা

আয়টে সকাল কবে চল স্ত্রী না বিকেলে তো বুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাবাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি স্ত্রীতাব কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোডা কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে স্ত্রীতান। সে সকল স্ত্রী আমি এক কাহন বেচেচিটে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা কবে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না যবে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেবা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধ সেবটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি স্ত্রী আছে। বাহির কর দিকি দেখি।

নাহে তোরে আব স্ত্রী দিব না আব দিন তুই যে স্ত্রী হাটকিয়াছিল তাহাতে আমাব স্ত্রী নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোচব হয়তো নিব।

* দুখাপ্যা গ্রন্থমালার ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

† ১৮০১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে।

কন্দল

আর শুনেছিসডে নির্মলেব মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কাবে আব চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাঁদ্যাথ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাডিয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলেব মা কবিলে কি ভবন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেইহইতে বাইটের বাছা জবে ঝাঁউরে পড়েছে। এমন গববাণ্ডকি বন্ধে আবার গালাগালি ঝকড়া কবে এ ভাতারথাগি সর্বনাশিব পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা ঝাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হালো কি জামাই থাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ অঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমাব কি অহঙ্কাব দেখিলি তিন কুলথাগি আমি কি দেখে তোর ছেলেব মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা থাগি তোর বুক কি ঝাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমাং কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি বাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছাং কবে কালে তবেই ও অঙ্কাবির অঙ্কাবে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্বনাশ হউক। তোর বংশে বাস্তি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোব কি পুত কেটে দি আমার কি পুতেব পায়। যালো যা বারোহুয়াবি ভাডানি হাট বাজাব কুডানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমাব কি হবে লো কুন্দলি।

আইং। এমন কর্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওয় পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও ঝাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই। পাড়াপডসি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাডাবাডি কেন।

টমাস, রামরাম বন্থ, মার্শম্যান ও ফাউণ্টেনের আংশিক সহায়তায় অনুদিত কেরীব ওল্ড টেষ্টামেন্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে বাধির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ধর্মপুস্তক | তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যেব ত্রাণ ও

কার্যশোধনার্থে— | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চাবিবর্গ— | মোশার ব্যবস্থা।— |

দ্বিশরালের নিবরণ।— | গীতাদি— | ভবিষ্যত বাক্য।— | মোশার ব্যবস্থা— | তর্জমা

হইল ডেব্রি ভাষা হইতে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১

The Pentateuch বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রথম খণ্ড যে ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ, কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের ১৮০১, ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে পাই। তাঁহারা লিখিতেছেন—

The first volume of the Old Testament is nearly half printed, viz, to the thirty-third chapter of Exodus

১৮০২ সালের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি—

The last sheet of the pentateuch will be printed next week; and we are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms and Isaiah have been ordered by the College at Calcutta

অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেন্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইয়ের শেষে বাহির হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে কেবী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু কাজ করিতে বা করাইতে মনস্থ কবিতেছিলেন, ডক্টর রাইল্যান্ডের নিকট ৩১এ আগষ্ট তারিখে লিখিত তাঁহার পত্রে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

I have some time past been contriving the plan of a work, which I propose to write in Bengalee. The design is to prove to the natives of this country, that the gospel is necessary blessing to them. . . . AND THE INSUFFICIENCY AND CONTRADICTION OF THE BOOKS BY THEM ACCOUNTED SACRED. I intend that it should occupy about two hundred pages.

বাহির হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমরা পাই নাই। এই সময়ে কেরী কলিকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবাবের ছেলেদের সহিত মেলামেশা করিয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবু নামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কেরীব লক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ প্রদর্শন কবিলে কেবী তাঁহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বই বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ কার্যে পরিণত হইয়াছিল কি না জানা যায় না। কেরীর পত্রে (৩১এ আগষ্ট ১৮০২) আছে—

One of the first persons in Bengal in point of property, a grandson of the late GUNGA GOBIND SING, has been several times to see me, and I have closely pressed upon him the importance of a Saviour. He accounts himself inconvertible, but has a strong desire to be made acquainted with the sciences, particularly astronomy. I have persuaded him to get some of our best books on science translated into the Bengalee language; have offered him all my assistance in correcting the copy, and put him in the way of procuring subscribers to the work among the rich natives. He went from me today full of this scheme. I recommended him to begin with Bonnycastle's Astronomy. Should he undertake it, I shall esteem this to be the dawn of science in this dark quarter of the world.

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী কর্তৃক কৃষ্ণবাসেব বামাষণ ও কাশীরাম দাসেব মহাভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপা শুরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে

সমাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমরা বাজাবে যে সকল রামায়ণ-মহাভাবতের সংস্করণ দেখি তাহাব প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পববর্তী সংস্করণে কৃত্তিবাস কাশীদাসের উপর কলম চালাইয়া “অবিশুদ্ধ” মূলক্ষে বিগুহ কবিয়াছিলেন।

ওল্ড টেষ্টামেন্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

দাউদেব গীত।—। এবং। যিশ ঔহাব ভবিষ্যৎ বাক্য।—। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৩।—

এই পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার এক ণত খণ্ড ৬/১০ হিসাবে কলেজ কর্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। ইংবেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ ভুল।

কেরীর বাংলা ব্যাকবণ, বাংলা অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকবণ, সংস্কৃত অভিধান রচনাব ও বাইবেল অনুবাদেব কাজ ১৭২৩ হইতে ১৭২৬ সালের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল, পূর্বে যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কেবী বিশেষ কবিয়া তাহাব সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজে হস্তক্ষেপ করেন, সংস্কৃত ও বাংলা অভিধানের কাজও অনেকখানি অগ্রসব হয়। নিউ টেষ্টামেন্টেব দ্বিতীয় সংস্করণ ও ওল্ড টেষ্টামেন্টের বাকী অংশের অনুবাদের কাজেও তাহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠেন। ১৮০৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে সাটক্লিফকে তিনি লিখিয়াছেন—

My time is much occupied with the second edition of the new testament, and the remaining part of the old . and my mind has acquired so much bias towards seeking out words, phrases, and idioms of speech, that it is nearly unprepared for any other undertaking, The alterations in the second edition are great and numerous, not so much however, in what relates to meaning as construction. I hope it will be tolerably correct, subjected to the opinion and animadversions of several Pundits, and some of it translated by a native into a collateral language, of which we can form some idea, before it be printed off

ঐ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে কেরী লিখিয়াছিলেন—আমি মহারাষ্ট্রভাষায় ধর্মগ্রন্থেব অনুবাদ সূত্র কবিয়াছি। হিন্দুস্থানীতেও কবাব ইচ্ছা ছিল কিন্তু মিঃ বুকাননের কাছে শুনিলাম এক জন সাময়িক ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় গসপেল অনুবাদ করিয়া কলেজকে তাহা উপহাব দিয়াছেন মেজব কোলকক এই কাজ করিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বালক কেরীর কৃষি, ভূবিজ্ঞা, উদ্ভিদবিজ্ঞা এবং প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহ, ধর্মোন্মাদনা ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনাব নীচে মাঝে মাঝে চাপা পড়িলেও একেবারেই যে বিনষ্ট হয় নাই ‘পিবিসডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে’ প্রকাশিত জর্নাল ও পত্রগুলিতে তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮০৩ সালের শেষ ভাগ হইতে এই উৎসাহ আবাব প্রবল ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কলিকাতার কোম্পানীবা বাগানের স্থপারিটেণ্ডেণ্ট ডব্রিউ বক্সবার্গের সহিত সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা তাহাকে এই দিকে আকৃষ্ট কবিয়াছিল। ১৮০৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তাহাকে লিখিতে দেখি (রাইল্যাণ্ডকে) —

I have long wished to employ a person to paint the natural history of India, the vegetable productions excepted, which Dr Roxburg has been about for several years

১৮০৪ সালের গোড়াতেই তিনি কলিকাতায় একটি কৃষিবিষয়ক সমাজ স্থাপন করিয়া অনেকটা আশ্রিত হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ও দ্বিতীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ও রামনাথের সহায়তায় তাহাব সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজ দ্রুত চলিতেছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাহাব ব্যাকরণের প্রথম তিন অধ্যায় শ্রীরামপুর মিনার্ভা প্রেস হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কোলকাতার সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহিব হইয়াছিল, পববর্তী অংশ আর বাহিব হয় নাই।

১৮০৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত কোলকাতা মারফৎ বন্দোবস্ত করিয়া কেবী বেদ অনুবাদ কবিত্তে স্বীকৃত হন কিন্তু কাজ করিতে আবস্ত করিয়া দেখেন, উহাতে এত সময় ব্যয় হয় যে বাইবেল অনুবাদে যথেষ্ট পবিমাণ দৃষ্টি দেওয়া যায় না। স্তবরাং এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়, বেবী সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ করেন। অমবকোষ অভিধানের সম্পাদনকার্য্যও কেরী এই সময় হইতে কোলকাতাকে সাহায্য কবিয়াছিলেন। এই পুস্তক ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাবলিক ডিসপিউটেশনে কেরী গবর্নর জেনারাল ওয়েলেসলি এবং তদীয় ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটনের উপস্থিতিতে কলেজের ছাত্রদেব এবং সর্কাধ্যক্ষ ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা কবেন। তাহাব বিষদংশ আমবা গত সংখ্যায় উদ্ধৃত কবিয়াছি।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠা ব্যাকরণ * প্রকাশ কবিয়া কেরী চিরদিনেব জ্ঞাত সমগ্র মরাঠা-ভাষাতাত্ত্বিকের স্ববণীত হইয়াছেন।† ১৮০৫ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট সাব জন আন্সটুথারের প্ররোচনায় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর্থিক সাহায্যে (দেড় শত হিন্দাবে মাসিক তিন শত টাকা)

* A Grammar of the Mahratta Language Serampore 1805

† “To Dr Carey, however, belongs the merit of having set the example and of having first rendered the language attainable by European students”—H H Wilson.

উইলিয়ম কেবী ও জোশুয়া মার্শম্যান ভারতীয় মহাকাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ইংবেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতে উত্তত হন। ১৮০৫ সালে সাংখ্যদর্শন ও রামায়ণ লইয়া অনুবাদেব কাজ আরম্ভ হয়। সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত বামাযণের ১ম খণ্ড ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

The/ Ramayuna/ of Valmeeki,/ in the/ original Sungskrit/ With a prose translation,/ And explanatory notes,/ by William Carey and Joshua Marshman./ Vol 1 / containing/ the First Book / Serampore,/ 1806

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VI+৬৫৬, গবর্ণর জেনারেল সাব জর্জ হিলারো বার্লোকে উৎসর্গীকৃত।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়া ১৮০৬ সালের ৩০এ আগষ্ট বাহির হয়। ইহাই বিদেশীদেব লেখা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

A Grammar/ of the/ Sungskrit Language,/ composed/ from the works of the most esteemed grammarians / To which are added,/ Examples for the exercise of the student,/ and/a complete list of the Dhatoos, or Roots / By W. Carey/ Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort-William / Serampore, Printed at the Mission Press / 1806

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VII (ভূমিকা)+8+906+108 (An Appendix, containing a list of the Dhatoos, or Roots)+24 (Index) +9 (Errata)। বিচার্ড মাথকুইস ওয়েলেসলিকে . উৎসর্গীকৃত।

ভূমিকায় বিশেষ ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতির ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে।* এই ব্যাকরণের Syntax অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় ইংরেজী অনুবাদসহ, গসপেল অব সেন্ট ম্যাথু তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদ ও বাজসনেয় সংহিতা বা ঈশোপনিষৎ ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছে। কেরী মৃত্যুঞ্জয়-রামনাথের সাহায্যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই যে বাংলা দেশে উপনিষৎ প্রচাৰ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুদ্রণের সুবিধাব জন্ত কেবী এই সালেই মনোহর কস্মকাবকে দিয়া এক সাট ছোট দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করান, এই হরফ খুব সুদৃশ্য হইয়াছিল। এই সালেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৩৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উক্ত সোসাইটির কমিটি অব পেপার্স-এব খুব উৎসাহী-সভ্যও ছিলেন।

* “He wishes here also to acknowledge the great assistance he has received from Mrityoonjuyu Vidyalkankaru, and Ramunathu Vasuspati, the first and second Pundits in the College of Fort William, who have been always ready to contribute to this work, and to whose zeal and abilities he is happy to bear this testimony”

১৮০৭ সালের ৮ই মার্চ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কেরীকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। ঐ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পত্নী ডরোথি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সালে ওল্ড টেষ্টামেন্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড (ইশায়া—মালাচি) প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে ১৮০৫ সাল মুদ্রিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— | মানুষের জ্ঞান ও কার্যশোধনার্থে | যাহা প্রকাশ
করিয়াছেন।— | তাহাই | ধর্মপুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চাবি বর্ণ।— |
মোশাকবণক ব্যবস্থা। | যিশ্বালের বিবরণ।— | গীতাঙ্গি।— | ভবিষ্যদ্বাক্য। |
তাহার চতুর্থ বর্ণ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।— | এত্ৰি ভাষা হইতে তর্জমা হইল।— | শ্রীবামপুবে
ছাপা হইল।— | ১৮০৫

কেবীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান
বচনাব বহু দেখিয়া অনেকে বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ
করিয়াছেন, মিশনে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান হওয়ার দরুন অপরের
কৃত্তি তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হইতে যাহাবা
তাঁহার কীর্তিকলাপ অনুধাবন করিবেন তাঁহাবা এই বিরাত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না।
এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা এক জন মিশনারীর ব্যক্তিগত পত্রে পাই।
তিনি এখ্যাত্যগ করিতেন পোনে ছটায়, হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা
করিতে সাতটা বাজিয়া যাইত। তাব পব পবিবাবস্থ সকলকে লইয়া বাংলায় উপাসনা
করিতেন। প্রাতবাসের পূর্বে পর্যন্ত ফার্সী মুনশীর সহিত ফার্সী পড়িতেন। প্রাতবাসের
পব পণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণ অনুবাদের কাজ চলিত, তাব পর কলেজে গিয়া বেলা দুইটা
পর্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রুফ দেখিতে
হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য আহার সারিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের
সহায়তায় সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিদ্দা পণ্ডিতের
নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি
এগাবটার সময় গ্রীক বাইবেল এক অধ্যায় পড়িয়া তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ
না হইলে তিনি এই ধবণের পরিশ্রম হইতে কখনও বিবত হইতেন না এবং অসুখেও
তিনি খুব কম পড়িয়াছেন।

১৮০৮ সালে বামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের প্রথমার্দ্ধ) প্রকাশিত হয়।
৮ই মে তারিখে তিনি মিস শালট কমর (Miss Charlotte Rumohr) নামক এক জন
সম্ভ্রান্তবংশীয়া জার্মান মহিলাকে বিবাহ করেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাব এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Asiatick
Researches or Transactions of the Society*, ব দশম খণ্ডের ১-২৬ পৃষ্ঠায় কেবী-
লিখিত "Remarks on the state of Agriculture, in the District of Dinajpur"

নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ইহাতে উত্তর-বঙ্গের ঋতু অনুযায়ী চাষের, উৎপন্ন বিবিধ শস্তের এবং লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রাদির বিষয়ে যে গবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিশ্বয়কর এবং এদেশে সম্পূর্ণ নূতনও বলা চলে। লাঙ্গল, কোদাল, মই, ডোঙা, কাস্তে প্রভৃতি যন্ত্রের সচিত্র পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়। শুধু দিনাজপুর জেলা নয়, ইহাতে সমগ্র বাংলা দেশের তৎকালীন কৃষিকর্মের ইতিহাস আছে।* এই প্রবন্ধের শেষে (১৩০ বৎসর পূর্বে) কেবী বলিয়াছিলেন—

The improvement of livestock, and introduction of dairies, the fencing and manuring of land, the introduction of wheel carriages, and a number of improvements of a similar kind, have not been hinted at, because the present state of society seems to render them to a great degree impracticable. Yet the rapid progress of agricultural improvements in ENGLAND, encourages the hope, that a gradual improvement may also be effected in HINDOOSTAN

বাংলা দেশের কৃষি সম্বন্ধে ষাঁহাদের কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা আছে, এই প্রবন্ধটি তাঁহাদের পড়িতে অনুরোধ করি।

১৮০২ সালের ১লা জানুয়ারি কেবী কলিকাতার লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৪ নং বউবাজারে বাসা ভাড়া কবিয়া কলিকাতাতে একটি পাকাপাকি রকমের আশ্রম স্থাপন করেন। জুন মাসের ২৪এ তাবিখে ওল্ড টেষ্টামেন্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়া বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।। বিশেষতঃ।। মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্যসাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ।। কবিয়াছেন।—। অর্থাৎ [ধর্মপুস্তক।। তাহাব প্রথম ভাগ—যাহাতে চারিভাগ।। মোশাব ব্যবস্থা।—। যিশরালেব বিবরণ।—। গীতাদি।—। ভবিষ্যদ্বাক্য।—। তাহাব দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ যিশরালেব বিবরণ এই।—। এত্রি ভাষা-হইতে তর্জমা হইল।। খ্রীস্টপূর্বে ছাপা হইল।—। ১৮০২।—

বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ কবিয়া কেবীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন এবং দুই মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁহাব জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। এই সময়ে ডক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ কাজ কবিয়াছিলেন। ১৮০২ সালেই উভিরা নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। ১৮০২ সালের শেষে খ্রীস্টপূর্বের মিশনবীবা বিলাতে মূল সোসাইটির নিকট যে বিরতি প্রেরণ করেন তাহাতে

“ Though these remarks relate chiefly to the district of *Dinajpur*, yet it is obvious that many of them will equally apply to the other parts of *Bengal* ”

সংস্কৃত ভাষায় (মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়) নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কৃতিত্বের প্রধান অংশ তাঁহাবা কেরীকেই দিয়াছেন।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণের তৃতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের শেষাংশ) প্রকাশিত হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মরাঠী হেডপণ্ডিত কৈশনাথের সহায়তায় প্রস্তুত-কেরীর মরাঠী অভিধানও বাহির হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা VII+৬৫২।

১৮১১ সালে উড়িয়া ভাষায় নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশিত হয়।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দেব জানুয়ারি মাসে কেরীর পঞ্জাবী (শিখ) ব্যাকরণ এবং মার্চ মাসে কেরী-সম্পাদিত 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। কেরীর বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার রচনা লইয়া পণ্ডিত-উইলসন প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডিতেরা যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাব কোনটিতেই এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ১৮০১ সাল হইতে ১৮৫২ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্ত্র বাংলা গণ্ডে এবং ইংবেজীতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে (ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা কিছুই ছাপা হইয়াছে, মায় বাইবেল এবং আইনেব বহি পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্ত তাহার প্রায় সকলগুলির একাধিক কপি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শত কপি) কলেজ-কর্তৃপক্ষ খরিদ কবিয়াছেন এবং কলেজের জন্ত মুদ্রিত ও ক্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের প্রোসিডীংসে সময়ে সময়ে বাহিব হইয়াছে। রোবাক্ ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কুত্রাপি কেরী-সম্বলিত 'ইতিহাসমালা'ব নাম নাই। লংও তাঁহার তালিকায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামপুর মেময়েস'-এ (দশটি) মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতেও 'ইতিহাসমালা' বাদ পড়িয়াছে।* ইহাব একটি মাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, ১১ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডে 'ইতিহাসমালা'ব অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়, সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক পাঠ্যহিসাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ইতিহাসমালা। [or] A collection of Stories in the Bengalee Language. Collected from various sources By W Carey, D D Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort William Serampore Printed at the Mission Press 1812.

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যা-পত্র ধরিয়া ৩২০। কোনও ভূমিকা নাই। কেরীর প্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কর। এই পুস্তকের এক এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

দীনেশবাবুর বাংলা-সাহিত্যেব ইংবেজী ইতিহাসে ও স্থলীলবাবুর পুস্তকে 'ইতিহাসমালা' সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে। 'ইতিহাসমালা' বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি,

* গীয়ার্ডন তাঁহাব *The Early Publications of the Serampore Missionaries* পুস্তকেব শেষে এই দশটি মেময়েস'-এব একটি সংক্ষিপ্তসার তালিকা কবিয়াছেন।

গল্পগুলি বহু বিভিন্ন স্থান হইতে আহত, সকলগুলিই অনুবাদ। কেবলী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সংকলন-কর্তা।

‘ইতিহাসমালা’র ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গল্পবচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্পগুলি অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুকরা টুকরা গল্পের মত। কেবলী যদি স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জন করিয়াছেন—অবশ্য ‘কথোপকথন’র সবেগ সাবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীচসও নয়। সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি—

৪০ চত্বারিংশ কথা।—

এক রাজাব অতিশুদ্ধবী কন্যা কিন্তু সে হবিণীবদনা জন্মিয়াছিল, রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বাব তেব বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা কবিলেন বাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহাব মুখ দর্শন কবিব তাহাব সহিত কল্যাই কন্যাব বিবাহ দিব। পব দিন প্রথম এক জন মস্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন কবিলেন। মস্ত্রিপুত্র এক দিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমাব হরিণীবদনের বিবরণ কি? কন্যা কহিল তবে কহি শুন, যদি তুমি ইহাব প্রতিকার কবিতে পার তবে আমাব মনুষ্যেব মুখ হইতে পাবিবেক শুন আমি জাতিস্বরা পূর্ব জন্মে হবিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্বতেব মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যেনে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ কবে তাহাব জন্মান্তবে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস কবিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমাব মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপবে ছিল সর্বদা জল মধ্যে এ কাবণ আমাব এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকাব হয় মস্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্বতে গিয়া সেই মত কবিলে রাজকন্যাব মনুষ্যেব মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মস্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি।—

বামরাম বসু ‘বাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ হইতে মাত্র বাব বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে পণ্ডিত-মুনীগণের সমবেত চেষ্টা ও কেবলী বৈজ্ঞানিক নির্দেশেব কথা স্মরণ করিতে হইবে। Syntax বা ভাষাব অন্বয় বস্তুটা কেবলী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব বাংলা-সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে ভাষাব বিশুদ্ধতার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। ফার্সী মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং ‘ইতিহাসমালা’য় সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ‘ইতিহাসমালা’র আর একটা কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩৪ চতুস্ত্রিংশদধিক শততম কথা—

সাদু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথ্যে এক সর্বোববে কথগুলি লোক বড়ীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মংস্র ধরিতেছে। মংস্রসকল আহাবার্থ আসিয়া আপন প্রাণ দিতেছে। এই সাদু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক বাজসভাতে গিয়া কহিলেন, ‘অত পুঙ্খবিলীব তটে আশ্চর্য্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিব্য কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নবকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান কবিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ কবিলে নিবপবাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া সাদু কহিলেন যে আহাবেব আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিধাসঘাতকেব পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবস্থা নবক প্রাপ্তি হইতে পারে এবং এই মাংস আহাবলোভি যে মংস্যাদি তাহারও অবস্থা প্রাণ নাশ হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নবকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতাবও এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি।—

‘ইতিহাসমালা’র প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুলনা-লহনা, রূপ গোস্বামি-সনাতন গোস্বামি-কথা দেওয়া হইয়াছে, প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্তী এবং আকবরের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায় নাই। অল্পবাদ কি পরিমাণ প্রাঞ্জল হইতে পাবে, ‘ইতিহাসমালা’র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

‘ইতিহাসমালা’র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়া-জাতীয় গজাংশ সন্নিবিষ্ট আছে, সেটি এমনই অপরূপ যে, উদ্ধৃত করিবাব লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাকী বহিল যোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আট কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তাব একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাখিয়া দেখ এখন হইস যদি মাছুয়েব পো তবে কাটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেই মেয়ে তেই হিসাব দিলাম কয়ে ...।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ‘এশিয়াটিক রিসার্চেস’-এর ১১শ খণ্ডের ১৫৩-১২৬ পৃষ্ঠায় জন ফ্লেমিং এম ডি,-লিখিত “A catalogue of Indian medicinal plants and drugs, with their names in the Hindustani and Sanscrit languages” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই মহামূল্যবান প্রবন্ধটি কেরীব একটি বেনামী রচনা। কেরীর মৃত্যুর পব *The Gentleman's Magazine* এ তাহার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার এক স্থলে আছে—

Dr Carey has also left behind him . . . a catalogue of Indian medicinal plants and drugs in the eleventh volume [of the ASIATICK RESEARCHES], under the name of Dr Fleming

এই বৎসর শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের। ১১ই মার্চ, বুধবার তাবিখ রাত্রিতে (কেবী সৈদিন কলিকাতায়) শ্রীরামপুর মিশন ভবনে আগুন লাগিয়া টাইপ, কাগজ, মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া মিশনের ৭০,০০০ টাকার অধিক ক্ষতি হয়। সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় কেরীর, তৎসম্পাদিত বিভিন্ন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া। পরদিন প্রাতে ডক্টর মার্শম্যানের মুখে এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ কবিয়া কেবী মুহম্মান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাব বড় সাধের সংস্কৃত অভিধান প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা “the parent of nearly all the colloquial dialects of India” * —কেরীর প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছিল এবং তিনি অনন্তচিন্ত হইয়া এই ভাষা শিখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় কবিত্তে চাহিয়াছিলেন। ১৭২৫ সাল হইতে মদনাবাটীতে যে কাজ আবদ্ধ হয়, দীর্ঘ ১৭ বৎসরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে যাহা সম্পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল, সেই অভিধানের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। মাত্র পাঁচটি খাতা কোনও বকমে রক্ষা পাইয়াছিল—শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির বোর্ড-কমে তাহা কেরীর অসামান্য অধ্যবসায়ের সাফল্যরূপ বর্তমান আছে। এই সঙ্গে কেরী কর্তৃক প্রস্তুত ত্রয়োদশটি ভারতীয় ভাষার বহুভাষা-শব্দকোষের (polyglot vocabulary) পাণ্ডুলিপিও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উত্তোগে রামায়ণের যে সংস্করণ কেরী-মার্শম্যানের সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার শেষাংশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কর্ণাট ভাষায় অনূদিত নিউ টেষ্টামেন্ট, সংস্কৃত ওল্ড টেষ্টামেন্ট এবং বাংলা অভিধানের ক্রিয়দংশ এবং তেলিঙ্গা ব্যাকরণের সম্পূর্ণ খসড়াটিও রক্ষা পায় নাই।

এই ভয়াবহ ক্ষতি সামলাইয়া লইতে মিশনের যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নয় মাস এবং পূর্বা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর বা শ্রীরামপুর মিশনের কোনও উল্লেখযোগ্য কীর্তিব পবিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাবা এই সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং শ্রীরামপুরের হরফ-কারখানা দিবাবাজি চালাইয়া ছাপাব কাজ নুতন করিয়া আরম্ভ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদের কার্য পুনরায় শুরু হয়।

১৮১৪ সালে কেরীর তেলিঙ্গা ব্যাকরণ এবং উড়িয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেন্টের পেন্টাটিউক ও গীতাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এইখানে তাঁহার আর একটি কীর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডক্টর রক্সবার্গ সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়া ১৮১৪ সালে যখন হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন, কেরী তখন তাঁহার নিজের ছাপাখানায় রক্সবার্গের সুবিধ্যাত

* সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকা।

Hortus Bengalensis, or a Catalogue of the Plants of the Honourable East India Company's Garden in Calcutta নামক পুস্তক সম্পাদন কবিতা প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের কেবী-লিখিত বারো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা জর্জ স্মিথ "his most characteristic writing on a 'scientific subject'" বলিয়াছেন। ১৮১৪ সালের শেষে মাগধী ভাষায় নিউ টেষ্টামেন্ট অনুবাদ শুরু হয়।

উড়িয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেন্ট সম্পূর্ণ হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, মুদ্রিত হইয়া বাহির হইতে অবশ্য আরও চারি বৎসর (১৮১২ খ্রীঃ) সময় লাগে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী-অনুদিত পঞ্জাবী নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। কেরীর যুগান্তকারী বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই বৎসর বাহির হয়। কিন্তু গোড়ার দিকের বড় হরফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিক্রম আকাব ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকী অংশ সেই বড় হরফে ছাপা বন্ধ করিয়া বিশেষভাবে অভিধানের জগৎ প্রস্তুত ছোট হরফে আবার গোড়া হইতে ছাপিতে শুরু করেন,* ফলে কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর বাইল্যাণ্ডকে লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the first letter. That letter, however, begins more words than any two others

কেরীর মৃত্যুর পরেই 'এশিয়াটিক জর্নালে' এই অভিধান-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল—

It was the opinion of his son, the late Felix Carey [d in 1822], at the earliest stage of this work, as he told us at Serampore, that the first letter of the alphabet, forming the Sanscrit and Greek privative prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which were to be found in the subsequent pages. The Doctor, however, acted from the best motive,—an anxiety to supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও পুঁজাতন কাটালগও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৭ই এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে সম্পূর্ণ

* "The first volume was printed in 1815, but the typographical form adopted being found likely to extend the work to an inconvenient size, it was subsequently reprinted."—H H Wilson

† কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের বামতলু লাহিড়ী বৃত্তিভোগী গবেষক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'প্রবর্তকে' প্রকাশিত তাঁহার "প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ পবিচয়" প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৪,

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই জুন) প্রকাশিত হয়। যথাকালে এই অভিধান সম্পর্কে আলোচনা করিব।

১৮১৬ সালে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটে নাই।

১৮১৭ সালে মূল সোসাইটির শব্দে শ্রীরামপুর মিশনরীদের ঘোরতর মনোমালিঙ্গ স্বরূপ হয়, দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া ভিতরে ভিতরে বিবাদ চলিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর-পাদরি-সম্প্রদায় মূল সমিতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মিশনরীদের অর্জিত অর্থ এবং অর্থে ক্রীত আসবাব-আদি (ব্যক্তিগত ভাবে চাকুরি করিয়া) একান্ত ভাবে মিশনের সম্পত্তি কি না, ইহাই ছিল বিবাদের বিষয়। পবে এই প্রসঙ্গে কুৎসিৎ কাদা-ছোঁড়া-ছুঁড়িও চলিয়াছিল।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কৰ্ণাট ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিব পক্ষে ১৮১৭ সালে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, ১লা জুলাই তারিখে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। কেবী গোড়া হইতেই সভ্যরূপে এই সমিতির সহিত যুক্ত হন। ১৮১৪ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবীর জীবন ও কীর্তি আমরা পববর্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

পৃ ২০৬) লিখিয়াছেন—“ইহাব এক খণ্ড শ্রীরামপুরে রক্ষিত আছে।” এই উক্তি ঠিক নহে। যতীন্দ্র বাবু গবেষণা-কার্যের শ্রুততা দেখিয়া বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকই তাঁহাকে পরীক্ষা কবিবার মানসে উপরোক্ত ভ্রান্ত সংবাদ প্রদান করেন। যতীন্দ্র বাবু যৎসুনিতং তৎলিখিতং পদ্ধতিতে অনুসন্ধান না কবিয়াই শ্রীরামপুরে ১৮১৫ সালে মুদ্রিত কেবীর অভিধানের অস্তিত্ব-সংবাদ দিয়াছেন। ওরিজিনালটিব লোভে যতীন্দ্র বাবু প্রবন্ধ-লেখকের নাম না করিলেও এই সর্ব্বের ভ্রান্ত ধারণা প্রচাবে তাঁহার কিছু দায়িত্ব আছে বিবেচনায় অপবে পাছে অনুরূপ ভ্রান্তিতে পড়েন এই ভয়ে এই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা কবি যতীন্দ্র বাবু তাঁহার ভ্রম সংশোধন কবিবেন।—লেখক

খোদাই-চিত্রে বাঙালী

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন কাঠ-খোদাই

ইতিহাস বারংবার পুনরাবর্তিত হয়, খোদাই-চিত্র সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ কবিতা খাটে।
আধুনিক যুগে কাঠ-খোদাই, ষ্টীল ও কপার এনগ্রেভিং, লিনোকট প্রভৃতি চিত্রপদ্ধতির বহুল



মহাদেব

—‘নূতন পঞ্জিকা’, ১২৪৩

প্রসার দেখিয়া মনে হয়, প্রভূত উন্নত বিজ্ঞানের সহায়তায় ফটোগ্রাফিক “প্রোসেস” পদ্ধতি
অনুযায়ী হাফটোন এবং কোলোটাইপ ছবি মূলেব সম্পূর্ণ অনুরূপ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা
অর্জন করা সত্ত্বেও মানুষ প্রাণহীন ক্যামেরার সাহায্যে এই যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াতে তৃপ্ত হইতে
পারে নাই, পুরাতন প্রাকবিজ্ঞান-যুগের খোদাই শিল্প-পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিয়াও সে
আবার গ্রহণ করিয়াছে। বহু শিল্পী-মনের রসধারা সিকনে এই শিল্প উত্তরোত্তর নয়নাভিরাম
হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে খোদাই-শিল্পের নবজাগরণে বিশ্বব্যাপক শিল্পসমৃদ্ধি ঘটিয়াছে,

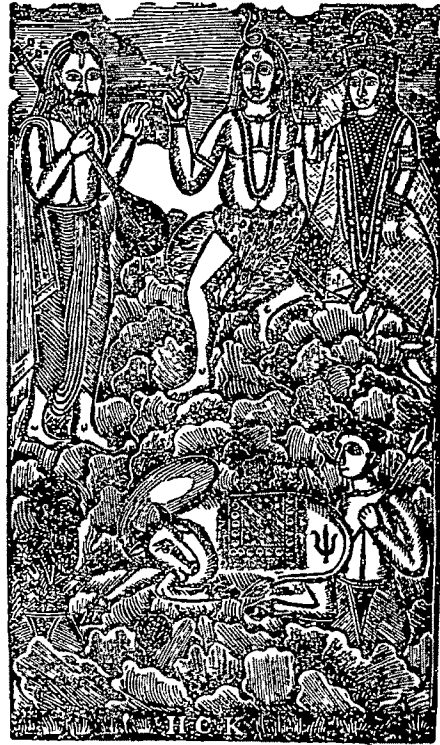


লক্ষ্মী —‘নূতন পঞ্জিকা’, ১২৪৩

শ্রীনিরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় “আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র” সম্বন্ধে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কাঠ-খোদাই শিল্পের ইতিহাস-টুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ইতিহাস বহু দিনের। প্রাচ্য চীন দেশেই কাঠ-খোদাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের একটি কাঠ-খোদাই-চিত্র স্যাব অরেল ষ্টাইন্

আমাদের বাংলা দেশেও নন্দলাল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিশ্বরূপ বসু, বাসুদেব বায়, রাণী চন্দ, স্বধাংশু বায় প্রভৃতির সাধনায় এক সম্পূর্ণ নূতন সৌন্দর্যালোক আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, অনেক সময় মনে হইয়াছে ইউরোপ হইতে আমরা খুব বেশী পিছাইয়া নাই।



হরগৌরী

—‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮৫৭

তুন-হুয়াঙ-এ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পবিদেরা অনুমান করেন সম্ভবতঃ এই চিত্রটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত। ইয়োরোপেব কাঠ-খোদাইয়ের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাবল্য ভাগে ইহা ইয়োরোপে প্রবর্তিত হয়। চীনা শিল্পীবা এ-বিষয়ে ইয়োরোপীয় শিল্পীদের গুরু কি না তাহা নিশ্চয় কবিয়া বলা ঠাঠন। তবে কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির



ছূর্গা

—‘নূতন পঞ্জিকা’, ১২৪৩

ক্রমপরিণতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই পৃথক্ ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পবিচালিত হইয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডেব পূর্বদীর্ঘমাস্তে বহু শতাব্দী ধবিয়া এই শিল্পেব অস্তিত্ব অক্ষকাবাচ্ছন্ন থাকিয়া জাপানেব চমৎকাব বট্টীন-ছাপচিত্রে (Colour Print) পর্য্যবসিত হইয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা দেশে এই পদ্ধতিতে শিল্পশ্রম্যমার দিক্ দিয়া বিশেষ কিছু সৃষ্টিকার্য্য না হইলেও এক ধরণের স্থূল কাঙ্ছ অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন



গণপতি

—‘কালী কৈবল্যদায়িনী’, ১৮৩৬

তাঁহার বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে দুই শত বৎসরের পুৰাতন বঙীন কাঠ-খোদাই ছবির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এত পুরাতন ছাপা ছবি দেখি নাই, তবে খোদাই কবা কাঠে ছাপা বহু পুরাতন বৃন্দাবনী কাপড় দেখিয়াছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে যখন মুদ্রিত পুস্তকের ব্যাপকভাবে প্রচলন শুরু হইল তখন স্বভাবতই কোনও কোনও পুস্তক চিত্রশোভিত করিয়া বাহির কবিবার বাসনা উদ্যোগী দুই-চারি জন প্রকাশকের হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের বিশেষ স্ববিধা তখন বাংলা দেশে ছিল না। ষ্টীল বা কপার-প্লেট এনগ্রেভিং ইউরোপে সেকালে বহুল প্রচারিত ছিল। এদেশেব শিল্পীরাও অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ খোদাই শিল্পেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি গত কয়েক বৎসর যাবৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ ও বাংলা-সাহিত্য লইয়া কাজ কবিতা করিতে সেকালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। এগুলিতে কাঠ এবং ধাতু উভয় ধরণেব খোদাই-চিত্রই আছে। ধাতু-খোদাই-চিত্রের একটি নমুনা পাঠকেরা মুখপাতে “দশভূজা”র ছবিতে দেখিতে পাইবেন। অগ্ৰাণ্য ধাতু-খোদাই-চিত্রের পরিচয় পরবর্তী কোনও সংখ্যায় প্রকাশের জন্ত রাখিয়া আমি সে-যুগের কয়েকটি কাঠ-খোদাই ছবির নমুনা বর্তমান সংখ্যায় উপস্থিত করিতেছি। এই চিত্র এবং চিত্রিত পুস্তকগুলি অত্যন্ত দুস্তাপ্য, এগুলি দেখিবার স্বযোগ সকলেব ঘটিবে না, এই প্রতিলিপিগুলি হইতে পাঠক সে যুগে বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্মের কিছু পরিচয় পাইবেন।

প্রসঙ্গত এ কথাও বলা আবশ্যক যে, সূত্রপাতে কাঠ-খোদাই-চিত্রের প্রচলন বেশী থাকিলেও ক্রমশঃ উক্ত পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং লাইন-এনগ্রেভিং ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। আরও বলা আবশ্যক যে, শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবেও এগুলির মূল্য খুব অধিক নয়। কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া এগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।



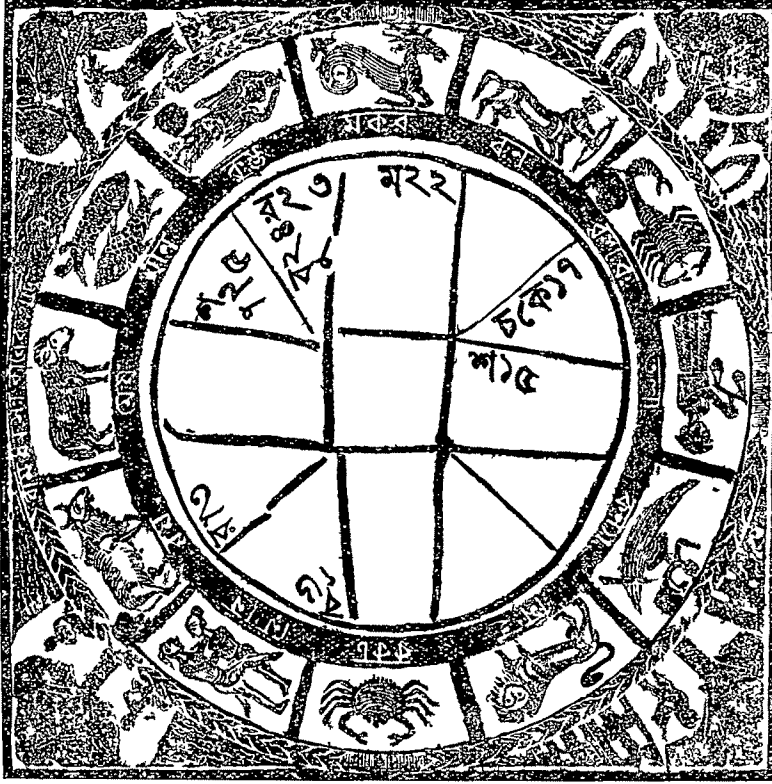
অন্নপূর্ণা

—‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮১৬

পাদরি লসন (Lawson) সে যুগের এক জন খ্যাতনামা খোদাই-শিল্পী ছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের কেহ কেহ তাঁহার নিকট হইতেই এই শিল্প-বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা আজ কঠিন। বৈদেশিকদের শিল্প-কর্মের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধের স্পর্শক নাই। যাহাবা লসনের কাজের নমুনা দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে ১৮২২ সনে প্রকাশিত ‘পঞ্চাবলী’ (১ম পর্য্যায়) নামক মাসিক পুস্তক দেখিতে বলি। ‘পঞ্চাবলী’র প্রত্যেক সংখ্যায় লসন কর্তৃক খোদিত একটি করিয়া পশুর চিত্রের ছাপ থাকিত।

সে-যুগের দেশীয় কাঠ-খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে রামচাঁদ বাঘ ও রামধন স্বর্ণকারের নাম পাওয়া যায়। ধাতুর উপর লাইন-এনগ্রেভিং কার্যেও তাঁহারা দক্ষ ছিলেন।

সে-যুগের পঞ্জিকাগুলিতে এই সকল খোদাই-ছবি বহুল পরিমাণে মুদ্রিত হইত। দেব-দেবী এবং পূজাপার্বণের যে-সকল চিত্র আমরা আধুনিক পঞ্জিকাগুলিতে দেখিতে পাই, সেগুলি সেই পুরাতন ধারারই অল্পবর্তন মাত্র। শিল্পের দিক্ দিয়াও সেগুলির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। •

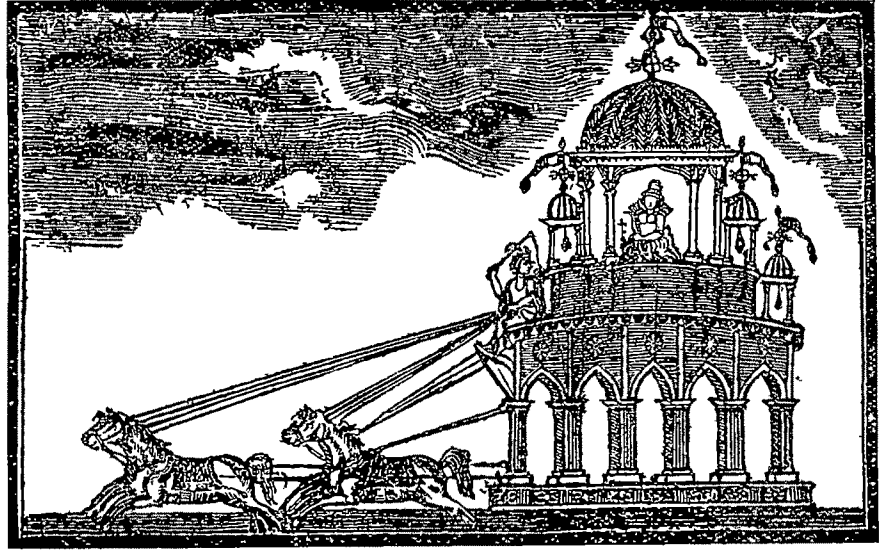


রাশিচক্র

—‘নূতন পঞ্জিকা’, ১২৪২

দেশীয় শিল্পী বহুশক্তি চিত্রশোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকেব সন্ধান আমবা পাইযাছি তাহা ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’েব গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রকাশিত সংস্করণ। এই পুস্তক ১৮১৬-সনে মুদ্রিত হয়। ইহাতে কাঠ এবং ধাতু খোদিত ছয়খানি চিত্র আছে।

এখন পর্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে এইটিই সর্বপ্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখেব ‘গবর্মেণ্ট গেজেটে’ গঙ্গাকিশোর পুস্তকখানির যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

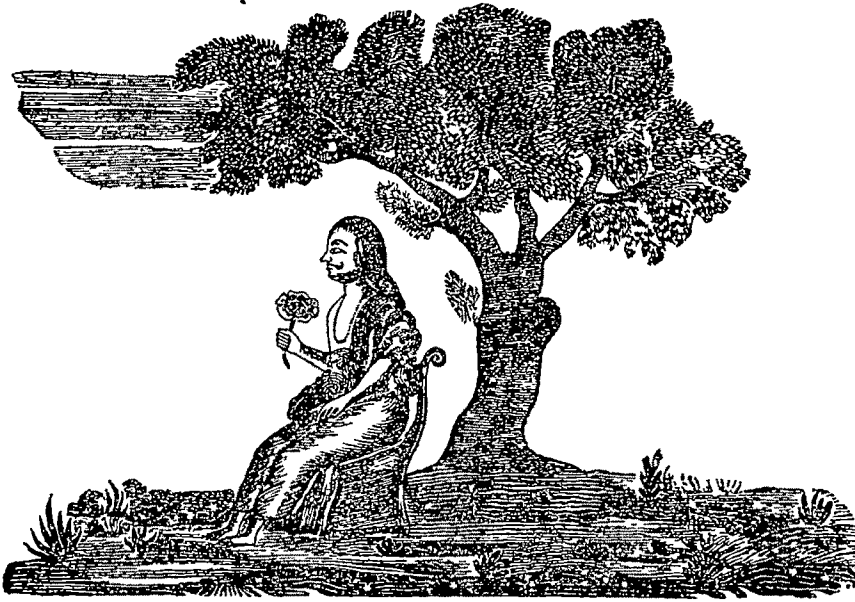


কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণার্জুন

—‘ভগবদ্গীতা’, ১৮-৩৬

মেং ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
 ছাপাখানায় সিদ্ধ প্রকাশ হইবেক
 অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক
 অনেক পণ্ডিতের দ্বাৰা শোধিয়া শ্রীযুত
 পদ্মলোচন চূডামণি ভট্টাচার্য মহাশয়
 য়েব দ্বারা বন্দ স্তব্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা
 অক্ষবে ছাপা হইতেছে পুস্তকেব প্রতি
 উপক্ষেণে এক২ প্রতিমূর্তি থাকিবেক মূল্য
 ৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
 ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
 কিম্বা এই আপিসে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
 ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

সে-যুগের কাঠ-খোদাই-চিত্রে অশিক্ষিত-পটুদের পরিচয় থাকিলেও চিত্রগুলির পিছনে যথার্থ শিল্পী-মনের পরিচয় নাই, আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মিস্ত্রীরা যে ভাবে নিতান্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্পকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, এগুলি ঠিক সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছে, প্রাণের কোনও স্পর্শই এগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ, এগুলির কোনটিই স্বাধীন কল্পনাশ্রিত ছবি নয়, অধিকাংশই নির্দিষ্ট চিত্রাচারিত সংস্কারানুবর্তী দেবদেবীর চিত্র।



বকুলতলায় সুন্দর

—‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮১৬

এই প্রবন্ধে গঙ্গাকিশোরের ‘অন্নদামঙ্গল’ ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

১। গৌরীবিলাস :—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার-বচিত। ইহা ১৮১৯ সনে রচিত এবং ১৮২৪ (?) সনে প্রকাশিত। ৬ খানি চিত্র (২ খানি কাঠ-খোদাই, ৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং) সমেত।

২। কালী কৈবল্যদায়িনী :—নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য-কৃত। ১৮৩৬ সনে প্রকাশিত।

৩। ভগবদ্গীতা :—১৮৩৬ সনে শিবাদহ-নিবাসী পীতাম্বর সেনেব সিন্দুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। মূল ও পড়ে বঙ্গানুবাদ।

৪। নূতন পঞ্জিকা, ১২৪২ ও ১২৪৩ সাল। নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত।

৫। হরপার্বতীমঙ্গল :—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য-রচিত। ১৮৫১ সনে প্রকাশিত।

৬। অন্নদামঙ্গল :—১২৬৪ সালে (১৮৫৭?) ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

৭। পঞ্চদশী :—১৮৬২ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে।

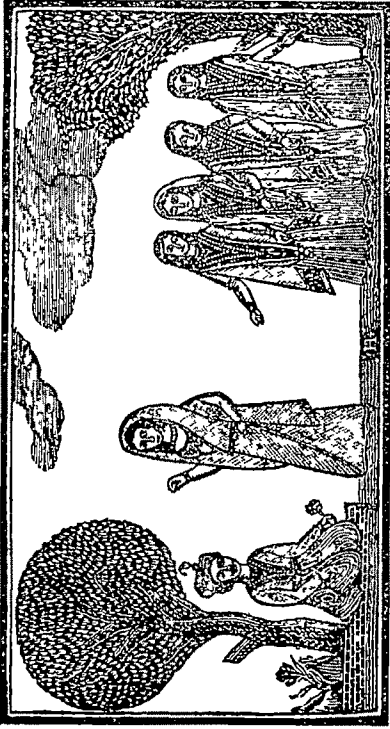
এই প্রবন্ধের চিত্র-সংগ্রহকার্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারেব সাহায্য বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে।



—‘গৌরীবিলাস’, ১৮২৪

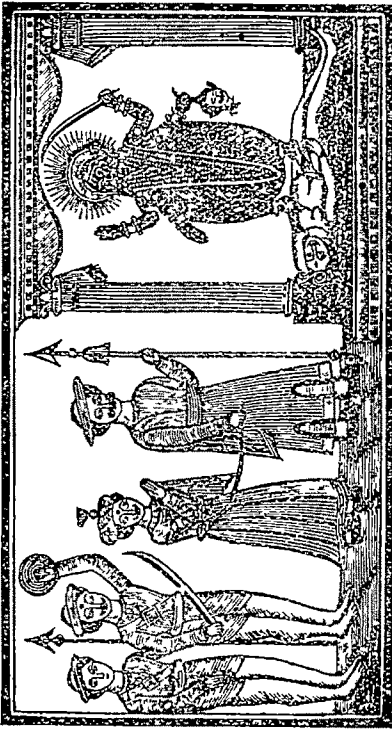


—‘গৌরীবিলাস’, ১৮২৪



“সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ”

—‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮৫৭



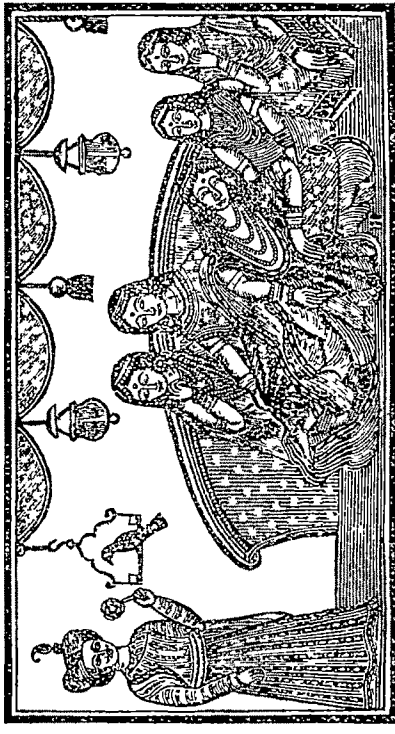
“মশানে সুন্দরের কালীস্থিতি”

—‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮৫৭



“সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে বাজদর্শন”

—‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮৫৭



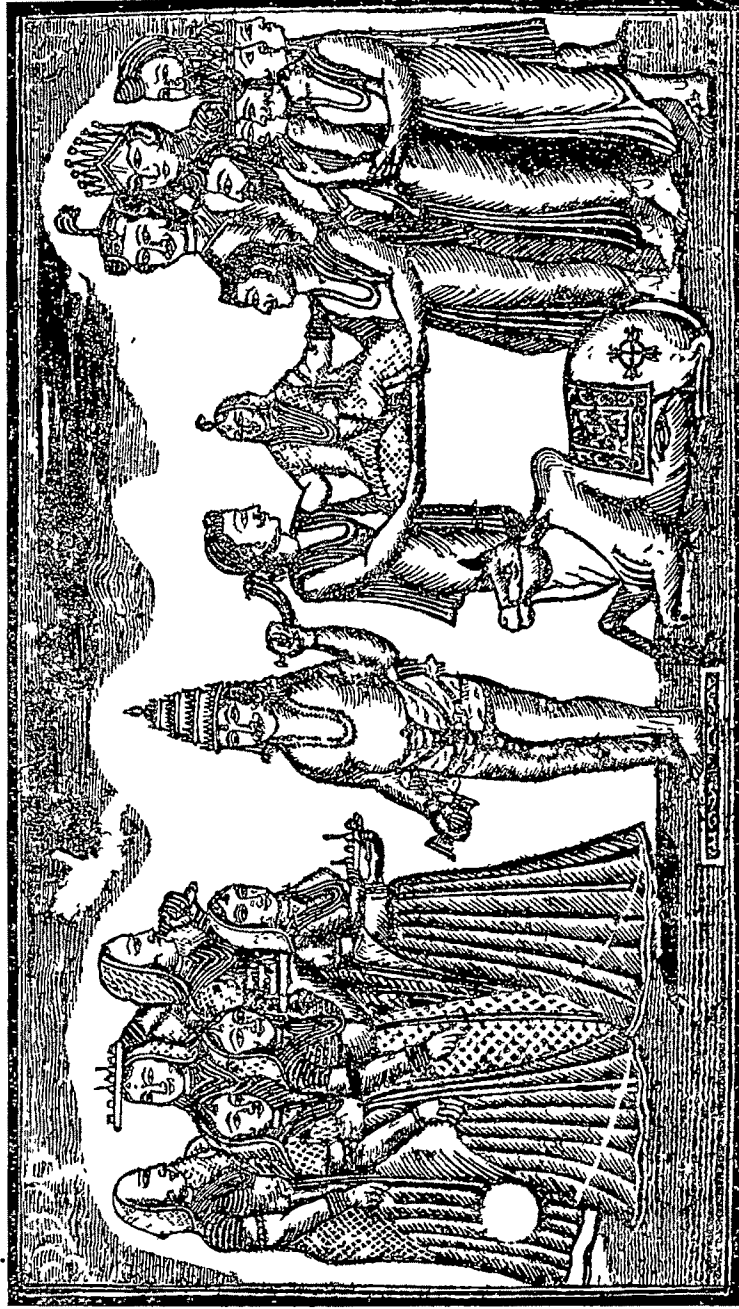
“বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি”

—‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮৫৭



আচার্য

—‘পঞ্চদশী’, ১৮৬২



সতীর বিবাহ

—‘হরপার্বতীমঙ্গল’, ১৮৫১

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্যাব ভরণপোষণেব্যবস্থা কবিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে বক্ষা কবিয়া আসিতেছে। ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত হয়, এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আদায়ের সুবিধাব জগৎ গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডেব সভ্যগণেব মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। যাহাবা সবকারী চাকরি কবেন না, একপ সভ্যগণ ফাণ্ডেব আফিসে কিংবা বিজার্ড ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাণ্ডেব টাকা জমা দিতে পাবেন। বাঙ্গালাব এই আর্থিক ছুদ্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডেব সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সেব সংস্থান কবা উচিত। চাঁদাব হাব অতি অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের খরচায় মনিঅর্ডার-মোটেগে পাঠান হয়।

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০।

প্রদত্ত পেনশন্—১৯০০,০০০।

সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদেব ভিতব হইতে বাব জন অবৈতনিক ডাইবেক্টব নির্বাচিত কবিয়া এই ফাণ্ডেব কার্য পরিচালিত কবেন বলিয়া এই কোম্পানীব পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহাব আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার সমস্ত আয় সভ্যগণেব অবর্তমানে তাহাদের ছুঃস্থ পরিবাবগণের উপকাবার্থে ব্যয় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডার্লহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

নৈহাটীস্থ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা- বাটীর সংস্কার

‘বন্দে মাতরম্’এর স্বাধি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বসিয়া সাহিত্য-সাধনা করিতেন, সেই বৈঠকখানা বাটী ও তলস্থ জমি এখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে গ্রাস-রূপে অর্পিত। এই সম্পত্তি বঙ্গালার একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। বাটীটি কিন্তু অতি জীর্ণ হইয়াছে। ইহার আমূল সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, সংস্কারকার্যের জন্য ২৫০০ টাকা প্রয়োজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিমধ্যেই সংস্কার-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং সাড়ে পাঁচ শত টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। আরও ১২৫০ টাকা চাই।

আমরা বঙ্গভাষাভ্রাণী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির রক্ষাকল্পে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাহার যাহা সাধ্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে নতুন পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি

স্থলভে পরিষদগ্রন্থাবলী

আগামী ১৩৪৬ আষাঢ় পর্যন্ত পরিষদগ্রন্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট সর্বসাধারণকে বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক গ্রন্থ কবিতা হইলে উহাদের নির্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদস্যপক্ষে নির্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধারণের পক্ষে উহাদেব মূল্য স্বতন্ত্র।

১ নং সেট—পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১০/০ স্থলে ১১০/০

২ নং সেট—কৌলমার্গরহস্য ১০, কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ৬০, ধর্মপূজাবিধান ১০, গোরক্ষ-বিজয় ১০, যুগলুক ৮০, যুগলুক-সংবাদ ৮০। মোট ৩৮০/০ স্থলে ২১০

৩ নং সেট—সর্বসংবাদিনী ১৬০, রসকদম্ব ১২, সংকীর্ণনামৃত ১০/০, ত্রিক্ষমঙ্গল ১২, বিষ্ণুমূর্তিপরিচয় ১০, যুগলুক-সংবাদ ৮০, মনোবিজ্ঞান ১২। মোট ৫৬০/০ স্থলে ২১০

৪ নং সেট—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১০, গ্রহগণিত ২২, উদ্ভিদজ্ঞান (১ম ও ২য়) ১১০, নব্য রসায়নবিজ্ঞান ও তাহার উৎপত্তি ১০/০, লেখমালাসুক্রমণী ১০। মোট ৫৬০/০ স্থলে ২১০

৫ নং সেট—মহাভারত (আদিপর্ব) ২২, ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ ১০/০, তীর্থমঙ্গল ১০/০, কবি হেমচন্দ্র ১০/০। মোট ৪৮০/০ স্থলে ২১০

৬ নং সেট—সংকীর্ণনামৃত ১০/০, ত্রিক্ষমঙ্গল ১০/০, ত্রিক্ষমঙ্গল ১২, বিষ্ণুমূর্তি-পরিচয় ১০, সর্বসংবাদিনী ১৬০, রসকদম্ব ১২, যুগলুক ৮০, মহাভারত (আদিপর্ব) ২২, মনোবিজ্ঞান ১২, তীর্থমঙ্গল ১০/০, যুগলুক-সংবাদ ৮০। মোট ৬৮০/০ স্থলে ২১০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির।

বিজ্ঞানবাদ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

বেদান্তবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে কোন-কোন বিষয়ে ভেদ খুবই কম। এ কথা শাস্তি রক্ষিত নিজেব তত্ত্বসংগ্রহে (শ্লোক ৩৩০) বলিয়াছেন (“অল্পাপরাধ”)। বৌদ্ধ মতবাদ বেদান্ত বা উপনিষদ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে। এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধমত সাংখ্যদর্শনের গ্রাম্য বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড বিষয়ে অনেক কিছু পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সাংখ্যদর্শনেরই গ্রাম্য উহা জ্ঞানমার্গ-বিষয়ে অনেক কিছু তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

বৌদ্ধমত বেদান্তেবই গ্রাম্য বলে যে, এই সংসারের মূল হইতেছে অবিজ্ঞা, এবং এই জ্ঞানই ইহার বিনাশ আবশ্যক। উভয়ই মতে বলা হয়, দুঃখের মূল হইতেছে কাম, তাই বেদান্তের অনুগামীরা ইহাকে যেমন মহাপাপ বলেন, বৌদ্ধেরা তেমনি বলেন মা র অর্থাৎ মৃত্যু। তাই স্বভাবতই ইহার উচ্ছেদে অমৃত হইতে পারা যায়।^১ উভয়ই মতে ‘আমি’ ও ‘আমার’ বুদ্ধি (‘অহঙ্কার’ ও ‘মমকার’) বন্ধের কারণ, এবং সেই জ্ঞানই পরিত্যাজ্য—যদিও ইহার পরিত্যাগের উপায় দুই মতে দুই প্রকার, একবাবে বিপরীত। উভয় মতে এইরূপ মিল অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান হইতেছে অজ্ঞানামাদের আলোচ্য বিষয়, বিজ্ঞানবাদ। ইহা প্রথমত দেখা যায় উপনিষদে, এবং পরে বৌদ্ধমতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহা বলাই বাহুল্য, উপনিষদের প্রধান কথা হইতেছে ব্রহ্মবাদ, এবং ব্রহ্মবাদ ও আত্মবাদ একই, কেন না, উপনিষদের ঋষিদের কাছে ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে কেবল শব্দের

১। “যদা সর্বং প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ।

অথ মর্তেহ্যমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমন্বিতে ॥”

কঠ উপ., ৬, ১৪, বৃহ উপ., ৪-৪-৭।

ভেদ, অর্থের ভেদ নাই। উপনিষদে বহু স্থানে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতেছে বিজ্ঞান,^২ বা জ্ঞান^৩। অতএব ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদ আর বিজ্ঞানবাদ একই।

ইহাই যদি হয়, তবে নিম্নোক্ত ও তৎসদৃশ শ্রুতিসমূহে ব্রহ্ম শব্দে অনায়াসেই বিজ্ঞান বুঝিতে পারা যায়—

‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হয়, জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং (শেষে) গিয়া যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা ব্রহ্ম।’^৪

এই উপনিষদেই একটু পরেই (৩৫) ইহা সমর্থিত হইয়াছে—

‘তিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। কেন না, বিজ্ঞানই হইতে সমস্ত ভূত জাত হয়, জাত হইয়া বিজ্ঞানের দ্বারা জীবিত থাকে, এবং (শেষে) গিয়া বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়।’^৫

যেক্ষেপেই হউক, যখন একবার এই ব্যাখ্যাটি মনে লাগিল, তখন নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ শ্রুতিসমূহকে বিজ্ঞানের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা সহজ হইয়া উঠিল—

‘এই সব আত্মাই।’^৬

‘এই সব ব্রহ্মই।’^৭

২। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—বৃহ. উপ., ৩-৯-২৮। দ্রষ্টব্য তৈত্তি. উপ., ২-৫-১, ৩-৫-১, বৃহ. উপ., ৪-৩-৭। বিজ্ঞানময় — বিজ্ঞান।

৩। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—তৈত্তি. উপ., ২-১-১। শঙ্কর এখানে বলিয়াছেন—“সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্ম। সত্যমিতি যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্। জ্ঞানং জ্ঞাপ্তিরববোধো ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ।” এখানকার এই জ্ঞপ্তি শব্দের সহিত বৌদ্ধদেব বিজ্ঞপ্তি শব্দ তুলনীয়। উপনিষদের এখানে আলোচ্য স্থানগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, পূর্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দের অর্থগত কোন ভেদ করা হয় নাই, যদিও বৌদ্ধশাস্ত্রে সাধাবণত কিছু ভেদ করা হইয়াছে। জ্ঞানের কাজ হইতেছে “অর্থমাত্রপরিচ্ছেদ”, আর বিজ্ঞানের কাজ হইতেছে “অর্থবিশেষপরিচ্ছেদ”। বৌদ্ধশাস্ত্রেও কখন কখন এ ভেদ অনুসরণ করা হয় নাই।

৪। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজ্ঞানমস্মি। তদ্ ব্রহ্ম।” তৈত্তি. উপ. ৩-১।

৫। “বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ। বিজ্ঞানাত্মো বখিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।”

৬। “আত্মৈবেদং সর্বম্”—ছান্দোগ্য উপ., ৭-২৫-২, “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা”—বৃহ. উপ., ৪-৫-৭।

৭। “ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্”—মুণ্ডক উপ., ২-২-১১; “সর্বং বখিদং ব্রহ্ম”—ছান্দোগ্য উপ., ৩-১৬-১, “ব্রহ্ম বখিদং বাব সর্বম্”—মৈত্রী উপ., ৪-৬।

‘এখানে নানা কিছু নাই। যে ব্যক্তি এখানে নানাব মত দর্শন করে, সে মৃত্যুব নিকট হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।’^৮

অতএব, এই সব আত্মা, বা এই সব ব্রহ্ম, ইহা বলা, অথবা এই সব বিজ্ঞান, ইহা বলা, কিংবা এই সব বিজ্ঞানের পবিণাম বা বিবর্ত, ইহা বলা বস্তুত একই।

এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রের নিম্নলিখিত বচনগুলি চিন্তনীয়ঃ—

‘হে জিনপুত্রগণ, এই তিন ধাতু (লোক) কেবল চিত্ত।’^{১০}

‘ইহা কেবল বিজ্ঞপ্তি।’^{১১}

বৌদ্ধমতে চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি, এই কয়টি পর্যায শব্দ।^{১২}

এই সমস্ত কথায় জানা যাইবে যে, এক ঐ বিজ্ঞান ছাড়া বাহ্য বস্তু কিছু নাই। কিন্তু তথাপি ইহা তো দেখা যায়। কীরূপে ইহা হয়? বেদান্তী বলিবেন, ইহার কারণ অবিদ্যা, বৌদ্ধ বলিবেন, ইহার কারণ বাসনা। অবিদ্যা বা বাসনা বিজ্ঞানকে বাহ্য বস্তুরূপে পবিণত কবে, ঠিক যেমন স্বপ্নে, বা মায়ায়, বা মৃগতৃষ্ণা-প্রভৃতিতে।

৮। “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশুতি।”—বৃহ. উপ., ৪-৪-১৯।

৯। প বিণা ম, বি কার, ও বি ব ত, ইহাদের অর্থ অগ্ৰথাভাব, অবস্থান্তর বা কপান্তর। বি ব ত শব্দের অর্থেই বেদান্ত-সম্মত অর্থ শব্দ রে ব পূর্বে ছিল কি? অর্থেই বেদান্ত বি কা ব ও বি ব ত শব্দের অর্থ বলেন এইরূপ—

“সতত্বতোহগ্ৰথাপ্রথা বিকাব ইত্যাদীবিতঃ।

অতত্বতোহগ্ৰথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যাদীবিতঃ।”

বেদান্তসাব (জ্যাকোব, নির্ণয়সাগর), পৃ ২৯। দ্রষ্টব্য—বেদান্তকল্পতরুরিমল, ১-২-২১, সিদ্ধান্তলেশ (বিজয়নগর), পৃ. ১০।

১০। “চিত্তমাত্রং ভো জিনপুত্রা যহুত ত্রৈধাতুকম্।” দ্রষ্টব্য—সুভাষিতসংগ্রহ (Bendall), পৃ ১০, তত্ত্ববৃত্তাবলী (Gaekwad Oriental Series), পৃ ১৮, Lévi *Matériaux pour l'étude du Système Vyākṣanāmatra*, Paris, 1932, p 43.

১১। “বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদম্।”—ব স্ত ব হু র বিংশিকা (Levi), পৃ ১, “বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদং ত্রৈধাতুকম্”—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা (GOS), পৃ ৫৫০; “বিজ্ঞপ্তিমাত্রং ত্রিভবম্”—লঙ্কাবতাব (B Nanjio), ১০ ৭৭ (পৃ ২৭৪)।

১২। “চিত্তং মনো বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ চৈতি পর্যায়াঃ।”—বিংশিকা, পৃ. ৩, “চিত্তং মনোহি বিজ্ঞানমেকার্থম্”—অভিধর্মকোশ, ২.৩৪, “চিত্তং মনো বিজ্ঞানমিতি তস্মৈব পর্যায়াঃ”—মধ্যমকবৃত্তি (Poussin), পৃ. ৩০৩।

গৌ ড পা দ স্বকীয় আগমশাস্ত্রে অর্থাৎ মাণ্ডুক্যকারিকায় বেদান্তের এই বিজ্ঞানবাদ-অল্পকূল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নিম্নে ইহা হইতে কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন (৪ ৭২) :—

“চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহগ্রাহকবদ্ দ্বয়ম্।

চিত্তং নির্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্তিতম্ ॥”

‘এই যে গ্রাহ ও গ্রাহক’ লইয়া দুইটি (জিনিস) আছে, ইহা কেবল চিত্তেব স্পন্দন। চিত্তের কোন বিষয় নাই, এই জন্ত সর্বদা ইহাকে অসঙ্গ’ বলা হয়।’

এখানে চিত্তের স্পন্দিত (অর্থাৎ স্পন্দ বা স্পন্দন) বলিতে তাহার চেষ্টা অর্থাৎ চিন্তনক্রিয়া। ইহা হইতেই বিবিধ বস্তু প্রতীয়মান হয়।’

নিম্নলিখিত কারিকাগুলিও আগমশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

“শ্ৰুত্বক্রাদিকান্তাসমলাতস্পন্দিতং যথা।

গ্রহণগ্রাহকান্তাং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা ॥” ৪ ৪৭।

‘অলাত (জলন্ত কাঠকে) নাড়াইলে-চাড়াইলে যেমন তাহা সোজা ও বাঁকা প্রভৃতি আকারে প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানের স্পন্দন সেইরূপ গ্রাহ ও গ্রাহক আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।’

“অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।

অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥” ৪ ৪৮।

‘অলাত যদি না নড়ে-চড়ে, তবে তাহা যেমন (সোজা বা বাঁকা প্রভৃতি আকারে) উৎপন্ন হয় না, এবং প্রকাশও পায় না, স্পন্দন না হইলে বিজ্ঞানও সেইরূপ (গ্রাহ-গ্রাহক আকারে) উৎপন্ন হয় না, এবং প্রকাশও পায় না।’

“অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অস্ততোভূবঃ।

ন ততোহুত্ৰ নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে ॥” ৪ ৪৯।

১৩। অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করা যায়, এবং যে গ্রহণ কবে, অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা, বা বিষয় ও বিষয়ী।

১৪। “অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্।” লঙ্কাবতাব, পৃ ১৫৭।

১৫। যোগবাসিন্তে বিজ্ঞানবাদেব বহু কথা আছে। চিত্তস্পন্দ-সম্বন্ধে তাহা হইতে নিম্নলিখিত কথা কয়টি এখানে উদ্ধৃত কবিতে পাবা যায় (৩.৬৭ ৬—৮) :—

“স্পন্দাস্পন্দস্বভাবং হি চিদ্রাত্রমিহ বিদ্যতে।

থে বাত ইব তৎস্পন্দাৎ সোল্লাসং শাস্ত্রমত্যা ॥

চিৎসং চিৎসং ভাবিতং সৎ স্পন্দ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধৈঃ।

দৃশ্যত্বাভাবিতং চৈতদস্পন্দনমিতি স্মৃতম্ ॥

স্পন্দাদ্ ভবতি চিৎসর্গো নিঃস্পন্দাদ্ ব্রহ্ম শাস্ত্রতম ”

‘অলাত যখন স্পন্দিত হয়, তখন (সোজা বা বাঁকা প্রভৃতি আকাবে তাহাব) প্রকাশগুলি অগ্র কিছু হইতে হয় না, এবং যখন উহা স্পন্দিত হয় না, তখন ঐ (প্রকাশ-)গুলি অগ্রত্ব যায় না, এবং অলাতেও প্রবেশ কবে না ।’

“বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্ততৌত্বঃ ।

ন ততোহগ্রত্ব নিস্পন্দায় বিজ্ঞানং বিশস্তি তে ॥” ৪৫১ ।

‘বিজ্ঞানে যখন স্পন্দন হয়, তখন তাহাব (গ্রাহ ও গ্রাহক আকাবে) প্রকাশগুলি অন্য কিছু হইতে হয় না, এবং যখন তাহাব স্পন্দন হয় না, তখন ঐ (প্রকাশ-)গুলি অন্যত্র যায় না, এবং বিজ্ঞানেও প্রবেশ কবে না ।’

“যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ।

তথা জাগ্রদ্ব দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ॥” ৩২৯, ৪৬১ ।

‘যেমন স্বপ্নে মায়্যায় মনোব স্পন্দন হয়, আব তাহা (গ্রাহ ও গ্রাহক এই) দুই (আকাবে) প্রকাশ পায়, সেইকপ জাগ্রদ্ব অবস্থায় মায়্যায় মনোব স্পন্দন হয়, এবং তাহা (গ্রাহ ও গ্রাহক এই) দুই (আকাবে) প্রকাশ পায় ।’

“অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

• অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রদ্ব ন সংশয়ঃ ॥” ৩৩০, ৪৬২ ।

‘ইহাতে সংশয় নাই যে, স্বপ্নে মন অদ্বয় (অর্থাৎ তাহাতে গ্রাহ ও গ্রাহক, এই দুই থাকে না), কিন্তু তাহা (ঐ) দুই আকাবে প্রকাশ পায় ; সেইকপ ইহাতে সংশয় নাই যে, জাগ্রদবস্থায় মন অদ্বয়, কিন্তু তাহা দুই আকাবে প্রকাশ পায় ।’

এখানে লক্ষ্যবর্ত্য হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাউক :—

“চিত্তমাত্রমিদং সর্বং দ্বিধা চিত্তং প্রবর্ততে ।

— গ্রাহগ্রাহকভাবেন আত্মাত্মীয়ং ন বিজ্ঞতে ॥” ৩১২১, পৃ. ১৮১ ।

‘এই সব কেবল চিত্ত । গ্রাহ ও গ্রাহক, এই দুই আকাবে চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । আত্মা ও আত্মীয় (বলিয়া কিছু) নাই ।’

“চিত্তমাত্রং ন দৃশ্যোহস্তি দ্বিধা চিত্তং প্রবর্ততে ।

গ্রাহগ্রাহকভাবেন শাস্ততোচ্ছেদবর্জিতম্ ॥” ১০৫৮, পৃ. ২৭২ ।

‘কেবল চিত্ত আছে, দৃশ্য নাই । গ্রাহ ও গ্রাহক, এই দুই প্রকাবে চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । এই চিত্ত শাস্তও নহে, এবং ইহার উচ্ছেদও নাই ।’^{১৬}

“গ্রাহগ্রাহকভাবেন চিত্তং নমতি দেহিনাম্ ।

দৃশ্যস্য লক্ষণং নাস্তি যথা বার্লৈবিকল্প্যতে ॥” ১০৫৮, পৃ. ২৭২ ।

‘গ্রাহ ও গ্রাহক, এই (দুই) রূপে দেহীদেব চিত্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় । দৃশ্যেব (অর্থাৎ গ্রাহ বিষয়েব) লক্ষণ নাই—মূঢ়েরা যেমন কল্পনা কবিয়া থাকে ।

১৬। বুদ্ধদেব শাস্তবাদীও ছিলেন না, উচ্ছেদবাদীও ছিলেন না, তাহাব পথ ছিল মধ্যম (“মজ্জিম্মা পটিপদা” বা “মধ্যম প্রতিপদ”) ।

“গন্ধর্বনগরং যদ্বদ যথা চ মৃগতৃষ্ণিকা ।

দৃশ্যং ধ্যাতি তথা নিত্যং প্রজ্ঞয়া চ ন বিদ্যাতে ॥” ১০ ৬৯ ; পৃ. ২৭২ ।

‘যে রূপ গন্ধর্বনগর ও যে রূপ মৃগতৃষ্ণিকা, দৃশ্যও (অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ও) সেই রূপ সর্বদা প্রকাশ পায় , কিন্তু প্রজ্ঞার তাহাব অস্তিত্ব নাই ।’

এই দৃশ্য জগৎ যে, মনের সৃষ্টি, মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদে (মহীশূর, ১২০০, পৃ ১২) তাহা এইরূপে বলা হইয়াছে :—

“যদ্বদ্বিজ্জগৎসৃষ্টিস্থিতিব্যাসনকর্মকৃৎ ।”

‘যে মন তিন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্ম করে ।’

বিজ্ঞানবাদে ‘বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা’ বা ‘বিজ্ঞানমাত্রতা’র সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ । ‘বিজ্ঞানমাত্র’ বলিতে ‘কেবল বিজ্ঞান’, এই কেবল বিজ্ঞানের অবস্থার নাম ‘বিজ্ঞানমাত্রতা’ । বিজ্ঞান যখন কোন বিষয়কে গ্রহণ না করে, ইহা নিজেতেই অবস্থান করে, উহা স্বস্থ বা আত্মস্থ হয়, তখন সেই অবস্থাকে ‘বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা’ বলা হয় ।^{১৭}

বিজ্ঞানবাদীদের মতে এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বা বিজ্ঞানমাত্রতাই মুক্তি ।^{১৮} এ সম্বন্ধে পরে কিছু বলা হইবে ।

গৌ ড পা দ স্বীয় আগমশাস্ত্রে (৩.৩৮) এই বিজ্ঞানমাত্রতাকেই ‘আত্মসংস্থ জ্ঞান’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।^{১৯} কঠোপনিষদের (২৩.১০) নিম্নলিখিত শ্লোকেও ইহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে :—

১৭। ব স্ত ব ক্তু লিখিয়াছেন :—

“যদা দ্বালম্বনং জ্ঞানং নৈবোপলভতে তদা ।

স্থিতং বিজ্ঞানমাত্রত্বে গ্রাহ্যভাবাৎ তদগ্রহাৎ ॥”

ত্রিংশিকা ২৮ , বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (Poussin), p. 585

“যদা দ্বালম্বনমর্থং নোপলভতে জ্ঞানং তদা বিজ্ঞপ্তিমাত্রব্যবস্থানং ভবতি ।

বিজ্ঞপ্তেগ্রাহ্যভাবাদ্ গ্রাহকস্যাপ্যভাবঃ । তদগ্রহণায় প্রবর্ততে জ্ঞানম্ ।” লঙ্কারতাব, পৃ ১৬৯ ।

১৮।

“বিদিত্বা নৈবাস্ত্যং দ্বিবিধমিহ ধীমান্ ভবগতঃ

সমং তচ্চ জ্ঞাত্বা প্রবিশতি চ তত্ত্বং গ্রহণতঃ ।

ততস্তত্র স্থানান্ মনস ইহ ন ধ্যাতি তদপি

তদধ্যানং মুক্তিঃ পরম উপলভ্যস্ত বিগমঃ ॥

মহাশানসুত্রালঙ্কার, ১১ ৪৭ ।

তৃতীয় চরণটিব ব্যাখ্যা এইরূপ—

“ততস্তত্র তত্ত্ববিজ্ঞপ্তিমাত্রস্থানান্ মনসস্তদপি তত্ত্বং ন ধ্যাতি বিজ্ঞপ্তিমাত্রম্ । তদধ্যানং মুক্তিঃ ।”

১৯।

“গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিস্তা যত্র ন বিদ্যাতে ।

আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্ ॥”

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহঃ পবমাং গতিম্ ॥”

‘যখন পাঁচটি জ্ঞান মনের সহিত অবস্থান কবে, এবং বুদ্ধিও নড়ে না, তখন তাহাকেই তাঁহা বা পবম গতি বলেন ।’

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতেছে বিজ্ঞান । মনে হয়, ইহা বিজ্ঞানমাত্রতাকে লক্ষ্য করিতেছে । বিজ্ঞান যখন ‘আত্মসংস্থ’, তখন তাহাই ব্রহ্ম ।

এ স্থানে ছান্দোগ্য উপনিষদের (৭.২৪.১-২) এই কথাটি মনে করিতে পাবা যায় :—

“যত্র নাস্তৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজ্ঞানাতি স ভূমা । অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্য-
চ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজ্ঞানাতি তদগ্নম্ । যো বৈ ভূমা তদগ্নম্ । অথ যদগ্নং তদগ্নত্যাং । স ভগবঃ
কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি । স্বে মহিম্নি । যদি বা ন মহিম্নীতি ॥”

‘যাহাতে (কেহ) অস্ত্র কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না, তাহা ভূমা (মহৎ) । আর যাহাতে (কেহ) অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে, অন্য কিছু জানে, তাহা অগ্নি । যাহা অগ্নি, তাহা মণিশীল ।’

(নারদ প্রশ্ন করিলেন—) ‘ভগবন, তিনি (সেই ভূমা) কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?’

(সনৎকুমার উত্তর করিলেন—) ‘নিজেব মহিমায । অথবা (নিজেব) মহিমাতেও নহে ।’

এ বিষয়ে গোঁড় পা দে র ব্যাখ্যা খুব পরিষ্কার । তিনি বলিতেছেন (৩৪৬)—

“যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ ।

অনিপ্লবনমাতাসং নিস্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা ॥”

‘চিত্ত যখন লীন^{২০} হয় না, আবার বিক্ষিপ্তও^{২১} হয় না, তাহা নিঃস্পন্দ থাকে, এবং তাহাতে (কোন বস্তুর) আভাস (অর্থাৎ আকৃতি)^{২২} থাকে না, তখন তাহা ব্রহ্ম নিস্পন্ন^{২৩} হয় ॥’^{২৪}

দ্রষ্টব্য—

“আত্মসংস্থঃ মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥” ভগবদ্গীতা, ৬.২৫ ।

“মনো নির্বিষয়ং যুক্তা ততঃ কিঞ্চন ন স্রবেৎ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত, ২.১.১৯ ।

ইহা বস্তুত নির্বিকল্প জ্ঞান = অকল্পক জ্ঞান (গোঁড় পা দে, ৩.৩৩) ।

দ্রষ্টব্য—বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (২য় খণ্ড), পৃ. ৬০৭ ।

২০-২১ । অর্থাৎ লয়-অবস্থাপ্রাপ্ত । লয় হইতেছে নিদ্রাবস্থা । ইহারই অপর নাম মৃতাবস্থা । ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া গোঁড় পা দে অন্যত্র (৩.৩৬) “অনিদ্র” ও “অস্বপ্ন” বলিয়াছেন ।

দ্রষ্টব্য ৩৪২ । বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিক্ষেপ অবস্থাপ্রাপ্ত । লয় ও বিক্ষেপ অবস্থায় যোগ বা সমাধি হয় না ।

দ্রষ্টব্য—যোগসূত্র-ব্যাসভাষা, ১.১ ।

২২ । ‘আভাস’ শব্দের অর্থ প্রতিচ্ছায়া বা কোন বস্তুর ছবিও হইতে পারে ।

২৩ । ভাষ্যকার শঙ্কর “নিস্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা” ইহাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ :—“যদৈবং-
লক্ষণং চিত্তং তদা নিস্পন্নং ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপেণ নিস্পন্নং চিত্তং ভবতি ॥”

২৪ । শঙ্কর আগমশাস্ত্রেব ব্যাখ্যায় অত্র (৪৭৭) লিখিয়াছেন :—“চিত্তস্ত নিশ্চলা

এইরূপে দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের বিজ্ঞানমাত্রতা আব ব্রহ্মবাদীদের ব্রহ্মভাব একই। ব্রহ্মভাব অর্থে ব্রহ্ম হওয়া।^{২৫} ইহাই ব্রহ্মবাদীদের মুক্তি, এবং ইহাই হইতেছে বিজ্ঞানবাদীদেরও মুক্তি। ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি।^{২৬}

চিন্তা যখন বিজ্ঞানমাত্রতায় অবস্থিত হয়, তখন তাকে অল্পলভ, অচিন্ত,^{২৭} লোকোত্তর জ্ঞান, অচিন্ত্য, ঞ্জব, কুশল ও স্তূথ ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ করা হয়।^{২৮}

চলনবর্জিতা ব্রহ্মস্বকপৈব তদা স্থিতির্ধেয়া ব্রহ্মস্বরূপা স্থিতিশ্চিন্তাস্তাদ্বয়বিজ্ঞানৈকবসনলক্ষণা।” তিনি বৃহদারণ্যকের ভাষ্যেও (৪৩৭, নির্ণয়সাগর, ১ম সংস্করণ, পৃ ৫৮৭) লিখিয়াছেন—“বিজ্ঞানস্ত নির্বাণং পুরুষার্থঃ।”

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে হয় :—

“নিবস্তবিসয়াসঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনো হৃদি।

যদা যাত্যুন্ননীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্।” ব্রহ্মবিন্দু উপ, ৪।

“নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্যমচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।

পক্ষপাতবিনিমুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।” ঐ, ৬।

“স্পন্দাদ্ ভবতি চিংসর্গো নিঃস্পন্দাদ্ ব্রহ্ম শাস্ততম্।” পূর্বোক্ত যোগবাসিষ্ঠ, ৩৬৭৮।

২৫। “স যো হ বৈ তৎ পবমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” মুণ্ডক উপ, ৩. ২. ৯।

২৬। ১৮শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। চিন্তা তখনই চিন্তা, যখন কিছু চিন্তা কবা যায়, চিন্তন ক্রিয়া না থাকিলে চিন্তা থাকে না।

২৮। “অচিন্তোহল্পলভোহসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।

আশ্রয়স্ত পবারুত্তিদ্ধিধা দৌষ্টল্যহানিতঃ ॥

স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ঞ্জবঃ।

স্বখো বিমুক্তিকায়োহসৌ ধর্মার্থোহয়ং মহামুনেঃ ॥” ত্রিংশিকা, ২৯, ৩০।

এখানে যে “অল্পলভ” বলা হইয়াছে, পূর্বোক্ত মহাযানসূত্রে (১১৪৭) তাহাকেই “পরম উপলভ্যস্ত বিগমঃ” বলা হইয়াছে। “অচিন্তা” শব্দের অর্থ ব স্ত ব দ্ব ব ত্রিষভাবনির্দেশে (৩৬) পবিকাব করিয়া দেখান হইয়াছে :—

“চিন্তমাত্রোপলন্তেন জ্ঞেয়ার্থাল্পলভতা।

জ্ঞেয়ার্থাল্পলন্তেন স্তাচ্চিন্তাল্পলভতা ॥

‘অল্পলভ’ শব্দ-সম্বন্ধে Poussin সাহেব বিজ্ঞপ্তিমাঞ্জতাসিক্তিতে (পৃ ৬০৬) লিখিয়াছেন যে, স্থি র ম তি ব টীকা-অনুসারে উহা বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (“D’après le commentair de Sthiramati les motes *anupalambho*’ sau se rapportent au Bodhisattva”), কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। স্থি ব ম তি এ স্থলে পূর্বোক্ত শব্দ কয়টির এইরূপ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন—

“তত্র গ্রাহকচিন্তাভাবাদ্ গ্রাহ্যার্থাল্পলভ্যচ্চ অচিন্তোহল্পলভোহসৌ।

অনুচিত্ত্বাং (তিরস্কৃতী পাঠ-অনুসারে অপবিচিত্ত্বাং) লোকে সমুদাচাবান্ নির্বিকল্পাচ্চ লোকাহুতীর্ণমিতি জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তদতিতি।

এখানে বিচার করিয়া দেখা উচিত, বিজ্ঞানবাদের এই বিজ্ঞান আব ব্রহ্মবাদের ব্রহ্মরূপ বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ আছে কিনা। এখানে বহু বহু ও স্থির মতি বসতে এই অবস্থায় বিজ্ঞান ধ্রুব বা নিত্য।^{২০} অতীত ও বহু স্থানে এইরূপ বলা হইয়াছে।^{২১} কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ যে, বিজ্ঞানবাদের মতে বিজ্ঞান হইতেছে ক্ষণিক, বেদান্তীদের গ্রায় নিত্য নহে। শাস্তি রক্ষিত ও বলিয়াছেন যে, বেদান্তীদের মতের ইহাই একটি যে, তাঁহারা বিজ্ঞানকে নিত্য বলেন।^{২২} তবে বিজ্ঞানবাদীদের মতে বিজ্ঞানকে

অচিন্ত্যসুতীর্গাগোচরত্বাৎ প্রত্যাক্তবেদ্যত্বাদৃষ্টান্তাভাবাচ্চ।

ধ্রুবো নিত্যত্বাদক্ষয়তয়া।

সুখো নিত্যত্বাদেব যদনিত্যং তদুৎকৃষ্টম্। অস্ম্যং চ নিত্য ইতি। অস্ম্যং সুখঃ।^{২৩}

২০। তন্ত্রালোকের টীকায় (Kashmiri Sanskrit Texts and Studies, Vol III, p 33) জয়বধ নিম্নলিখিত শ্লোকে বিজ্ঞানবাদের মত উল্লেখ করিয়াছেন :—

“প্রভাস্বমিদং চিত্তং প্রকৃত্যাগন্তবো মলাঃ।

তেষামপায়ে সর্বার্থং তজ্জ্যোতিববিনশ্ববম্ ॥”

এখানেও চিত্তজ্যোতিকে অবিনশ্বর বলা হইয়াছে।

৩০। “অনাদিনিধনা শাস্তা সর্বধর্মেশ্বরী চ সা।

- বিজ্ঞাতী সর্বকপাণি সত্যদ্বয়সমম্বিতা ॥

জ্ঞানসিদ্ধি, ১৮৫০ (Two Vajrayana Works, GOS, p 85.)^{২৪}

ইহা এখানে ‘চিত্তবারা’ শব্দকে বলা হইয়াছে।

“অনাদিনিধনং শাস্তং বোধিচিহ্নম্।” ঐ, পৃ ৭৫।

“জ্ঞানমমরগমলক্ষণমধোঃ প্রভাস্বমনিলাপ্যমিতি।” ঐ, পৃ. ৮৫।

দ্রষ্টব্য Suzuki *Outlines of Mahayana Buddhism*, p 318 “Nirvana is sometimes spoken of as possessing four attributes, (1) eternal (*amtya*), (2) blissful (*sukha*), (3) self-acting (*ātman*), and pure (*suvi*). It is eternal, because it is immaterial; it is blissful, because it is above all sufferings; it is self-acting, because it knows no compulsion, it is pure, because it is not defiled by passion and error” আরও দ্রষ্টব্য বিম্বন্ধিমগ্গ (Pali Text Society), খণ্ড ১, পৃ ২৯৪, সংযুক্তনিকায় (Pali Text Society), খণ্ড ৪, পৃ ৩৬২, ৩৬৯; “অসংজ্ঞাতক বো ভিক্ষবে দেসিসামি - সচক পাবক সুহৃদসক অজবক ধুবক অমতক সিবক।” অভিধানপ্লদীপিকায় (পু ভু তি-সংস্কৃত, ৭) ধুব (সংস্কৃত ধ্রুব) নির্বাণের অমৃতম নাম।

৩১। নিত্যজ্ঞানবিবর্তোহয়ং ক্ষিতিতেজো জলাদিকঃ।

আত্মা তদাত্মকশ্চেতি সংগিরন্তেহপরে পুনঃ।

গ্রাহ্যলক্ষণসংযুক্তং ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে।

বিজ্ঞানপরিণামোহয়ং তস্মাৎ সর্বঃ সমীক্ষ্যতে ॥

তেষামপ্লাপবাধং তু দর্শনং নিত্যভোক্তিতঃ।” তত্ত্বসংগ্রহ, ৩২৮ ৩৩০।

কীৰূপে নিত্য বলা যায়? সাধ্যমতে যেমন পরিণাম-নিত্যতা স্বীকৃত হয়, এখানে সেইরূপ সন্তান-নিত্যতা ধরা হইয়াছে কি? জ্ঞানসিন্ধির পূর্বোক্ত বচন^{৩২} ইহা সমর্থন করিতে পারে।^{৩৩}

ইহাই যদি হয়, তবে বেদান্তী ও বিজ্ঞানবাদীর ভেদ কোথায়?^{৩৪}

কিন্তু লঙ্কাবতারেও (পৃ ১৫৭) বলা হইয়াছে, জ্ঞানেব উৎপত্তিও নাই, ধ্বংসও নাই—
“অহুংপন্নপ্রধ্বংসি জ্ঞানম্।”

৩২। ৩০শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩। এ স্থলে জ য স্ত ভ ট্টে র (জ্ঞানমঞ্জরী, বিজয়নগর সংস্কৃত গ্রন্থমালা, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬৪)
কথা মনে হয় :—

“অথাপি নিত্যং পবমার্থসমুৎ

সন্তাননামানমুপৈষি ভাবম্।

উত্তিষ্ঠ ভিক্ষো ফলিতান্তবাসাঃ

সোহয়ং সমাপ্তঃ ক্লগভঙ্গবাদঃ ॥

৩৪। কিন্তু একটা কথা বলিবার আছে। মাধ্যমিকই হউন আর যোগাচাব বা বিজ্ঞানবাদীই হউন, বোদ্ধেবা হইতেছেন মধ্যম পথেব পথিক। ইহারা কেহই কিছুকে নিত্যও বলিতে পারেন না, উচ্ছিন্নও বলিতে পারেন না (“শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিত”)। দ্রষ্টব্য—(লঙ্কাবতাব, ৩৬৫) :—

“চিন্তমাত্রং ন দৃশ্যোহস্তি দ্বিধা চিন্তং প্রবর্ততে।

প্রাহপ্রাহকভাবেন শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিতম্ ॥”

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমস্যা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাঙালীর সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,— প্রথম, মোটামুটি ১৭৫৬ হইতে ১৮১৫ সন, দ্বিতীয়, ১৮১৫ হইতে ১৮৫০ সন, ও তৃতীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্ব। এই তিন যুগের মধ্যে প্রথমটি ইংরেজের সহিত বাঙালীর বৈষয়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল, দ্বিতীয়টি ইংরেজী শিক্ষার কাল, ও তৃতীয়টি ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারের কাল। একটু ঘুরাইয়া বলা চলে, প্রথম যুগে বাঙালীর সহিত ইংরেজের ব্যবসা ও চাকুরীগত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, দ্বিতীয় যুগে প্রধানতঃ এই চাকুরী করিবার জ্ঞান বাঙালী ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, ও তৃতীয় যুগে এই শিক্ষার অবশ্যজ্ঞাবী ফলস্বরূপ বাঙালী সমাজে পুরাতন ধর্ম ও দেশাচারকে সংস্কার করিবার চেষ্টা দেখা দেয়। কিন্তু মুখ্য কার্যকলাপ ঘাহাই হউক, এই তিন যুগেই বাঙালীর জীবনে দুইটি ধারার সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। উহার একটি ইউরোপীয় প্রভাব, অপরটি দেশের প্রাচীন আচার ও বিশ্বাস। এই দুইটি জিনিষের সংস্পর্শ ও মিলনের ইতিহাসই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস।

তবু যুগভেদে এই মিলনের প্রকৃতিভেদ আছে। প্রথম যুগে, অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ-বৎসর পর্যন্ত বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনতন্ত্রের সহিত ক্রমেই আরও বেশী জড়িত হইয়া পড়িতেছিল সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান বা রাষ্ট্রীয় চিন্তার দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয় নাই। উহার প্রধান কারণ অবশ্য ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব। সে যুগের বাঙালীর ইংরেজী জ্ঞান কাজ চালাইবার মত মাত্র ছিল, সুতরাং ছোটখাট বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণ করিলেও উহারা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরীই নয়, ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে যে দ্বিতীয় যুগের কথা বলিয়াছি, তাহার সূত্রপাত হইল।

বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধারায় এই নূতন যুগ প্রবর্তনের তারিখ আমি ১৮১৫ সন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহা একটা স্থূল হিসাব। কোন সামাজিক পরিবর্তনই একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আরম্ভ হয় না। তবু তিনটি ঘটনার

জন্ম বাঙালীর ইতিহাসেব একটি বিশেষ যুগ ১৮১৫ হইতে ১৮১৮ সনের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অত্যাঘ হইবে না। উহাদের একটি রামমোহন রায় কর্তৃক ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্তন, অপর দুইটি হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বাংলা সংবাদ-পত্র প্রকাশ। এই তিনটি ঘটনার সহিত বাঙালীর জীবনে একটা নূতন ধারা দেখা দেয়। কিছু কিছু প্রকৃতি-পরিবর্তন হইলেও সেই ধারা আজও চলিতেছে। এই সমগ্র ইতিহাস বিবৃত করিবাব স্থান বা কাল এই প্রবন্ধ নয়। সেজন্য আজ আমি শুধু সামাজিক ও নৈতিক জীবনের নানা প্রশ্ন লইয়া এই যুগের প্রারম্ভে বাঙালীর মনে যে-সব প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিব।

* * *

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, এই পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন সে-যুগের বাংলা সাময়িক-পত্র। বহু বৎসর পূর্বে আমার মনে বাংলা সাময়িক-পত্রের একখানি ইতিহাস সঞ্চলন কবিবার সংকল্প জাগে। এই উদ্দেশ্যে আমি পুরাতন বাংলা পত্রিকার সন্ধান লইতে আবিস্ত করি, কিন্তু এই অন্বেষণ কিছু দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই আমি বুঝিতে পারিলাম, সাময়িক-পত্রের ইতিহাসের জন্ম যে যে তথ্যের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া আরও বহু ঐতিহাসিক উপকরণ এই সকল পত্রিকা-মধ্যে বিস্তৃত, অনাদৃত ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাদের সাহায্যে বাংলায় অতি সুন্দর একখানি সামাজিক ইতিহাস রচিত হইতে পারে, অথচ সাময়িক-পত্রগুলি একদা জীবন অবস্থায় আছে যে, শীঘ্র এই সকল তথ্য উদ্ধার না করিলে উহাদের চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমার মনে এই আশঙ্কা উদয় হওয়াব ফলেই ‘সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা’ শীর্ষক তিন খণ্ড পুস্তক প্রকাশ। এই গ্রন্থে আমি সে-যুগের সামাজিক বা সংস্কৃতিমূলক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা কবি নাই, মাল-মশলা ধরিয়া দিয়াছি মাত্র। এই মাল-মশলার সাহায্যে যোগ্যতর ঐতিহাসিকেরা সে-যুগের চিত্র অঙ্কন করিবেন, এই আমার আশা। আজ আমি কয়েকটি সূত্র ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর মনে যে-প্রশ্ন সর্বাপেক্ষা গুরুতর রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল, সে-প্রশ্ন শিক্ষার। মুসলমান-যুগে বহু বাঙালী ফার্সী শিখিয়া নবাব-সরকারে কাজ করিয়া অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। যখন বাংলা দেশে মুসলমান আধিপত্যের অবশান হইল, তখন এই সকল চাকুবীজীবী বাঙালী স্বভাবতই ফার্সী শিক্ষা ছাড়িয়া ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন ও নূতন ভাষা আয়ত্ত কবিয়া ইংরেজের চাকুরী লইতে আরম্ভ কবিলেন। এই ব্যাপারটা প্রথমে খুব উৎসাহের সহিত চলিতেছিল, কারণ, ইংরেজী শিক্ষা পাইলে চাকুরী পাওয়া যাইবে, এই লাভের কথাই লোকের মনে প্রথমে জাগিয়াছিল, উহার ফলে যে একটা সামাজিক ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হইতে পারে, সে আশঙ্কা তাহাদের মনে একেবারেই হয় নাই।

কিন্তু হিন্দু-কলেজ স্থাপনের পর হইতে ইংরেজী শিক্ষার বৈষয়িক ভিন্ন অল্প ফলও দেখা দিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপন্থীদের মনে একটা ভয় হইল,—ইহার ফলে বাঙালী জাতি সনাতন আচার ও ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে না ত? তদানীন্তন সমাজের রক্ষণশীল-সম্প্রদায় এই সম্ভাবনার চিহ্ন চাৰি দিকে স্পষ্ট দেখিয়া ‘ধর্ম গেল, ধর্ম গেল’ বলিয়া একটা আত্মনা দ তুলিলেন। তাহাদের মুখপত্র ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ প্রভৃতিতে এই বিষয়ে পত্র ও মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৬ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখে হিন্দু-কলেজের এক ছাত্রের পিতা লিখিলেন :—

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কর্ষ করি গুনিলাম হিন্দুকালেজনাংক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর বড় সাহেবেবা আসিয়া তাহাব পবীক্ষা লয়েন কৃতবিদ্যা হইলে পবে বাজমবকাবে বড় কর্ষ হইতে পাবে ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া অতিক্রমে মাসিক বেতন দিতে স্বীকাব করিয়া আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত কবিলাম তাহাতে যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি তাহা কিঞ্চি লিখি ।

আপন বিষয়ানুসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহাব কবাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শাস্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্বন্দ্ব মনুষ্য পুত্রটি ঘবের কর্ষ কখনও দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিলেই উত্তব দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপবীত বীতি হইতে লাগিল পবে দেশের বীত্যনুসারে আচাব ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ কবিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাত জুতাধাবি মালাহীন স্নানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন কবে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতিব বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsense কহে ইত্যাদি ব্যবহাবদৃষ্টে মনে ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবাব লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে কি হইয়াছে জানিব এজন্তে পাঠশালায় অল্প পড়ুয়াব এবং মাষ্টবেব নিকট জিজ্ঞাসা কবাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের পুবাভন বাজাবদিগেব উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে তিন দিন লেক্চর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জ্বল কবে জ্বলকে বাতাস কবে চন্দ্র সূর্য্যেব গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আব বাব বাত্রিতে সভা কবিয়া বিচাব করে চডং কবিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে তবজমাও করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে পবে লেখাব তজবীজ কবিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পাবে না যে তবজমা করে তাহাব বাঙ্গলা বুঝা যায় না পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পাবে না কসামাজা জানে না নিমন্ত্রণপত্র কিয়া বাজাবেব চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা কবিলে উত্তব কবে Nonsense ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্য Drudgery নীচ লোকেব কর্ষ স্তম্ভব অক্ষব লেখা Painting অর্থাৎ চিত্র কবা তাহাতে আবশ্যক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্য অক্ষবই লেখে অপব কহে হিসাব কবা নীচবৃত্তি এই প্রকাব নানা বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকেব সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূবে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা কবে আমাব নিকটে আসিয়া বসিতে

চাহে না কারণ আমি ইঙ্গবেজী ভাল জানি না কিন্তু মূর্খ নহি যাহা জানি তদ্বাধা ধনোপার্জন করিয়া কালযাপন কবিতৈছি সে যাহা হউক সংপ্রতি ঐ সম্ভানকে দেশান্তরসাথে পোষাক দিলে কহে আমি জগৎসম্পদওয়ালা বা কীর্ত্তনেব পাইল নহি যে এমত পোষাক পবিব বলে আমি মোজা ওয়াংকিংগুজ ও ইজাবআদি চাহি তাহা কোথা পাইবে স্তব্বাং এজ্ঞা কোথাও যায় না মনে কবিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল অল্প বালকেব কি রীতি ইহা জানা উচিত পবে দেখিলাম আমাব বাচ্চার রীতি অল্পহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোব ও ডাকাইত গল্প বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্দোষ কহে মিথ্যাব সেবা যথেষ্ট কবে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদিব জ্ঞান ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা দ্বৈতবাদী নিশ্চিত আচাব-ব্যবহাব ঘেবী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ ইঙ্গবেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কর্ম আর অল্প প্রকবণে স্তুতি এবং অমনোযোগী দীর্ঘমুত্রী কিন্তু যখন হাতে ইঙ্গবেজদের মত মনঃ কবিয়া দ্রুত চলে স্বদেশীয় তাবং বিষয়ে ঘেব করে ইহাদিগেব বাঙ্গলা কথাব ধাবা একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গবেজীব মত তবজমা পরন্তু রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে পারে কিন্তু স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বর্দ্ধমান কলিকাতার কোনদিগে শোণ নদী ও বাজমহলেব পর্বত কোথা তাহা জানে না স্বদেশীয় তাবং বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহাবা স্থানে সভা কবিয়াছে তাহাতে আচাব ব্যবহাব ও বাঁজনিয়মেব বিবেচনা কবে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া বহিতকরণের চেষ্টা কবিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পবে মাসিক বন্দ কবিলাম এইক্ষেণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব । হিন্দুকালেজছাত্রস্য পিতৃঃ।

ইহার কয়েক মাস পরে 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক নিজে লিখিলেন :—

কোম্পানি বাহাদুরেব এবং তৎসম্পর্কীয় মহাশয়দিগেব আত্মকুল্যে বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনাধাবা মনুষ্য্য ভাবাপন্ন হইবেক ইহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল। নানা বিভাদ্বাবা বাজকীয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম কবিয়া ধন উপার্জন কবণপূর্বক ধর্মকর্ম কবত স্তখে কালযাপন কবিতৈ পাবিবেক ভবসা ছিল ভাগ্যহেতু ধন উপার্জন কবা দূবে গিয়া অধর্ম প্রবৃত্ত এবং নাস্তিক হইয়া উঠিল তাহাবা পিতৃলোকেব শ্রদ্ধ তর্পণাদি কবা দূবে থাকুক এবং জীবৎ পিতা মাতাকে আহাবাদি দেওয়া [দূবে] থাকুক মাঙ্গ ও কবে না কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে মনোযোগ কবেন না ববধ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে অতএব হিন্দুদিগেব ভাগ্য অতি মন্দ বুঝিতেছি কি জানি ইহাব পব আব বা কি হয় কেননা এক্ষণে গুণিতেছি কোম্পানি বাহাদুরেব ইজারাব মেয়াদ অভ্যন্ত কাল আছে ইহাব পর ইহাবা আব পাইবেন না আমরা এখনি প্রায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধবম্ রাখ্ ডাক ছাড়িতেছি পবে কি হয় তাহা কে জানে এক্ষণে মা গঙ্গা কৃপা না কবিলে আব নিস্তাব নাই।—সমাচাব 'চন্দ্রিকা', ২৬ এপ্রিল ১৮৩১।

এই মন্তব্য প্রকাশের দিন-কুড়ি পবে 'সংবাদ প্রভাকরে' এই পত্রটি প্রকাশিত হইল :—

পবন কল্যাণীয় শ্রীযুত সধাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরষু।—কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতাব এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জগদম্ভাব দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা কবিয়া অবগাহনানন্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া শ্রাবতেব সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের স্নসস্তানটি প্রণাম কবিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতাব ছুবাবাধ্যা যিনি তাহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের স্বা বা সম্মান বাখিল যথা গুড্ মাধিং ম্যডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন কবিবায় তাহাব পিতা তাহাকে প্রহাব কবিতে উত্তত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবাবণ কবিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে বাগ প্রকাশ কবা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকেব পিতা আক্ষেপ কবিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝক্‌মাবি কবে্য তোবে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোব জ্ঞে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসস্তানেব নিমিত্তে আমি এক্ষবে্য হইয়াছি ধর্মসভায় যাইতে পাবি না এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতাব অনেক বাঙ্গালী বড মাল্লয় হিন্দুকালেজেব অধ্যক্ষতা কবেন তবে কেন ছেলেবদেব এমন কুব্যবহাব হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড মাল্লয়েব গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা কবিবেন না দেখুন দেখি ঘরেব টাকা দিয়া কেমন তাবল্লোকেব পবকাল টক্টনে কবিতেছেন অতএব আমাবদেব বাঙ্গালী বাবুবদেব গুণেব কথা কত কব ইতি। কম্যচিং কালীকিঙ্কবস্য।—১৪ মে ১৮৩১ তাবিখেব ‘সমাচাব দর্পণে’ উদ্ধৃত।

হিন্দু-কলেজের শিক্ষায় বালকেরা নাস্তিক হইতেছে দেখিয়া আর এক জন লিখিলেন :—

পাঠক মহাশয়েবা বিবেচনা ককন লোকের বিষয় কর্মের এবং অস্থান্য সুখ ইচ্ছা বাগ বন্ধাদিব চেষ্টা সম্প্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় বহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসাবেই অস্ত্রধের সধাদ পাওয়া যায় ইহাতে ঐ নাস্তিক পণ্ডদিগের সংবাদে এমনি বোধ হয় যেমন অস্ত্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত কবা হয় এক্ষণে এই বিষয়েব গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জালা নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ কবা বাজা ভিন্ন কাহাব সাধ্য নহে যেহেতু যতপি বাজাজাক্রমে পূর্ববৎ জাতিমালাব এক কাছাবি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগেব উপব ভারার্ণণ কবেন যে তাবল্লোক আপনঃ আচাব ব্যবহার ধর্ম বাজন না কবিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যলীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনেব সাক্ষাৎ জিহ্মন হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে বাধাক্ষম রামনাবায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চাবণ পূর্বক অঙ্গুলি ধ্বনি কবিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহবা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসী মালা ধারণ কবিয়া সর্কদা হবিবোলঃ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গববনর বাহাদুর এই হুকুম জাবি কবিয়া আমাবদিগের জাতি ধর্ম বক্ষা কবণ পূর্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক ব্যাটারদিগেব ভামাসা দেখুন।—‘সমাচাব চঞ্জিকা’, ৯ মে, ১৮৩১।

কিন্তু এই সকল নিন্দা সত্ত্বেও যুবকবৃন্দ ভিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মধ্যেও সে-যুগে হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকের একান্ত অভাব ছিল না। তাঁহাদের এক জন 'সমাচার দর্পণে' লিখিলেন :—

হিন্দুকালেজ নামক যে বিদ্যালয় কএক বৎসবাবধি- এদেশে স্থাপিত হওয়াতে সর্বসাধারণে যে উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা যোত্রহীন তাঁহাবদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসেব বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবদিত কি আছে কিন্তু চল্লিকাকাব তদ্বিষয়ে নিতান্ত অস্বার্থী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহাদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চল্লিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বিপক্ষতার কি তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক এক্ষণে আমি চল্লিকাকাব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হওনের পূর্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচাব হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপবাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিত হওনের পূর্বে এতদেদ্বীয় কয়েক জন বাঁকা বাবুরা তাঁহাবদিগেব স্বং পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধনবোঁদন এবং মূর্থতাগ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোনূ অবেধ কর্ম্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কিংকপ অসহ্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাঁকা বাবুদিগেব নাম লিখিবাব আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাঁকা বাবুবা উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন কি না আমরা বলিতে পারি না বিশেষতঃ পূর্ব্ব এই বাজধানীতে কএকটা দল হইয়াছিল তদ্বিশেষ। গাঁজাখুরী বকমাবি সবলোটটীত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্যহেতুক ভদ্রলোকেব- সন্তানেরা উপবেব লিখিত দলসকলেব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোনূ অসংকর্ম্ম না করিয়াছেন এবং কিংকপে তাঁহাবদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে মনঃপীড়া না দিয়াছেন ইহা কি চল্লিকাকাব জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কএক বৎসব পূর্বে কোন মহাশয়কর্তৃক গোড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কি চল্লিকাকাব ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হইয়া অল্পবয়স্ক কালেজের ছাত্রদিগেব উপব প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে যাহারা২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা কবিত্তেছেন তাঁহাবা কি সকলেই মন্দ সর্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য শাস্ত্রে বলেন যথা সর্বত্র ত্রিবিধা লোকা উভয়মাধমমাধমাঃ এ বচনের তাৎপর্য্য কি চল্লিকাকার মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তণ্ডুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিংকপে স্থলভ হয় ইহার উপায় চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্তু শস্যাদি স্থলভ এবং স্থলভ জগদীশ্বরের হস্তগত তবে ভূমিরোপাদিতে মনুষ্যেব কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্যকমাত্র কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জিতা বিদ্যাঃ পূর্ব্বজন্মার্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্ত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা বিদ্যাবন্ধং মহাধনং ইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যাকপ যে মহাশয় তাহাব মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চল্লিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে দেশেব ক্ষতিকারক ভিন্ন আর কি বলিব ভাবতবর্ষে ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকার হওয়াতে তৎস্থানস্থদিগের

ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্বে এতদেদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেব সন্তানদিগেব মধ্যে কেহই বহুশ্রম এবং ব্যয়পূর্বক ইঙ্গরেজী শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাবা স্বীকাব কবেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রেরা অল্প দিবসের মধ্যে স্বল্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেকপ পালগ হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপন হওয়াতে কি দোষ। এইক্ষেণে পবমেশ্বরেব কৃপায় এবং বিজ্ঞোক্তম ও অতিধার্মিক ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগেব সন্ধিবেচনার দ্বারা এতদেশে হিন্দুকালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশালা স্থাপিত হওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকেবা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন এবং তদৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।—২২ জানুয়ারি ১৮৩১।

কিন্তু নানা আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশের অন্ত্রাত্ম আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লোকের মনে অসহিষ্ণুতা জন্মিতে লাগিল। এই সকল জনপ্রচলিত প্রথার মধ্যে সতীদাহের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সে-যুগে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন একমাত্র সতীদাহতেই আবদ্ধ থাকে নাই। তখন কৌলীজ ও বহুবিবাহ বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে—বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে—খুব চলিত। এই কৌলীজ প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বেও দেশের লোকের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৩১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি ‘সমাচার দর্পণে’ কৌলীন্যের অত্যাচার সম্বন্ধে এই পত্রটি প্রকাশিত হয় :—

বহুগুণাবিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়-দিগেব অত্যন্তপুঙ্ক্ত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধকপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রভুল নাই উক্ত বিষয় রাজশাসনাভাবে প্রায় এতদেদেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে অমঙ্গলদায়ক হইয়াছে বিশেষতঃ বাঁহাবা বোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ তাঁহারা যে কি পধ্যস্ত তদ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন মহাশয়দিগের দৌবাস্ত্যপ্রযুক্ত বোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণদিগেব বিবাহ হওয়া অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয় ভিন্ন তৎকর্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না স্ততরাং বাঁহাবা বোত্রহীন তাঁহাদেরিগের বিবাহ হওয়া ভাব কত শত বোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধাবস্থাপর্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চদ্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষেণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ পকাশ বা ততোধিক বৎসবয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর খরখর এবং মবমব হইয়া বহিয়াছেন তাঁহাবদিগেব এ কাটামোতে আইবড় নাম ঘুচে কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহাবদিগেব মধ্যে অনেকেরি ঘবে এই রীতি আছে যে তাঁহাদেরিগের ঘরের কস্তা সন্তানদিগেব বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাবো সহিত দেন নাই ইহাতে তাঁহাবদিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যেই কস্তাকে তাঁহারা পাত্রস্থা করেন ঐই কস্তাব এবং সন্তানসন্ততি এবং তাহার স্বামীপ্রভৃতির ভবণপোষণ কস্তাকর্তাকে আপন জীবদশাপর্যন্ত বোড়শোপচাবে করিতে হয় এবং তাঁহাব মৃত্যুব পর তাঁহাব বংশে যিনি যখন বাতি দিতে থাকেন তাঁহাকে তাহার আপন ভবণপোষণের ন্যূনতা কবিয়াও উক্ত কুলীন মহাশয়ের ভবণপোষণ যথাসাধ্য-

ক্রমে কবিত্তে হয়...। নবগুণবিশিষ্ট কুলীন অর্থাৎ আচার্য্য বিনয়্যে বিদ্যা ইত্যাদি নয় গুণ কোলীন্যেব প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্তু এইক্ষেণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্ত করা যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণ বর্জিত ববং তাঁহাবদিগকে নিগুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পাবে কোন২ স্থানে এমত ঘটয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ স্বগুণ প্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া বাহ্মিনে বাগভবে আপন২ পত্নীব সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়েব প্রাক্কালে আপন নিদ্রিত পত্নীব গাত্রেব সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদিব আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতি সাবধানপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আবার শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন২ কুলীন মহাশয়েবা বাগচ্ছলে আপন স্বগুণেব বাটীহইতে স্ব২ পত্নীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐ২ কন্ধ্যাব পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনারা মজা মাঝিয়াছেন এবং উক্ত কন্ধ্যাবদিগকে নানামতে ক্রেশ দিয়াছেন পবে ঐ অভাগা কন্যাবদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃপ্রভৃতিবা ঐ কন্যাব ধুড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্ত্বৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দানদ্বাৰা এবং নানা স্তব বিনয়দ্বাৰা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদিদ্বাৰা উক্ত কন্ধ্যাবদিগের প্রাণবক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন পাত্রহা কন্যা সন্তানদিগেব তত্ত্বাবধাণ তত্ত্বৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতি দ্বাৰা না হয় সে স্থলে ঐ অভাগা কন্যাসন্তানাদির জীবনাবসান হওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা আপন২ স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন কবাকে এমত কুকৰ্ম্ম জানেন যে তাঁহাবদিগেব পীড়িতাবস্থাতেও তাঁহাবদিগেব চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা কবেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ কোলীন্যেব হানিকাবক জানেন . ।

কোলীন্য প্রথার জন্য দেশে অন্য যে-সকল অনাচার হইত, তাহা আমরা 'জ্ঞানারেষণে' প্রকাশিত আর একটি পত্র হইতে পাই। পত্রটি এইরূপ :—

...সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণেবাই জাতি লোপ কবিয়াছেন তাহাব কারণ আমি বিশেষ কবিয়া বলি আপনি বিবেচনা কবিবেন বংশজ ব্রাহ্মণেবা কন্যা ক্রয় কবিয়া বিবাহ কবেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতিব কল্যাণ চলিয়া যায় অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় কবিয়া বিবাহকবণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কল্যাণ পধ্যন্তও বিবাহ কবিয়াছেন আমি ইহাব কএক প্রমাণ লিখিতেছি ।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয় দুই ব্রাহ্মণ বর্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয় কবণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে পরে তাহাবদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহাব কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন কবিয়াছি তোমবা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি কবিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেবা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় কবিল এবং বাজাবে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমাবীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ কবিলে না পরে ঐ ধূর্তেবা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণেব বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহাব দুই মাস পূর্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণেব স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে

দ্বিযাত্রা দেখিয়া অতিথি নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব কবিতা মূল্যে ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতাবা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চাবিশত টাকা বফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই ব্যক্তিতে বিবাহ দিল এবং পবনবিস প্রাতে উঠিয়া তাহাবা প্রস্থান কুবিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন কবাইয়া এক বৎসব পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পবে এক দিবস লাউ পাক কবিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাস প্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে “কছু ছে কেয়া ছালান হোগা” এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল “ওমা শুন আসিয়া তোব বোঁ কি বলিতেছে” তাহাব পবে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কহা আপন জাতিবুলের সকল কথাই ভাগিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকাব ভাবিয়া স্ত্রীকে পবিত্যাগ কবিলেন।...

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ কবিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইকপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি পণ্ডিত স্নায়বল্লব ও প্রধান বঁড়ুয়ের ঘরে যে তাহাবদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহাবদিগের অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালিক কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে গড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাহাবদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান কবেন।—১৭ জুন ১৮৩৭ তাবিখেব ‘সমাচার দর্পণে’ উদ্ধৃত।

এই একই মর্মেব আবও কয়েকটি আলোচনা দুই তিন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং প্রশ্ন উঠে, গবর্নমেন্ট কোলীনিয় প্রথা রহিত করিতে পারেন কি-না। এই বিষয়ে ‘সমাচার দর্পণ’ ৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখে লেখেন :—

.. এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকের সুখ বিবোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান কবেন যে ভাবতবর্ষেব মধ্যে বাজাজ্ঞা ক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পাবে। এবং এই কুব্যবহার যদি একেবাবে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ব্রাহ্মণেবদেব যেমত উপকার জন্মে বোধ হয় যে ঐহিক অস্ত্র কোন বিষয়ে তাদৃশ উপকাব প্রায় দৃষ্ট হয় না।

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেবা উক্ত বর্তমান ব্যবহাবেতে যে অল্পপকাব ও তদল্পপকাব যে উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহাব এক দরখাস্ত তথায় যদি গবর্নমেন্টে প্রদান করেন তবে ঐ দরখাস্ত তথায় যে সুরাহা হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।

গবর্নমেন্টের পক্ষে সামাজিক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া আর এক জন লেখেন :—

..যদি কেহ বলেন গবর্নমেন্ট কলীনদিগেব প্রাধান্য রহিতের কোন আইন প্রচলিত কবিলে এতদেশীয় অনেক মান্য লোকেবা মনঃপীড়া পাইবেন। উত্তর এতদ্রূপ মনঃপীড়াতে গবর্নমেন্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্নিপাতিক বোগী সদা সর্ধক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু যে পর্যন্ত তাহাকে ঐ বোগ ত্যাগ না কবে সে পর্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ

তাহার এতদ্রূপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না তৎপ্রযুক্ত উক্ত বোগী আপন চিকিৎসকেব প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না—‘সমাচার দর্পণ’, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১।

কৌলীন্য প্রথার জন্য শ্রেণীবিশেষের পুরুষের যে অস্ববিধা হইতেছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্ট হইতেছিল জ্ঞীলোকদিগেব। সুতরাং জ্ঞীলোকদিগের পক্ষ হইতেও যে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয়। জ্ঞীলোকদিগের এই সকল দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া সমসাময়িক পত্রিকায় অনেকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শুধু যে কৌলীন্য-প্রথার অত্যাচার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়, তাহা নহে; জ্ঞীলোকদিগেব অবস্থা সকল দিক হইতে যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তাহার জন্য আবেদন জানান হয়। ১৫ মার্চ ১৮৩৫ তারিখে “চুঁচুড়ানিবাসি জ্ঞীগণ” লেখেন :—

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় জ্ঞীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনাবা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন কবিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম প্রতিপালন হইতে পাবে না।

২। অন্যান্য দেশীয় জ্ঞীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ কবিতে কেন না দেন। কি আমাবদেব স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমাবদেব দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার কবা হইতে পাবে। ফলতঃ প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্বক এই ব্যবহাবে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কবিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমাবদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নিদর্শ্যচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্বক স্বামী মনোনীত কবিতে পাৰি না। আপনারা কহেন যে আমাবদেব কুলধর্ম ও সঙ্গম বজার রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা কবিয়া যাহাবদের সঙ্গে আমাবদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমাবদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪।৫।১০।১২ বর্ষ বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমাবদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশেব কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না যে ব্যাপারেতে আমাবদের স্বত্ব দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্মেতে যদি আমাবদিগকে বিবেচনা কবিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনাদের কুলেব সঙ্গম ও আমাবদের স্বত্বের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনাবা কেবল সাধাবণ কতৃৎ কবেন আমাবদের প্রতি মনোনীত কবণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমাবদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহাবা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারা ই আমাবদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহাবদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই তাহাতে যে টাকা পাওরা যায় তাহা যদি আমাবদিগকে জ্ঞীধন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া

আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমাবদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্তা এই ঘৃণ্যব্যাপার সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপ-ভাগী হইবেন কিন্তু পবিত্র যে কতকাল সহিবেন তাহা কহা যায় না তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জন করুন।

৫। যাঁহাবদের অনেক ভাৰ্ঘ্যা আছে তাঁহাবদের সঙ্গে কেন আমাবদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহা অনেক ভাৰ্ঘ্যা তিনি প্রত্যেক ভাৰ্ঘ্যা লইয়া সাংসারিক যেমন বাঁতি ও কর্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পাবেন।

৬। ভাৰ্ঘ্যাব মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর পবে বিবাহ কবিতো না পাবে। পুরুষেব যেমন বিবাহ কবিতো অলুবাগ তেমন কি স্ত্রী নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুইতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার কবিয়া কখন দেখি যে আমাবদিগকে আপনাবা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামেব ছায় অপমানিতা দেখিতেছেন।

শুধু এই সকল গুরুতর বিষয়েই নয়, অন্যান্য সামান্য ব্যাপারেও সে যুগে সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই সকল ব্যাপারের মাত্র একটি উল্লেখ করিয়া আজিকার এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই বিষয়টি বাংলা দেশে স্ত্রীলোকদের সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার। 'এ বিষয়ে এক ব্যক্তি 'সমাচার দর্পণে' লেখেন :—

এতদেশীয় স্ত্রীলোকেব পবিত্র অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধাবণেব ব্যবহার্য ইহা অনেক দোষভাসেব ও ভিন্নদেশীয় লোকেবও ঘৃণার্থ এবং নব্য ব্যবহার্যই অলুভব হয়। যেহেতুক পুবাণ কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকেব পবিত্র ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদেশীয় মহাশয়বা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ কবিয়া কদর্য নব্য ব্যবহার কেন গ্রহণ কবিয়াছেন।

যেহেতুক বর্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্বঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকেব তাদৃশ সপ্তম সম্ভবে না বাদৃশ উত্তরীয় তত্বপবি সর্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদেশীয় মহাশয়বা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ কবিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যানুসাবে নানাভাবে স্ত্রীলোকদিগকে সূশোভিতা করিবার প্রযত্ন বাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহু-মূল্যভবণ দিতেছেন সে স্থলে একখানি সূক্ষ্ম শাটী হৃদ পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সূশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর যদিও হইয়া থাকে তথাপি এতদেশীয় সাধাবণ স্ত্রীলোকেব পবিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকাসম্পাদককৃত দূতীবিলাসে অনঙ্গমঞ্জরীর উত্তম বেষণবর্ণনে। সূবর্ণেব গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি বসনেব সূদৃশতা হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়বা এই ঘৃণিত ব্যবহার পবিত্রবর্তনে মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনেব অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধাবণ সকলই বহুমূল্যেব বস্ত্র স্ত্রীলোককে প্রদত্ত করাইয়া দেউন ও শাটীবস্ত্রের ব্যবহার একদাই পবিত্র্যাগ হউক। উত্তর অশ্রদ্ধাভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ যে ব্যক্তি যত মূল্যেব অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সসমর্থ তিনি তত্বপযুক্ত বস্ত্রও পবাইতে অবগু

ক্ষম বটেন। এবং পূজা বন্ধন ভোজনকালীন সাটী পরিধান হিন্দু স্ত্রীগণের আবশ্যিক বটে তাহা পক্ষন। যদ্রূপ হিন্দুস্থানে ব্যবহাব আছে। এতদেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেসাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েবা জামা নিমা কাবা কোবতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সঙ্গমার্থে ব্যবহাব করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বয়ং কুলাঙ্গনাদিগকে সর্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাক্ষা উডানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহাব করাইলে কদাচ হুম্ব হইতে পাবে না। ববং সূদৃশা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পাবে। যদি বলেন এতদেশমাত্রই পবিচ্ছদ পবিবর্তন ব্যবহাব একদা কিপ্রকাব সম্ভাবনা। উত্তব তাহার এক সত্বপায় স্তলভ অল্পভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাহ স্ত্রীগণ যাদৃশ পবিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহাব কবেন তদ্রূপই ইতস্ততঃ সর্বত্র প্রচলিত হয়। তথিস্তাব এতদেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন।—১ আগষ্ট ১৮৩৫।

১৮৫১ সনের ১৪ই জুন তারিখের ‘সংবাদ ভাস্কব’ পত্রেও এই বিষয়ে নিম্ন-লিখিত মন্তব্য কবা হয়:—

আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্ত অনেকবাব লিখিয়াছি এবং আমাবদিগেব পত্রপ্রেরকৃবাব নানা প্রকাব হেতুবাদ দর্শাইয়া বাহা পবিত্যাগ কবণার্থ সর্ব সাধাবণকে অল্পরোধ কবিয়াছেন অদ্যাপিও এতদেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণা বোধ কবেন নাই। সে বিষয় এই যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহাবে সবস্ত্র বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না শবীবাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহাব কবিত্তে হয়, যে বস্ত্র পবিধান কবিলে সর্বাঙ্গ দেখা যায় সে বস্ত্র পবিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েবাও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহাব কবেন না, হিন্দুদিগেব মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সফ বস্ত্র পবেন না, কেবল বঙ্গ বাজ্যেব মধ্যে সফ কাগড়ে স্ত্রী পুংস্ব সাধাবণ সকলেব দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা, শান্তিপুবাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্মাণাবস্ত্র হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গদেশীয় পুংস্ব পুংস্বীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন,-- এতদেশীয় মান্যবব মহাশয়গণ আপনাবদিগেব পবিবারাদিব মধ্যে এই কুব্যবহাব রাখিয়াছেন ইহাতে আমবা পূর্বাগর আক্ষেপ কবিয়া আসিতেছি এইক্ষেণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দ্ধমানাধীশ্বব মহাবাজা তাঁহার অধিকাব হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোষণা কবিয়াছেন তাঁহার অধিকাবে কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র পবিধান কবিত্তে পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ডযোগ্য হইবেন,...

সে-যুগের বাঙালীর সম্মুখে যে-সকল সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাব কয়েকটির পবিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ও পুস্তকে এই ধরণেব আরও বহু সমস্যা ও প্রশ্নের সন্ধান মিলে। সেগুলি একত্র করিয়া বিগত যুগের বাঙালী সমাজের চিত্র কেহ সম্পূর্ণ কবিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।*

* ৮ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে শ্রব স্রীযত্ননাথ সরকারেব সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বামপ্রাণ গুপ্ত-স্বর্ণপদক-বিতরণ সভায় পঠিত।

মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার

শ্রীশুশীলকুমার দে, এম-এ, ডি-লিট

মহাভারতের যে বিংশাদিক টীকা সমগ্র বা অসমগ্রভাবে পাওয়া যায়, তাহাদের অতি অল্পসংখ্যকই মুদ্রিত বা প্রচলিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা হিসাবে ইহাদের যাহাই মূল্য হউক না কেন, ইহাদের অধিকাংশই মহাভারতের বর্তমান পুঁথিগুলির অপেক্ষা প্রাচীন। স্মরণ্য, যে সকল পাঠ বা পাঠান্তর এই টীকাগুলিতে ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না, এবং মূলের প্রাচীন পাঠ উদ্ধার করিতে হইলে এই সকল পাঠের বিচার নিতান্ত আবশ্যক।

২. মহাভারতের যথেষ্ট অল্পশীলন হইলেও, এই দিক্ হইতে টীকাগুলির যথাযোগ্য চর্চা বা আলোচনা হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। নীলকণ্ঠের স্প্রসিদ্ধ টীকা ভিন্ন, অত্র টীকা-গ্রন্থগুলি দুপ্রাপ্য; এবং যেকপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের পরীক্ষা প্রয়োজন, তাহা এ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিলেই হয়। ১৮৯৭ সালে হোল্টসমান^১ প্রথম এই টীকাগুলির একটি বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, কিন্তু তৎকালে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সম্প্রতি পুনা প্রাচ্যবিদ্যাসংশোধক মন্দির হইতে মহাভারতের যে বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে,^২ তাহাতে অনেকগুলি টীকাকারের উল্লেখযোগ্য পাঠ যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ হইতেছে। উক্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক, ডক্টর বিষ্ণু সীতাবাম স্বকথঙ্কর, তৎসম্পাদিত আদিপর্বেব ভূমিকায়, এবং পবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় প্রকাশিত *Notes on the Mahābhārata Commentators*^৩ শীর্ষক প্রবন্ধে, কতকগুলি প্রসিদ্ধ টীকাকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত সংস্করণের উদ্বোধনপর্বেব ভূমিকাতেও বর্তমান লেখক কর্তৃক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল উপকরণ হইতে বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচিত হইল, আশা করা যায়, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে এই টীকাগুলির আরও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হইবে।

১ Holtzmann, *Das Mahābhārata*, Kiel 1894, vol. 3, pp. 87f.

২ এ পর্য্যন্ত স্বকথঙ্কর-সম্পাদিত আদিপর্ক (১৯২৭-৩৩), রঘুবীর-সম্পাদিত বিরাটপর্ক (১৯৩৬) ও বর্তমান লেখক-সম্পাদিত উদ্বোধনপর্ক (১৯৩৮-৩৯) প্রকাশিত হইয়াছে। বনপর্ক ছাপা হইতেছে, সভাপর্কেব সম্পাদনা প্রায় শেষ হইয়াছে এবং ভীষ্মপর্কেব সম্পাদনা আবস্ত হইয়াছে। এই শেবোক্ত তিনটি পর্কের ভাব যথাক্রমে স্বকথঙ্কর, এড্‌জারটন ও বেল্‌তাল্‌কব লইয়াছেন।

৩ *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, xvii, 1936, pp. 185-202.

মহাভারতের যে কয়জন টীকাকারের নাম জানা যায়, তাঁহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—অনন্তভট্ট, অৰ্জুনমিশ্র, আনন্দ, কণ্ঠাভরণ, চতুর্ভূজমিশ্র, জগদীশ চক্রবর্তী, দেববোধ, নীলকণ্ঠ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, মহানন্দপূর্ণ, যজ্ঞনারায়ণ, রত্নগর্ভ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামানুজ, লক্ষ্মণ, বরদ, বাদিরাজ, বিভাসাগর, বিমলবোধ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীনিবাস, সর্বজননারায়ণ ও সৃষ্টিধব। ইহাদের সকলেই সমগ্র মহাভারতের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না, কারণ, অনেকেরই টীকা কোন কোন পর্বের উপর অথবা অসম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা যে-মূলের উপর টীকা করিয়াছেন, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেব পুঁথিতে প্রচলিত, এবং ইহাদের দ্বত প্রাদেশিক পাঠগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ছ-একটি টীকাকারকে বাদ দিলে, ইহাদের তারিখ বা অজ্ঞাত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, এবং সকলের টীকাও আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হয় নাই। সমগ্র মহাভারতের উপর একমাত্র নীলকণ্ঠেরই ধাবাবাহিক টীকা এখন পাওয়া যায়, এবং ইহা সমগ্রভাবে মুদ্রিতও হইয়াছে।

পূনা সংস্করণেব বিভিন্ন প্রকাশিত পর্বে যে সকল টীকা হইতে উল্লেখযোগ্য পাঠ গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের রচয়িতার নাম যথাক্রমে এইরূপ :—

আদিপর্বে—দেববোধ, অৰ্জুনমিশ্র, রত্নগর্ভ ও নীলকণ্ঠ। [ইহাদের মধ্যে একমাত্র নীলকণ্ঠের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে]।^৪

বিরাটপর্বে—সর্বজননারায়ণ, অৰ্জুনমিশ্র, চতুর্ভূজমিশ্র, নীলকণ্ঠ, রামকৃষ্ণ ও বিষ্ণু-পদবিবরণ-রচয়িতা কোনও অজ্ঞাত টীকাকার। [এই টীকাগুলি মহাদেব গঙ্গাধর ভট্ট বাক্রে সম্পাদিত বিরাটপর্বের সংস্করণে, গুজরাতি প্রিণ্টিং প্রেস, বোম্বাই হইতে ১৯১৫ সালে মুদ্রিত হইয়াছে]।

উদ্যোগপর্বে—দেববোধ, সর্বজননারায়ণ, অৰ্জুনমিশ্র, শঙ্করাচার্য্য (কেবল সনৎজ্ঞাত পর্ব) এবং নীলকণ্ঠ। [দেববোধের টীকা ভিন্ন, অজ্ঞ টীকাগুলি উক্ত বোম্বাই সংস্করণের উদ্যোগপর্বে ১৯২০ সালে মুদ্রিত হইয়াছে]।

ইহা ভিন্ন, বাদিরাজের লক্ষাভরণ বা লক্ষালঙ্কার (সভা, বিরাট ও উদ্যোগ)^৫ এবং

৪ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (*Indran Culture*, vol i, p 704, foot-note) লিখিয়াছেন যে, ১৮৯৭ সালে ভূদেব চট্টোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ ও অৰ্জুনমিশ্রের টীকা সমেত আদিপর্ব বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এই সংস্করণ দেখি নাই।

৫ উডিপির মাল্লগুরু বাদিরাজভীর্থেব মৃত্যুকাল শকাব্দ ১২৬১ (= খ্রীষ্টাব্দ ১৩৩৯), এইরূপ বামকৃষ্ণ ভাগবতের ধরিয়াছেন ; কিন্তু পি. কে. গোড়ে দেখাইয়াছেন যে, এই তারিখ ঠিক নয় (*Annals of the Bh Inst.* xvii, pp 203-10) ; বাদিরাজভীর্থে ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী গ্রন্থাক্ষর-লিখিত দাক্ষিণাত্য পাঠই অসম্ভবণ কবে, এবং পাঠ বা ব্যাখ্যা হিসাবে মূল্যবান নহে।—সনৎজ্ঞাতীয়ে শঙ্করাচার্য্যও দাক্ষিণাত্য পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে উদ্যোগপর্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বিমলবোধেব-দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী বা দুর্বোধপদভজিকা (বিবর্ত ও উত্তোগ) টীকাও উক্ত বোম্বাই সংস্করণে অংশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে।

এই সকল টীকাকারের মধ্যে নীলকণ্ঠের নামই বর্তমান সময়ে সুপ্রসিদ্ধ, এবং তাঁহার সময় ও পরিচয় অজ্ঞাত নয়। হুতরাং মহাভারতের অন্যান্য প্রাচীন টীকাকারদের সম্বন্ধ বা পৌরোপাখ্য নির্ণয় করিতে হইলে নীলকণ্ঠ হইতেই আমাদের আরম্ভ করিতে ও অগ্রসর হইতে হইবে। নীলকণ্ঠের সমগ্র টীকা বহুবার মুদ্রিত ও সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, গত শতাব্দী হইতে মহাভাবতের বিবিধ উত্তর-ভারতীয় মুদ্রিত সংস্করণে যে পাঠ গৃহীত হইয়াছে, তাহা মূখ্যতঃ নীলকণ্ঠ-নির্দ্ধারিত পাঠ। ১৮৩৪-৩২ সালে মহাভারতের যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কলিকাতায় সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইলেও, বাঙ্গালা দেশের পুথিব পাঠ অল্পসংখ্যক করে না, ইহাতে নীলকণ্ঠের টীকা মুদ্রিত হয় নাই বটে, কিন্তু নীলকণ্ঠের টীকাহুয়ায়ী প্রচলিত দেবনাগরী পুঁথির পাঠই গৃহীত হইয়াছে। গণপৎ কৃষ্ণজী-প্রকাশিত ও বোম্বাই হইতে ১৭২২ শকে (= ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত যে আদি বোম্বাই সংস্করণ, তাহাতেও এই পাঠ ও নীলকণ্ঠের টীকাও রহিয়াছে। এই দুইটি সংস্করণ পরবর্তী প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতীয় মুদ্রিত সংস্করণের উপজীব্য; এবং ইহাদের দ্বারা, ও সর্বত্র প্রচলিত দেবনাগরী পুঁথির দ্বারা, এই পাঠই আধুনিক সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের (বিশেষতঃ কাশ্মীর ও মলয় প্রদেশের) পুঁথিতে মহাভারতের যে মূল পাওয়া যায়, তাহা নীলকণ্ঠ-প্রত মূল হইতে যথেষ্ট বিভিন্ন ও প্রাচীন।

নীলকণ্ঠের টীকার বা পাঠের যে সর্বত্র প্রচলন হইয়াছে, তাহার কারণ এই নয় যে, নীলকণ্ঠের টীকা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অথবা প্রকৃত পাঠ সংরক্ষণ হিসাবে মূল্যবান। প্রকৃত-পক্ষে, মহাভারতের অধিকতর প্রাচীন ও মূল্যবান টীকাগুলি লুপ্ত হওয়াতে, বর্তমান সময়ে নীলকণ্ঠের অপেক্ষাকৃত আধুনিক টীকা নিজস্ব মূল্য অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধি ও সমাদর লাভ করিয়াছে। আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, চতুর্ধর (আধুনিক চৌধুরী) উপাধিদারী নীলকণ্ঠ ছিলেন গোঁতমগোত্রসম্বৃত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, এবং গোদাবরীতীরস্থ কুর্পারগ্রাম (আধুনিক কোপারগাঁও) নিবাসী গোবিন্দস্বরী ও ফুল্লাধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, কাশীক্ষেত্রে, যথাক্রমে তাঁহার ভারতভাবদীপ ও গণপতিভাবদীপ নামক সমগ্র মহাভারতের ও গণেশগীতার টীকা লিখিত হইয়াছিল, শেষোক্ত গ্রন্থের রচনাকাল সংবৎ ১৭৫০ (= খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯৪) এইরূপ পাওয়া যায়।

টীকার প্রারম্ভে তাঁহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,—

বহুন্ সমাহৃত্য বিভিন্নদেশান্, কোশান্, বিনিশ্চিয চ পাঠমগ্র্যম্।

প্রাচ্যঃ পুরুষামনুসৃত্য বাচমারভাতে ভাবতভাবদীপঃ ॥

অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত মহাভারতের বহু পুঁথি হইতে সমীচীনতম পাঠ

নির্ণয় করিয়া এবং প্রাচীন গুরুদিগের বাক্য অনুসরণ করিয়া ভারতভাবদীপ বচনা করিয়াছেন। স্বতরাং তাঁহার গ্রন্থে সর্বত্র বিবিধ পাঠান্তরের এবং প্রাচীন টীকাকারদের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এই পাঠগ্রহণে বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা সংগ্রহবুদ্ধিরই বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে যে অধিক অথবা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, শ্লোকাংশ এবং প্রাদেশিক পাঠ পাওয়া যায়, তাহাও তিনি বাদ দেন নাই। এমন কি, অধুনাতন পুঁথির পাঠও যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উত্তোগপর্কের সনৎসজ্জাতীয়ে আরম্ভে স্বীকার করিয়াছেন^৬। অর্থাৎ, তাঁহার ধারণা ছিল যে, মহাভারতের যে কোন পুঁথিতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাব সমস্তই আহরণ কবিত্তে হইবে। ইহাতে তাঁহার নির্ণীত মূল, অবিচারিত পাঠস্বীকারে ও প্রক্ষিপ্তাংশে,^৭ পল্লবিত ও ভাষাক্রান্ত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বা উদাহরণ অত্র দ্রষ্টব্য^৮, এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সর্বত্র প্রচলিত ও আদৃত হইলেও, নীলকণ্ঠের অর্কাচীন টীকাকে মহাভারতের মূল পাঠের আলোচনায় প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তথাপি, নীলকণ্ঠ যে-সকল পাঠভেদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী টীকাকারদের যে-সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। অগ্রগামীদের মধ্যে, বিভিন্ন পর্কে, দেববোধ, সর্বজন্যায়ণ, অর্জুনমিশ্র ও রত্নগর্ভ—এই চারি জনের নাম ঐ তাঁহাদের ব্যাখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে রত্নগর্ভ বেশী প্রাচীন ব্যাখ্যাকার বলিয়া মনে হয় না, এবং তাঁহার টীকার মূল্যও বেশী নয়^৯। অত্র তিন জনের মধ্যে দেববোধই প্রাচীনতম। উত্তোগপর্কের এক স্থলে (৭।৮২।২)^{১০} মধুপর্কিক এই শব্দের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ দেববোধের পাঠ প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন^{১১}, এবং আদিপর্কে (১।১৫৮।১৪) দেববোধধৃত একটি সমগ্র শ্লোকের পাঠকে প্রাচীন পাঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন^{১২}।

৬ উত্তোগপর্কিণি সনৎসজ্জাতীয়ে ভাষ্যকারাদিভির্ব্যাখ্যাতান্ সংপ্রতিতনপুস্তকেষু চ হিতান্ পাঠান্ শ্লোকাংশ গুণোপসংহারন্যায়েন একত্রীকৃত্য ব্যাখ্যায়তে।—ইহাতে যে অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহাব সম্বন্ধে মল্লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৭ কেবল উত্তোগপর্কেই প্রায় ১৫০ প্রক্ষিপ্ত অংশ বহিয়াছে, তাহাব মধ্যে একটি ১০৩ লাইন বিস্তৃত।

৮ পুনা সংস্করণেব আদি ও উত্তোগপর্কের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯ আদিপর্কের ভূমিকা, পৃ. ৬৯।

১০ বর্তমান প্রবন্ধে যেখানে আদি, বিবট ও উত্তোগপর্ক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেখানে পুনা সংস্করণ ও অন্যান্য পর্কের ক্ষেত্রে গণপত, কৃষ্ণজী-প্রকাশিত বোধাই সংস্করণ বুঝিতে হইবে।

১১ মধুপর্কিকা মধুপর্কসময়ে পঠন্ত ইতি দেববোধঃ।

১২ ইতি প্রাচীনঃ পাঠো দেববোধাদিভির্ব্যাখ্যাতত্বাৎ।—কিন্তু এই পাঠ দেববোধের টীকার পুঁথিতে পাওয়া যায় না।

এইরূপ সর্বজন্যায়ণ ও অর্জুনমিশ্রের উল্লেখ যথাক্রমে উত্তোগপর্কের দুই স্থলে (৫৪০১২ ও ৫৪০১২৪)^{১৩} এবং বনপর্কের এক স্থলে (৩২২১৭০)^{১৪} পাওয়া যায়।

নীলকণ্ঠের এই তিন জন অগ্রবর্তীর মধ্যে অর্জুনমিশ্র কনিষ্ঠতম, কারণ, অর্জুনমিশ্র তাঁহার টীকায় দেববোধ ও সর্বজন্যায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। বিমলবোধও তাঁহার পূর্বগামী। আদিপর্কের টীকার প্রারম্ভে অর্জুনমিশ্র শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন,—

বেদব্যাস-বৈশংপায়ন-দেববোধ-বিমলবোধ-সর্বজন্যায়ণ-শাণ্ডিল্যমাধব-পিতৃভ্যো নমঃ ।

শ্রীদেববোধপাদাদিমতমালোক্য যত্নতঃ ।

ক্রিয়তেহর্জুনমিশ্রেণ ভাবতার্থপ্রদীপিকা ।

এবং অন্ত্র হরিবংশের টীকার শেষে লিখিয়াছেন,—

শ্রীদেববোধবিমলবোধশাণ্ডিল্যমাধবাঃ ।

নারায়ণশ্চ সর্বজ্ঞঃ পিতা চ গুববো মম ।

শাণ্ডিল্যমাধব সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, কিন্তু অর্জুনমিশ্র ইহাদের সহিত নিজের পিতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহার পিতা ঈশান তৎসময়ে মহাভারতের খ্যাতনামা পাঠক ছিলেন, টীকার পুস্তিকায় তাঁহাকে পাঠকরাজ ও ভারতচাৰ্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার অগ্র অভিধান ‘চম্পাহেষ্টিকুলসরিমাধেন্দু’ হইতে বুঝা যায় যে, তিনি চম্পাহট্টীয় কুলের বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং অর্জুনমিশ্রই মহাভারতের একমাত্র প্রাচীন বাঙ্গালী টীকাকাব। পববর্তী সময়ের অগ্র বাঙ্গালী টীকাকার হইতেছেন বোধ হয়—স্বষ্টিধর^{১৫} ও জগদীশ চক্রবর্তী^{১৬}।

অর্জুনমিশ্র পুনরায় বিরাটপর্কের টীকার আরম্ভে দেববোধের এইরূপ স্তুতি করিয়াছেন এবং পিতৃ-উপদেশের কথা বলিয়াছেন—

বেদব্যাসমুখাস্তোজগলিতং বাঙময়ামৃতম্ ।

সংভোজয়ন্তং ভুবনং দেববোধং ভজামহে ॥

* * * *

শ্রীদেববোধপাদাদিতোপদেশসেবিনা ।

ক্রিয়তেহর্জুনমিশ্রেণ বিরাটপর্কদীপিকা ।

১৩ বিষ্ণু লোহমিতি সর্বজ্ঞঃ ।... দক্ষিণাবর্তঃ শঙ্খ ইতি নাবায়ণঃ ॥—এতেনাঙ্গহোত্রমূলক্ষ্ম-
তীতি নাবায়ণঃ ॥—এই সমস্ত ব্যাখ্যাই সর্বজন্যায়ণের টীকায় পাওয়া যায় ।

১৪ জারুথ্যান্ ত্রিগুণদক্ষিণানিত্যর্জুনমিশ্রঃ ।

১৫ যদি এই স্বষ্টিধর পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তি টীকাকাব হন, তবে তিনি, বোধ হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

১৬ বাণীকণ্ঠ আচার্য্যের পুত্র এবং কাটোয়ার নিকটবর্তী নলাহাটীগ্রামনিবাসী । ইহার সভাপর্কের ব্যাখ্যাব একখানি পুঁথি লিপিকাল সন ১১৫৯, ২২ ফাল্গুন ।

এই সকল শ্লোকে অৰ্জুনমিশ্র দেববোধের প্রতি যে অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক নয়, কারণ, দেববোধের টীকাই তাঁহার প্রধান উপজীব্য। যদিও দু-একটি স্থলে তিনি স্পষ্ট নামোল্লেখ করিয়া দেববোধের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন,^{১৭} তথাপি দুইটি টীকা পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অৰ্জুনমিশ্র তাঁহার টীকার আদ্যোপান্ত (বিশেষতঃ উদ্যোগপর্কে) বহু স্থলে নামোল্লেখ না করিয়াও দেববোধের টীকার বিস্তৃত নকল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকাকে দেববোধের টীকার সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, দেববোধের টীকার জ্ঞানদীপিকা নামের অনুকরণে তিনি নিজের টীকার নামকরণও করিয়াছেন—অর্থদীপিকা! আমরা পরে দেখিব, দেববোধ খুব সম্ভব কাশ্মীর বা উত্তর-পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী ছিলেন, কারণ, তাঁহার টীকায় উক্ত প্রদেশের পুঁথির পাঠই বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, অৰ্জুন-মিশ্র বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার টীকায় বঙ্গীয় পুঁথির পাঠ সর্বত্র গৃহীত হয় নাই, বরং অল্প প্রদেশের পুঁথির পাঠ গ্রন্থের পবিমাণে বঙ্গীয় পাঠকে অন্তর্হিত করিয়াছে। অনেক স্থলে তিনি বঙ্গীয় পাঠকে ‘অসম্যক’ বলিয়া দেববোধের পাঠ স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার টীকায় এমন অনেক পাঠ পাওয়া যায়, যাহা কেবল দেববোধের টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায় না।^{১৮} সুতরাং বাঙ্গালা দেশে লিখিত হইলেও অৰ্জুন-মিশ্রের টীকা বঙ্গীয় পাঠের প্রকৃত নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান নহে, এবং দেববোধের টীকার অংশতঃ বা পূর্ণতঃ নকল বলিয়া ইহার মৌলিকতা যথেষ্ট খর্ব হইয়াছে।

অৰ্জুনমিশ্রের টীকার পুঁথি বাঙ্গালা দেশেও স্ফলভ নয়, এবং সমস্ত পর্কের উপর টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তথাপি মনে হয়, তিনি সমস্ত মহাভারতের উপরই টীকা লিখিয়াছিলেন, কারণ, খিল হবিবংশকেও তিনি মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অৰ্জুনমিশ্রের আবির্ভাবকাল নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অৰ্জুনমিশ্রলিখিত মোক্ষধর্মপর্কের টীকার যে তালপত্রের পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন^{১৯}, তাহার লিপিকাল হইতেছে শকাব্দ ১৪৫৬ (= খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩৪)। ইহার লিপিকার গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে বলিয়াছেন^{২০} যে, অৰ্জুনমিশ্রের টীকা তাঁহার সময়ের লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সুতরাং অৰ্জুনমিশ্র ইহার বহুপূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ^{২১} ও পি কে. গোড়ে^{২২} অৰ্জুনমিশ্রের তারিখ সম্বন্ধে বিস্তৃত

১৭ যথা—১।১৪৩৩৪ শেষপাঠদ্বয় দেববোধপাদনানং সংযতম্। (দেববোধের টীকার উল্লিখিত দুইটি পাঠই পাওয়া যায়)।

১৮ উদাহরণের অল্প উদ্যোগপর্কের ভূমিকা প্রস্তাব্য।

১৯ *Notices of Sanskrit Manuscripts*, 2nd Series, 1900, vol. i, p. 298, No. 295.

২০ অন্নাদীতীলপিগ্রন্থভাষ্যসমুচ্চয়ঃ। বিহুয়াং হেলয়া প্রাচ্যগ্রন্থো নার্মমুপৈয়িবান্।

২১ *Indian Culture*, vol. i, pp 706-10 ; vol. ii, pp. 585-88.

২২ *Indian Culture*, vol. ii, pp. 141-46.

আলোচনা করিয়াছেন। ঘোষ মুখ্যতঃ কুলপঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার তারিখ আনুমানিক ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ এইরূপ ধরিয়াছেন, কিন্তু গোড়ের মতে ইহা ১৪৫০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

সর্বজ্ঞনারায়ণ কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ও কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে তিনি অর্জুনমিশ্রের পূর্ববর্তী ও দেববোধের পরবর্তী, এবং তাঁহার টীকায় দাক্ষিণাত্য পাঠ বিরল বলিয়া তিনি যে উত্তর-ভারতের লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই।^{২৩} দেববোধ বা অর্জুনমিশ্রের টীকার মত, তাঁহার ভাবতার্থপ্রকাশ দুঃপ্রাপ্য নয়, তবে তিনি সমগ্র মহাভাবতের উপর টীকা করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। আদিপর্বে টীকার পুষ্পিকায় তাঁহাকে পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার টীকায় দেববোধের যথেষ্ট অনুলসরণ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জুনমিশ্র যতটা করিয়াছেন, ততটা নয়। উত্তোগপর্বে টীকার প্রারম্ভে দেববোধেব জ্ঞানদীপিকা টীকায় অর্জুনবিস্তার করিয়া বলিয়াছেন—

উদ্যোগে দেববোধস্য বাধ্যভবমবীচয়ঃ।

পিবন্তজ্ঞানদুর্জানবন্ধোরক্তমহার্ণবম্।

এই শ্লোকটি গুরুোক্ত গুজরাতি ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত টীকায় বর্জিত হইয়াছে, কিন্তু মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট সংগ্রহের একটি^{২৪} ও বোম্বাই গভর্নমেন্ট সংগ্রহেব দুইটি^{২৫} পুঁথিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন উত্তোগপর্বে টীকার ভিতরেও এক স্থলে (৫১২৫।৩৯) সর্বজ্ঞনারায়ণ দেববোধেব টীকা হইতে একটি ব্যাখ্যামূলক শ্লোক ‘দেববোধপাদান্ত’^{২৬} বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। যলি^{২৭}, ব্যালার^{২৮}, হোল্টস্ম্যান^{২৯} প্রভৃতির মতে মহাভারতের টীকাকার সর্বজ্ঞনারায়ণ এবং মনুসংহিতার টীকা মন্বর্থবৃত্তি বা মন্বর্থনিবন্ধের^{৩০} রচয়িতা সর্বজ্ঞনারায়ণ একই ব্যক্তি। শেষোক্ত টীকায় উদ্ধৃত কয়েকটি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্যালার

২৩ ইহাব আলোচনা উদ্যোগপর্বেব ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২৪ নং ২১৬৯।

২৫ No 33A of 1879-80 and 168 of 1884-87

২৬ দেববোধের উত্তোগপর্বে টীকায় যে প্রাচীন জীর্ণ তালপত্রের পুঁথি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্ষিত আছে, তাহা ঋণ্ডিত এবং আলোচ্য অংশটিতে গ্রন্থপাত হওয়ায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

২৭ Jolly, *Law of Adoption* (Tagore Law Lectures), p. 7 Cf. also *Recht u Sitte*, p. 31.

২৮ Buehler, *Laws of Manu* (SBE), p. cxx f

২৯ Holtzmann, *op. cit.*, p 71 f.

৩০ V. N. Mandlik তাঁহার মনুসংহিতাব সংস্করণে (Bombay 1886) ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন।

সাধারণভাবে তাঁহার সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের উত্তরার্ধে ধার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু পি. ডি. কাণের মতে^{৩১} সর্বজননারায়ণ ১১০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অমরকোষের বাদ্দালী টীকাকার রায়মুক্ত ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বজন-নারায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন।

অর্জুনমিশ্র বিমলবোধের নামোল্লেখ করিলেও, সর্বজননারায়ণের টীকায় তাঁহার নাম পাওয়া যায় নাই; সুতরাং তিনি অর্জুনমিশ্রের পূর্ববর্তী হইলেও, সর্বজননারায়ণের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু অর্জুনমিশ্র প্রাক্তন টীকাকারদের নমস্কারে, দেববোধের পবে এবং সর্বজননারায়ণের পূর্বে বিমলবোধের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বিমলবোধ সর্বজননারায়ণ অপেক্ষাও প্রাচীন। তিনি যে দেববোধের পরবর্তী তাহা তাঁহার টীকায় প্রারম্ভে নিজের উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়—

বৈশংপায়নটীকাদি দেবস্বামিমতানি চ।

বীক্ষ্য ব্যাখ্যা বিবচিত্তা দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী।

এখানে ‘দেবস্বামি’ আখ্যা নূতন হইলেও অনর্থক নয়, কাবণ, দেববোধকে তাঁহার টীকায় পুষ্পিকায় পবমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বলা হইয়াছে।^{৩২} এই আখ্যা যে দেববোধকে বুঝাইতেছে, তাহা পরপৃষ্ঠায় দেববোধের স্পষ্ট নামোল্লেখ হইতে জানা যায়—

পশুতাং মুনীনামতিবিস্ময়মুৎপাদিতবানিতি লোমহর্ষণনামাভূদিতি দেববোধপাদা আঃ। এই উদ্ধৃত অংশ দেববোধের টীকায় প্রায় অবিকলভাবে পাওয়া যায়।^{৩৩} বিমলবোধের দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী বা দুর্কোধপদভঞ্জিকা টীকা একেবারে ছুপ্রাপ্য নয়, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত। অত্যাশ্চর্য্য টীকার মত ইহা ধারাবাহিক নয়, বিভিন্ন পর্কের যে সকল শ্লোক টীকাকারেব দুর্ঘট বা দুর্কোধ মনে হইয়াছে, কেবল তাহারই ব্যাখ্যা ইহাতে আছে।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ পর্যন্ত মহাভারতের যতগুলি পুরাতন টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে দেববোধের টীকাই, বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। শুধু প্রাচীনত্ব হিসাবে নয়, মূলের প্রাচীন পাঠসংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা হিসাবেও এই টীকা মূল্যবান। কিন্তু দেববোধের টীকা এখন ছুপ্রাপ্য হইয়াছে। বিরাটপর্কের টীকা পাওয়া যায় নাই, এবং আদি^{৩৪} ও উত্তোগপর্কের^{৩৫} টীকার যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে,

৩১ *Hist of Dharmasutra*, vol. 1, p 157

৩২ সৃষ্টিধর ও টীকায় প্রারম্ভে দেববোধকে দেবস্বামী বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন।

৩৩ পশুতাং মুনীনামতিবিস্ময়াদ্ বোমাকমুৎপাদিতবানিতি লোমহর্ষণনামাভূৎ (ববোদা পুঁথি, নং ১১৩৭২, পত্র ৩খ)

৩৪ বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরী পুঁথি নং ১১৩৭২ এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ৩৩৯৭।২৯২৯।

৩৫ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ৩৩৯৭।৪৮১৫।

তাহা অত্যন্ত জীর্ণ এবং বহুলাংশে খণ্ডিত। টীকায় পুস্তিকায় যে যৎসামান্য পরিচয় আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সত্যবোধের শিষ্য দেববোধ 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য' ছিলেন। কোন্ সময় তিনি বর্তমান ছিলেন, তাহা অজ্ঞাত; কিন্তু অৰ্জুনমিশ্রের উল্লেখ হইতে দেববোধের আবির্ভাবকাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্বেই নির্দিষ্ট করিতে হয়। টীকার মধ্যে অল্প কোন বিবরণ নাই, কারণ, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনীর মত, কেবল মধ্যে মধ্যে মূলের কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্যবিস্তৃতি আছে। দেববোধ যে দাক্ষিণাত্য মূল বা পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাহা টীকায় ব্যাখ্যাত শব্দ বা বাক্যের প্রতীক হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, কিন্তু উত্তর-ভারতের যে প্রচলিত ও পল্লবিত মূল (Vulgate text) নীলকণ্ঠের টীকার সহিত সাধারণতঃ মুদ্রিত হয়, তাহাও দেববোধের অজ্ঞাত। এই হিসাবে বঙ্গীয় বা প্রাচ্যদেশীয় পাঠও দেববোধ গ্রহণ করেন নাই। একমাত্র শারদালিপিতে লিখিত অথবা কাশ্মীরী আদর্শ হইতে দেবনাগরী লিপিতে অনুলিখিত পুঁথিতে যে মূল বা পাঠ পাওয়া যায়, তাহার সহিত দেববোধের মূল বা বিচ্ছিন্ন পদ ও বাক্যের পাঠের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিও অৰ্জুনমিশ্র ও নীলকণ্ঠ আদিপর্ব্বের কণিকনীতি অধ্যায়ের (বোধ্যই সং অঃ ১৪০) বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেববোধ ইহার কোনও টীকা করেন নাই, এবং শারদা-কাশ্মীরী পুঁথিতে এই অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। তেমনি আদিপর্ব্বের স্রক্ষা-গণেশ বৃত্তান্ত, যাহা কাশ্মীরী ও বাঙ্গালা পুঁথিতে বর্জিত, তাহারও উল্লেখ দেববোধের টীকায় নাই। অল্প দিকে, আদিপর্ব্বের অন্তে কেবল কাশ্মীরী পুঁথি খেতকির যে-গল্প সম্বিষ্ট করিয়াছে, তাহা দেববোধও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা উত্তর-ভারতের অন্য প্রদেশের বা দাক্ষিণাত্যের পুঁথিতে পাওয়া যায় না। যাহা কেবল কাশ্মীরী মূলের বৈশিষ্ট্য, তাহা ছাড়িয়া দিলে, মহাভারতের বিস্তৃত প্রাচীন পাঠ উত্তর-ভারতের কাশ্মীরী ও দক্ষিণ-ভারতের মলয়ালম পুঁথিতেই পাওয়া যায়। এই হিসাবে দেববোধের টীকায় এমন অনেক প্রাচীন পাঠ রক্ষিত হইয়াছে, ৩৬ যাহা নীলকণ্ঠের বা অল্প প্রদেশের গ্রন্থে লুপ্ত হইয়াছে, এবং এই সকল গ্রন্থে যে প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবর্তী কালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার কোনও নিদর্শন দেববোধের টীকায় নাই। এই কারণে এবং ব্যাখ্যার উৎকর্ষে দেববোধের প্রাচীন টীকা সত্যই মূল্যবান।

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনুমানিক ১৭৬২ সনে স্বত্বসাগরের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। তর্কভূষণেব চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র—নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, মধ্যম পুত্র রামধন বিদ্যালঙ্কার—ইনি স্বতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্বগৃহেই অধ্যাপনা করিতেন, তৃতীয় পুত্র বামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজেব প্রথম আচার্য্যরূপে ইনি এদেশে স্থপরিচিত।*

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার প্রথমে অধ্যাপনা করিতেন। দ্ব্যাদর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পবে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন কবেন এবং হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে খ্যাত হন।

হরিহরানন্দ রাজা রামমোহন রায়ের গুরু ছিলেন। রামমোহন তাঁহার নিকট তন্ত্র রীতি-মত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামমোহনের বয়স যখন ১৪ বৎসর (১৭৮৮ খ্রিঃ), তখন তাঁহার সহিত বাধানগরে হরিহরানন্দের পরিচয় হয়। তদবধি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিद्यমান ছিল।† সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর হরিহরানন্দ দেশ পর্যাটন করিয়া বেড়াইতেন। রামমোহন রায়ের বংপুবে অবস্থানকালে (১৮০২-১৮১৪) হরিহরানন্দ রামমোহনের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। তিনি যে ১৮১২ সনেব জাহুয়ারি মাসে তথায় ছিলেন, তাহার প্রমাণ—এই সময় বংপুবে নিষ্পাদিত রামমোহনের বিষয়-সংক্রান্ত একটি দলিলে সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার নামের স্বাক্ষর আছে। তাঁহার স্বাক্ষরের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীনন্দকুমারস্বামী
মাং রত্নসামান্য

১৮১৪ সনের মাঝামাঝি রামমোহন বংপুর
ত্যাগ করিয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন।
হরিহরানন্দও রামমোহনেব সহিত কলিকাতা
আসিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তদীয় কনিষ্ঠ

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক (এপ্রিল ১৮৪৫)।

† স্রষ্ট্রীমকোটে বামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার ভাতৃপুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বৈয়য়িক মোকদ্দমায় হরিহরানন্দ বামমোহনেব পক্ষে সাক্ষী দিয়াছিলেন। ২৭ আগষ্ট ১৮১৮ তাবিখ্যুক্ত জবানবন্দীতে হরিহরানন্দ বলেন :—

Nandakumar Vidyalkar of Manicktala in Calcutta Pundit aged fifty-six years or thereabouts ... He is a Brahmin and maintains himself by the donations and contributions of his disciples *shushyas* He hath known the Defendant Rammohun Roy from the time that the said Defendant attained the age of fourteen years and hath ever since been on the most intimate terms with him

ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আনাইয়া রামমোহনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।* এই রামচন্দ্রই অল্প দিন পরে রামমোহনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ ‘কুলার্ণব’ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন—‘মহানির্বাণতন্ত্রে’রও তাঁহার রচিত টীকা। ১৭৯৬ শকাব্দে (১৮৭৪ খ্রিঃ) আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকতায় রামায়ণ যন্ত্রে বঙ্গাঙ্করে ‘মহানির্বাণ তন্ত্রম্ (পূর্বকাণ্ডম্)’ “কুলাবধূত শ্রীমদ্‌হরিহরানন্দনাথ-ভারতীবিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্” মুদ্রিত হইয়া সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ‘আত্মীয় সভা’র অধিবেশনেও যোগ দিতেন। আত্মীয় সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা হইত। ইহার সেক্রেটারী বা নির্বাহক ছিলেন—বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।† এই সভায় সহমরণ-নিষেধক আলোচনাও চলিত।‡ সহমরণ-বিষয়ে সংবাদপত্রেও তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে হরিহরানন্দের একখানি পত্র ১৮১৯ সনের এপ্রিল মাসে ‘ইণ্ডিয়া গেজেটে’ প্রকাশিত হয়, পত্রখানি উদ্ধৃত হইল :—

এই মোকদ্দমার নথিপত্রের সহিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার-স্বাক্ষরিত ছুইটি দলিল আছে। একটির তারিখ ২০ ডিসেম্বর ১৭৯৯; ইহাতে তাঁহার নিবাস “সাং বঘুনাথপুর” বলা হইয়াছে। অপরটির তারিখ “রংপুর, ১৪ জাম্বুয়াবি ১৮১২”; ইহাতে তাঁহার নিবাস “সাং পালপাড়া” দেওয়া আছে।

* রামমোহন বায় “তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ [১৭৩৬?] শকে কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অগ্র অগ্র ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিবাগ প্রকাশ করাতো, এবং তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী বাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত বাজা তাঁহাকে মহা সন্ত্রম পূর্বক গ্রহণ করিলেন।”—‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,’ ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

ক কেহ কেহ মনে কবেন, মূল মহানির্বাণতন্ত্রই হবিহবানন্দ কর্তৃক সংকলিত বা সংস্কৃত।—

... it has been suggested that the Mahanirvana was a fabrication in whole or in part of Harharananda—Avalon Introduction to Mahanirvana Tantra, p vii

মহানির্বাণতন্ত্রেব হরিহবানন্দ-কৃত টীকা সম্বন্ধে Avalon লিখিয়াছেন :—

The Manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting In the beginning of each chapter of the Commentary the Raja writes *Om namo Brahmane*. —*Ibid*, p viii

† B-N. Banerji. “Societies Founded by Rammohun Roy for Religious Reform”—*The Modern Review*, February 1935, pp 415-19

‡ ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা,’ প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৩০০ দ্রষ্টব্য।

TO THE EDITOR OF THE INDIA GAZETTE.

Sir,

Without wishing to stand forward either as the advocate or opponent of the concrementation of Widows with the bodies of their deceased Husbands, but ranking myself among Brahmuns who consider themselves bound by their birth, to obey the ordinances and maintain the correct observance of Hindoo law, I deem it proper to call the attention of the public to a point of great importance now at issue amongst the followers of that law, and upon the determination of which, the lives of thousands of the female sex depend

In the year 1818, a body of Hindoos prepared a petition to Government, for the removal of the existing restrictions on burning Widows, in cases not sanctioned by any Shastur, while another body petitioned for at least further restrictions, if not the total abrogation of the practice, upon the ground of its absolute illegality. Some months ago too, Bykunthnauth Banoorjee,* Secretary to the Brahmyu or Unitarian Hindoo community, published a tract in Bungla, a translation of which into English is also before the public, wherein he not only maintains that it is the incumbent duty of Hindoo Widows, to live as ascetics, and thus acquire divine absorption, but expressly accuses those who bind down a Widow with the corpse of her Husband, and also use bamboos to press her down and prevent her escape, should she attempt to fly from the flaming pile, as guilty of deliberate woman murder.

In support of this charge, as well as of his declaration of the illegality of the practice generally, he has adduced strong arguments founded upon the authorities considered the most sacred

This tract we hear has been generally circulated in Calcutta, and its vicinity, and has also been submitted to several Pundits of the Zillah and Provincial Courts in Bengal, through their respective Judges and Magistrates. It is reported too, that consequent to the appearance of that publication, some Brahmuns of learning were requested by their wealthy followers to reply to that treatise, and I was therefore in sanguine expectation that the subject would undergo a thorough investigation.

This report has now entirely subsided, and the practice of burning Widows is still carried on, and in the manner which has been declared illegal and murderous. At this I cannot help astonishment, as I am at a loss to conceive how persons can reconcile themselves to the stigma of being accused of woman murder, without attempting to shew the injustice of the charge, or if they find themselves unqualified to do that, without at least ceasing to expose themselves to the reiteration of such a charge by further perseverance in similar conduct. I feel also both surprise and regret that European Gentlemen, who boast of the humanity and morality of their religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the imputation of murder, with the same politeness and kindness as they would shew to the most respectable persons, I however must call on those Baboos and Pundits either to vindicate their conduct by the sacred authorities, or to give up all claims to be considered as adherents of the Shasturs, as if they do not obey written law, they must be looked upon as followers of blind and changeable custom, which deserves no more to be regarded with respect in this instance, than in the case of child murder at Gunga Sagur, which has long ago been suppressed by Government.

March 27, 1818.

HURRIHURANUND.*

* ১১ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' (পৃ. ১১৯-১২০) উদ্ধৃত। হরিহরানন্দ ইংবেজী জানিতেন না, স্ত্রীবাহু ইহা রামমোহনের বচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবন-চবিতের এক স্থলে হরিহরানন্দের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

এখানে [দিল্লীতে] সুখানন্দ নাথ স্বামীব সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক। হবিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য। এই হরিহরানন্দেব সঙ্গে রাম মোহন বায়েব বড় বন্ধু ছিল। তিনি বাম মোহন বায়েব বাগানেই থাকিতেন। ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম চন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ। আমি দীর্ঘিতে পঁছরিবা মাত্রই সুখানন্দ স্বামী আমাকে আজুর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে উপহাব পাঠাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমাব দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পবিচয় হইল। সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে, “আমি এবং বাম মোহন রায় উভয়েই হবিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; বাম মোহন রায় আমাব মতন তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।”—‘পূজ্যপাদ শ্রীমন্নহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্ববচিত জীবন-চবিত’—

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৮), পৃ. ১৪৩।

শেষ-জীবনে হরিহরানন্দ কাশীবাস করিতেছিলেন। তথায় ১৭ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে তাঁহাব মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীরামপুরের ‘সমাচার দর্পণ’ যে প্রস্তাব লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

নির্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরেব সমীপবর্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমাৰ বিজ্ঞালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিজ্ঞা মন্দিরের ধর্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ ছলভ বিশেষতঃ তাঁহার সঙ্কল্পতা শক্তি যেকপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ কবিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজ্যপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যেব লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবাব কলিকাতা নগরে আগমন কবিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বাবা প্রকাশিত হয় কাশী নগরেব জনেরা তাঁহাব অত্যন্ত মান কবিতেন এবং আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগেব পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসেব পঞ্চম দিবস [১৭ জানুয়ারি ১৮৩২] পূর্ণিমা তিথিতে পূর্বাঙ্কসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্বক পবব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে আমবা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুঃস্থাপা। তাঁহাব পবিবাবেব মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদেব সহিত দেশে বাস করিতেছেন।—‘সমাচার দর্পণ,’ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

(৪) ফল্গুনী পূর্ণিমা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বৈদিক কৃষ্টি কালের অন্ধকার-দেশে ফল্গুনী পূর্ণিমা এক উজ্জ্বল দীপ। ইহার রশ্মিতে অত্যাধি খ্রি-পূ ৪৫০০ বৎসর পর্যন্ত আলোকিত হইয়াছে।

যে রাত্রিতে দৃশ্য ফল্গুনী নক্ষত্রের সমন্বয়ে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়, সেই রাত্রির নাম ফল্গুনী পূর্ণিমা। এইরূপ, দৃশ্য মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের সমন্বয়ে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে মৃগশীর্ষ পূর্ণিমা, দৃশ্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সমন্বয়ে হইলে জ্যেষ্ঠা পূর্ণিমা, ইত্যাদি। যদি পূর্ণিমাষ মাসান্ত ধরি, মাসের নাম ফাল্গুন, মার্গশীর্ষ, জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু কোন্ ঋতুতে এই এই মাস, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ ঋতুর কর্তা চন্দ্র নহেন, ঋতুর কর্তা সূর্য। ঋগ্বেদের ঋষিগণ বহু পূর্বকালে এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাইারা সূর্যদ্বারা ঋতুবিভাগ করিতেন।

এক বৎসরে দুই অয়ন। উত্তরায়ণ প্রথম, দক্ষিণায়ন দ্বিতীয়। উত্তরায়ণ-আরম্ভে সূর্য ২৭০° অংশে, দক্ষিণায়ন-আরম্ভে ৯০° অংশে আসে। অয়ন হইতে যে ঋতুগণনা তাহাকে অয়ন ঋতু বলিতেছি। যথা,

ক। অয়ন ঋতু।

শিশির...২৭০°-৩০০°-৩৩০°	বর্ষা .. ৯০°-১২০°-১৫০°
বসন্ত... ৩৩০°-৩৬০°-৩০°	শরৎ . ১৫০°-১৮০°-২১০°
গ্রীষ্ম ৩০°-৬০°-৯০°	হেমন্ত...২১০°-২৪০°-২৭০°

কালক্রমে দুই বিষুবদ্বারাও বৎসর বিভক্ত হইয়াছিল। বিষুব হইতে যে ঋতু-গণনা তাহাকে বৈষুব ঋতু বলিতেছি। যথা,

খ। বৈষুব ঋতু।

গ্রীষ্ম...০°-৩০°-৬০°	হেমন্ত ১৮০°-২১০°-২৪০°
বর্ষা .. ৬০°-৯০°-১২০°	শিশির . ২৪০°-২৭০°-৩০০°
শরৎ.. ১২০°-১৫০°-১৮০°	বসন্ত . ৩০০°-৩৩০°-৩৬০°

বৈদিক গ্রন্থে এই দ্বিবিধ ঋতু-গণনার নিদর্শন আছে। দ্বিবিধ গণনাই বৈজ্ঞানিক। এই কারণে ঋতু-গণনা চিরদিন একই আছে। কিন্তু মাসের নাম করিলে সে মাস কোন্ ঋতুর অন্তর্গত, ঋতু-গণনার ক্রম না জানিলে তাহা বলিতে পারা যায় না। তদুপরি আর এক বিষয় বিবেচ্য আছে। সূর্য-বিভক্ত ঋতু চিরদিন একই আছে, কিন্তু মাস অগ্রগত হইতেছে।

একটা উদাহরণ লইতেছি। মনে করি ফল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ-আরম্ভ হইয়াছে। খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দে এইরূপ প্রথম হইয়াছিল। ফাল্গুন পূর্ণিমার পর চৈত্র মাস। মাস পূর্ণিমাস্ত। অতএব

গ। আয়ন ঋতু। (খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ)

শিশির চৈত্র বৈশাখ	বর্ষা... আশ্বিন কার্তিক
বসন্ত... জ্যৈষ্ঠ (৩৬০°) আষাঢ়	শরৎ... মার্গ (১৮০°) পৌষ
গ্রীষ্ম... শ্রাবণ ভাদ্র (৯০°)	হেমন্ত... মাঘ ফাল্গুন (২৭০°)

বৈষুব ঋতু। (খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ)

শিশির... ফাল্গুন (২৭০°) চৈত্র	বর্ষা... ভাদ্র (৯০°) আশ্বিন
বসন্ত... বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ (৩৬০°)	শরৎ... কার্তিক মার্গ (১৮০°)
গ্রীষ্ম... আষাঢ় শ্রাবণ	হেমন্ত... পৌষ মাঘ

ফাল্গুন মাস কোন্ ঋতুর অন্তর্গত? আয়নক্রমে হেমন্তের, বৈষুবক্রমে শিশিরের। কোন্ ঋতুর প্রথম মাস? শিশিরের।

মনে করি দুই সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। তখন ঋতু ও মাস কিরূপ দাঁড়াইবে?

চ। আয়ন ঋতু। (খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দ)

শিশির... ফাল্গুন চৈত্র	বর্ষা... ভাদ্র আশ্বিন
বসন্ত... বৈশাখ (৩৬০°) জ্যৈষ্ঠ	শরৎ... কার্তিক (১৮০°) মার্গ
গ্রীষ্ম... আষাঢ় শ্রাবণ (৯০°)	হেমন্ত... পৌষ মাঘ (২৭০°)

ছ। বৈষুব ঋতু। (খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দ)

শিশির... মাঘ (২৭০°) ফাল্গুন	বর্ষা... শ্রাবণ (৯০°) ভাদ্র
বসন্ত... চৈত্র বৈশাখ (৩৬০°)	শরৎ... আশ্বিন কার্তিক (১৮০°)
গ্রীষ্ম... জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়	হেমন্ত... মার্গ পৌষ

ফাল্গুন মাস কোন্ ঋতুর অন্তর্গত? দ্বিবিধ গণনায় শিশির ঋতুর। কিন্তু আয়ন-গণনায় শিশির ঋতুর প্রথম মাস, বৈষুব গণনায় দ্বিতীয় মাস। ফাল্গুন পূর্ণিমায় কোন্ ঋতুর আরম্ভ? বসন্ত ঋতুর।

মনে করি আরও দুই সহস্র আট শত বৎসর অতীত হইয়াছে। তখন,

জ। আয়ন ঋতু। (খ্রি-পূ ৩০০ অব্দ)

শিশির... মাঘ ফাল্গুন	বর্ষা... শ্রাবণ ভাদ্র
বসন্ত... চৈত্র (৩৬০°) বৈশাখ	শরৎ... আশ্বিন (১৮০°) কার্তিক
গ্রীষ্ম... জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় (৯০°)	হেমন্ত... মার্গ পৌষ (২৭০°)

ঝ। বৈশ্বব ঋতু। (খ্রি-পর ৩০০ অব্দ)

শিশির পৌষ (২৭০°) মাঘ	বর্ষা আষাঢ় (৯০°) শ্রাবণ
বসন্ত . ফাল্গুন চৈত্র (৩৬০°)	শরৎ .. ভাদ্র আশ্বিন (১৮০°)
গ্রীষ্ম বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ	হেমন্ত .. কার্তিক মার্গ

জ, ঝ, গণনা খ্রি-পূ ৩০০ অব্দে আরম্ভ হয় নাই, খ্রি-পর ৩০০ অব্দে হইয়াছিল। জ্যোতিষীরা খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দে এক উপায় দ্বারা কৃত্তিকায় আদিবিন্দু স্থির রাখিয়াছিলেন। সে কারণে জ, ঝ গণনা আসিয়াছে। আমাদের বর্তমান কালে এই ঋতু-বিভাগ চলিতেছে। কিন্তু বহুকাল হইতে আয়ন-গণনা সমধিক প্রচলিত আছে। চ, ছ যজুর্বেদের ও পরের গণনা। গ, ঘ তৎপূর্ববর্তী কালের গণনা। যজুর্বেদের কালে বৈশাখ পূর্ণিমায় ও কার্তিক পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুবদিন পড়িত। ইহার পূর্বে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ও মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় হইত।

এখন কাল সংখ্যা কবি। (১) বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ। অর্থাৎ হায়নের বৎসরের প্রথম মাস। নিশ্চয় শরৎ ঋতুর প্রথম মাস। কারণ মাস অগ্রগত হয়। গ ঋতু-গণনায় দেখিতেছি মার্গশীর্ষ মাসে শরৎ ঋতু আরম্ভ হইয়াছে। সে সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে বসন্ত ঋতুর আবম্ভ হইয়াছে।

সে কোন্ কালে? যে কালে দৃশ্য মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে সূর্য আসিলে ৩৬০° অংশে বাসন্ত বিষুব হইত, এবং সে দিন পূর্ণিমা হইলে চন্দ্র ও মৃগশিরা নক্ষত্র ১৮০° অংশে থাকিত। বর্তমান কালে দৃশ্য মৃগশিরা নক্ষত্র ৮২°৪০' অংশাদিতে আছে। এই নক্ষত্রে চন্দ্র পূর্ণ হইলে সূর্য $৮২°৪০' + ১৮০° = ২৬২°৪০'$ অংশাদিতে থাকে। সূর্য ১৫ ডিসেম্বর এই স্থানে আসে। কিন্তু শারদ বিষুবদিন ২২ সেপ্টেম্বর। অতএব মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা প্রাচীন স্থান হইতে, ২২ সেপ্টেম্বর হইতে, ১৫ ডিসেম্বরে উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণিমাটি ৮৪ দিন অগ্রগত হইয়াছে। ৭২ বৎসরে ১ দিন। ৮৪ দিনে $৮৪ \times ৭২ = ৬০৪৮$ বৎসর অতীত হইয়াছে। অর্থাৎ খ্রি-পূ ৪০০০ অব্দে মার্গশীর্ষ মাস অগ্রহায়ণ হইয়াছিল। মৃগশিরা নক্ষত্রটি মৃগনক্ষত্রের শীর্ষ বা মস্তক। তৎকালে মৃগনক্ষত্রটি ধরা হইত। মৃগের পূর্ব দিকেব আর্দ্রা তারা ধরিলে খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ আসিবে। ফলত পূর্ণিমা দ্বারাও এই কাল আসিবে।

(২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণে (৩।১৩৯) একটি আখ্যায়িকা আছে। “একদা প্রজাপতি স্বীয় কণ্ঠার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। কেহ বলে সে কণ্ঠা উষা, কেহ বলে দ্যোঃ। দেবগণ দেখিয়া বলিলেন যাহা কেহ করে নাই প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। তাহারা তাহাকে শাসন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে তেমন বলবান কাহাকেও দেখিলেন না। তখন তাহাঁরা তাহাঁদের ষোড়শম শরীর মিলিত করিলেন। তাহাতে এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাহাঁর নাম ভূতবান্। দেবগণ ভূতবান্কে বলিলেন, এই প্রজাপতি যাহা কেহ করে নাই তাহা করিয়াছেন। ইহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর। তখন তিনি প্রজাপতিকে লক্ষ্য কবিয়া বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি

বাণবিন্দু হইয়া উৎপত্তি হইলেন। তাহাকে লোকে যুগ বলে। তাহার কথা রোহিণী নক্ষত্র হইলেন। যিনি ভূতবান, তিনি পশুমান। তিনি যুগব্যাধ নক্ষত্র।”

তৈত্তিরীয় ও শতপথব্রাহ্মণেও আখ্যায়িকাটির উল্লেখ আছে। মহাভারতে বিস্তারিত আছে। প্রজাপতি নামের অর্থ, ভূতসমূহের পতি, স্রষ্টা ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি নামের আরও অর্থ আছে। ইনি কালের অধিপতি, যুগের অধিপতি, বৎসর আরম্ভকালীন যজ্ঞের অধিপতি। অর্থাৎ নূতন বৎসর ও নূতন বৎসর আরম্ভকালীন যজ্ঞ।

আখ্যায়িকাটির মূল এই। একদা উষার পূর্বে যুগনক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল। তখন নূতন বৎসর আরম্ভ ও তত্পলক্ষে যজ্ঞ হইয়াছিল। ইহার পূর্বে যুগনক্ষত্রের উদয়ে বৎসর আরম্ভ হইত না। যাহা কেহ করে নাই, প্রজাপতি যুগরূপ ধরিয়া তাহা করিয়াছেন।

বৎসর বৎসর যুগনক্ষত্রের উদয় হইতেছে। কিন্তু উদয়দিনে নূতন বৎসর আরম্ভ হয় না। এখন কোন্ ঋতুতে কবে উদয় হয় তাহা দেখিলে বুঝি উল্লিখিত উদয় বাসন্ত বিষুব-দিনের উদয়। ছয় মাস পরে সন্ধ্যাকালে উদিত হইত। তখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে পূর্ণিমাটি মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা। আর সে মাসে শরৎ ঋতুবৎ আরম্ভ। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ নামের অর্থ চিন্তা করিয়া যাহা পাইয়াছি, এখানে তাহাই পাইলাম।

ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, না কল্পিত? আকাশে বাণবিন্দু যুগনক্ষত্র দেখিতেছি। সে বাণ বাডাইলে পশ্চিম দিকে রোহিণী ও পূর্ব দিকে ব্যাধনক্ষত্র স্পর্শ করিবে। ইহা দেখিয়া আখ্যায়িকাটি রচিত হইতে পারিত। কিন্তু তদ্বারা ভগবদ্গীতার “মাসানাং মার্গশীর্ষোহহং,” মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ প্রথম অর্থাৎ অগ্রহায়ণ এই নামের হেতু পাইতাম না।

ঋগ্বেদের ঋত্বদেব উক্ত ঘটনার কর্তা। কিন্তু আরম্ভ হইতে না বলিলে মধ্যপথ হইতে, ঋগ্বেদের কোন দেবতাই বুঝিতে পারা যায় না। এক্ষণে সে প্রয়াসে না গিয়া সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিতেছি। ঋগ্বেদে ঋত্বদেব ঋত্বই বটেন। যুগনক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়া তাহার রূপ কল্পিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ঋষিগণই যুগনক্ষত্রে বামন, বরাহ, মহিষ, বৃষ ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন। মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি সেখানে। ইনি তৎকালের শরৎবৎসর-আরম্ভকালীন যজ্ঞাঙ্গি। ইনিই শিবা, ইনিই ঈশানী। আমরা যুগনক্ষত্রকে কাল-পুরুষ বলি। নামটি সার্থক। ইনি কাল সংখ্যা কবিয়া আসিতেছেন। তাহার আরম্ভ খ্রি-পূ ৪৫০০ বৎসর বলিতে পারি।

(৩) যদি যুগনক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব ঘটে তবে সে নক্ষত্রের পূর্ব দিকে সপ্তম নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ অবশ্য হইবে। যুগশিরা হইতে ফল্গুনী, সপ্তম নক্ষত্র। অতএব সেই পূর্বকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। ঋষিগণ নক্ষত্রের উদয় দেখিতেন। ফল্গুনীবৎ দেখিয়া থাকিবেন। আর দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনের সহিত যুক্ত করিয়া থাকিবেন। যদি তাহা না পারিয়া থাকেন, উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী পূর্ণিমা অবশ্য দেখিয়াছিলেন। কারণ ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয়কালে সূর্য্যার বিবাহ হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে তিন চাবি স্থানে সূর্য্যার বিবাহের উল্লেখ আছে। কেবল একটি স্থানে

(১০।৮৫) বিস্তারিত আছে। অথর্ব বেদেও বিবাহ-ক্রিয়া বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদে সূর্যার বিবাহে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটা মন্ত্র ব্রাহ্মণের বিবাহে অতাপি উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে ‘ফল্গুনী’ নাম নাই, ফল্গুনী পূর্ণিমারও নাই। সেখানে ফল্গুনীর নাম অজুনী, অথর্ব বেদে ফল্গুনী। সূর্য্য, সবিতার কন্যা। সবিতা, সোমের সহিত সূর্য্যার বিবাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবচক্রে অশিষ্য সূর্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহ-ঘটনাটি বুঝিলে বলিতে পারি সে বিবাহ রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী পূর্ণিমায় সূর্য্যাস্তের পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। আরও বলিতে পারি প্রায় খ্রি-পূ ৩৫০০ অব্দে ঘটিয়াছিল। তখন ঋগ্বেদের অস্তিমকাল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

অগ্রহায়ণ মাস শবৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। এই মত স্থাপন করিতে তিলক ‘ওরায়ণ’ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রোফেসর যাকোবি সূর্য্যার বিবাহ-দিনটি ধরিয়াছিলেন। তিনি রবিব দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্য্যার বিবাহ মনে করিয়াছিলেন। প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ ধূআ ধরিলেন, নক্ষত্র চক্রের গৃহ, ইহার সহিত সূর্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্বে দেখাইয়াছি কথাটা সত্য নহে। উপস্থিত প্রসঙ্গে এই তর্কের প্রয়োজন নাই। কারণ যদি রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচক্রের উদয় হয়, ছয় মাস পরে সে নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ অবশ্য হইবে।

সূর্য্যার বিবাহ কবে হইয়াছিল, প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু ফল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ ও বৎসরের আরম্ভ, ইহার প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সৎসর-সন্তের আরম্ভদিনে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতে ফল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ বটে (ছ ঋতুগণনা দেখুন-)। তদনুসারে চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত। কিন্তু আশ্বর্ষের বিষয়, ডক্টর থিব. বলিয়াছেন, ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস! এই কল্পনার কিছুমাত্র মূল নাই। কারণ ঋতুগণনায় খ্রি-পর ৩০০ অব্দের পরে ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস হইয়াছে, তৎপূর্বে হয় নাই। এখন ৭ই চৈত্র বাসন্ত বিষুব হইতেছে। আরও ৫০০ বৎসর ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস থাকিবে।

মার্গশীর্ষ মাস শবৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। সেহেতু ইহার নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছিল। সে কোন কালে? ডক্টর থিব বলিতেছেন,—“শবৎ হইতে একটা বৎসর আরম্ভ হইত। মার্গশীর্ষ মাসে তাহার আরম্ভ হইত। যেমন কেহ কেহ ফাল্গুনের পরিবর্তে চৈত্র মাসে বসন্ত আরম্ভ করিতেন।” প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ এই উত্তর অস্বাভাবিক করিয়াছেন।*

আমি এই উত্তর বুঝিতে পাবি নাই। প্রশ্ন হইল, “কত বৎসর পূর্বে মার্গশীর্ষ মাস অগ্রহায়ণ হইয়াছিল?” উত্তর হইল, “কেহ কেহ মার্গশীর্ষ মাস হইতে শরৎ ঋতু ধরিতেন।” বোধ হয় তিনি বলিতে চান, যেমন ফাল্গুন মাসে বসন্তের আবস্ত হইলেও কেহ কেহ চৈত্র মাসে ধরিতেন এবং কার্তিক মাস শবৎ ঋতুর প্রথম মাস হইলেও কেহ কেহ মার্গশীর্ষ মাস ধরিতেন। ইহা অসম্ভব আকাজক্ষা। বর্ষা-অপগমে শরৎ। এখন আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষা। এখন ভাদ্র মাস ঋতুর যেখানে, মার্গশীর্ষ মাস তখন সেই স্থানে ছিল। মার্গশীর্ষ তিন মাস অগ্রগত হইয়াছে। অর্থাৎ ছয় সহস্র বৎসর গত হইয়াছে।

চাতুর্মাস্য ।

ঋগবেদের আশুকালাে ঋষিগণ কৃষিকর্মের নিমিত্ত বৎসবকে তিন ভাগ করিতেন। এক এক ভাগে চারি মাস বা দুই ঋতু। তদনুসারে তাহারা তিনটি চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করিতেন। তখন বৎসরে তিন ঋতু গণ্য হইত। এই তিন ঋতুব আরম্ভ নির্ণয় করাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল। কবে বর্ষা ঋতু পড়িবে, ইহা না জানিলে তৎপূর্বে হলকর্ষণ ও বীজবপন হইতে পাবে না। বর্ষা ঋতুর আরম্ভে যে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ হইত, তাহার নাম ‘বকগপ্রঘাস’ ছিল। ইহার দুই ঋতু পূর্বে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর আরম্ভে যে যজ্ঞ হইত, তাহার নাম ‘বৈশ্বদেব’ এবং বর্ষাব দুই ঋতু পরে অর্থাৎ হেমন্তের আরম্ভে যে যজ্ঞ হইত, তাহার নাম ‘সাকমেধ’ ছিল।

এখন আমবা একটি চাতুর্মাস্য জানি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি কেহ কেহ চাতুর্মাস্য ব্রত করিতেন। লোভনীয় ভোজ্য ত্যাগ করিয়া যতির আচরণ করিতেন। আষাঢ় শুক্ল একাদশীতে ইহার আরম্ভ, কার্তিক শুক্ল একাদশীতে অন্ত। প্রচলিত নাম হরির গয়ন-একাদশী ও উখান-একাদশী। যে বৎসর আষাঢ় শুক্ল একাদশী বিহিত হইয়াছিল সে বৎসর এই দিনে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। বর্ষা ঋতুর আরম্ভই চাতুর্মাস্য গণনার মূল। কালে কালে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-তিথি অগ্রগত হইয়াছে। কিন্তু ঋতু-বিভাগ স্থির আছে। বসন্ত গ্রীষ্ম গতে বর্ষা। বসন্ত ঋতুর আরম্ভে ‘বৈশ্বদেব’। যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে বৈশুব ঋতু গণনায় ফল্গুনী পূর্ণিমা বসন্তের আরম্ভ। তদনুসারে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় গতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা বকগপ্রঘাস চাতুর্মাস্যের আরম্ভ। কিন্তু তৎকালে শ্রাবণী পূর্ণিমা রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। আয়ন ঋতু গণনায় এই দিনই আসে। দেখা যাইতেছে, যজুর্বেদের কালে লোকে চাতুর্মাস্যের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া একটা প্রাচীন বিবি পালন করিতেন, শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ জানিয়াও আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বর্ষা-ঋতু-যাগ করিতেন।

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ শ্রোত-সূত্র হইতে বৈশ্বদেব-চাতুর্মাস্য আরম্ভের তিনটি দিনেব উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, (১) ফাল্গুনী পূর্ণিমা, (২) চৈত্রী পূর্ণিমা, (৩) বৈশাখী পূর্ণিমা।

এই তিন দিন এক কালের হইতে পারে না। যজুর্বেদে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ। তখন সূর্য ৩০০° অংশে আসিতেন। যজুর্বেদের এই বিধি ধরিলে তাহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় ও তাহারও দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্ত আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব খ্রি-পূ ৪৫০০ ও ৬৫০০ অব্দ পাইতেছি। সে সে কালের স্মৃতি চাতুর্মাস-গণনায় রক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু অগ্ন্য অর্থও হইতে পারে। উপরে দেখা গেল চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, যজুর্বেদের বৈশ্ব ঋতুগণনায় বসন্ত ও গ্রীষ্ম বটে কিন্তু আয়ন-গণনায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবণ। অর্থাৎ চৈত্রী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ। যদি এই অর্থ ধরি ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও চৈত্রী পূর্ণিমা একই কালের দুই দিন। এক মতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তারম্ভ, অগ্ন্য মতে চৈত্রী পূর্ণিমায় আরম্ভ। তথাপি বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভের নিমিত্ত নিশ্চয় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যাইতে হইবে। অতদ্বারা খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ পাইতেছি।

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। তাহারা ঋতুগণনা বুঝিতে পারেন না, মনে করিয়াছেন কোন নিয়ম ছিল না। কে সূর্য্য চিনিতে পাবেন নাই, সূর্য্যাব বিবাহও বুঝিতে পারেন নাই, মনে করিয়াছেন বসন্ত ঋতুর আরম্ভে বিবাহ হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ষড়্বিংশ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন-সংক্রান্ত ৬টি পদ আছে (সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পদসংখ্যা ২৩৮৯-২৩৯৪)। এই পদগুলিব মধ্যে একটি রূপনারায়ণের ভণিতায়, দুইটি বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং তিনটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। শেষোক্ত তিনটি পদে বিদ্যাপতির নাম বা প্রসঙ্গ নাই। কাজেই এই পদ ৩টি ঐ মিলন-সংক্রান্ত কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এই ৬টি পদের পূর্বে প্রবেশক (Heading) দেওয়া আছে—‘অথ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসমিলনং যথা’। এই প্রসঙ্গেই ষড়্বিংশ পল্লব যখন শেষ হইয়াছে, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, শেষের তিনটি পদে চণ্ডীদাস রসের স্বরূপ বলিতেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পদটির ভণিতায় আছে :—

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জে

শুনতহি রূপনরাণ।

কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কাবণ

লছিমা পদ করি ধ্যান।

অর্থাৎ চণ্ডীদাস প্রশ্নকর্তা এবং বক্তা বিদ্যাপতি।

তৃতীয় পদে বিদ্যাপতি রসিক ও রসিকার তত্ত্ব বর্ণন করিতেছেন। অবশ্য দুই জন কবির ইষ্টগোষ্ঠী হিসাবে ধরিলে চণ্ডীদাসের উক্তি-পদগুলি ঐ প্রসঙ্গের মধ্যেই ধর্তব্য বটে। ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’তে প্রথম দুইটি পদ নাই, শেষের চারিটি পদ আছে। প্রথম দুইটি পদ বিদ্যাপতির উক্তি বলিয়াই বোধ হয়, বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অনেকের মতে এই মিলন ব্যাপারটি নিছক কবিকল্পনা। দুই জন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কবির মধ্যে কথোপকথন কোতুহল জাগ্রৎ করে। এই জন্ত প্রচারের দিক দিয়া কোনও কবি এই মিলন ঘটাইয়াছেন, ইহাই মনে হয়।

সম্রাতি বাঁকুদার একখানি পুথিতে এই মিলন-প্রসঙ্গ আরও বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যাইতেছে। পুথিখানি ক্ষুদ্র বইয়ের আকারের। হস্তলিপি প্রাচীন, কিন্তু এই লিপি দেখিয়া পুথিব বয়স স্থির করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, ইহাতে লিপিকালের পরিচয় আছে। এক স্থলে ১১০৫, আর দুই স্থলে সন ১১০২ ও ১১০৩ আছে।

পুথিখানি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দেখিতে দিয়াছেন, তাহার ভাতৃপুত্র পুরুষিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই পুথির স্বত্বাধিকারী। রামানন্দ বাবু তাহারই নিকট হইতে এই পুথি এবং অপর একখানি পুথি আনাইয়া আমাকে

দিয়াছেন। এই পুথিতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস মিলন প্রসঙ্গ আছে। উহাতে পদকল্পতরুর প্রথম পদ ও শেষের ৩টি পদ নাই। তাহার স্থলে অত্র কয়েকটি পদ আছে। সেই পদগুলির কয়েকটিতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যাইতেছে। পদকল্পতরুর তিনটি পদের সহিত এই পদের প্রথম তিনটি পদেব ঐক্য থাকিলেও পাঠভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সেই জন্ত সকলগুলি পদই প্রকাশ করা সম্ভব মনে হইতেছে। এই পদগুলি হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, কোনও সহজিয়া লেখক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গলায় তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়াছেন।

ইতি শ্রীচণ্ডীদাস শ্রীবিদ্যাপতি সহ শ্রীকপনানায়নকাজি

সাধ্য সাধনুজ্জি কখনং লিঙ্কতে ইতি ।

জথা পদাবলী ॥

সময় বসন্ত জাম দিন মাজ

বটতলে সখি গুবধনিভীব ।

চণ্ডীদাস কবি রঞ্জন মীলন

পুলক কলে[ব]র গীব ॥

দুহ জন ধৈরজ ধরই না পার ।

সঙ্গহি কপ নাবাযণ বৈঠত

দুহক অবস প্রতিকার ॥৫॥

দুহ জনে বৈঠল নৃভিত আলাপন

পুছত সহজ রস কী ।

রসিক হইতে কিএ বস উপজায়ত

রস হৈতে বসিকহি কি ।

রসিকা হইতে বোসিক হোয়ত

বসিক হইতে কীএ বসিকা ।

রতি হইতে কাম কাম হইতে বতি

কাহাতে মানব ইথে অধিকা ॥

পুছত চণ্ডি দাস কবি বঞ্জন

সনতহি কপ নাবান ।

কহত বিদ্যাপতি ইহ বস কারণ

লছিমা পদ করি ধ্যান ॥১॥

বসিক কাবনে বসিকা বসিক

কাযাদি ঘটনে রস ।

বসিক কারণে রসিক হোয়ত

দুহাতে দুহার বস ॥

সলভ প্রকৃতি

কাম সুখগতি

হুলভ পুরসে রতি ।

দুহক ঘটনে

জে কীছু হোয়ত

ইবে তাহা নাঞি গতি ॥*

দুহক নখনে

নিকসএ বান

বান জে কামের হয় ।

বতিক সেবন

নাহিক্ত কখন

তবে কৈছে নিকসয ॥

কাম দাবানল

বতি সে শুখল

সলিল প্রলয়ময় ।

কুল কাটা খত

প্রোমতে আছএ

পচনে পবিত্র হয় ॥

পচনে পচনে

লোভ উপজএ

জবে ভেল জম[ব] ময় ।

সেই সে বসন্তএ

লীলা সে উপজে

তাহাকে রস জে কয় ॥

ভনে বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস তখি

কপ নাবাযন সঙ্গে ।

দুহ আলিঙ্গন

করিল তখন

ভাসিল প্রেমতরঙ্গে ॥২॥

সকল সন্তোষ সঙ্গতি তীন ।

সম্পূর্ণ লইয়া চাবো চিপ ॥

নাযক নাইকা গুনেতে তোল ।

না হল্যে রসেতে ভাসিব বোল ॥

* ইহাব পবে পদকল্পতরুতে এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কতকগুলি অতিরিক্ত কলি আছে

সামান্নি অজনী সহজে লয় ।
 চাবিটী তিনেতে মিসাঞা বয় ॥
 ধিরজিত ধিব সান্ত জে হয় ।
 ধিরেব ললীত তাহাতে বয় ॥
 সন্তোষ চাবিটী তিনেতে গত ।
 কোন ভাবে দুটী হইবে নত ॥
 বিদ্যাপতি পুছে বসেব রাসী ।
 চণ্ডীদাস কহে নিকটে বসি ॥৩॥

গুরু জন ভয় অবাক বয় ।
 সম্পূর্ণ সন্তোষ তাহাকে কয় ॥
 সন্তোষ দুজনে চাতুবি চেউ ।
 অন্ত নারি তাথে নাহিক কেউ ॥
 সন্তোষগুনে ধীর সামান্ন রয় ।
 সম্পূর্ণ সন্তোষ একুই হয় ॥
 সমিষ্টা নাইকা একেনি যোগ ।
 রাধাব সহিত কবএ ভোগ ।
 ধিরেব ললীত সহজে পাই ।
 ইহার অধিক নাহিক ভাই ॥
 সম্পূর্ণ সন্তোষ সভাই পায় ।
 ধিব কৃত ধির নাএক পায় ॥
 অজনী হইলে বাগেতে গত ।
 বুঝিয়া ভাবিতে হইবে নত ॥
 চণ্ডীদাস কহে সনহে ভাই ।
 বসিকা বসিক যোগেতে পাই ॥ ৪ ॥

যোগেতে জনম এ ভাব বিবম
 কেবা তাহা জানে ভাই ।
 ভ্রমিতে ২ উনমত চিতে
 বসিক নাগর পাই ॥
 তাহাতে প্রবত্ত সেই অনমত
 প্রেমগন্ধ বসপুর ।
 ভোগ হৈল খিন নিতুই নৌতন
 বাডিত সাবক স্থব ॥

স্থির হৈল বতি সে ভাব গিরিতি
 পুঙ্কস প্রকৃতি কে ।
 কপেব স্বকপ স্বকপের কপ
 কুমাব্যা হইল সে ॥
 বতির তবঙ্গ কিবা তাব সঙ্গ
 দেখিতে ২ আঁখি ।
 জে জন জজিছে সে জন বুঝ্যাছে
 সেই সে তাহার সাখি ॥
 চণ্ডীদাস বলে ধরি তাব গলে
 বজকাঁনি দেখি তথী ।
 লছিমা বলিয়া পডিল চলিয়া
 অচেতন বিদ্যাপতি ॥ ৫ ॥

সকপ ধবম না হল্য বিসম
 বড়ই বিসম দেখি ।
 সকপ ধবম মরম নাহিক
 বাগান পাচাব সাখি ॥
 সাধক সে নয় দিএ পরিচয়
 সকপে কপেতে এক ।
 সে গুরু সেবক না হল্য পৃথক
 সাবনে পডিল ঠেক ॥
 ভেদ্য ভেদক পস্য পোসক
 ইতি বিবেচনা চাই ।
 দসার ঘটনা কভু স্তন পান
 কভুত বমন ভাই ॥
 বালেতে প্রবর্ত পৌগণ্ডেতে গত
 আর বাল্য নাহি তায ।
 পৌগণ্ডে থাকীয়া কৈসব ভাবিয়া
 সাবক বলিএ তায ॥
 প্রাকৃত মধ্যম মধ্যম উত্তম
 এমনি সাবক চলে ।
 সিদ্ধেব সাধক প্রবর্ত জজিতে
 কোন উপাসক বলে ॥
 উপাসনাক্রম দধি দুখে যেন
 ব[দ ?]ধিতে নবনি হয় ।
 যত ছাড়ি কেন হুনি দধি মন
 দবি নাহি সয ॥

রূপ না রাখণ এ সব বচন
 সনিল আপন কানে ।
 চণ্ডি বিদ্যাপতি রসের মকতি
 বসতি ককন মনে ॥
 রতি প্রেম গুণী দিনে হএ ছুটী
 অবস্য জাযত মাং ।
 কিবা বিবেচনা খেনে ছুটী জনা
 বলিহারি জাই তার ॥ ৬ ॥

কি নারি পুন্স ভুবনে বহ ।
 ইহাতে বসিক আছএ কেহ ॥
 রসের নাগব বসের নারি ।
 দুহে দুই রহ বসেত ভবি ॥
 জাহার জনম রসেতে রিজে ।
 সফল সরিব ধবএ সে জে ॥
 সে দেহ ধরিয়া কিসেব তরে ।
 কাঠের পুতলি বহিয়া মরে ॥
 রসের সন্ধান কবএ জে ।
 তা সম চতুৰ আছএ কে ॥
 চণ্ডিদাস বলে কাতব বানি ।
 সপুনে না ছাড়ি রসিকমণি ॥ ৭ ॥

দেহেতে বইসে মদনরাজ ।
 রতিরসরঙ্গ তাহাব কাজ ॥
 সদাই বিবাজে রসিকদেহে ।
 বসবতি মিলে তাহার লেহে ॥
 পিবিতি ২ পিবিতি কাব ।
 পিবিতি নগবে বসতি জার ॥

সেই সে জানএ পিবিতি কথা ।
 তাহাব অন্তবে দুগুন বেথা ॥
 একুই আশ্ব বাধাব ভাব ।
 প্রেম বিলাইতে কি তার লাভ ॥
 প্রাকৃত বস্ত তাহাতে আছে ।
 কহে চণ্ডিদাস কে কাহা জাচে ॥৮॥

সুনওহে সাধক জন ।
 বসেব ভজনে কবহ মন ॥
 রসিক নাগব পাইবে কোথা ।
 রসের কোতুক বাড়ীব তোথা ॥
 বসিক জুতি পাইব জেই ।
 রসিক পাইলে না ছাড়ে সেই ॥
 আনন্দ মুতি সববে জার ।
 বসিক সঙ্গেতে বিহাব তার ॥
 সহজ দেহেতে বুঝিয়া নাবে ।
 দেহ ছাড়ি পুন সহজে বাবে ॥
 কি নাবি পুন্স নহেত এক ।
 চণ্ডিদাস বলে পড়িল ঠেক ॥৯॥

নন্দের নন্দন জনম যে ।
 এ কথা কহিতে আছএ কে ॥
 নন্দ না জানে জনম কথা ।
 না জানি ভজিল ভজন বেথা ॥
 আনন্দ কালেতে জে রূপ ধবে ।
 ব্রজেন্দ্রনন্দন বদিএ তাবে ॥
 আনন্দ লহরি জে কালে উঠে ।

ইহার পরের পাতাটি সাদা রহিয়াছে । সম্ভবতঃ পূর্বের পদটি অসমাপ্ত বলিয়া একটি পাতা
 অবশিষ্ট কলির জন্ত রাখা হইয়াছিল । পরে উহা আর সম্পূর্ণ কবিব্যবস্থায় হইয়া
 উঠে নাই ।

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ডি এমসি

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী হিন্দু দ্বারাই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। গণিতের ইতিবৃত্তবিদগণ অধুনা তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু কোন্ হিন্দু মনীষী কোন্ কালে উহা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও নিকপিত হয় নাই। প্রাচীন হিন্দু গণিতবিদগণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। ‘বায়ুপুরাণে’র (১০১২০৮) মতে উহাব আবিষ্কর্তা ব্রহ্মা। পরবর্তী কালের কোন কোন হিন্দু গণিতবিদও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।^১ এই কথাই তাৎপর্য এই মাত্র যে, এই সকল গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বেই দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু কত পূর্বে? বিগত দশাধিক বৎসর ধরিয়া আমরা এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছি। কিন্তু এযাবৎ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সম্প্রতি সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন।^২ উহার প্রতিষ্ঠার্থ তিনি আমাদের কোন কোন লেখার তীব্র সমালোচনা ও খণ্ডনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সমস্ত লেখা না দেখিয়াই তিনি আমাদেরকে আক্রমণ করিয়াছেন।

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী এবং উহাব প্রাণস্বরূপ শূন্যচিহ্ন ও স্থানীয়মানতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। উহাদের কতকগুলি হিন্দুস্থানে এবং অপরগুলি হিন্দুস্থানের বাহিরে, আমেরিকা ও ইটালীতে, প্রকাশিত হইয়াছে।^৩ দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন-কাল সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, ডক্টর শ্রীঅবধেশনারায়ণ সিংহ এবং

১। সুপ্রসিদ্ধ (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য (জন্ম ১০৩৬ শক) এবং তাঁহার টীকাকার কৃষ্ণদৈবজ্ঞ (১৫০০ শকপ্রায়) এই বিষয়দ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন। আরব ঐতিহাসিক অল-মাজ্জিদ হিন্দুস্থানে আসিয়া (৮৩৪ শকে) তাহা শুনিয়াছিলেন। (লেখকের “Testimony of early Arab writers on the Origin of our Numerals” নামক প্রবন্ধ দেখ। *Bull Cal Math Soc*, Vol 24 (1932), p 195).

২। সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, “স্থানীয়মান অমুসাবে সংখ্যালিখনেব প্রচলিত সঙ্কেতটিব উদ্ভাবনকাল,” ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ১১০-১১১ পৃষ্ঠা।

৩। এ বিষয়ে আমাদের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে,—

- (i) “A Note on the Hindu-Arabic Numerals,” *Amer. Math Mon*, Vol 33, 1926, pp 220-1,
- (ii) “Early Literary Evidence of the use of the Zero in India,” *Amer Math. Mon*, Vol 33, 1926, pp 449-54;
- (iii) “The present mode of expressing numbers,” *Ind Hist Quart*, Vol 3, 1927, pp 530-40,
- (iv) “Early Literary Evidence of the use of the zero in India (Second Article),” *Amer Math Mon*, Vol 38, 1931, pp 566-572,

মৎকর্তৃক লিখিত ‘হিন্দুগণিতের ইতিহাস’ নামক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ড^৪, দুই বৎসর পূর্বে, তাহা যুক্তি-প্রমাণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার পরে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহারও কিছু কিছু ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় প্রকাশিত হইয়াছে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, তিনি আমাদের দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত প্রমাণগুলি দেখেন নাই।^৫ হয়ত উহার স্বযোগও তাঁহার হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমবা সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সাবদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়েব মত

সাবদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, “৪২৬ হইতে ৪২৯ খ্রীষ্টীয় অব্দেব মধ্যে বুদ্ধ আৰ্য্যভট্ট কর্তৃক স্থানীয়মান অল্পসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছিল।”^৬ এই মতের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাদেব সারমর্ম এই,—

(১) “মূলপুলিশিসিদ্ধান্তেব কাল অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্তও স্থানীয়মান অল্পসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সংকেতটি উদ্ভাবিত হয় নাই। পক্ষান্তরে বুদ্ধ আৰ্য্যভট্টেব পবে রচিত জ্যোতিষেব গ্রন্থগুলিতে এই সঙ্কেতটির অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।” (১১৪ পৃষ্ঠা)

(২) ৩৬০০ কল্যাদে বা ৪২১ শকাদে বচিত ‘আৰ্য্যষ্টশতে’ আৰ্য্যভট্ট ঐ সঙ্কেতটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(v) “Early History of the principle of Place-value,” *Scientia*, July, 1931;

(vi) “Testimony of early Arab writers on the origin of our Numerals,” *Bull Cal Math Soc*, Vol 24, 1932, pp 193-218;

(৭) “মহাভারতে দশাঙ্কসংখ্যা”, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১-১৩ পৃষ্ঠা;

(৮) “মহাভাবতে স্থানীয়মানতত্ত্ব”, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ১৬১-২ পৃষ্ঠা।

‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে ঐ বিষয়েব কোন কোন প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে,—

(১) “শব্দসংখ্যা-প্রণালী”, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩০ পৃষ্ঠা,

(২) “অক্ষবসংখ্যা-প্রণালী”, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০ পৃষ্ঠা,

(৩) “নামসংখ্যা”, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা;

(৪) “জৈনসাহিত্যে নামসংখ্যা”, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৮-৩৯ পৃষ্ঠা;

(৫) “অঙ্কানাং বামতো গতিঃ”, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭০-৮০ পৃষ্ঠা;

৪। Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh, *History of Hindu Mathematics*, Part I, Lahore, 1935

৫। উহার একটা প্রমাণ দিতেছি। “The Jama School of Mathematics”- (*Bull Cal Math. Soc.*, Vol. 21, 1929, pp 115-145) প্রবন্ধে উল্লিখিত ‘অল্পযোগদ্বাবস্থত্রের’ বচনেব মূল দিই নাই বলিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অল্পযোগ কবিয়াছেন। কিন্তু “Early History of the Principle of Place-value” নামক প্রবন্ধে মূল বচনটি বস্তুতই উদ্ধৃত হইয়াছিল।

৬। তাঁহার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, ১১৮ পৃষ্ঠা।

(৩) ‘দশগীতিক’ বচনাকালে (৪১৮ শকে) তিনি উহা জানিতেন না। “দশগীতিকে প্রদত্ত বর্ণমালা সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের সঙ্কেতে স্বব স্বা বা স্থানীয়মানের নির্দেশ ও স্থান বিভাগ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, বুদ্ধ আর্ঘ্যভট্ট হইত দশগীতিক রচনাকালে আমাদের বর্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন।” কিন্তু ঐ অনুমান ভ্রমাত্মক। তিব্বতীয় সংখ্যালিখন-প্রণালীর দৃষ্টান্তে ঐ অনুমান অসিদ্ধ হয়।

তাহাব খণ্ডন

তাহার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবনকালে আচার্য্য আর্ঘ্যভট্ট স্থানীয়মানতত্ত্ব নিশ্চয়ই জানিতেন। বস্তুতঃ ঐ তত্ত্বের উপরই উহা সম্যক প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন টীকাকারগণের ব্যাখ্যা সহায়ে আমরা তাহা ইতিপূর্বে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। আর্ঘ্যভট্টের গ্রন্থের প্রাচীনতম ভাষ্যকার তাহার শিষ্য (প্রথম) ভাস্কর। ভাস্করের ভাষ্য তখন আমাদের হস্তগত হয় নাই, এখন হইয়াছে। ঐ বিষয়ে তাহাব মত কি, বলা উচিত। ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

“বর্গ ইতি গণিতশাস্ত্রে বিষমস্থানসংখ্যা। তস্মিন্ বিষমস্থানে বর্গাস্ববসংখ্যাভিধীয়তে। (অ)বর্গে ন বর্গঃ অবর্গসংস্থানঃ। তস্মিন্ অবর্গসংস্থিত্তে সমস্থানে অবর্গাস্ববাণি তানি যকাবাদীনি হকাব-পর্যবসানানি” ইত্যাদি।

“খদ্বিনবকে স্বরা নব বর্গেহবর্গে” আর্ঘ্যভট্টের এই বাক্যের ব্যাখ্যা তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে করিয়াছেন,—

“খদ্বিনবকে স্ববা নব বর্গে। খানি শূন্যানি খানাং দ্বিনবকং তস্মিন্ খদ্বিনবকে অষ্টাদশস্ত শূন্যাক্ষিতেষু স্ববাঃ। নব বর্গেহবর্গে বর্গে বর্গস্থানে নব স্ববাঃ। অষ্টাদশস্ত চ স্থানেষু নব বর্গস্থানানি। তত্র নবস্ত বর্গস্থানেষু নবস্ববাক্ষে পুনস্তে নবস্ববাঃ গ্রাহ্যাঃ ইতি গ্রন্থ এব কেবলং পরিগৃহ্যন্তে। এবং স্বরোপলক্ষিতেষু বর্গস্থানেষু বর্গাস্ববসংখ্যা। অবর্গাস্ববসংখ্যা চ স্বরোপলক্ষিতবর্গস্থানোত্তরে অবর্গস্থানে। অথবা বর্গে বর্গে চ ইত্যয়ং বীণা বর্গে অবর্গে চ বর্গস্থানে অবর্গস্থানে চ ত এব নবস্ববাঃ। তদ্বৎ প্রথমে বর্গস্থানে তদন্তরাবর্গস্থানে চ এবমিকাবাদিষপি স্বেষু বর্গাবর্গস্থানেষু বোজ্যম্।”

এইরূপে দেখা যায়, শিষ্য এবং ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যের মতেও স্বকীয় অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবনকালে আচার্য্য আর্ঘ্যভট্ট অঙ্কস্থানের কথা জানিতেন। ঐ স্থানগুলি তখন শূন্য দ্বারা চিহ্নিত হইত।^৭ স্বরবর্ণের সংখ্যা-জ্ঞাপিকা কোন শক্তি নাই। উহার স্থান

৭। গণিতপাদ্যে দ্বিতীয় শ্লোকেব ভাষ্যে ভাস্কর আবও স্পষ্টভাবে তাহাব উল্লেখ করিয়াছেন।

‘শ্রাস্ত স্থানানাং ০০০০০০০০০’

পূর্ববর্তী টীকাকারগণও একবাক্যে সেই প্রকাব কথা বলিয়াছেন। যথা, স্বর্ঘ্যদেব যজ্ঞা -(জন্ম ১১১৩ শক) লিখিয়াছেন,—

‘খানি শূন্যোপলক্ষিতানি সংখ্যাবিশ্রাসস্থানানি তেথাং দ্বিনবকং খদ্বিনবকং তস্মিন্ খদ্বিনবকে শূন্যোপলক্ষিতস্থানাস্টাদশ (১৮) ইত্যর্থঃ।’

নির্দেশ করে মাত্র। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, “দশগীতিকে প্রদত্ত বর্ণমালাব সাহায্যে সংখ্যা-প্রকাশের সঙ্কেতে স্বর দ্বারা স্থানীয়মানের নির্দেশ ও স্থানবিভাগ” বর্তমান আছে। স্থানীয়মানই যদি রহিল, স্থানীয়মানত্বের আব বাকী রহিল কি? স্থানগুলি যে দশোত্তর, তাহা ত জানাই আছে।^৯ প্রকৃতপক্ষে, একক, দশক প্রভৃতি দশোত্তরা সংজ্ঞা অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ-সমূহে তাহাদের উল্লেখ আছে।^{১০} কিন্তু তখন উহারা সংখ্যা মাত্র স্থাপন করিত। পরে যখন স্থানীয়মানত্বের উদ্ভাবন হইল, তখন উহারা অঙ্কস্থানও নির্দেশ করিত। এই স্থাননির্দেশের মূলেই স্থানীয়মানত্ব গূঢ় নিহিত আছে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনকালে আর্ঘ্যভট্ট স্থানীয়মানত্ব জানিতেন। স্থানীয়মানত্বের প্রাণস্বরূপ শূন্য চিহ্নও আর্ঘ্যভট্টের তখন জানা ছিল।^{১১} গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও পূর্বে তাহা স্বীকার করিতেন। তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, “যিনি স্থানগুলিকে বর্ণ ও অবর্ণরূপে বিভাগ করিয়াছিলেন, স্থানীয়মান অল্পসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান প্রণালীটি সেই আর্ঘ্যভট্টের জানা ছিল।”^{১০} পরে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সেই মত পরিবর্তন করিয়াছেন। তিনি যে তিব্বতীয় সংখ্যালিখন-প্রণালীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহা ভ্রমাত্মক। *The Encyclopaedia of Pure Mathematics* নামক ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এক গ্রন্থ-হইতে তিনি তিব্বতীয় সংখ্যাপ্রণালী সম্বন্ধে সমাচার সংগ্রহ করিয়াছেন। ভুল উহারই। ‘মহাব্যুৎপত্তি’^{১১} নামক প্রাচীন বৌদ্ধ কোশগ্রন্থ দেখিলে তিনি ঐ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন। ঐ কোশগ্রন্থ অষ্টম শকশতকে লাসাস্ হিন্দু পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক সংকলিত হয় এবং ঐ সময়েই তিব্বতী পণ্ডিতগণের সহায়ে উহার তিব্বতী ভাষান্তর হয়। পরে—সময় নিশ্চিতরূপে জানা নাই—উহার চীন এবং মঙ্গোল ভাষান্তরও হয়। সুতরাং উহাই সমধিক প্রামাণ্য। ‘মহাব্যুৎপত্তি’র মতে একুশ, বাইশ, ইত্যাদি সংখ্যার তিব্বতী নাম যথাক্রমে বিশ-এক, বিশ-দুই, প্রভৃতি, সারদাবাবু কর্তৃক উল্লিখিত ‘দুই-এক’, ‘দুই-দুই’, প্রভৃতি নহে। সমগ্র মূলটাই উদ্ধৃত করিতেছি। তিব্বতী উচ্চারণ জ্ঞাত নহি বলিয়া যথাদৃষ্ট রোমান অক্ষরে লিখিতেছি।

৮। *History of Hindu Mathematics*-এর ১ম ভাগের ৯-১২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের সমস্ত সমাচার সংগৃহীত হইয়াছে।

৯। স্বয়ং বাখিতে হইবে যে, শূন্যচিহ্ন ব্যতীত স্থানীয়মান নির্দেশের অপব কোন উপায় হিন্দুস্থানে কখনও ছিল না। মধ্যযুগে যুগোপে ‘আবেকশ’ যন্ত্র দ্বারা অঙ্কের স্থান নির্দেশের বীতি প্রচলিত ছিল। উহাতে শূন্যচিহ্নের আবশ্যক হইত না। হিন্দুস্থানে ঐ প্রকার বিছু কখনও ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

১০। “The modern place-value notation was known to Aryabhata who classified the places as *anga* and *abanga*” (Sarada Kanta Ganguly “Was Aryabhata indebted to the Greeks for his Alphabetic System of expressing numbers?” *Bud Cal Math Soc*, Vol 17, p 201

১১। *Mahavyutpatti*, ed Sakaki, Tokyo, pp 514 ff.

১ = geig	১১ = bcu-geig
২ = gñis	১২ = bcu-gñis
৩ = gsum	
৪ = bsh1	১৯ = bcu-dgu
৫ = lna	২০ = ñi-qu, thamp-pa ; (দুই সংজ্ঞার সমাহারে ইহাকে সংক্ষেপে ñer বলা হয়)
৬ = drug	
৭ = bdun	২১ = ñer-geig, ñi-qu rtsa goig
৮ = brgyad	২২ = ñer-gñis, ñi-qu rtsa gñis]
৯ = dgu	২৩ = ñer-gsum, ñi-qu rtsa gsum
১০ = bcu	
	২৯ = ñer-dgu

ইত্যাদি। এ সকল সংজ্ঞার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যদ্বারা তিব্বতীয় সংখ্যা-প্রণালীতে স্থানীয়মানের সম্ভাব্য অনুমান হইতে পারে। সুতরাং আর্ঘ্যভট্টের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর মূলে স্থানীয়মানত্বের সম্ভাব্য বিকল্পে গন্ধোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভুল সমাচার মূলেই তিনি ঐ শঙ্কা করিয়াছেন।

আর্ঘ্যভট্টোক্ত সংখ্যাবাক্যবিশেষ বস্তুতঃ কোন্ সংখ্যা খ্যাপন করে, অঙ্কে পাত না করিলে তাহা জানা যায় না। ইহা বিশেষ প্রণিধান কবিতে হইবে। যথা, ‘খু’=৩২০০০০, খ্ ও য্ বোধিত সংখ্যাদ্বয়কে (যথাক্রমে ২ ও ৩কে) ইকার দ্বারা নির্দিষ্ট অঙ্কস্থানদ্বয়ে স্থাপন কবিলেই উহা জানা যায়, অতথা নহে। অত্র প্রকারে জানা গেলে বলিতে হইত, ইকার ‘অঙ্কসংজ্ঞা’ নির্দেশ করে, ‘অঙ্কস্থান’ নহে। কিন্তু ইহা অতি প্রকৃত যে, আর্ঘ্যভট্টের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীতে স্বরবর্ণ ‘অঙ্কস্থান’ই নির্দেশ করে, উহার সংখ্যা-খ্যাপিতা শক্তি নাই। এবং ঐ স্থানসমূহ শূন্য চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত হইত। মূলমন্ত্রের “খদ্বিনবকে স্বরা” বাক্য হইতে তাহাই সহজে এবং নিশ্চিতকপে প্রতীতি হয়। সুতরাং ঐ অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনেব মূলে দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর সম্ভাব্য বর্তমান, উহাতে কোন সংশয় নাই।

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী এবং আর্ঘ্যভট্টের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছিলাম। “উভয় প্রণালীই স্থানীয়মানত্বের উপর সম্যক প্রতিষ্ঠিত। দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষের স্থানীয়মান সংখ্যা মধ্যে তাহার অবস্থিতি দেখিয়া বুঝিতে হয় এবং তাহা অব্যাহত বাখিবার জ্ঞান সময় সময় কোন ‘স্বপ্রকাশ’ অঙ্কের সঙ্গে ‘পরপ্রকাশ’ শূন্য চিহ্ন (০) জুড়িয়া দিতে হয়। শূন্য চিহ্ন একাকী অবস্থান করিয়া কোন সংখ্যা খ্যাপন না করিলেও অপর অঙ্কচিহ্নের পার্শ্বে বসিয়া তাহার স্থানীয়মান নির্ণয় কবে এবং তাহাতেই বুঝিতে পাওয়া যায় যে, সেই অঙ্কটি কোন্ সংখ্যা খ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্ঘ্যভট্টের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীতে স্বরবর্ণ-সম্পৃক্ত করিয়াই প্রত্যেক

অঙ্কের স্থানীয়মান অপরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং তাহার জন্য অপর কোন চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক অঙ্কের সঙ্গে তাহার স্থানীয়মান দৃঢ় নিবন্ধ আছে বলিয়াই সংখ্যা-বাক্যের যে কোন অংশে তাহা রাখা যায়। কিন্তু দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষে তাহার স্থানীয়মান অপরোক্ষরূপে অভিনিহিত থাকে না বলিয়াই, সংখ্যা-বাক্যে তাহার অবস্থিতি পরিবর্তন করা যায় না। ফলে আখ্যাতের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা দশমিক-প্রণালী হইতেও সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দশমিক-প্রণালী মতে ছয়টি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে ৮০০০০০। কিন্তু আখ্যাতের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী মতে তাহা একটা চিহ্নের দ্বারা লেখা যায়—‘মু’।”১২

মহাভারতের প্রমাণ

‘মহাভারতে’র বর্তমান আকারে পরিণত হইবার যুগে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল বোধ হয়। তথায় একটা আখ্যাতিকায় ব্রহ্মচারী অষ্টাবক্র এবং বিদেহরাজ জনকেব বন্দীর বাদানুবাদ বিবৃত আছে।^{১৩} উহার সমস্তটা একটা ‘অঙ্কসংজ্ঞানিঘট’ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহাতে আছে,—

“নবৈব যোগো গণনেতি শব্দং।”^{১৪}

‘গণনা যোগ (বা অঙ্ক) সদাই নব মাত্র।’ টীকাকার নীলকণ্ঠ হুরি (১৫০০ শককাল প্রায়) এই প্রকারেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নবৈবাক্ষাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যথেষ্টং সংখ্যা-বাচিনো ভবন্তি।” তিনি উহার একটা প্রাচীন টীকাও অনুবাদ করিয়াছেন, “গন্থাহনন্তং নবাক্ষী গণিতমিব...।” হিন্দুগণিতশাস্ত্রে ‘অঙ্ক’সংজ্ঞা ৯ খ্যাপন করে। হিন্দুগণ শূন্যচিহ্নকে ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন না। সেই হেতু তাহার নবাক্ষের কথা বলেন। কিন্তু হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংখ্যা-প্রণালীতে শূন্য চিহ্নকে লইয়া সর্বসমেত দশটা অঙ্ক আছে। সেই নিমিত্ত মধ্য-যুগের পাশ্চাত্য গণিতবিদগণ উহাকে দশাঙ্ক-সংখ্যা-প্রণালী বলিতেন। ঐ নামই এখন সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত উক্তি হইতে জানা যায়, বর্তমান মহাভারতকালের পূর্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল।

এতদপেক্ষা প্রকৃষ্টতর এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণও ‘মহাভারতে’ আছে। তথায় উক্ত হইয়াছে, অগ্নি পনের দিন ধরিয়া খাণ্ডববন দাহ করিয়াছিল। তৎসম্পর্কে মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন,—

১২। “অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী,” ৩০ পৃষ্ঠা।

১৩। ‘মহাভারত’, বনপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৪৮-২১, কুন্তকোণম, সংস্করণ, ১৩৬ অধ্যায়।

১৪। ঐ, ১৩৪।১৬ (বা ১৩৬।১৬)

“তখনঃ পাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।

দদাহ কৃষ্ণার্থাভ্যাং বক্ষিতঃ পাকশাসনাং ॥”^{১৫}

‘হে ধীমন্। কৃষ্ণ এবং পার্থ কর্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিবক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ (‘দশ পঞ্চ চ’) দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।’ উহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিয়াছিলেন,—

“পাবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধা সমুগপক্ষিণম্।

অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিববাম স্ততর্পিতঃ ॥”^{১৬}

‘১৫ (‘পঞ্চ চৈকঞ্চ’) দিবস ধবিয়া মুগপক্ষিসমাকুল (সেই) বন দগ্ধ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া অগ্নি বিরত হইল।’

এই দ্বিতীয় উক্তিষ্ট “পঞ্চ চৈকঞ্চ” অবশ্যই ১৫ এই সংখ্যা খ্যাপন করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অত্যা প্রথম বচনের “দশ পঞ্চ চ” অর্থাৎ ১৫ সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ হইবে। ইহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে, ‘মহাভারতে’র প্রচলিত সংস্করণের সময়ে হিন্দু-স্থানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত, এবং অক্ষপাতে তাহাতে বামাগতি অমুসৃত হইত। স্ততরাং দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীও তখন জানা ছিল।

শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মনীষিগণ প্রমাণ করিয়াছেন, শকপূর্ব ৫০০ অব্দে ‘মহাভারত’ বর্তমান আকারে ছিল।^{১৭} স্ততরাং দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীও ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল।

প্রক্ষিপ্ততাবাদের এবং পাঠভ্রান্তির শঙ্কা তুলিয়া দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালী ও স্থানীয়মানতত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রাচীনত্ব বিষয়ে উপরে সংগৃহীত ‘মহাভারত’-প্রমাণের মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বচন প্রক্ষিপ্ত কি না এবং উহাদের বর্তমান পাঠ ভ্রান্ত কি না, তাহা নির্দ্ধারণের সুসঙ্গত উপায় কি? যত দিন না যুক্তিযুক্ত বিবোধী প্রমাণ পাওয়া যায়, তত দিন উহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার কবিতাই হইবে। আরও একপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে। যদি ঐ যুগে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল, ‘মহাভারতে’ উহার প্রমাণ এত বিরল কেন? কিন্তু এই শঙ্কাও বিশেষ প্রবল নহে। কেন না, বলা যাইতে পারে যে, তখনও হয়ত জনসাধারণের মধ্যে উহা সুপ্রচলিত হয় নাই। যাহা হউক, দশাঙ্কসংখ্যাব সঙ্কাবেব অপর কিছু কিছু প্রমাণও ‘মহাভারতে’ পাওয়া গিয়াছে। উহারা তেমন স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ নহে। আমবা অত্যা উহাদের কতিপয় সংগ্রহপূর্বক আলোচনা করিয়াছি।^{১৮}

১৫। মহাভারত, আদিপর্ব, ২২৮।৪৬ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

১৬। ঐ, আদিপর্ব, ২৩৪।১৫ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

১৭। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, ‘ভাবতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র’, পুণা, পৃষ্ঠা ৮৭-৯০, ১১১ ও ১৪৭, বালগঙ্গাধর তিলক, ‘গীতাবহস্য’, জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থ ঠাকুর-কৃত বাঙ্গালা ভাষান্তর, বলিবাঁতা, ১৯৮১ সম্বৎ, ৫৬৭-৫৭১ পৃষ্ঠা।

১৮। “মহাভারতে দশাঙ্কসংখ্যা” এবং “মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব” নামক প্রবন্ধদ্বয় দেখ

পুৰাণ

‘অগ্নিপুৰাণে’র “জ্যোতিঃশাস্ত্রসার” অধ্যায়সমূহের (১২১—১৪১) অন্তর্গত ১২২-৩, ১৩১ ও ১৪০-১ অধ্যায়ে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে। আমবা পূর্বে তাহাব উল্লেখ করিয়াছিলাম।^{১৯} কতিপয় দৃষ্টান্তও তখন প্রদর্শিত হইয়াছিল। যথা, ‘খবাম’=৩০, ‘রসার্ক’=১২৬ (১২২।৫), ‘খেবব’=৫০, ‘খযুগা’=৪০ (১২২।১৬), ‘খার্গব’=৪০, ‘খরস’=৬০ (১২৩।৩), ‘বেদাঙ্গি’=৩৪, ‘বাণগুণ’=৩৫ (১৪১।১৪) ইত্যাদি। উহার অন্তর্গত ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা, ‘রসবাণাঙ্কি’=২৫৬ (২০।২)। তত্রোক্ত জ্যোতিষ বিষয়ের আধারে গণনা করিয়া ত্রিকেশবলক্ষণ দপ্তরী নিকপণ কবিযাছেন যে, উহার কাল ২০৫০ কলিগতাব্দ (বা ২২৯ শকপূর্বাব্দ)।^{২০} সমগ্র পুরাণের রচনাকাল উহা কি না, বলা যায় না। কিন্তু যে জ্যোতিষসিদ্ধান্ত তাহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে,^{২১} উহার কাল ২২৯ শকপূর্বাব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে জানা যায় যে, শকপূর্ব তৃতীয় শতকে (বা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে) স্থানীয়মানতত্ত্ব, এদেশের লোকে জানিত এবং নামসংখ্যায় উহার উপযোগ হইত। . .

‘নারদপুরাণে’র “জ্যোতিষবর্ণন” নামক অধ্যায়েও (পূর্বখণ্ড, ৫৪ অধ্যায়) স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে। যথা, ‘খচতুষ্করদার্বাঃ’=৪৩২০০০০ (৫৪।৬১), ইত্যাদি।

“একং দশং চ শতঞ্চ সহস্রমযুতনিযুতে তথা প্রযুতম্।

কোট্যবুর্দঞ্চ বৃন্দং স্থানাং স্থানং দশগুণং স্যাৎ।”

সারদা বাবু লিখিয়াছেন, স্থানীয়মান অল্পসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সংকেতটি ‘আর্য্যভট্টায়ের’ (রচনাকাল ৪২১ শক) গণিতপাদের এই দ্বিতীয় আর্য্যটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকারেব বচন পুরাণেও আছে।

পুরাণে কথিত আছে যে, প্রলয় তিন প্রকার—নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। কোন কোন পুরাণে নিত্য নামে চতুর্থ প্রকার প্রলয়েরও উল্লেখ আছে। কল্পান্তে যে প্রলয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক বা ব্রহ্মপ্রলয়। দ্বিপরাধিক প্রলয় প্রাকৃত এবং মোক্ষ আত্যন্তিক প্রলয়। এই প্রসঙ্গে ‘পবাদ’ কাহাকে বলে, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ‘ব্রহ্মপুরাণে’ আছে,—

“স্থানাং স্থানং দশগুণমেকৈকং গণ্যতে দ্বিজাঃ।

ততোহষ্টাদশমে ভাগে পবাদ’মভিধীয়তে।”^{২২}

১৯। “নামসংখ্যা” নামক প্রবন্ধ, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা, এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য ১০-১ পৃষ্ঠা।

২০। ত্রিকেশবলক্ষণ দপ্তরী, ‘ভাবতীয়জ্যোতিঃশাস্ত্রনিবীক্ষণ’, ১৮৫১ শকাব্দ, নাগপুর্ব, ৯৩-৫ পৃষ্ঠা।

২১। দপ্তরী মহাশয় মনে করেন, উহা ‘বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত’।

২২। ‘ব্রহ্মপুরাণ’, পুণা, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ২৩১।৪

সেইরূপ ‘বিষ্ণুপুরাণে’ও আছে,—

“স্থানাং স্থানং দশগুণমেকস্মাদগুণ্যতে স্থলে ।

ততোহষ্টদশমে স্থানে পবর্ধমভিধীয়তে ॥”২৩

‘অগ্নিপুরাণে’ও আছে,—

“স্থানাং স্থানং দশগুণমেকস্মাদগুণ্যতে স্থলে ।

ততোহষ্টদশমে ভাগে পবর্ধমভিধীয়তে ॥”২৪

‘বায়ুপুরাণে’ আছে,—

“একং দশ শতকৈব সহস্রকৈব সংখ্যয়া ॥২৩॥

বিজ্ঞেয়মাসহস্রং তু সহস্রাণি দশায়ুতম্ ।

একং শতসহস্রং তু নিযুতং প্রোচ্যতে বৃধেঃ ॥২৪॥২৫

তথা শতসহস্রাণাং দশকং কোটিক্রচ্যতে ।

অবুর্দং দশ কোটিস্তু অদং কোটিশতং বিহুঃ ॥২৫॥

* * * *

সমুদ্রং মধ্যমকৈব পবর্ধমপবং ততঃ ।

এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ ॥১০২॥

শতানীতি বিজ্ঞানীয়াং সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ ॥”২৬

এই বচন ‘ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে’ও আছে ।২৭

পার্জিটার লিখিয়াছেন, “পুবাণসমূহ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলির পববর্তী কালের হইতে পারে না ।”২৮ তাঁহার চেয়ে বেশী পুবাণবিদ আর কেহ আধুনিক কালে নাই, বোধ হয় । সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার মত খুব সমাদরযোগ্য । অতএব, চতুর্থ খ্রীষ্টশতকে বা তৃতীয় শতশতকে পুবাণগুলি বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । এদেশের প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে পুরাণ ‘মহাভারত’ অপেক্ষাও প্রাচীন । কথিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাস পুরাণ সঙ্কলনের পরে ‘মহাভারত’ রচনা করেন । ‘মহাভারতে’ ‘ব্রহ্মপুরাণে’র উল্লেখ আছে ।২৯ অপর পুরাণের মতে উহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহা আদি

২৩। ‘বিষ্ণুপুরাণ’, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬।৩।৪

২৪। ‘অগ্নিপুরাণ’, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৩৬৮।১৬। এই পুবাণের অন্তর্ভুক্ত (৩৬৬।৩৬) আছে, “পঙক্তে শতসহস্রাদি ক্রমাদশগুণোত্তবম্ ।”

২৫। এই পঙক্তিব ও পব পঙক্তিব পাঠে ভুল আছে ।

২৬। ‘বায়ুপুরাণ’, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১০১ অধ্যায় ।

২৭। ‘ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ’, বোধে, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ৩২ অধ্যায় ।

২৮। “The puranas cannot be later than the earliest centuries of the Christian era” (Journ Roy Asiat Soc, 1912, pp 254-5)

২৯। ‘অম্বুশাসনপর্ব’, ১৪৩, ১৬, ১৮

পুরাণ। যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায়, ‘অগ্নিপু্রাণে’ অন্তর্নিহিত ‘জ্যোতিঃশাস্ত্রসারের’ প্রাচীনত্বের কথা ছাডিয়া দিলেও, পূর্বোক্ত পুবাণ-গ্রমাণে সিদ্ধ হয় যে, অন্ততঃ তৃতীয় শকশতকে দশাঙ্ক-সংখ্যাপ্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল।

অনুযোগদ্বাবসূত্র

‘অনুযোগদ্বাবসূত্র’ নামক প্রাচীন জৈন আগমগ্রন্থে পৃথিবীর মনুষ্যসংখ্যা এই প্রকারে নির্দেশিত হইয়াছে,—

“কোড়াকোড়িও এগুণতীস ঠাণাইং তিজমলপয়স্ উবরিং চউজমলপয়স্ হেট্ঠা, অহব ৭ং ছট্ঠো বগ্গো পংচমবগ্গপডুপ্পো, অহব ৭ং ছন্নউইছেঅণদারীরাসী”^{৩০}

‘ঐ রাশি কোটি কোটি প্রভৃতি একোনত্রিংশ স্থান (ব্যাপী), ত্রিযমলপদের উর্দ্ধে এবং চতুর্থমলপদের অধে, অথবা পঞ্চমবর্গগুণিত ষষ্ঠবর্গের (সমান), অথবা উহাকে ৯৬ বার (দুই দ্বাবা) ছেদ করা যায়।’

যমলপদ কাহাকে বলে, ঐ সূত্রেব ভাষ্যে হেমচন্দ্র (জন্ম ১০১১ শক) তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“অষ্টানামষ্টানামষ্কস্থানানাং যমলপদমিতি সাময়িকী সংজ্ঞা ; ততস্ত্রয়াণাং যমলপদানাং সমাহার-
ত্রিযমলপদং চতুর্বিংশত্যাক্ষস্থানলক্ষণম্ অথবা তৃতীয়ং যমলপদং ষোড়শানামষ্কস্থানামুপবিতনাক্ষটিক-
লক্ষণমিতি স এবার্থঃ তস্য ত্রিযমলপদস্ত উপবি প্রস্তুতমনুষ্যা ভবন্তি, চতুর্বিংশত্যাক্ষস্থানান্নতিক্রম্য
জঘন্মপদবর্তিনাং গর্ভজমনুষ্যাণাং সংখ্যা বর্তত ইত্যর্থঃ। তর্হি চতুরাদীন্যপি যমলপদানি ভবন্তি ?
নেত্যাহ—“চউজমলপয়স্ হেট্ঠে”তি চতুর্থাং যমলপদানাং সমাহাবশ্চতুর্থমলপদং দ্বাত্রিংশদক্ষস্থানলক্ষণম্
অথবা চতুর্থযমলপদস্যাদস্তাদেকোনত্রিংশদক্ষস্থানেষনস্তরমেব বক্ষ্যমাণস্বরূপে প্রকৃতমনুষ্যসংখ্যা
বর্তত ইতি ভাবঃ, অথবা দ্বৌ বর্গাবনস্তবমেব বক্ষ্যমাণস্বরূপৌ যমলপদমিতি সাময়িক্যেব পবিভাষা
ততস্ত্রয়াণাং যমলপদানাং সমাহাবত্রিযমলপদং—বর্গষট্ লক্ষণং তস্যোপবি চতুর্থমলপদস্য—বর্গাষ্টলক্ষণ-
স্যাদস্তাদেতন্ননুষ্যসংখ্যা লভ্যতে, ষষ্ঠবর্গস্তোপরি সপ্তমবর্গস্য অধস্তাং প্রস্তুতমনুষ্যসংখ্যা প্রাপ্যত ইতি
হৃদয়ম্, তত্রাপ্যেতান্যেবৈকোনত্রিংশদক্ষস্থানানি মন্তব্যানি।”

প্রাচীন জৈনগণিতের ভাষায়^{৩১}

$$১ম বর্গ = ২ \times ২ = ৪ = ২^২,$$

$$২য় বর্গ = ৪ \times ৪ = ১৬ = ২^৪,$$

৩০। ‘অনুযোগদ্বাবসূত্র,’ হেমচন্দ্র স্মরীকৃত ভাষ্য সহ মেহসানা হইতে আগমোদয়সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২ সূত্র। উদ্ধৃত অংশেব সংস্কৃত ছায়া এবং প্রকাষ,—

“কোটীকোটয় একোনত্রিংশস্থানানি ত্রিযমলপদস্ত উপরি চতুর্থমলপদস্য অধস্তাং, অথবা নহ
ষষ্ঠবর্গঃ পঞ্চমবর্গপ্রত্যুৎপন্নঃ, অথবা নহ ষষ্ঠবর্তিছেদনদারী বাশিঃ।”

৩১। লেখকের “The Jaina School of Mathematics” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (১৩৭ পৃষ্ঠা)

$$৩য় বর্গ = ১৬ \times ১৬ = ২৫৬ = ২^৮,$$

$$৪র্থ বর্গ = ২৫৬ \times ২৫৬ = ৬৫,৫৩৬ = ২^{১৬},$$

$$৫ম বর্গ = (৬৫,৫৩৬)^২ = ৪,২২৪,৯৬৭,২৯৬ = ২^{৩২},$$

$$৬ষ্ঠ বর্গ = (৪,২২৪,৯৬৭,২৯৬)^২$$

$$= ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬ = ২^{৬৪}$$

পূর্বোক্ত বচন অনুসারে

$$\text{মনুস্যসংখ্যা} = (৬ষ্ঠ বর্গ) \times (৫ম বর্গ)$$

$$= (১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬) \times (৪,২২৪,৯৬৭,২৯৬)$$

$$= ৭৯,২২৮,১৬২,৫১৪,২৬৪,৩৩৭,৫৯৩,৫৪৩,৯৫০,৩৩৬$$

$$= ২^{৬৪} \times ২^{৩২} = ২^{৯৬}$$

এইরূপে দেখা যায়, - সংখ্যাটি সত্যই ২৯ অঙ্কস্থানব্যাপী, উহাকে সত্যই ৯৬ বার অধীকৃত করা যায়।

একই সংখ্যা এই ভাবে চারি প্রকারে নির্দেশিত হইল কেন? এই প্রশ্ন করা যায়। ‘পঞ্চমবর্গ-গুণিত ষষ্ঠবর্গের (সমান)’ কিম্বা ‘উহাকে ৯৬ বার (দুই দিয়া) ছেদ করা যায়’, এ কথা না বলিলে সেই ২৯-পদী সংখ্যাটি কি, তাহা জানা যাইত না। সংখ্যাটি অতি বৃহৎ, সন্দেহ নাই। সর্বপ্রকার সম্ভাবিত ভুল নিরসনার্থই বোধ হয়, উহা একাধিক প্রকারে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর একটা কথাও মনে করিতে হইবে। সংখ্যাটি ২৯-পদী। সুতরাং উহাকে বিবৃত করিতে এক, দশ প্রভৃতি ২৯টি অঙ্কসংজ্ঞার প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন জৈনগণ ততটা অঙ্কসংজ্ঞা জানিতেন না। যে কয়টা জানিতেন, সেগুলিও ইংরাজী অঙ্কসংজ্ঞার গ্রায় অল্প কতিপয়ের সমাহারে স্ফট। যথা, এক, দশ, শত, সহস্র, দশসহস্র, শতসহস্র, দশশতসহস্র, কোটি, দশকোটি, শতকোটি, ইত্যাদি। এই প্রকারে ২৯ সংজ্ঞা স্ফট করিতে গেলে উহার অতি দীর্ঘ ও উৎকট হইয়া পড়িবে। এবং উহাদের দ্বারা বিবৃত সংখ্যা বুঝিতে লোক দিশেহারা হইয়া পড়িবে।^{৩২} সুতরাং হেমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, “এই রাশিকে কোটিকোটিাদি প্রকারে বলিতে কেহই সমর্থ নহেন।”^{৩৩} উহাকে নির্দেশার্থ তিনি দুইটি প্রাচীন গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে সংখ্যাটি নামসংখ্যা দ্বারা খ্যাপিত হইয়াছে।

“ছত্তিলি তিলি স্ত্রং পংচেব য গব য তিলি চত্তারি ।

পংচেব তিলি নব পংচ সত্ত তিলেব তিলেব ॥

চউ ছ দো চউ একো পণ দো ছক্কেকগো য অট্টেব ।

দো দো গব সত্তেব য অংকট্টানা পবাহত্তা ॥”

৩২। “জৈনসাহিত্যে নামসংখ্যা” প্রবন্ধেব ৩৭-৮ পৃষ্ঠা দেখ।

৩৩। “অয়ং চ বাশিঃ কোটিকোটিাদিপ্রকারেণ কেনাপ্যভিধাতুং ন শক্যতে ॥”

বাক্শালী পাটীগণিত

তথাকথিত বাক্শালী পাটীগণিতের সর্বত্রই দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার হইয়াছে।

এ স্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

“৮৮০ | ১৬৮ | গুণিত জাতঃ | ১১১১১০ | •

চত্বারিংশপৃথক্স্থানানাং বর্গঃ | ১৬০০ | এষ উপরা(২) পাত্য শেষঃ | ১১১১১০ |

বর্ত্য জাতঃ | ৬০ | ”৩৯

“(৪০) ৫২৮০ | ৪৪৪০০৪ |

অধঃ কত্বাং (ত)ত (জাতঃ)

| (৪০)৫২৮০ | ৪৪৪০০৪ |

(৬) ৮৭২৪ | ৭৭৪৪৮ |

সংগুণ্য জাতঃ অংশ অংশেষু) হব হবেষু গুণিতং ,

| (১) ৭৯৯৪৫৯৯১১১০ | ” ৪০

নামসংখ্যাপ্রণালীর দুই একটা দৃষ্টান্তও তাহাতে পাওয়া যায়। যথা, একটা উদাহরণে

“ষড়্বিংশচ্চ ত্রিপঞ্চাশ একোনত্রিংশ এব চ :

ষাষ(ষ্ট) ষড্বিংশ চতুঃচত্বাবিংশ সপ্ততি ॥

চতুঃষষ্টি ন(ব)... • শনস্তরম্।

ত্রিংশীতি একবিংশ অষ্ট পকম্ ॥” ৪১

এই বৃহৎ সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে বলা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দেওয়া আছে।

২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৪৯৯০০৮৩২১৮

তাহাতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এখানে দক্ষিণাগতিক্রমে নামসংখ্যার ব্যবহার হইয়াছে।

বাক্শালী পাটীগণিতের বচনাকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিকূপণ করা বস্তুতঃ দুঃসাধ্য। উহার লিপির তত্ত্ব বিচার দ্বাৰা হর্নেল অনুমান করেন, বর্তমান পাণ্ডুলিপিখানি সম্ভবতঃ সপ্তম, কি অষ্টম শকশতকে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু অপর কারণে তিনি মনে করেন, মূল গ্রন্থ ঐ সময়ের বহু পূর্বে দ্বিতীয়, কি তৃতীয় শকশতকে বিরচিত হইয়াছিল। বালার প্রমুখ ভারতীয় লিপিতত্ত্ববিদগণ তাঁহার অনুমান সম্ভববোধে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু কে’ উহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে উহার রচনাকাল একাদশ শকশতক। গ্রন্থের বচনাকাল এবং লিপিকাল তিনি পৃথক্ মনে করেন না।

৩৯। ‘বাক্শালী পাণ্ডুলিপি’, ৫৬ক পৃষ্ঠা।

৪০। ঐ, ৬৪ক পৃষ্ঠা। () এই বন্ধনীর মধ্যে অংশ পুনরুক্ত কবা হইয়াছে।

৪১। ঐ, ৫৮ক পৃষ্ঠা

ভারতীয় লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে কে'র জ্ঞান অতি সামান্য। হিন্দুগণিতের ইতিহাসও তিনি বিশেষ জ্ঞানেন না। সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে কোন স্থানিচিত মত দিবার অধিকার তাঁহার নাই। তাই বাক্যশালী পাটীগণিতের রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁহার মতেব কোন মূল্য নাই। হিন্দু-গণিতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিক্ হইতে তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচার কর্তব্য: আমরা দেখাইয়াছি, ঐ বিষয়ে হর্নেলের অনুমান সমীচীন হইয়াছে।^{৪২} এইরূপে দেখা যায়, দ্বিতীয়, কি তৃতীয় শতাব্দীতেও হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা এবং নামসংখ্যা-প্রণালী ব্যবহৃত হইত।

মূলপুলিশসিদ্ধান্ত

বরাহমিহিরকৃত 'বৃহৎসংহিতা'র স্বরচিত বিবৃতিতে উৎপল ভট্ট (৮৮৮ শক) 'মূলপুলিশ-সিদ্ধান্ত' হইতে একটা বচন অনুবাদ করিয়াছেন।

“খথাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশরবাত্রিপাঃ।

ভানাং চতুর্ঘুগেনৈতে পরিবর্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥”^{৪৩}

এখানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সারদাকান্ত গাঙ্গুলী মনে করেন, “ভট্টোৎপল উক্ত বচনটি মূলপুলিশসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত করেন নাই, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনেব বর্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত হওয়াব পরে পুলিশসিদ্ধান্তের যে সকল সংস্করণ রচিত হইয়াছিল, তাহাদেব কোন একটি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।” কেন না, স্বধাকর দ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি'তে উহাকে পুলিশসিদ্ধান্তের বচন বলা হইয়াছে। কার্ণ ও শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত কর্তৃক পরিদৃষ্ট ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে “মূলপুলিশ-সিদ্ধান্ত” পাঠ ছিল। এ কথা তাঁহারা বলিয়াছেন।^{৪৪} দ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ দেখা সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের অনুসরণে উহাকে মূলপুলিশসিদ্ধান্তের বচন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাব হেতুও নির্দেশ কবিতেছি। দ্বিবেদী ছয়খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা “ব্যবহারের অযোগ্য” ছিল। সুতরাং পুস্তক সম্পাদনে তিনি প্রকৃতপক্ষে পাঁচখানা পাণ্ডুলিপির উপযোগ করিয়াছিলেন। কার্ণও 'বৃহৎসংহিতাবিবৃতি'র

৪২। ঐবিভূতিভূষণ দত্ত, “The Bakhshali Mathematics,’ *Bull. Cal Math. Soc.*, ২১ খণ্ড, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ, ১-৬০ পৃষ্ঠা।

৪৩। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত “শব্দসংখ্যা-প্রণালী” নামক আমাদের প্রবন্ধে “বাত্রিপাঃ” স্থলে “রাত্রয়ঃ” পাঠ ছিল। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পত্রিকায় ত্রিযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ঐ পাঠভুল প্রদর্শন করেন। পব সালে “নাম-সংখ্যা” প্রবন্ধে আমরা ঐ ভুল স্বীকার কবি।

৪৪। কার্ণকর্তৃক সম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা,' ভূমিকাব ৫০ পৃষ্ঠা। শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত-বচিত 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৬৩ পৃষ্ঠা।

পাঁচখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা ছিল বেনারস কলেজ লাইব্রেরীর, যাহা দ্বিবেদীও ব্যবহার করিয়াছিলেন। উহা অতি বিকৃত ছিল। যাহা হটক, দ্বিবেদী ও কার্ণ সমানসংখ্যক পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। দীক্ষিত কয়খানি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, লেখেন নাই। যদি একখানাই ধবা যায়, তবেও তিনি এবং কার্ণ একত্রে ‘বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি’র দ্বিবেদী-দৃষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। স্ততরাং উক্ত বচন সম্বন্ধে কার্ণ ও দীক্ষিতের সাক্ষ্য দ্বিবেদীর সাক্ষ্য হইতে অধিক বিশ্বাস্য মনে করিয়াছিলাম।

কোটিল্যেব অর্থশাস্ত্র

কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ “সমবৃত্তা” নামে এক তুল্যাদণ্ডের উল্লেখ আছে। উহার লৌহদণ্ডের উপর মানপরিজ্ঞাপক চিহ্ন খোদিত থাকিত। সর্বপ্রথম চিহ্ন কর্ণ মানের। অপরাপর চিহ্ন সম্বন্ধে কোটিল্য লিখিয়াছেন,^{৪৫}

“ততঃ কর্ণোত্তরং পলং, পলোত্তরং দশ পলং, দ্বাদশ পঞ্চদশ বিংশতিরিতি কাব্যেৎ। ততঃ আশতাদশোত্তরং কাব্যেৎ। অক্ষৌ নান্দীপিনঙ্গং কারয়েৎ।”

‘তার’ পর এক এক কর্ণ বৃদ্ধি করিয়া পল (পর্য্যস্ত), পল পল বৃদ্ধি করিয়া দশ পল (পর্য্যস্ত), দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও বিংশতি এই চিহ্ন করিবে। অতঃপর দশ বৃদ্ধি করিয়া শত পর্য্যস্ত চিহ্নিত করিবে। অক্ষৌনাদিতে নান্দীচিহ্ন খোদিত করিবে।’ প্রাচীন টীকাকাব ভট্টশর্মী ও আধুনিক টীকাকাব মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যাব প্রতিকূলে আমবা মনে করি, ঐ স্থলে “অক্ষৌ” শব্দ ২৫, ৩৫, ৪৫, ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতেছে। এখন প্রশ্ন, কি প্রকারে একমাত্র অক্ষ শব্দ দ্বারা এতগুলি সংখ্যা নির্দেশ করা যাইতে পারে? নামসংখ্যাগ্রণালী মতে ২৫, ৩৫, ৪৫, ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতে ‘অক্ষকর’, ‘অক্ষগ্নি’, ‘অক্ষবেদ’ ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হইতে পারে। স্ততরাং অক্ষ শব্দের দ্বারা উহাদের সকলকে লক্ষণা করা যাইতে পারে। উহা হইতে আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে, কোটিল্য (শকপূর্ব ৫ম শতক) স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন এবং তৎসহকারে নামসংখ্যা ব্যবহার করিয়াছেন।^{৪৬} ঐ অনুমানের সমর্থনে, কোটিল্যেব গ্রন্থ হইতে গণনাবিষয়ক নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, আমবা প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, সংখ্যালিখনের কোন না কোন প্রকার সহজ ও সরল পদ্ধতি জানা, কোটিল্যের পক্ষে খুবই সম্ভব, এমন কি, তাহা অপরিহার্য। ত্রীষোগেশচন্দ্র রায়ও উহা বিশ্বাস করেন।^{৪৭} কিন্তু উপরোক্ত কোটিল্য-বাক্যের আমাদের ব্যাখ্যা তিনি

৪৫। ‘কোটিল্যেব অর্থশাস্ত্র’, ত্রীশ্রামশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরাজী ভাষান্তরিত, ২য় অধিকরণ, ১৯শ অধ্যায়।

৪৬। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ২১-২ পৃষ্ঠা।

৪৭। ত্রীষোগেশচন্দ্র বায়, “আত্মিক শব্দ”, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২৩৫-২৪৮ পৃষ্ঠা।

স্বীকার করেন নাই। প্রতিবাদে তিনি যে ব্যাখ্যা কবিতাছেন, উহা সম্ভব মনে হয় না। সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের ব্যাখ্যাকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু তন্মূলে আমবা যে অনুমান কবিতাছিলাম, উহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কোটিল্যের পরে ৭৫০ বঙ্গাব্দের মধ্যে কোনও গ্রন্থে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি, তাহার কৰ্মভূমি মগধের অন্তর্গত রোটাশের শিলালিপির উৎকীর্ণ কাল (১৩২ শক) যোগবিধি সহকারে নামসংখ্যায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাই তিনি বলেন, কোটিল্য স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না। তিনি মনে করেন, পঞ্চবিংশতি, পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চচত্বারিংশৎ ইত্যাদি সংখ্যাজ্ঞাপক 'পঞ্চসু' শব্দের সমানার্থক 'অশ্বেষু' পদই কোটিল্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি সত্যই তাহা হইয়া থাকে, তবে কোটিল্য যে স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন, তাহার কোন প্রমাণ থাকে না। কিন্তু যদি পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি পদই কোটিল্যের মনে মনে ছিল, তিনি 'পঞ্চসু' না লিখিয়া 'অশ্বেষু' শব্দ ব্যবহার কবিলেন কেন? যাহা হউক, সারদাবাবুর অনুমানও আমাদের সমীচীন মনে হয় না। উহার সমর্থনে তিনি অপর যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি সাববান্ নহে। মহাভারত পুরাণাদি হইতে আমরা যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, কোটিল্যের সমকালে এবং তাহার পরে স্থানীয়মানতত্ত্ব এদেশে জানা ছিল। রোটাশের শিলালিপিতে যোগবিধি সহকারে নামসংখ্যার প্রয়োগ আছে বলিয়াই যে, সেই কালে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত না মনে করা ভুল। কেন না, বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'রও ঐ প্রকার যোগবিধির দু' একটি প্রমাণ দেখা যায়।^{৪৮} অথচ, উহাতে স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যার ব্যবহার আছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ছন্দঃসূত্র

কোন নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রাবিশিষ্ট বৃত্তছন্দের কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহা গণনা করিবার বিধি পিঙ্গলাচার্য-প্রণীত 'ছন্দঃসূত্রে' বিবৃত হইয়াছে। আমরা অজ্ঞাত, দৃষ্টান্ত সহকারে, এই বিধির মৰ্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছি।^{৪৯} ঐ সূত্রে এক, দুই ও শূন্য চিহ্নের উল্লেখ আছে। গণনা সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, ঐখানে এক ও দুইয়ের ন্যায় শূন্যও অঙ্গবিশেষ। তাহা হইতে আমরা অনুমান করি যে, 'ছন্দঃসূত্রের' সময়ে (শকপূর্ব ৩য় শতকে) স্থানীয়মানতত্ত্ব জানা ছিল। কেন না, গণিতের ইতিবৃত্তবেত্তাগণ বলেন, শূন্য চিহ্ন ও স্থানীয়মানতত্ত্ব সহজাত। সারদাবাবু মনে কবেন, ঐ ধারণা ভ্রমাত্মক। ঐ অনুমানের সমর্থনে তিনি ময় ও সূমের জাতিদিগের শূন্যচিহ্নের কথা উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি ব্যতীত, অপর সকলে স্বীকাব

৪৮। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ৪।৬ দেখ।

৪৯। *History of Hindu Mathematics* এর ১ম ভাগে ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করেন যে, ময় ও স্রমের জাতির উক্ত সংখ্যালিখনে স্থানীয়মানত্বের কিঞ্চিৎ আভাস অবশ্যই আছে। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। তবে ঐ প্রণালীদ্বয় দোষদুষ্ট। আমরা অল্পত্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।^{৫০} আরও বিশেষ প্রণিধানের কথা এই যে, উক্ত প্রণালীদ্বয় তারিখ লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। সাধারণ গণনায় ময় ও স্রমেরগণ সংখ্যালিখনের ভিন্ন প্রণালী ব্যবহার করিতেন। ঐ সকলে শৃঙ্খলি বা স্থানীয়মানের কিছুই নাই। ময় ও স্রমেরগণের মধ্যে শৃঙ্খলিহের সভ্যতার প্রমাণ শকপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেকার নহে।

তত্ত্বশাস্ত্র

কোন কোন তত্ত্বগ্রন্থেও স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যাব ব্যবহার পাওয়া যায়। আমরা এখানে ‘মেক্তত্ত্ব’^{৫১} হইতে উহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি। ‘গোত্রি’=৩৯ (২৬।১১৩৮), ‘একচতুঃ’=৪১ (২৬।১১৫০), ‘দ্বিচতুঃ’=৪২ (২৬।১১৫১), ‘বেদবেদ’=৪৪ (২৬।১১৫৪), ‘সায়ককৃত’=৪৫ (২৬।১১৫৫), ইত্যাদি। ঐ গ্রন্থের রচনাকাল অনির্ণীত। সুতরাং উহার আধারে নামসংখ্যাপ্রণালী বা স্থানীয়মানত্বের উদ্ভাবনকাল অনুমান করা যায় না।

সিংহবাজ, জীবশর্মা ও মনিথ

‘বৃহজ্জাতকবিবৃতি’তে উৎপল ভট্ট মনিথ ও জীবশর্মার গ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাদের কোন কোনটাতে স্থানীয়মানত্ব সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—^{৫২}

“নবকপাঃ (১৯) শবযমলা (২৫) স্তিতয়ো (১৫) হর্কা (১২) পঞ্চরূপকাঃ (১৫) ক্রমশঃ।

কপযমা (২১) কৃতিসংখ্যাঃ সূর্যাদীনাম্ স্বতুঙ্গভেষজাঃ।” (মনিথ)

“সপ্তদশৈ (১৭) কো (১) দ্বিমর্মো (২২) বসবো (৮) বেদাংগয়ো (৩৪) গ্রাহেন্দ্রাণাম্।” (জীবশর্মা) বরাহমিহিব মনিথ ও জীবশর্মার নামোল্লেখ কবিয়াছেন।^{৫৩} সুতরাং তাঁহারা বরাহের প্রাণার্থী হইবেন।

সিংহবাজকৃত ‘সহস্রাঙ্কর’ হইতে প্রথম ভাস্কবাচার্য্য একটি বচন অনুবাদ করিয়াছেন।^{৫৪}

৫০। Bibhutibhusan Datta, “Early History of the Principle of Place-value” *Scientia*, 1931

৫১। ‘মেক্তত্ত্ব’, বোধে, ১৮৩০ শক।

৫২। ‘বৃহজ্জাতক,’ ৭।৯ শ্লোকেব উৎপল ভট্টকৃত বিবৃতি।

৫৩। ‘বৃহজ্জাতক’ ৭।১ (মনিথ), ৭।৯ ও ১১।১ (জীবশর্মা)।

৫৪। ‘আর্য্যভট্টীয়’, ২।১২ (ভাস্কবভাষ্য)।

“রবুদয়ে লঙ্কায়ামাষাটীপৌর্ণমাস্যা তু সোমদিনে কৃতকৃতবর্ধে বাটৈঃ শকেজ্জকাল্যাহ্যগঃ স্যাৎ” তাহাতেও নামসংখ্যা প্রণালীর ব্যবহার আছে। ‘কৃতকৃত’=৪৪। প্রথম ভাস্কর ‘আর্যভট্টীয়’কার আর্যভট্টের (৪২১ শক) শিষ্য ও ভাষ্যকার। বরাহমিহির^{৫৫} এবং ব্রহ্মগুপ্ত^{৫৬}ও সিংহাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। হুতরাং তিনি অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, দেখা যায়। ৪৪ শক হইতে যুগপ্রবৃত্তি গণনার হেতু কি, ভাস্কর তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। “তাহার (সিংহরাজের) অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সময়ে অধিকমাস ও অবমমাস যুগপৎ প্রবৃত্ত হয়। সেই হেতু তিনি উহাকে অবধি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সংবৎসরের (আরম্ভ বলিয়া) পরিকল্পনা করিয়াছেন।” ৪৪ শকে যে ‘অধিকমাস ও অবমমাস যুগপৎ প্রবৃত্ত হয়,’ এ কথা সিংহরাজ কি করিয়া জানিলেন? যদি গণনা করিয়াই জানিয়া থাকেন, ৪৪ শকে অধিকমাস ও অবমমাস কি ছিল, তাহা গণনা করিতে বসিলেন কেন? যদি তিনি পববর্তী কালের লোকই হইবেন, ৪৪ শকেই গণনার জ্ঞান গ্রহণ করিলেন কেন? এ সকল বিচার করিয়া আমাদের অনুমান হয়, সিংহরাজ ঐ সময়েরই লোক। স্বসময়ের অধিকমাস ও অবমমাস গণনা করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, তখন উহার যুগপৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ভাস্কর-ধৃত আরও একটা বচনে স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যার প্রয়োগ আছে।^{৫৭}

“অগ্নে মহতি চ মণ্ডলে মণ্ডলদ্বাদশভাগো রাশিঃ।

ষষ্টিশতত্বয়ভাগো ভাংশঃ খথষট্‌ঘনভাগো লিপ্তাঃ।”

এখানে ‘খথষট্‌ঘন’=২১৬০০। ঐ বচনটি কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে, ভাস্কর তাহা উল্লেখ করেন নাই।

কটপয়াদি প্রণালী

প্রাচীন হিন্দুস্থানে ব্যবহৃত অক্ষরসংখ্যা প্রণালীসমূহের একটা সাধারণত ‘কটপয়াদি-প্রণালী’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহার উৎপত্তিকাল এখনও নিকপিত হয় নাই। ঐ প্রণালীর কয়েকটা অন্তর্বিভেদ পাওয়া যায়।^{৫৮} প্রথম ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত (৪৪৪ শক) ‘লঘু-ভাস্করীয়ে’র কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে উহা প্রয়োগ দেখা যায়।^{৫৯} শঙ্করনাবায়ণ (৭২১ শক) রচিত উহার টীকার স্থানে স্থানেও উহার ব্যবহার আছে।

৫৫। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, ১৪।৪৪

৫৬। ‘ব্রাহ্মশূটসিদ্ধান্ত’, ১১।৪৬-৭

৫৭। ‘আর্যভট্টীয়’, ৩।১৪ (ভাস্করভাষ্য)।

৫৮। এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে, লেখকেব “অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী” নামক প্রবন্ধ দেখ।

৫৯। ঐ ভাস্করবচনের মৌলিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কেন না, শঙ্করনাবায়ণের ভাষ্যে উহা নাই।

টীকাকার স্বর্ষদেব যজ্ঞার (জন্ম ১১১৩ শক) উক্তি মূলে জানা যায়, আৰ্য্যভট্টের অঙ্করসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন-সময়ে কটপয়াদি প্রণালী এ দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

“বর্গাক্ষবাণং সংখ্যাপ্রতিপাদনে কটপাদিৎ নঞেষ্ট শৃঙ্খলমপি প্রসিদ্ধং। তন্নিবাসার্থং কাং গ্রহণং। কাং প্রভৃত্যেব বর্গাক্ষবাণং সংখ্যা ন টকাবাং পকাবাচ্চ প্রভৃতি। কাং প্রভৃত্যেব সর্বাণি সংখ্যা প্রতিপাদয়ন্তি, ন তু একাবনকাবয়োচ্চ শূন্যত্বমিত্যর্থঃ। অবর্গাক্ষবাণং তু লোকেহপি যকাবসোবা-
দিহাং তদাদিত্বনিয়মস্তাপ্রয়োজনাদ্ যকাবাদিৎ নোক্তং। কিন্তু তেযামপি লোকপ্রসিদ্ধেনৈকাদিসংখ্যা
প্রাপ্তা। তদপবাদার্থং ‘উর্মো যঃ’।”

এদেশে পরম্পরাগত প্রসিদ্ধি আছে যে, কটপয়াদি প্রণালীর উদ্ভাবক বররুচি। তদ্বিষয়ে তাঁহার সূত্র এই,—

“কাদিনব টাদিনব পাদিপঞ্চ যাদ্যষ্টৌ।

‘মহাভারতে’র টীকাকার নীলকণ্ঠ (১৫০০ শকপ্রায়) এই সূত্র বররুচিব বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “বররুচিপ্ৰোক্তয়া কাদিনব-টাদিনব-পাদিপঞ্চ-যাদ্যষ্টাবিতি পরিভাষয়া ক্রিয়তে” (আদিপর্ব, ২।৩২৬ শ্লোকের টীকা)। ‘মহাভারতে’র প্রতিপর্বস্থ উপপদ-সংখ্য নীলকণ্ঠ এই প্রণালীতে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

“আদিধানং (১৯) সভাধনং (৯) বনচয়ং (১৬) বৈবট্টু (৪) দোগয়ুক (১১),

ভীষ্মজ্ঞোম (৫) জং (৮) চ কর্ণকু (১) তথা শল্যেভ (৪) সৌযুগ্গম (৩)।” ইত্যাদি ‘বার্তিক’কার কাভ্যায়নের (শকপূর্ব ৫ম শতক) নামও বররুচি। ইনি কি তিনিই? বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনি বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গ্রন্থের ‘বার্তিক’কার বররুচি উহাকে প্রণালীবদ্ধ করেন। ইহা অসম্ভব নহে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে বলিতে হয়, শকপূর্ব পঞ্চম শতকে স্থানীয়মানতত্ত্ব এদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং অঙ্করসংখ্যা-প্রণালীতে উহার উপযোগ হইয়াছিল। কেবলের প্রসিদ্ধ প্রাচীন জ্যোতিষী বররুচিব ‘পবংপেক’ নামক গ্রন্থে প্রত্যেক অঙ্কের একটা স্থনির্দিষ্ট মান বিধিবদ্ধ আছে নাকি? তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল জানা নাই। অধ্যাপক শ্রী কে রাম পিশারোটি অনুমান করেন, ৬০০ উহা তৃতীয় শকশতকেব কাছাকাছি হইবে, অন্ততঃ তাহার পরে নহে। এই বররুচিই যদি কটপয়াদি প্রণালীর উদ্ভাবক হন, তবে বলিতে হয়, তৃতীয় শকশতকে স্থানীয়মানতত্ত্ব হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল।

দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন-কাল

উপরে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, উহাদেব সার সঙ্কলন ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়,—

৬০। K Rama Pisharoti, “Sastras—Practical and Theoretical,” *Quarterly Journal of the Mythic Society*, Vol 21, No 3

(১) স্থানীয়মান সহকারে অক্ষর-সংখ্যা ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায়, বরকচির গ্রন্থে। তিনি শকপূর্ব পঞ্চম শতকে কিম্বা তৃতীয় শকশতকে বর্তমান ছিলেন।

(২) স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহারের নিঃসন্দিগ্ধ প্রাচীনতম প্রমাণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শকশতকের। ‘অগ্নিপুরাণ’, ‘নারদপুরাণ’ ও ‘বাক্শালী পাটীগণিতে’ উহা পাওয়া যায়। চতুর্থ শকশতকের ‘তিলোথপত্রি’ এবং ‘মূল পুণ্ড্রশিক্ষান্তে’ও ঐ ব্যবহার আছে। সিংহরাজের, কোটিল্যের এবং ‘মহাভারতে’র বচনের মূলে জানা যায়, প্রথম শকশতকে, চতুর্থ এবং পঞ্চম শকপূর্বশতকেও উহা ছিল।

(৩) পাটীগণিতে দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ আছে, দ্বিতীয় শকশতকের ‘বাক্শালী পাটীগণিতে’।

(৪) সাধারণ সাহিত্যে দশাঙ্কপ্রণালীর উল্লেখ ৫০০ শকপূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০ শকাব্দের গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা, ‘মহাভারত’, ‘ব্রহ্মপুরাণ’, ‘অগ্নিপুরাণ’, ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ‘বায়ুপুরাণ’, ‘পিঙ্গলছন্দঃসূত্র’, ‘অল্পযোগদ্বারসূত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে।

(৫) শূন্য চিহ্ন ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায় তৃতীয় শকপূর্বশতকের কিম্বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বের ‘পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে’।

এই সকল প্রমাণ মূলে স্থানীয়মানতত্ত্ব ও দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনকাল সম্বন্ধে কি অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য।

সংখ্যাপ্রণালীসমূহের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কোন প্রণালীবিশেষের উদ্ভাবনের পরে জনসাধারণের মধ্যে উহার প্রচার হইতে প্রায় পাঁচ ছয় শত বৎসর লাগে। হিন্দুহানে কিম্বা তাহার বাহিরে সব দেশের পক্ষেই ঐ কথা। যথা, হিন্দুদশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালী ১০ম ও ১১শ খ্রীষ্টশতকে যুরোপে আনীত হয়। কিন্তু সাধারণ কৰ্ত্তব্য ব্যবহৃত গণিতগ্রন্থে ১৭শ শতকের পূর্বে উহা পরিগৃহীত হয় নাই। এই দৃষ্টান্ত হইতে হিন্দু পাটীগণিতে মাত্র প্রয়োগ মূলে আমরা পূর্বে অনুমান করিয়াছিলাম যে, শকপূর্ব তৃতীয় শতকে (২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে) দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল।^{৬১} তখন মহাভারতোক্ত প্রমাণ আমরা জানিতাম না। এখন মনে হয়, ঐ সময়কে আরও প্রায় দুই শত বৎসর পিছাইয়া দিতে হইবে।

স্থানীয়মানতত্ত্বের উদ্ভাবনাব প্রেবণা

স্থানীয়মান সহকারে অঙ্ক, অক্ষরসংখ্যা বা নামসংখ্যা ব্যবহারের পরিকল্পনা হিন্দুগণিতবিদগণ স্বতন্ত্রভাবে কবিয়াছিলেন, না অপর কোথাও হইতে তাঁহারা উহার

প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য। ঐ বিষয়ে আমাদের মনে একটা ধারণা বহুদিন হইতে জন্মিয়াছে। সূধীগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি। উহা সমীচীন কি না, তাঁহারা বিচার কবিতা দেখিবেন। আমাদের মনে হয়, গণিতবিদগণ ছন্দঃশাস্ত্র হইতে স্থানীয়মানের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ছন্দঃশাস্ত্রে কেবল দুইটি মাত্রা—লঘু ও গুরু। উহাদের চিহ্ন যথাক্রমে ল ও গ। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ দ্বারা, যথা-প্রয়োজন পুনরুক্তি সহ, কোন নির্দিষ্টমাত্রিক বৃত্তছন্দের কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহা গণনার বিধি ছন্দঃশাস্ত্রে বিবৃত আছে। যথা, ছয়মাত্রিক বৃত্তছন্দের ২৬ সংখ্যক ভেদ হইতে পারে। ইহা হইতেই জানা যায় যে, অল্পসংখ্যক চিহ্ন দ্বারাও বহু প্রকারের ছন্দঃ রচনা করা যায়। বিকল্পগণিতে (Permutation) ও দ্রব্যের সমাবেশের ভেদ দ্বারা বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তুত করা যায়। এসকল হইতে গণিতবিদ দেখিলেন, স্বল্পসংখ্যক অঙ্ক দ্বারাও বহু সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। তাহা হইতে তাঁহারা স্থানীয়মানত্বের পরিকল্পনা কবিলেন। ছন্দঃশাস্ত্র অতি প্রাচীন। শকারন্তেব পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে বিকল্পগণিত এদেশে জানা ছিল। জৈন আগমশাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে।^{৬২} সুতরাং স্থানীয়মানত্বের পরিকল্পনার প্রেরণার উপকরণ প্রাচীন কাল হইতেই বর্তমান আছে।

৬২। লেখকের “The Jaina School of Mathematics” নামক প্রবন্ধ দেখ।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৭)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরীর শেষ জীবন ও চরিত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্তনের বৎসর বলা চলে, যে ভাষা এত দিন অল্পবাদ-গ্রন্থ, বিচার-গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই যেন খোঁড়া পায়ে দৌড় করান হইল; অর্দ্ধ শতাব্দী-কালের মধ্যেই পঙ্খু কি ভাবে গিরিলজ্জন করিল, সেই ইতিহাসই আমরা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশেব সর্ববিধ উন্নতিকল্পে চারিটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়, তিনটি বাংলা ভাষা ও একটি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। মাসিক ‘দিগদর্শন’, সাপ্তাহিক ‘সমাচার দর্পণ’ ও ‘বাঙ্গাল গেজেট’ এবং মাসিক *The Friend of India*—এই চারিটি পত্রেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ‘দিগদর্শন’ বয়সে বড় হইলেও তেমন প্রসিদ্ধি লাভ কবে নাই, বাঙালী-সম্পাদিত ও পরিচালিত প্রথম সাময়িক-পত্র ‘বাঙ্গাল গেজেট’ও নাম-স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত, ‘সমাচার দর্পণ’ ও ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ দীর্ঘকাল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার কবিয়া বাংলা দেশে বর্তমান ছিল ও আছে। ইহাদের ইতিহাসেব সহিত বাংলা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি দিব।

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত ‘দিগদর্শন’ ও ‘সমাচার দর্পণ’েব পবোক্ষ যোগ আছে। ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পবে নানা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টিসাধনে যত্ন করিয়াছিলেন, এই পত্রিকাটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।*

‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ কেরীর অন্ততম কীর্তি। ইহার সম্পাদনায় জ্যোতিষা মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ সালের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইংবেজী পত্রিকা হইলেও কেরী-প্রসঙ্গে এই ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’র যৎসামান্য আলোচনা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। ১৮১৮ সনের ৩০ এপ্রিল কেরীপ্রমুখ সম্পাদক-

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা’ তিন খণ্ডে প্রচলিত।

সজ্জ ইহাব যে “প্রসপেক্টাস্” বা অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

Drawn from their native land wholly by the hope of thus promoting the welfare of India, one of them has spent nearly the fourth of a century, and others a period of time fast approaching thereto, in studying its languages, and making themselves acquainted with the habits and ideas of its inhabitants, with the view of effectually promoting their highest interests, and to this important object they are desirous of devoting the remainder of their days. With this view therefore they propose to meet the wishes of those who encourage the work, by including in their small monthly publication, every thing communicated to them. either of a religious or literary nature which has any bearing on the future happiness of India. In the important work of illuminating India, they cannot be insensible to the value of *Literature*. Without some idea of their literature, how can we become acquainted with the ideas and modes of expression common to those whose good we seek? Whatever information may be communicated therefore respecting the Languages of Eastern Asia, or the Characters by which they are expressed, will be gratefully received. Books published in India too, which in any degree bear on its welfare, will be deemed fit subjects for notice.

এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায়, বিশেষ করিয়া ১৮২০ সাল হইতে প্রকাশিত ইহার ত্রৈমাসিক সংস্করণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইতে দেখি। সম্পাদকত্রয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কেরীর জ্ঞানই সমধিক ছিল, সুতরাং ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’র এই বিভাগের কৃতিত্ব কেরীর উপরেই আরোপ করিলে দোষ হইবে না। হালহেড, উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার, ফণ্ডার প্রভৃতি সম্বন্ধে আদিমতম আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই জোসুয়া মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী-হানা মার্শম্যানের বিশেষ চেষ্টায় ত্রৈমাসিক কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়, মদনাবাটীতে ও খিদিরপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে স্বপ্ন কেরী দেখিয়াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইল।

জন মার্চকের মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী-কৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কেরীর জীবনে এই সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার প্রায় শতাব্দীপাদের সাধনাব ফল, তাঁহার বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। বৃহৎ অক্ষবে এই অভিধানের কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ কি ভাবে পরিত্যক্ত হয়, গতবাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিধানের জগ্ন বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তুত করাইয়া কেবী তখন হইতেই অভিধান পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইটাই কেবীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর মুদ্রণের কাজ যথাবীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়া অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা-পত্রটি (১ম খণ্ডের, ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অনুরূপ) এইরূপ—

A/ Dictionary/ Of The/ Bengalee Language,/ In Which/ The Words/ Are Traced To Their origin,/ And/ Their Various Meanings Given/ Vol I/ By W Carey, DD/ Professor Of The Sungskrita, And Bengalee Languages, In the/ College Of Fort William/ Second Edition, With Corrections and Additions/ Serampore / Printed At The Mission Press,/ 1818 /

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রীত প্রথম খণ্ডগুলিরও আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ করা হয়। এই কাবণে একই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, দুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোট ৬১৬, তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা (দুই ভাগে ১-৭২০ + ৭২১-১৫৪৪) মোট ১৫৪৪, গোড়াতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও যোজিত আছে।

কেরীব অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রায় পঁচাশী হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা ভাষাকে উর্দ্ধ-কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্ত শতাধিক বৎসব পূর্বে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলে আজিকার দিনে হিন্দুস্থানীবিরোধী-সম্প্রদায় আনন্দিত হইবেন। আমরা ভূমিকাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রবন্ধের “সংস্কৃতীকরণ” (‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) অব্যায় পাঠকদিগকে স্মরণ করিতে বলি। কেরী বলিতেছেন (শ্রীরামপুর, ১৭ এপ্রিল, ১৮১৮)—

The Bengalee language, of which the following is a Dictionary, is almost entirely derived from the Sungskrita considerable more than three-fourths of the words are pure Sungskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little corrupted, that their origin may be traced without difficulty Words of Arabic or Persian origin bear a small proportion to the whole, and most of those, the origin of which appears doubtful, may be generally traced to a Sungskrita or an Arabic origin. A few Portuguese words, and a few English ones often so distorted as scarcely to be recognized, and are now incorporated therewith, and may be admitted as forming a part of it

Till of late, the Bengalee language was almost wholly neglected by Europeans, under the idea of its being a mere jargon, only used by the lower orders of people. Most of the Vernacular languages of India still lie under the same neglect, from a supposition that the Hindoostanee [Oidoo] is the language universally prevailing,

However polished and elegant the Oidoo dialect may be, it can scarcely be called the language of any country, and is very imperfectly understood even in Hindoosthan proper, beyond a certain class of society, while the Bengalee, and the other languages of India are current through large tracts of country, and are spoken and understood by the whole body of the inhabitants. These languages, though all derived from Sungskrita, differ from each other as much as most European languages which have a common origin.

The mistaken idea, that the Moosulman dialect of the Hindoostanee was the most prevalent language in India, was probably the cause that formerly induced the greater number of those Europeans who came thither, to study it in preference to all others.

This imperfect knowledge of the Oidoo dialect being deemed sufficient for all ordinary purposes, the great body of Europeans were thereby led to despise the Vernacular languages of the country, and in consequence remain ignorant of them.

Since the institution of the College of Fort William, this prejudice has been gradually giving way. The Bengalee language has become an object of study, a good number of the Civil Servants of the Honourable Company, and many other persons resident in India, have made it the object of their attention, and not a few may be ranked among the number of good Bengalee Scholars.

The number of books yet published in the language is very small, and they are mostly translations from the Sungskrita, no work has yet been published upon any one science, nor a treatise upon any particular subject. When literature and science become objects of pursuit in Bengal, and works on various subjects are published, many of these terms, which are now only known to the learned, will become more common, and perhaps the language will be enriched by many words borrowed from other tongues.

The want of a Dictionary of the Bengalee language has been long felt, especially by the students in the College of Fort William. He [Carey] has endeavoured to introduce every simple word used in the language, and all the compound terms which are in common use, or which are to be found in Bengalee works whether published or unpublished. He has availed himself of every advantage which the labours of others could afford him, particularly those of Dr Gilchrist, Dr Hunter, and Mr Forster,

কেবীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ উইলসন যে মন্তব্য করিয়াছেন (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), তাহা হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়ে, পরবর্তী কালে এ বিষয়ে যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা উইলসনের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। উইলসন বলিয়াছেন—

Besides the meanings of the words, their derivation is given wherever ascertainable. This is almost always the case, as the great mass of the words are Sanskrit. He endeavoured to introduce into the dictionary every simple word used in the language, and all the compound terms which are commonly current, or which are to be found in Bengali works, whether published or unpublished. It may be thought, indeed, that in the latter respect he has been more scrupulous than was absolutely necessary, and has inserted compounds which might have been dispensed with, their analysis being obvious, and their elements being explained in their appropriate places. The dictionary also includes many derivative terms, and private, attributive, and abstract nouns, which, though of legitimate construction, may rarely occur in composition, and are of palpable signification. It evinces his careful research, his conscientious exactitude, and his unwearied industry. The English equivalents of the Bengali words are well chosen, and of unquestionable accuracy. Local terms are rendered with the correctness which Dr Carey's knowledge of the manners of the natives, and his long domestication amongst them, enabled him to attain, and his scientific acquirements and conversancy with the subjects of natural history qualified him to employ, and not unfrequently to devise, characteristic denominations for the products of the animal or vegetable world peculiar to the East. The dictionary of Dr Carey must ever be regarded as a standard authority.

কেবীর মৃত্যুর পরে *The Gentleman's Magazine*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই, কেবীর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৭-৩০ সালের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই উক্তি ভুল। জন কার্ক মার্শম্যান ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেবীর অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, মার্শম্যানের অভিধানের এইটি প্রথম খণ্ড (অক্টোবো, ৩৩১ পৃষ্ঠা), দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজী হইতে বাংলা, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বাহির হয় (অক্টোবো, ৪৪০ পৃষ্ঠা)। এইগুলি আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। পরবর্তী কালে একাধিক প্রকাশক কেবীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, রামকমল সেন, তারানাথ চক্রবর্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, হটন প্রভৃতি অভিধানকারেরাও কেবীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। লন্ডনের ১৮৫২ সালের *Return*-এ কেবীর অভিধানের মূল্য এক শত টাকা ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী নিউ টেষ্টামেন্টেব অসমীয়া-সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রত্নবার্গেব *Flora Indica* দুই খণ্ড তাঁহার সম্পাদনায প্রকাশিত হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীৰ মৃত্যু ঘটে, ঐ সালেই তিনি ভারতবর্ষে কৃষি ("On the Agriculture of India") বিষয়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র কোয়ার্টারলি সিরিজের প্রথম খণ্ডে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত আছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী তৃতীয় বার বিবাহ করেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটিৰ সভ্য হন, এই সালের শেষভাগে তাঁহার প্রথম পুত্র এবং বাংলা সাহিত্যের সেবায় অক্লান্ত কর্মী ফেলিক্স কেরীৰ মৃত্যু হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮ অক্টোবর তারিখে রাড্রে নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া যাতে নামিবাব সময় কেরীর পা ভাঙিয়া যায়, ফলে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহার বাঁচিবাব কোনই সম্ভাবনা ছিল না, ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি আবোগ্যলাভ করেন। এই বৎসবেই তিনি লণ্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতিৰ সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এগ্রি-হাটিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন।

১৮২৪ সালে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং এই সালেই মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে গবর্নমেন্টের বাংলা অনুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন, ১৮২২ সালের বাজেয়াপ্তি আইন তাঁহারই অনুবাদ।

১৮২৬ সালে তাঁহার সহায়তায় Gotthelf Schroeter-রচিত ভূটান অভিধান প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ সালে তিনি সতীদাহ-নিবাবক আইন অনুবাদ করেন।

১৮৩০ সালের জুলাই মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা কমিয়া যায় এবং গবর্নমেন্টের অনুবাদকের পদটি উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে আয়ের দিক্ দিয়া বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়। ১৮৩১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ হইতেও তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে পেন্সন পাইতে থাকেন। ১৮৩৪ সালের ২ জুন তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক উইলিয়ম কেরীর সংক্ষিপ্ত কীৰ্ত্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে কচিং মিলে। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ইউষ্টেস কেরী তাঁহার চরিত্র বর্ণনা কবিত্তে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমবা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া কেরী-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

In Dr Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe. There was no great and original transcendency of intellect, no enthusiasm and impetuosity of feeling, there was nothing in his mental character to dazzle or even to surprise. Whatever of usefulness and of consequent reputation he attained to, it was the result of an unreserved and patient devotion of a plain intelligence and a single heart to some great, yet well defined, and withal practicable objects. He had no genius, no imagination. He had nothing of the sentimental, the tasteful, the speculative, or the curious, in his constitution.

তিনি স্বয়ং একবার ইউষ্টেসকে বলিয়াছিলেন—

Eustace, if, after my removal, any one should think it worth his while to write my life, I will give you a criterion by which you may judge of its correctness. If he give me credit for being a plodder, he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চত্ৱাবিংশ বার্ষিক কার্যাবিবরণ

বর্তমান ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষট্চত্ৱাবিংশ বর্ষে পদার্পণ কবিল। গত পঞ্চত্ৱাবিংশ বর্ষেব কার্যাবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে ঝাডগ্রামবাজ কুমাৰ শ্রীনবসিংহ মল্লদেব বাহাদুর অগ্রতম বান্ধব-পদ গ্রহণ কবিযাছেন। বর্ষশেষে ইহাবা-বান্ধব আছেন,—

১। মহাবাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথবাণ বায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিবাজ শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমাৰ শ্রীনবসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যাব হ্রাসবৃদ্ধিব তালিকা—

	বর্ষাবস্তে	বর্ষশেষে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৮	৮
(খ) আজীবন-সদস্য	১৪	১৪
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ) সাধাবণ-সদস্য	৮২৫	৯১৫
(চ) সহায়ক-সদস্য	১৬	১২
	৮৭২	৯৫৮

(ক) আলোচ্য বর্ষে শ্রব ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বাহাদুর এবং শ্রব শ্রীযত্ননাথ সবকাব বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হইযাছিলেন। তন্মধ্যে শ্রব ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল এবং পূৰ্বাতন বিশিষ্ট-সদস্য বাঘ সাহেব নগেন্দ্ৰনাথ বসু এবং বাঘ জলধৰ সেন বাহাদুৰেব পবলোকপ্ৰাপ্তি হওয়ায় বৰ্ষশেষে এই শ্ৰেণীৰ সদস্য-সংখ্যা ৮ হইয়াছে। বৰ্ষশেষে ইহাবা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। শুব শ্ৰীপ্ৰমুদচন্দ্ৰ বাঘ, ২। শ্ৰীবীৰেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, ৩। শ্ৰীহীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, ৪। শ্ৰী জৰ্জ এ. গ্ৰায়াৰ্শন, ৫। শ্ৰীৰামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। ডক্টৰ শ্ৰীদীনেশচন্দ্ৰ সেন, ৭। শ্ৰী শ্ৰীমুনাথ সবকাব এবং ৮। বাঘ শ্ৰীযোগেশচন্দ্ৰ বাঘ বাহাদুৰ।

(খ) আলোচ্য বৰ্ষে বাজা জগৎকিশোব আচাৰ্য্য চৌধুৰী বাহাদুৰেব পবলোকপ্ৰাপ্তি হইয়াছে এবং শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় নূতন আজীবন-সদস্য নিৰ্বাচিত হইয়াছেন। বৰ্ষশেষে ইহাবা আজীবন-সদস্য আছেন, তাহাদেব নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। বাজা শ্ৰীগোপাললাল বাঘ, ২। কুমাৰ শ্ৰীশৰৎকুমাৰ বাঘ, ৩। শ্ৰীকিরণচন্দ্ৰ দত্ত, ৪। শ্ৰীগণপতি সবকাব, ৫। ডক্টৰ শ্ৰীনবেন্দ্ৰনাথ লাহা, ৬। ডক্টৰ শ্ৰীবিমলাচৰণ লাহা, ৭। ডক্টৰ শ্ৰীসত্যচৰণ লাহা, ৮। শ্ৰীসজ্জনীকান্ত দাস, ৯। শ্ৰীব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্ৰীমুণীলালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ বসু, ১২। শ্ৰীহৰিহৰ শেঠ, ১৩। শ্ৰীলালবিহাৰী দত্ত, ১৪। শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বৰ্ষে অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যাব কোন পৰিবৰ্তন হয় নাই। ইহাবা অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্ৰীপঞ্চানন তৰ্কৰত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীহৰ্গাচৰণ সাংখ্যতীৰ্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীকণ্ঠভূষণ তৰ্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীহৰিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্ৰীবামচন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী, ৬। শ্ৰীবাগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বিজ্ঞানভূষণ, ৭। শ্ৰীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্ৰীঅক্ষয়কুমাৰ শাস্ত্ৰী, ৯। শ্ৰীকালীপদ তৰ্কীচাৰ্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নিৰ্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধাবণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধাবণ-সদস্যেব সংখ্যা আলোচ্য বৰ্ষেব আবেস্তে ৮২৫ ছিল। বৰ্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যেব পবলোকপ্ৰাপ্তি ঘটয়াছে এবং ১০১ জন ব্যক্তি সাধাবণ-সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধিৰ ফলে বৰ্ষশেষে সাধাবণ-সদস্যেব সংখ্যা ৯১৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বৰ্ষাবেস্তে ১৬ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনেব পবলোকপ্ৰাপ্তি ঘটয়াছে এবং বৰ্ষশেষে এই বাৰ্ষিক অধিবেশনেব পূৰ্ব পর্য্যন্ত ৩ জনেব স্থিতিকাল ফুৰাইয়াছে। এই জন্ত এই শ্ৰেণীৰ সদস্যসংখ্যা এখন ১২ জন।

পবলোকগত সদস্য.

বিশিষ্ট-সদস্য—১। শুব ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ শীল, ২। বাঘ সাহেব নগেন্দ্ৰনাথ বসু, ৩। বাঘ জলধৰ সেন বাহাদুৰ।

আজীবন-সদস্য—বাজা জগৎকিশোব আচাৰ্য্য চৌধুৰী।

সাধাবণ-সদস্য—১। অপূর্বচন্দ্র দত্ত, ২। আশুতোষ ঘোষ, ৩। গিবিশচন্দ্র বসু, ৪। চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। বঙ্কানিল আচার্য্য চৌধুরী, ৬। ননীগোপাল মজুমদার, ৭। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। বাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ৯। বীবেকনাথায়ণ মিত্র, ১০। শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, ১১। অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী।

এই সকল পবলোকগত সদস্যের অধিকাংশেই নিকট পবিষৎ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। অপূর্বচন্দ্র দত্ত এবং গিবিশচন্দ্র বসু যথাক্রমে ‘জ্যোতিষ-দর্পণ’ এবং ‘উদ্ভিদজ্ঞান’ নামক পবিষৎগ্রন্থ সম্পাদন কবিয়াছেন। চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং বাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পবিষদেব ও বরমেশ-ভবনের কোষাধ্যক্ষরূপে এবং নানা ভাবে-অর্থসাহায্য দ্বারা পবিষদেব প্রভূত উপকার কবিয়াছেন। ননীগোপাল মজুমদার পবিষৎ-পত্রিকায প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া এবং অর্থ সাহায্য কবিয়া পবিষদেব সেবা কবিয়াছেন। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রাদি দান কবিয়া পবিষৎকে উপকৃত কবিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি পবিষৎ-পত্রিকায বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন পুথি দান কবিয়া পবিষদেব সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য কবিয়াছেন।

পবলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পবলোকগমন কবিয়াছেন,—

১। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ, ২। দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৩। ললিতমোহন ঘোষাল, ৪। স্বামী শুক্লানন্দ, ৫। ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, ৬। মধুসূদন জানা, ৭। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৮। বাজা শ্রম মন্থনাথ রায় চৌধুরী, ৯। বাধাচরণ চক্রবর্তী, ১০। শিববর্তন মিত্র, ১১। শবচন্দ্র মিত্র।

ইহাদেব মধ্যে ৪, ৬, ৮ এবং ৯ সংখ্যায় উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই এক সময়ে পবিষদেব সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ পবিষৎ-পত্রিকায বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধাবণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) চতুশছারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃত্ত্ব।

(ক) চতুশছারিংশ বার্ষিক-অধিবেশন—৭ই শ্রাবণ, শনিবার। সভাপতি—শ্রীহীবেকনাথ দত্ত। বাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পবলোকগমনে শোক প্রকাশের পব, ঝাড়গ্রামবাজ কুমার নবসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে পবিষদেব ‘বান্ধব’ নির্বাচন এবং (১) ৮শ্রব ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (২) রায় শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর এবং

(৩) শ্রব শ্রীযত্ননাথ সবকাবেব বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচন বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুঃস্বাবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ গৃহীত, পঞ্চচত্বাবিংশ বর্ষেব আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত, পঞ্চচত্বাবিংশ বর্ষেব কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং কর্মাদ্যক্ষ নির্বাচিত হয়। এই অধিবেশনে (ক) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত ঐক্যবোধপ্রসাদ বিত্ৰাবিনোদ এবং (খ) শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য-প্রদত্ত ঐক্যবাকানাথ বিত্ৰাভূষণেব চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১। ১৪ই ভাদ্র—(ক) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ‘বামচন্দ্র বিত্ৰাবাগীশ’ এবং (খ) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তি-লিখিত ‘পবমানন্দমত-সংগ্রহ’ নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১৮ই অগ্রহাষণ—(ক) শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ‘ভাষা-পরিচয়েব ভূমিকা’ এবং শ্রীস্বনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ‘ভাবতচন্দ্রেব একখানি পুথি’ নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২২এ চৈত্র। প্রবন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তি-লিখিত ‘চোবেব পাঁচালি’ পঠিত হয়।

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা—(১) আলোচ্য বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আচার্য্য বামেন্দ্রেন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্নথমোহন বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা কবেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তেব স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীসন্তোষকুমার বসুেব নেতৃত্বে গৌবস্থানে পুষ্পমালা অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং মাইকেল-পত্নীর সমাধি-সংবক্ষণেব জন্তু কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়। অপবালে পবিষদ মন্দিবে শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্তেব সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলোচনা বায় গান কবেন এবং শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত কবিতা পাঠ, শ্রীমন্নথমোহন বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কবির বচনা আবৃত্তি কবেন। মৌলবী বেজাউল কবিম, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীববেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীপ্রিয়লাল দাস বক্তৃতা কবেন।

বর্তমান বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য বামেন্দ্রেন্দ্রনাথের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচাপতি শ্রীচাকচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিকপে এবং শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীস্ববেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্নথমোহন বসু বক্তৃতা কবেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তেব স্মৃতি-পূজা ১৪ই আষাঢ় সম্পন্ন হয়। ঐ দিন প্রাতে শ্রব শ্রীযত্ননাথ সবকাব মহাশয়েব নেতৃত্বে গৌবস্থানে পুষ্পমালা অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপবালে পবিষদ মন্দিবে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সবকাব এবং শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় গান কবেন। শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ও শ্রীবাজকুমার মল্লিক আবৃত্তি কবেন। সভাপতি মহাশয়েব অভিভাষণেব পব শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীববেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা কবেন।

(ঘ) শোকসভা—(১) ৮ বায় জলধব সেন বাহাদুরেব জ্ঞ শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন, ৩০এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমলতা ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং বায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা কবেন এবং উক্ত শ্রীপঞ্চানন নিমোগী প্রবন্ধ পাঠ কবেন। শোকপ্রস্তাব ও স্মৃতিবক্ষাব প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) ৮ বায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবেব জ্ঞ শোক-প্রকাশ—৩১এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীমন্নথমোহন বসু এবং শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা কবেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ কবেন ও কুমাব শ্রীশবদিন্দুনাথবাষণ বায়-লিখিত ‘নগেন্দ্রস্তোত্র’ পঠিত হয়। শোক-প্রস্তাব ও স্মৃতিবক্ষাব প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) ৮জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসেব জ্ঞ শোক-প্রকাশ—২বা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি বায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তাব শ্রীপান্নালাল দাস বক্তৃতা কবেন। শ্রীযুক্তা গুপ্তবাগী দাস ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ কবেন। ৮জ্ঞানেন্দ্রবাবু পবিবাববর্গেব প্রদত্ত ৮জ্ঞানেন্দ্রবাবু চিত্র প্রদর্শিত ও শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) ৮ বাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরেব জ্ঞ শোক প্রকাশ কবা হয়—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগণপতি সবকাব, ডাক্তাব শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীমন্নথমোহন বসু বক্তৃতা কবেন এবং শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৮দ্বিজেন্দ্রলাল বায়েব স্মৃতি-সভাব অধিবেশন হয়—২০এ শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত ও মৌলবী বেজাউল কবিম বক্তৃতা কবেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল বায় পবিষদ্ মন্দিব প্রতিষ্ঠাব সময় দ্বিজেন্দ্রলালেব বচিত গান গাহিযা, পবে একটি প্রবন্ধ পাঠ কবিলে পব শ্রীদিলীপকুমাব বায়, শ্রীনলিনীকান্ত সবকাব ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ চাবণগণ কবিব বচিত কয়েকটি গান গাহেন।

(৬) বিশেষ অধিবেশন—(১) শ্রীসজনীকান্ত দাস ৪ঠা বৈশাখ “বাংলা ভাষাব প্রথম যুগ” বিষয়ে অধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালাব অন্তর্গত দ্বিতীয় বক্তৃতা কবেন। (২) বায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বিতানিধি বাহাদুর ২৭এ ভাদ্র “বৈদিক ঋষ্টিব কাল-নির্ণয়” বিষয়ে বক্তৃতা কবেন। (৩) ১৮ই অগ্রহাষণ শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত রামনাবাষণ তর্কবস্তু মহাশয়েব চিত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “বামনাবাষণ তর্কবস্তু” নামক প্রবন্ধ পাঠ কবেন। (৪) ডাক্তাব শ্রীসবসীলাল সবকাব “বঙ্গসাহিত্যেব ভিতব দিযা মনঃসমীক্ষণেব আলোচনা” নামক প্রবন্ধ বর্তমান বর্ষেব ৫ই জ্যৈষ্ঠ পাঠ কবেন।

(চ) ধাৰাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

পৰিষদেৰ বিজ্ঞান-শাখাৰ প্ৰচেষ্টায় পৰিষদে সাধাৰণেৰ উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানেৰ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণেৰ দ্বাৰা বক্তৃতাৰ ব্যবস্থা কৰা হইযাছে। আলোচ্য বৰ্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খবিদ কৰা হইযাছে, তাহাৰ সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্ৰাদি প্ৰদৰ্শনেৰ ব্যবস্থা হইযাছে। কোন কোন ক্ষেত্ৰে বক্তাবা যন্ত্ৰাদিৰ সাহায্যে পৰীক্ষা দ্বাৰা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা কৰিযাছেন। বিজ্ঞান-শাখাৰ সভাপতি ডক্টৰ শ্ৰীপঞ্চানন নিয়োগী “তবল ও কঠিন বায়ু” বিষয়ে বক্তৃতা কৰিযা এই ধাৰাবাহিক বক্তৃতাৰ উদ্বোধন কৰেন। বিজ্ঞান-শাখাৰ আহ্বানকাৰী শ্ৰীগোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যেৰ নাম এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তাব নাম দেওযা হইল।

(১) ৫ই মাঘ (১৯এ জাহ্নয়াবি) বুধবাৰ, ডক্টৰ শ্ৰীপঞ্চানন নিয়োগী “তবল ও কঠিন বায়ু” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(২) ১৭ই মাঘ (৩১এ জাহ্নয়াবি) মঙ্গলবাৰ—অধ্যাপক শ্ৰীনৰেন্দ্ৰচন্দ্ৰ নাগ “প্ৰাচীন ও আধুনিক বসায়ন” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(৩) ২৮এ মাঘ (১১ই ফেব্ৰুয়াৰি) শনিবাৰ—ডক্টৰ শ্ৰীজ্যোতিৰ্ময় ঘোষ “আকাশেৰ কথা” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(৪) ৭ই ফাল্গুন (১৯এ ফেব্ৰুয়াৰি) বৰিবাৰ—শ্ৰীভূপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “অঙ্কমিটাৰ” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(৫) ১৯এ ফাল্গুন (৩বা মাৰ্চ) শুক্ৰবাৰ—ডক্টৰ শ্ৰীবসন্তকুমাৰ বাগচী “মহুস্ত-মস্তিষ্কে তডিৎস্পন্দন” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(৬) ৩বা চৈত্ৰ (১৭ই মাৰ্চ) শুক্ৰবাৰ—ডক্টৰ শ্ৰীবমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ “বোমবশ্মি” (Cosmic Ray) বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(৭) ১৮ই চৈত্ৰ (১লা এপ্ৰিল) শনিবাৰ—ডাক্তাৰ শ্ৰীধীবেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “বজ্জন-বশ্মি” (X-Ray) বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(৮) ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬), ৩০ এপ্ৰিল, বৰিবাৰ—শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ চক্ৰোপাধ্যায় “মৃগনাভি ও তজ্জাতীয় গন্ধদ্ৰব্য” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(৯) ২৯এ বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবাৰ—শ্ৰীবাধাভূষণ বসু “সুডঙ্গ বেলপথ” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(১০) ২২এ আষাঢ় (৭ই জুলাই) শুক্ৰবাৰ—ডাক্তাৰ শ্ৰীস্ববেন্দ্ৰনাথ সেন “দৃষ্টিশক্তি সংবক্ষণ” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

(১১) ৫ই শ্রাবণ (২১এ জুলাই) শুক্ৰবাৰ—ডক্টৰ জে. পি. গ্ৰেগৰি “মাংসাশী উদ্ভিদ” বিষয়ে বক্তৃতা কৰেন।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—

১। **হেমচন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায়**—৪ঠা বৈশাখ, বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি বাঘ শ্রীগেজেনাথ মিত্র বাহাদুর। সভাপতি মহাশয়, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীগেজেনাথ সোম, শ্রীমন্নথনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বক্তৃতা কবেন এবং শ্রীস্বধীন্দ্রনাথবাঈয় নিয়োগী আবৃত্তি কবেন।

২। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—(ক) ১০ই আষাঢ় সেনেট হলে বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি শ্রীহীবেজেনাথ দত্ত। শ্রামবাজার নিউ ক্লাবে সভাগণ রু বিবন অর্কেষ্ট্রা পার্টিব সহযোগে “বন্দে মাতবম্” সঙ্গীত গাহিলে পব মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীশ্রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাব উদ্বোধনে তাঁহাব লিখিত ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধ পাঠ কবেন। সভাপতি মহাশয়েব ভাষণেব পব শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব কবিতা, কংগ্রেসেব সভাপতি শ্রীস্বভাষচন্দ্র বসু, পি. ই. এন.-এব পক্ষে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়ার্ডিয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েব পক্ষে শ্রীঅমবনাথ বা, ঝাঁসিব শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, কর্ণাটক বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘ, বাণহট্ট ভাবতীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রাব হাসান সাবওয়ার্দি, মিঃ ডব্লিউ সি. ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কলিকাতাব মেয়র, শ্রীশব্চন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণেব ও প্রতিষ্ঠানেব বাণী ও পত্র পঠিত হইলে শ্রীসবলা দেবী, শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাজা শ্রীক্ষিতীন্দ্রদেব বায়, বেজাউল কবিম, শ্রীগুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা কবেন। শ্রীস্বদ্বনাথ সবকাব “বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ” প্রবন্ধ পাঠ কবেন এবং এই প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়—Bankim Chandra, the Prophet of Bengal—মিঃ কে. এন. কেলকাব, Bankim Chandra's Influence on Tamil Literature—দেওয়ান বাহাদুর কে. এস. বামস্বামী শাস্ত্রী, Bankim Chandra in Kerala—টি. কে. কৃষ্ণ মেনন।

পবদিন প্রাতে শ্রীহীবেজেনাথ দত্তেব নেতৃত্বে উক্ত ‘বন্দে মাতবম্’-গায়ক-সম্প্রদায়েব সহিত বহু সদস্য ও সাহিত্যসেবী কাঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে গমন কবেন। তথায় একটি সভাব অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর শ্রীব্রীমানবিহারী মজুমদার, শ্রীবামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীমন্নথমোহন বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা কবেন। ঐ দিন অপরাহ্নে বর্দ্ধমানেব মহাবাজারবাজ বাহাদুর বমেশ-ভবনে, বঙ্কিম-প্রদর্শনীব ছাবোদ্যাটন কবেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব-পোষাক, ব্যবহৃত দ্রব্য, লেখা পত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি প্রদর্শনেব পব সাক্ষ্য সম্মিলন হয়। শ্রীবীবেজকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্নথমোহন বসু ও শ্রীচামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমেব

বচনা হইতে আবৃত্তি কবেন। এই উপলক্ষে 'বাববেলা সমিতি'র সভ্যগণ 'কমলাকান্তেব জবানবন্দী' অভিনয় কবেন। এই দিন জলযোগেব আয়োজন কবা হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীদিলীপকুমার বায়, শ্রীযুক্তা শান্তি বসু, শ্রীমলিনীকান্ত সবকাব গান কবেন এবং শ্রীশিশিবকুমার ভাট্টা আবৃত্তি কবেন।

৩। **ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন**—১০ই অগ্রহায়ণ। ঐ দিন প্রাতে ৩৪, বামকমল সেন লেনে কেশবচন্দ্রেব জন্মস্থানে পবিষদেব সভাপতি প্রভৃতি সদস্যগণ ও বহু সাহিত্যসেবী সমবেত হন এবং যে স্থানে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পবিদর্শন কবেন। তৎপবে তথায় সভাপতি মহাশয়েব নেতৃত্বে এক অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয়, শ্রব শ্রীযদুনাথ সবকাব, শ্রীমন্নথমোহন বসু, এবং শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক বক্তৃতা কবেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে পবিষদে বিশেষ অধিবেশন এবং কেশবচন্দ্রেব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও চিত্রাদি প্রদর্শনী হয়। মহাবাগী শ্রীযুক্তা সূচাক দেবী, ডাক্তার বি. সি. ঘোষ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিয়নাথ বসু কেশবচন্দ্রেব 'স্বর্গ' আবৃত্তি কবেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্ববচিত্ত কবিতা পাঠ কবেন।

মহাবাগী শ্রীযুক্তা সূচাক দেবী, শ্রীসত্যীকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কমল-কুটীবে"ব কর্তৃপক্ষগণ, শ্রীসত্যানন্দ বায়, মিসেস মহলানবীশ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্রীসবলা দেবী, এন. সি. দাস প্রভৃতি প্রদর্শনীৰ দ্রব্য প্রেবণ কবিয়াছিলেন।

উৎসব ও সংবর্ধনা

১। প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষেব ৮ই শ্রাবণ পবিষদেব ষট্চত্বাবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব, সভাপতি শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্তেব নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন মূর্তি, পুথি, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, সাহিত্যিকগণেব ব্যবহৃত দ্রব্য ও চিত্র উপহাৰ পাওয়া যায়। উপহাৰদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনেব পৰ শ্রীবীবেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'আনন্দবাজাব' হইতে আবৃত্তি কবেন। কুমাবী অমিতা সেন ও শ্রীহবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গান কবেন। এই উপলক্ষে জলযোগেব আয়োজন কবা হয়। বৰ্ত্তমান বর্ষেব ৮ই শ্রাবণ সপ্তচত্বাবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবও শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্তেব নেতৃত্বে অল্পস্থিত হয়। প্রথমেই ডক্টৰ শ্রীপঞ্চানন নিযোগী মহাশয় 'তুফান' নামক স্ববচিত্ত গ্রন্থ হইতে "ডাকঘবেব আত্মকাহিনী" আবৃত্তি কবেন। শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুৰেব নেতৃত্বে বাণীপীঠেব ছাত্রীগণেব গান, শ্রীপার্নালাল দে ও কুমাবী বমা ঘোষেব গান, শ্রীমলিনীকান্ত সবকাব ও শ্রীসাবদা গুপ্তেব হাসিব গান এবং শ্রীঅকণকুমার সিংহেব কীর্তনেব পৰ জলযোগেব দ্বাৰা নিমজ্জিতগণকে সম্বর্ধনা কবা হয়। বহুদিনেব

কাঁঠালপাড়া বাঁড়ী সংস্কারের জন্ত সভাপতি মহাশয় আবেদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীশুকসদয় দত্ত, কুমার শ্রীশবিন্দুনাবাণ বায়, শ্রীগণপতি সবকাব ও শ্রীলালবিহারী দত্ত প্রত্যেকে ১০০২ হিসাবে এই উদ্দেশ্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং দুইজন বন্ধু নগদ ৭২ দান করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে উপহাবস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা, পুস্তক, পুথি, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয় এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২। ৩১এ ভাদ্র শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে পবিষদের অন্ততম বান্ধব ঝাউগ্রামবাজ কুমার শ্রীনবসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিবাব জন্ত এক সাক্ষ্য সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে কুমার বাহাদুরকে পবিষদের গ্রন্থাবলী উপহাব দেওয়া হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণিভূষণ তর্কবাগীশ-লিখিত “আশীর্ষচন” ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীহীবেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রেব আবৃত্তি ও শ্রীসমবেণ চৌধুরীর গানের পব জলযোগান্তে অহুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা

বিগত বর্ষে রমেশ-ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হইলেও উহাব প্রতিষ্ঠাব অহুষ্ঠান এ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষেব ২৫এ ফাল্গুন মহাবাজাধিবাজ শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভবন-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। মিসেস জ্ঞানাক্ষুব দে, মিস্ দে, শ্রীযুক্তা সার্থনা বসু ও শ্রীমধু বসু স্তোত্র গান করিয়া সভাব উদ্বোধন করিলে পব শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী পঠিত হয়। মাননীয় বিচাবপতি শ্রীচাকচন্দ্র বিশ্বাস রমেশভবন কমিটির কার্যবিবরণ ও ভবন নির্মাণে সাহায্যকাবিগণের নাম পাঠ করেন। এই ভবনের দ্বিতল নির্মাণের জন্ত লেডী প্রতিমা মিত্রেব অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টাব কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। গবর্নেন্টের সাহায্য প্রাপ্তিতে কণ্ট্রাক্টবের দেনা শোধ হইলেও ইহাব নানাবিধ আসবাব প্রভৃতিব জন্ত আবও চাবি হাজাব টাকাব অভাবের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে সভাপতি মহাশয় শ্রুতিফলকের আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত রমেশচন্দ্রেব মূর্তি ও রমেশচন্দ্রেব পৌত্রী শ্রীঅকণা সেনের স্বহস্তে অঙ্কিত ও তাঁহাব প্রদত্ত রমেশচন্দ্রেব তৈলচিত্র উন্মোচনপূর্বক রমেশচন্দ্রেব প্রতি তাঁহাব শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।- শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত ও শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিলে পব সভা ভঙ্গ হয়। আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবনের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ববোদাব মহাবাজ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) সাবদাচরণ মিত্র, (২) বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (৩) বাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও (৪) ভূমিদাতা মহাবাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পবলোকগমনে

বমেশ-ভবনেব এই চাবি জন গ্রাস-বক্ষকেব পদ শূন্য হওয়ায বমেশ-ভবন কমিটিব অধিবেশনে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠা-সভাব অনুমোদনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীচাক্চন্দ্র বিশ্বাস ও মাননীয় মহাবাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী গ্রাসবক্ষক নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহাবা এক্ষণে বমেশ-ভবনেব গ্রাসবক্ষক বহিলেন,—

(১) মহাবাজ শ্রব শ্রীযোগীন্দ্রনাথায়ণ বায়, (২) শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) কুমাব শ্রীশবৎকুমাব বায়, (৪) মাননীয় মহাবাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং (৫) মাননীয় বিচারপতি শ্রীচাক্চন্দ্র বিশ্বাস।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্তমান বর্ষে চিত্রশালাব জন্ত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—বক্ষিমচন্দ্রেব পোষাক ও ব্যবহৃত দ্রব্য, দীনবন্ধু মিত্র; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমাব দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি মনস্বিগণেব ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি। বমেশ-ভবন নির্মাণেব জন্ত চিত্রশালাব দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্যে কতকগুলি সাজাইয়া বাখা হইয়াছে। উপযুক্ত আধাবেব অভাবে সকল জিনিষ বীতিমত প্রদর্শনেব ব্যবস্থা কবা হয় নাই। বঙ্গীয় বাজসবকাবকে এই বিষয় জানাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা কবা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিশ্বভাবতীব চিত্র ও শিল্পসম্পদ বমেশ-ভবনেব হলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীববীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে গত ১৬ই মাঘ বমেশ-ভবন ও উক্ত প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ কবেন। চিত্রশালাব জন্ত একজন ফরাশ আলোচ্য বর্ষে নিযুক্ত কবা হইয়াছে এবং চাকবদেব আহাবাদিব জন্ত একটি সাময়িক টিনেব চালা প্রস্তুত কবা হইয়াছে। ঐ স্থানে একতলা ঘর ও তছপবি বিক্রেয় গ্রন্থাবলী বাখিবাব জন্ত গুদাম প্রস্তুত কবা সম্ভব আবশ্যক। তদভাবে বহু মূল্যবান পুস্তক নষ্ট হইবাব সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে The Calcutta Electrical Mfg. Co., Ltd. তাঁহাদেব ৩ থানি Orient fan বমেশ-ভবনে তিন মাসেব জন্ত ব্যবহাব করিতে দিয়াছিলেন। পবিষৎ ইহাব জন্ত উক্ত কোম্পানীব নিকট কৃতজ্ঞ।

বক্ষিমচন্দ্র

১২৯৫ বঙ্গাব্দেব আষাঢ় মাসে বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ কবেন। আলোচ্য ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহাব জন্মেব শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য কবিয়া বঙ্গব নানা স্থানে ও বঙ্গেব বাহিবে নানা স্থানে বক্ষিমচন্দ্রেব স্মরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বক্ষিমচন্দ্রেব পুণ্যস্মৃতিব প্রতি সন্মান প্রদর্শন কবিবাব জন্ত পবিষৎ যে সকল ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,—

(১) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্ত পবিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের প্রেরিত অনুবোধপত্রের ফলে বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ন্যূন পক্ষে দুই সহস্রাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ জন্মদিন স্মরণে বর্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় উৎসবানুষ্ঠান হয়। পবিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব কবিবাব সঙ্কল্প পূর্ববৎসবেই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ঐ দিবসত্রয় সমাবোধে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি কিছুকাল সাহিত্য-সাধনা কবিয়াছিলেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাব ঙ্গ অংশের মালিক কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্র তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ কবিয়াছিলেন। বিগত বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাব অংশ পবিষৎকে দান কবিয়া দলিল সম্পাদন কবিয়া দিয়াছেন। কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাহাদেব সকল স্বতঃ পবিষৎকে দান কবিবাব উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং এই দানপত্রও আলোচ্য বর্ষে বেজেষ্টাবী কবা হইয়াছে। এই জীর্ণ বৈঠকখানাটির সংস্কার সাধনে আনুমানিক ২৫০০ ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সংগৃহীত হইয়াছে এবং বৈঠকখানাব সীমানাব প্রাচীর নির্মাণের কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে। নৈহাটব শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যেব উপব সংস্কার কার্য্যেব ভাঁব অর্পিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাচীর নির্মাণের সমস্ত ব্যয় (১২০০) নিজে বহন কবিয়া পবিষৎকে সাহায্য কবিয়াছেন। শ্রীনবেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে ১০০০, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১০, শ্রীবমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীএন সি. চ্যাটার্জি প্রত্যেকে ২৫০ এবং শ্রীবলাইলাল শেঠ ২০০, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ৫০, শ্রীধনুকুমার জৈন ৫০, শ্রীকিবণচন্দ্র বসু ২১।০ ও শ্রীনাথগণচন্দ্র মৈত্র ২০ দান কবিয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালাব এই পুণ্যতীর্থ সংস্কার কবিবাব জন্ত মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা পবিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থেব সঙ্কলিত জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য আবস্ত হইয়াছে। এই সংস্করণে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাহাব মৃত্যুব পব প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংবাজী প্রবন্ধাদি এবং চিঠিপত্র মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থ সম্পাদন কবিতেন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। ইতিমধ্যেই আটখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অগ্র ঙ্গুইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসেব মধ্যে আবও ৩৪ খানি মুদ্রিত হইবে। অপব খণ্ডগুলি পব পব প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলিবিব বিবরণ ‘গ্রন্থপ্রকাশ’ শিবোনায়ে দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্বের ঙ্গ অংশ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়েব নিকট খরিদ কবা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশকার্য্যে আনুযায়িক কপিবাইট এক্ট অনুযায়ী বিজ্ঞাপনাদি এবং

গ্রন্থেব প্রচাবকল্পে কয়েক বাব-বিনা-মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ কবিয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ এবং ‘হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড’ পত্রিকাব কর্তৃপক্ষগণ পবিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত কবিয়াছেন। পবিষৎ এই জন্ত তাঁহাদেব নিকট কৃতজ্ঞ।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য পঠন-পাঠনেব ও উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়াব ব্যবস্থা কবিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুবোধ কবা হয়।

কার্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পবিষদেব কর্মাদ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত, সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযদুনাথ সবকাব, শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইনি পদত্যাগ কবিলে তাঁহাব স্থলে মহাবাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচাকচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীস্বনীতি-কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, বায় শ্রীধেনুনাথ মিত্র বাহাদুর, বায় জলধব সেন বাহাদুর, ইনি পবলোকগমন কবায বায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযশভূষণ তর্কবাগীশ, সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু, সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত, পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

কার্যানির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পবিষদেব কার্যানির্বাহক-সমিতিব সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পবিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত—

- ১। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৩। ডক্টর শ্রীনীহাববজ্ঞন বায়,
- ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীমণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীকেদাবনাথ চট্টোপাধ্যায়,
- ৭। শ্রীপ্রফুল্লকুমাৰ সবকাব, ৮। শ্রীপুলিনবিহাবী সেন, ৯। বেভাবেণ্ড এ. দৌতেন,
- ১০। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রীস্ববলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা,
- ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীদ্বিদিবনাথ বায়, ১৫। শ্রীমনোবজ্ঞন গুপ্ত,
- ১৬। শ্রীনলিনীকান্ত সবকাব, ১৭। শ্রীস্ববেণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত,
- ১৯। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, ২০। শ্রীঈশানচন্দ্র বায়।

(খ) শাখা-পবিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত—

- ২১। শ্রীস্ববেন্দ্রচন্দ্র বায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

(গ) কলিকাতা কবপোবেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীস্বধীবচন্দ্র বায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিৰিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ১১টি সাধাবণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সাকুল্যে দ্বাবা পাঁচ বাব সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধাবণ কার্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) ভুবনমোহিনী পদক সমিতিতে শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, (খ) কমলা-লেক্‌চাৰাব নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীমম্বথমোহন বসু, (গ) গিৰিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চাৰাব নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহৰণ চক্রবৰ্তী এবং (ঘ) জগত্তাবিণী-পদক সমিতিতে শ্রীত্ৰিদিবনাথ বায় পবিষদেব প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পবিচালন-সমিতিতে সভা নির্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ, (২) শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, (৩) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (৪) শ্রীকিৰণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ।

৩। নিম্নলিখিত অস্থানে পবিষদেব প্রতিনিধি প্রেবিত হইয়াছিল,—(ক) জ্যোতিষ পবিষদে, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে, (ঘ) বালী সাধাবণ পাঠাগাবেব বঙ্কিম উৎসবে, (ঙ) মেদিনীপুৰ শাখা-পবিষদেব বিদ্যাসাগৰ-স্মৃতিসভায়।

৪। দুর্গাচৰণ মিত্র ষ্ট্রীট ও গুলু ওস্তাগব লেনেব মধ্যে অবস্থিত পার্ক-এব ‘সাধক বামপ্রসাদ সেন পার্ক’ নামকরণ কবিতে কলিকাতা কবপোবেশনে প্রস্তাব করা হয়।

৫। (ক) বালী সাধাবণ পাঠাগাবে ও চন্দননগৰ পাঠাগাবে বঙ্কিম উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (খ) কেশবচন্দ্র সেনেব শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়াবে, (গ) বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিব বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) হেতমপুৰে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনেব অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পবিষদেব চিত্রশালা, পুস্তকালয়, ও পুথিশালা হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেবিত হইয়াছিল।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শনশাখা, (ঘ) বিজ্ঞানশাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী সংস্কার সমিতি, (ঞ) কেশব-চন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (ট) বামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুৰস্কার সমিতি, (ঠ) কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রেব বৈঠকখানা সংস্কার সমিতি, (ড) দেনা মিটাইবাব জন্ম সমিতি, (ঢ) বাজা বায়মোহন বায় গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ণ) কাৰ্যালয়েব ছুটী নিদ্ধাবণ সমিতি, (ত) কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (থ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র-নির্বাচন সমিতি এবং (দ) বার্ষিক কার্যবিবরণ পবিদর্শন সমিতি।

৭। ইংবেজি ১৯৪০ সনে কালীপ্ৰসন্ন সিংহেৰ শতবাৰ্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠানেৰ ব্যবস্থা কৰা হইবে এবং ঐ সময়ে কালীপ্ৰসন্ন সিংহেৰ জীবনী প্ৰকাশিত হইবে।

৮। ই. আই. বেলঙেৰে ত্ৰিশবিঘা ষ্টেশনেৰ 'সপ্তগ্ৰাম' নামকৰণেৰ প্ৰস্তাব ভাবত গবৰ্ণমেণ্ট ও বেলঙেৰে অফিসে কৰা হইয়াছে।

৯। ওৰিয়েণ্টাল কনফাৰেন্সেৰ প্ৰস্তাবিত Indian Academy of Arts and Letters স্থাপন বিষয়ে পৰিষদেৰ মন্তব্য জানান হইয়াছে।

১০। বিশ্বভাৰতীৰ সহিত পৰিষদেৰ সংযোগ স্থাপনেৰ সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১১। বমেশ-ভবনে বিশ্বভাৰতীৰ কলাভবনেৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যবস্থা কৰা হইয়াছিল।

১২। ১৮বয়সৰ ফৰাসেৰ মাসিক ৫২ পেন্সন ও তৎপৰে তাহাৰ মৃত্যু হইলে তাহাৰ স্ত্ৰীকে এককালীন ২০০ সাহায্য কৰা হইয়াছিল।

১৩। আচাৰ্য জগদীশচন্দ্ৰ বসু মহাশয়েৰ স্মৃতি বক্ষাব উদ্দেশে শ্ৰীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়াৰ প্ৰস্তাবিত দানেৰ (৩০০০ টাকাৰ) সৰ্ভাৰ্দি আলোচিত হইতেছে।

১৪। বুদ্ধদেবেৰ জন্মদিনে সাধাৰণ ছুটিৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিবাব জন্তু গবৰ্ণমেণ্টেৰ নিকট আবেদনেৰ প্ৰস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বৰ্ষে ষট্চত্বাবিংশ বৰ্ষেৰ কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতিৰ সভ্যপদপ্ৰাৰ্থিগণেৰ ভোট-গণনাৰ জন্তু ইহাৰা ভোট-পৰীক্ষক নিৰ্বাচিত হইয়াছিলে—শ্ৰীবমগীকান্ত বসু, শ্ৰীবামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্ৰীসৌৰেন্দ্ৰনাথ দে এবং শ্ৰীবিনোদ চৌধুৰী।

সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা

আলোচ্য বৰ্ষে সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা ষথানিৰ্দিষ্ট সময়ে চাৰি সংখ্যায় প্ৰকাশিত হইয়াছে। পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধগুলিৰ শ্ৰেণীভেদ এইৰূপ,—

(ক) প্ৰাচীন সাহিত্য—১। কাশীনাথ তৰ্কপঞ্চানন—শ্ৰীব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কৃষ্ণকীৰ্ত্তনেৰ স্বৰ ও তাল—বাঁয় শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ বাহাদুৰ, ৩। ঐ আলোচনা—শ্ৰীবসন্তবৰ্জ্জন বাঁয়, ৪। ঐ প্ৰত্যুত্তৰ—বাঁয় শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ বাহাদুৰ, ৫। গোপাল ভট্ট—ডক্টৰ শ্ৰীম্মশীলকুমাৰ দে, ৬। বগুড়াৰ কবি গোবিন্দচন্দ্ৰ বাঁয়—শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ বাহাদুৰ, ৭। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দবাম—শ্ৰীতাপাৰ্শ্ব ভট্টাচাৰ্য্য, ৮। বাঁমচন্দ্ৰ বিজ্ঞাবাগীশ—শ্ৰীব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। বাঁমনাবাঁয় তৰ্কবত্ত—ঐ। ১০। চোবেৰ পাঁচালি—শ্ৰীচিন্তাহৰণ চক্ৰবৰ্ত্তী, ১১। পবমানন্দমতসংগ্ৰহ—শ্ৰীচিন্তাহৰণ চক্ৰবৰ্ত্তী, ১২। ভাবতচন্দ্ৰেৰ একখানি পুথি—ডক্টৰ শ্ৰীম্মনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়।

(খ) আধুনিক সাহিত্য—১। প্ৰত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্ৰ—শ্ৰীহীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, ২। বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও শ্ৰীকৃষ্ণ—ঐ, ৩। বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ অবতাবতত্ত্ব—ঐ।

(গ) ইতিহাস—১। বাংলা গণ্য প্রথম যুগ—(১-৪)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫। বাংলা ভাষা-পরিচয় ভূমিকা—শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—শ্রীজ্ঞাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। “কলিকাতা” নামের উৎপত্তি—ডক্টর শ্রীমনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়—ডক্টর শ্রীকালিকাবজ্রন কানুনগো, ৯। বৈদিক কৃষ্টি কাল নির্ণয়—বাঘ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাঘ বাহাদুর, ১০। ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব—ডক্টর শ্রীবেগীমাধব বড়ুয়া, ১১। মুঘল ভাবতের ইতিবৃত্ত—শ্রীশ্রীনাথ সবকার ১২। মুসলমান যুগে ভাবতের ঐতিহাসিকগণ—ঐ।

বিজ্ঞান—১। ভাবতের মানব ও মানবসমাজ—শ্রীশবৎচন্দ্র বাঘ, ২। সটইকলা বাজ্যে তৈলনিকাশণ-যন্ত্র—শ্রীনির্মলকুমার বসু।

আলোচ্য বর্ষে পবিষৎ-পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম কবিয়াছেন। ইহাব কলেবর বৃদ্ধি, প্রবন্ধসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সর্বোপরি ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সদস্য ও পাঠকগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল,—

১। বঙ্গীয় নাট্যশালাব ইতিহাস (দ্বিতীয় ও পবিবর্দ্ধিত সংস্করণ)—সম্পাদক শ্রীজ্ঞাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত ইহাব ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্বের ত্রায় সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহার প্রাপ্য পাবিত্রমিক পবিষদেব ঋণ পবিশোধার্থে দান কবিত্তে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহাব স্বত্ব তিনি পবিষৎকে দান কবিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং পবিশিষ্টে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটি বাঁধাইয়া প্রকাশ কবা হইল। ২৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

২। পবিষৎ-পবিচয়—শ্রীজ্ঞাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব জন্মাবধি গত ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পবিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যে ইহা পূর্ণ। ২০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ।

(ক) কপালকুণ্ডলা—

১০৮ পৃঃ

(খ) যুগলিনী—

১৫৩ পৃঃ

(গ) দুর্গেশনন্দিনী—

১৭২ পৃঃ

(ঘ) আনন্দমঠ—	১৭২ পৃঃ
(ঙ) কমলাকান্ত—	১৪৬ পৃঃ
(চ) সাম্য—	৫০ পৃঃ
(ছ) বিজ্ঞানবহন্থ	৬১ পৃঃ
(জ) বিবিধ প্ৰবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ)	৪১৬ পৃঃ

শ্ৰীৰাজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্ৰীসজ্জনীকান্ত দাস বিপুল পৰিশ্ৰম সহকাৰে এই বন্ধিম-গ্ৰন্থাবলী সম্পাদন কৰিতেছেন। শ্ৰীহীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত গ্ৰন্থেৰ বিজ্ঞপ্তি ও শ্ৰব শ্ৰীযত্ননাথ সবকাৰি ঐতিহাসিক উপস্থাসেব ভূমিকা লিখিতেছেন। বাডগ্ৰাম-বাজেৰ দানেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিয়া পৰিষৎ এই বিপুল ব্যয়সাধ্য গ্ৰন্থপ্ৰকাশেৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিতে সমৰ্থ হইয়াছেন। এই দান ব্যতীত কয়েক জন সদাশয় বন্ধুও ৫০০ হিচাবে সাহায্য কৰিয়াছেন। এই সকল দাতৃগণকে গ্ৰন্থেৰ বাজ-সংস্কৰণ উপহাৰ দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্ৰ গ্ৰন্থেৰ জন্ত কয়েক জন গ্ৰাহকশ্ৰেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সঙ্কলিত অগ্ৰাণ্ণ গ্ৰন্থগুলিৰ মধ্যে ১। ত্ৰায়দৰ্শন (২য় সংস্কৰণ) প্ৰথম ভাগেৰ মুদ্ৰণ শেষ হইয়া আসিল—৪৩২ পৃষ্ঠা ইতিমধ্যেই মুদ্ৰিত হইয়াছে। ভূমিকা মুদ্ৰিত হইতেছে। ইহাৰ সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীকণ্ঠভূষণ তৰ্কবাগীশ।

২। বাংলা প্ৰাচীন পুথিৰ বিবৰণ মুদ্ৰণেৰ কাজ ধীবে ধীবে অগ্ৰসৰ হইতেছে। এ পৰ্যন্ত ৪৮ পৃষ্ঠা মুদ্ৰিত হইয়াছে। গ্ৰন্থসম্পাদক শ্ৰীচিন্তাহৰণ চক্ৰবৰ্তী।

৩। বিকাৰ্ডেৰ 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্ৰণেৰ কাজ এ বৎসৰ কিছুই অগ্ৰসৰ হয় নাই।

৪। বন্ধিম-জীবনীৰ খসড়া—সম্পাদক শ্ৰীৰাজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্ৰীসজ্জনীকান্ত দাস। এই গ্ৰন্থেৰ মুদ্ৰণ প্ৰায় শেষ হইয়া আসিল।

পুথিশালা

আলোচ্য বৰ্ষে পৰিষদেৰ পুথিশালাৰ সৰ্বসমেত ৭২ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধাৰ কৰা হইয়াছে। ইহাদেৰ মধ্যে বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি এবং সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। বাঙ্গালা পুথিৰ মধ্যে মাণিক দত্তেৰ চণ্ডীমঙ্গল (অসম্পূৰ্ণ) ৩ খানি এবং জগজ্জীৱনেৰ মনসামঙ্গল (অসম্পূৰ্ণ) একখানি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত পুথিৰ মধ্যে কাশীনাথ-কৃত শিববিলাস কাব্য, পূৰ্বানন্দ-কৃত ষট্চক্ৰবিবৰণেৰ কয়েকখানি নূতন টীকা ও বঘুনন্দনেৰ জ্যোতিষতত্ত্বেৰ ১৫৪৪ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য।

পৰিষদেৰ হিতৈষী যে সকল ভদ্ৰমহোদয়েৰ প্ৰদত্ত পুথিৰ মোড়ক হইতে উপবিলিখিত পুথিগুলি বাছিয়া উদ্ধাৰ কৰা হইয়াছে, তাহাদেৰ নাম ও বাছাই-কৰা পুথিৰ সংখ্যা এইকপ,— শ্ৰীআত্মপদ মুখোপাধ্যায় (৪২ খানি), শ্ৰীশ্ৰীনিবাস দেবশৰ্মা (১৭ খানি), যোগেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ঘোষ (৫ খানি), শ্ৰীবনমালী ঘোষ (৪ খানি), শ্ৰীমৃগাঙ্কনাথ বায় (২ খানি), শ্ৰীকৃপাশৰণ

হালদাব (২ খানি)। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত কবিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্বপ্রকার পুথিব সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—	৩১৯৮
সংস্কৃত ”	—	২২৩০
তিব্বতী ”	—	২৪৪
ফার্সী ”	—	১৩
অসমিয়া ”	—	৩
ওড়িয়া ”	—	৪
হিন্দী ”	—	২

মোট ৫৬৯৪খানি

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আলোচ্য বর্ষে পবিষংপুথিগালায় পুথি কিরূপ ব্যবহাব হইয়াছে, তাহাব আভাস পাওয়া যাইবে।

(ধাব)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২খানি এবং ভাণ্ডাবকব ওবিয়েন্টাল বিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে ১খানি ধাব দেওয়া হইয়াছে।

(প্রদর্শনী)—বয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এব বার্ষিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে কয়েকখানি পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(ব্যবহাব)—হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং নডাইল ভিক্টোবিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীবমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে পুথিগালায় বসিয়া বহু পুথি আলোচনা কবিয়াছেন। *Abhand. Kunde Morgen.* (1937, XXI. 7) এ হইতে প্রকাশিত ‘মহানাটক’ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ব সংস্করণে পবিষদেব ব্যবহৃত পুথিব উল্লেখ কবা হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তেব নিকট পবিষদেব ‘চৈতন্যচবিতামৃত’ব (২৫১ ও ২৫৭ সংখ্যক পুথি) শেষ কয়েকটি কবিতাব নকল পাঠান হইয়াছে। ভাণ্ডাবকব ওবিয়েন্টাল বিসার্চ ইনষ্টিটিউটে ‘সর্বসাব’ নামক অজ্ঞাতপূর্ব সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থেব বিষয়ে বিবরণ প্রেবণ কবা হইয়াছে।

(নকল)—শ্রীহবেন্দ্রকুমাব চক্রবর্তী সংস্কৃত ‘চৈতন্য ভাগবতে’ব (১৬৯৭) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি কবিয়া লইয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পুথিগালাব তালিকা নকল কবিয়া লইয়াছেন।

পুথিগালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথিব বিবরণেব ৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। পুথিগালাব পণ্ডিত শ্রীতাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী যথাক্রমে পবিষদেব পুথিগালায় ‘মানিক দত্তেব চণ্ডীমঙ্গল’ ও কালীনাথেব ‘চোব চক্রবর্তী’ পুথিব সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিষং-পত্রিকায (৪৫শ বর্ষ, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশ কবিয়াছেন। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ১৭৪৯ শকে মুদ্রিত ভাগবতেব পুথিব পাটাব উপবে অঙ্কিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চাবিখানি চিত্র ‘প্রবর্তক’ পত্রিকায (ভাদ্র, ১৩৪৫) প্রকাশ কবিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১০০ খানি পুথিতে পাটা ও খেবো লাগান হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীনাবাষণচন্দ্র মৈত্র একখানি প্রাচীন পুথিকে স্ববক্ষিত কবিবাব জগৎ একটি বাক্স এবং পুথিগালাব ব্যবহাবার্থ একটি কাঠাধাব প্রস্তুত কবিয়া দিয়াছেন। আমবা একজ্ঞ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি।

গ্রন্থাগার

বর্ষাবস্তে সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাগারে ৪১৭২২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫০১ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫৮ খানি উপহাব-স্বকপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে সর্বসমেত পুস্তকসংখ্যা ৫২২২৩ হইয়াছে। উপহাবপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা ও পুস্তকাদির নাম

শ্রীনাথচন্দ্র মৈত্র—১। উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞা—১২৬৬, ২। ভাবতবর্ষের পুর্নাবৃত্ত—১২৭৪, ৩। বস্তুপরিচয়—১৮৫২, ৪। মনঃকল্পিত ইতিহাস, ১ম ভাগ—শকাঃ ১৭৮৩, ৫। বুদ্ধিমালা, ১ম ভাগ—১৮৬১, ৬। জিওগ্রাফি—১২৬৩, ৭। অন্ধকূপ হত্যা ইতিহাস, সংবৎ ১৯১৪, ৮। ধ্রুববাদী—১২৮১, ৯। পুর্নাবৃত্তসাব, ১ম খণ্ড—১২৬৭, ১০। খগোল-বিবরণ—১৮৫২, ১১। ভেক মুষিকের যুদ্ধ—১৮৫৮, ১২। ধন-বিধান—১৮৬২, ১৩। ভুবুভাস্ত, ২য় ভাগ—১২৭৮, ১৪। হিতশিক্ষা, ২য় ভাগ, ১২৮১, ১৫। অবোধবন্ধু (মাসিক পত্রিকা) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, চৈত্র, ১২৭৩ সাল।

কৃত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। সতীদাহ (আবেদন) ১৮৩০, হিতোপদেশ—বামকমল সেন-প্রণীত, ১৮২০, ৩। কর্ণোপনিষৎ—বাজা বামমোহন বায়-প্রণীত, ১ম সং, ১২২৪, ৪। কবিতাসংগ্রহ (বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সহ)—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত, ৫। প্রত্নকল্পনানিনী—(The Hindu Commentator) হিন্দী পত্রিকা, Oct 1867, June 1868, Sept. 1870, ৬। বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্রিকা) ১২৭৯ হইতে ১২৯০।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহাব অথবা বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Supdt Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Smithsonian Institution, U S.A., ৪। Director, Geological Survey of India, ৫। Registrar, Calcutta University, ৬। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৭। Librarian, Bengal Library, ৮। School of Oriental Studies, London, ৯। Supdt, Archaeological Survey of India, ১০। Supdt, Government Museum, Egmore, Madras, ১১। Secretary, Royal Asiatic Society, North China Branch, ১২। বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩। Kokusai Bunka, Japan, ১৪। Director of Industries, Bengal, ১৫। বঙ্গন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ও শ্রীহবিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে তাহাদের সম্পাদিত ‘মহাকোষ’ ও ‘শব্দকোষ’ পরিষদগ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

যে সকল সহায় ব্যক্তি ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক উপহাব পাওয়া গিয়াছে, পরিষৎ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহাব সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল,—দৈনিক ৫, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৬৪, ত্রৈমাসিক ২, ত্রৈমাসিক ১০।

কলিকাতা কবপোবেশন পূৰ্ব পূৰ্ব বৎসবেৰ গ্ৰাঘ গ্ৰহাগাবেৰ পুস্তক ও পত্ৰিকাৰ ক্ৰয় কৰিবাব জন্ত এ বৎসবও ৬৫০০ টাকা সাহায্য কৰিযাছেন। কবপোবেশনেৰ সৰ্ত্তাহুযায়ী গ্ৰহাগাবেৰ আয়-ব্যয়বিবৰণ ও মুদ্ৰিত কাৰ্য্যবিবৰণ কবপোবেশনে প্ৰেৰণ কৰা হইয়াছে।

কবপোবেশনেৰ সাহায্য ব্যতীত আলোচ্য বৰ্ষে—পৰিষদেৰ পুৰাতন কৰ্ম্মী শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় পুস্তক খৰিদেৰ জন্ত ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান কৰিযা পৰিষৎকে বিশেষ— সাহায্য কৰিযাছেন।

আলোচ্য বৰ্ষে গ্ৰহাগাব হইতে নিম্নলিখিত স্থানে ছপ্পাপ্য পুস্তক ও মাসিক পত্ৰ প্ৰদৰ্শনেৰ জন্ত প্ৰেৰিত হইয়াছিল,—১। বঙ্কিমচন্দ্ৰ শত-বাৰ্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্ৰদৰ্শনী—বালি সাধাৰণ পাঠাগাব, বালি, হুগলী, ২। বঙ্কিমচন্দ্ৰ শত-বাৰ্ষিকী—চন্দননগৰ সাধাৰণ পাঠাগাব, চন্দননগৰ, হুগলী, ৩। কেশবচন্দ্ৰ সেন শত-বাৰ্ষিক জন্মোৎসব প্ৰদৰ্শনী—ওয়েলিংটন স্কোয়াৰ, কলিকাতা, ৪। নিখিলবদ্ৰ শিক্ষক-সন্মিলন—হেতমপুৰ, বীৰভূম, ৫। বিত্তাসাগৰ প্ৰদৰ্শনী—বিত্তাসাগৰ কলেজ, কলিকাতা।

বঙ্গীয় ৰাজসৰকাৰ

আলোচ্য বৰ্ষে বঙ্গীয় ৰাজসৰকাৰ, পৰিষদেৰ সাহায্যার্থ ২৫০০০ পাঁচশ হাজাৰ টাকা দান কৰাতে পৰিষৎ সৰ্বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

আলোচ্য বৰ্ষেও পৰিষদেৰ আবেদনেৰ ফলে বঙ্গীয় ৰাজসৰকাৰ, পৰিষদেৰ উন্নতিকল্পে ৫০০০০ দানেৰ বাজেট মঞ্জুৰ কৰিযাছেন।

বঙ্গীয় ৰাজসৰকাৰেৰ নিকট-এবং মন্ত্ৰদয় মন্ত্ৰিগণেৰ নিকট এই সকল দানেৰ জন্ত পৰিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিতেছেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, দৰ্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বৰ্ষে প্ৰাপ্ত প্ৰবন্ধগুলিৰ মধ্যে সাহিত্য বিভাগেৰ প্ৰবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিযা সাহিত্য-শাখাৰ ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্ৰিকা-প্ৰকাশোপযোগী প্ৰবন্ধ নিৰ্ব্বাচিত হইয়াছিল। দৰ্শন-শাখাৰ কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বৰ্ষে ডক্টৰ শ্ৰীম্ৰনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, শ্ৰাব শ্ৰীযদুনাথ সৰকাৰ এবং ডক্টৰ শ্ৰীপঞ্চানন নিযোগী যথাক্ৰমে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখাৰ সভাপতি এবং শ্ৰীশৈলেন্দ্ৰ-কৃষ্ণ লাহা, শ্ৰীমোবৰ্জন গুপ্ত, শ্ৰীজিতেন্দ্ৰনাথ বসু এবং শ্ৰীগোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য ঐ ঐ শাখাৰ আহ্বানকাৰী ছিলেন।

আলোচ্য বৰ্ষে বিজ্ঞান-শাখাৰ নেতৃত্বে কয়েকটি লোকশিক্ষক ধাৰাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাৰ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এপিডায়োস্কোপ খৰিদ কৰায় তাহাৰ সাহায্যে এই সকল বক্তৃতাসংক্ৰান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনেৰ সুবিধা হইয়াছে। বক্তৃতাৰ বিবৰণ 'অধিবেশন' অংশে দ্ৰষ্টব্য।

কলিকাতা কৰপোৰেশন

পূৰ্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বৰ্ষে কলিকাতা কৰপোৰেশন পৰিষদেৰ গ্ৰন্থাগাৰে ৭ জন্ত পুস্তকাদি ক্ৰয় কৰিতে ৬৫০০ টাকা দান কৰিয়াছেন এবং পৰিষদ মন্দিৰ ও বয়ো-ভবনেৰ টেক্স বেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা কৰপোৰেশনেৰ নিকট পৰিষৎ এই জন্ত বিটোষ ঋণী। গত পূৰ্ববৎসবে কৰপোৰেশনেৰ শাখা-সমিতি পৰিষদেৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণাদিৰ জন্ত ৬০০০ টাকা সাহায্য দানেৰ বিষয় বজেটভুক্ত কৰিবাৰ প্ৰস্তাব গ্ৰহণ কৰিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পৰিষৎ আশা কৰেন যে, বৰ্তমান বৰ্ষে ঐ টাকা পুনৰায় কৰপোৰেশনেৰ বজেটে যেন ধৰা হয়।

কৰপোৰেশনেৰ দানেৰ ও ট্যাক্স বেহাই দিবাৰ অত্যন্ত সমৰ্থানুসাবে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলাৰ পৰিষদেৰ বাৰ্ধ্যনিৰ্কাহক-সমিতিৰ ও পুস্তকালয় এবং চিত্ৰশালা-সমিতিৰ সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডাৰ

এই ভাণ্ডাৰ হইতে আলোচ্য বৰ্ষে দুই জন সাহিত্যিকেৰ বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকেৰ বিধবা কন্যাকে এবং একজন সাহিত্যিকেৰ পুত্ৰবধূকে মাসিক সাহায্য দান কৰা হইয়াছিল। প্ৰধানতঃ পুলিনবিহাৰী দত্ত মহাশয়েৰ প্ৰদত্ত টাকাৰ স্তুদ হইতেই এই সাহায্য কৰা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডাৰ পুষ্টিৰ জন্ত অনেকে কিছু কিছু অৰ্থ সাহায্য কৰিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডাবেৰ জন্ত প্ৰদত্ত পুস্তক বিক্ৰয় দ্বাৰাও কিছু অৰ্থ পাওয়া গিয়াছে।

পৰিষদ মন্দিৰ

আলোচ্য বৰ্ষে পৰিষদ মন্দিৰেৰ সংস্কাৰ কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ কৰিতে পাবা যায় নাই। বৰ্তমান বৰ্ষে ইঞ্জিনিয়াৰ শ্ৰীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মন্দিৰ সংস্কাৰেৰ এষ্টিমেন্ট প্ৰস্তুত কৰিয়াছেন। সম্ভবই কাৰ্য্য আবস্ত কৰিবাৰ ব্যবস্থা হইতেছে।

কাৰ্য্যেৰ সুবিধাৰ জন্তু আলোচ্য বৰ্ষে পৰিষদ মন্দিৰে টেলিফোন বসান হইয়াছে। পৰিষদেৰ অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতায় প্ৰসঙ্গতঃ যে সকল চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনেৰ আবশ্যক হয়, তজ্জন্তু একাটি এপিডায়োস্কোপ খৰিদ কৰা হইয়াছে। ইহাৰ সাহায্যে পৰিষদেৰ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় চিত্ৰ প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে।

পৰিষদ মন্দিৰেৰ নীচেৰ তলাৰ বক্ষিত বিশিষ্ট গ্ৰন্থাগাৰেৰ আলমাবীগুলি বমেশ-ভবনেৰ দ্বিতলে ও নিম্নতলে স্থানান্তৰিত কৰা হইয়াছে এবং সুসংস্কৃত কৰা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পৰিষৎ মন্দিৰ ও বমেশ-ভবনেৰ মध्ये একাটি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণেৰ সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পদক ও পুৰস্কাৰ

(ক) বামপ্ৰাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুৰস্কাৰ শাখা-সমিতিৰ প্ৰস্তাব অনুসাৰে কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতি কৰ্ত্তৃক স্থিৰ হইয়াছে যে, অধ্যাপক শ্ৰীকালিকাবৰ্জ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষাৰ বাহুতীতি সঙ্কল্পীয় ঐতিহাসিক গবেষণাৰ জন্তু এই পুৰস্কাৰ দেওয়া হইবে।

(খ) স্বৰ্ণকুমাৰী দেবী স্মৃতি-পুৰস্কাৰেৰ জন্তু বিজ্ঞাপিত “বঙ্গসাহিত্যে স্বৰ্ণীয়া স্বৰ্ণকুমাৰী দেবীৰ দান” বিষয়ে প্ৰবন্ধ বচনাৰ জন্তু শ্ৰীমতী সতী ঘোষকে ‘স্বৰ্ণকুমাৰী স্বৰ্ণ-পদক’ দেওয়া হইবে। এই প্ৰবন্ধেৰ পৰীক্ষক ছিলেন শ্ৰীসজ্জনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্ৰীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতি-ৰক্ষা

আলোচ্য বৰ্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণেৰ স্মৃতিৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা এই ভাবে কৰা হইয়াছে,—

১। ক্ষীৰোদপ্ৰসাদ বিজ্ঞাবিনোদ—মেসাস গুৰুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্ৰদত্ত তৈলচিত্ৰ।

২। দ্বাবকানাথ বিজ্ঞাভূষণ—অধ্যাপক শ্ৰীবিষ্ণুচৰণ ভট্টাচাৰ্য্য-প্ৰদত্ত তৈলচিত্ৰ।

৩। বামনাৰায়ণ তৰ্কবত্ত—অধ্যাপক শ্ৰীবিষ্ণুচৰণ ভট্টাচাৰ্য্য-প্ৰদত্ত তৈলচিত্ৰ।

৪। বমেশচন্দ্ৰ দত্ত—শ্ৰীঅজয়চন্দ্ৰ দত্ত-প্ৰদত্ত প্যাবিস্ প্লাষ্টাবে নিৰ্ম্মিত এক আৰক্ষ মূৰ্ত্তি।

৫। বমেশচন্দ্ৰ দত্ত—বমেশচন্দ্ৰেৰ পৌত্ৰী শ্ৰীযুক্তা অৰুণা সেন মহাশয়াৰ অঙ্কিত এবং তাঁহাবই প্ৰদত্ত তৈলচিত্ৰ।

৬। কেশবচন্দ্ৰ সেন—ব্ৰোমাইড চিত্ৰ ; ভাক্তাব শ্ৰীসত্যানন্দ বায়-প্ৰদত্ত।

৭। শশাঙ্কমোহন সেন—ব্ৰোমাইড চিত্ৰ, কল্যা শ্ৰীযুক্তা স্ময়মা দাশগুপ্তা মহাশয়া-প্ৰদত্ত।

৮। বনগুণাবিলাল চৌধুৰী—মিসেস্ বি. এল. চৌধুৰী মহাশয়াৰ প্ৰদত্ত ব্ৰোমাইড চিত্ৰ।

- ৯। প্ৰিয়নাথ সেন—ডক্টৰ শ্ৰীনবেন্দ্ৰনাথ লাহা—প্ৰদত্ত তৈলচিত্ৰ। উহা অত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হইল।
- ১০। জ্ঞানেন্দ্ৰমোহন দাস—ব্ৰোমাইড চিত্ৰ, তাঁহাব পৰিবাববৰ্গেৰ প্ৰদত্ত।
- ১১। বায় সাহেব—নগেন্দ্ৰনাথ বসু—ইহাব কত্ৰা শ্ৰীযুক্তা সবযুবালা ঘোষ মহাশযাব প্ৰদত্ত চিত্ৰ অত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হইল।
- ১২। বায় জলধৰ সেন—বাহাদুৰেৰ চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাব সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।
- এতদ্ব্যতীত মাইকেল মধুসূদন দত্তেৰ পত্নী হেন্ৰিয়েটাৰ সমাধি-বেষ্টনী ও মৰ্মবস্ত্ত বৰ্ত্তমান বৰ্ষে নিৰ্মিত হইয়া প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। -শ্ৰীনবনাবাষণ চন্দ্ৰ ৩৬০০ দান কবায় সমাধিব উপৰ মৰ্মবস্ত্তভাৰি নিৰ্মিত হইয়াছে। এই সমাধি-বেষ্টনীৰ জত্ৰ পৃথক্ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।
- যাহাবা চিত্ৰাদি দান কৰিয়া ও এই উদ্দেশ্বে অৰ্থাদি সাহায্য কৰিয়া পৰিষৎকে সাহায্য কৰিয়াছেন, তাঁহাদেৰ নিকট পৰিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শাখা-পৰিষৎ

আলোচ্য বৰ্ষে মেদিনীপুৰ শাখা-পৰিষদেৰ নবগৃহ-প্ৰবেশেৰ সূচনা হইয়াছে। মেদিনীপুৰে যে বিবাট্ৰ বিজ্ঞাসাগৰ-স্মৃতিভবন বিপুল অৰ্থব্যয়ে নিৰ্মিত হইতেছে, তাহাতে শাখাব স্থায়ী কাৰ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত হইবে। গৃহনিৰ্মাণেৰ জত্ৰ এই শাখাব সংগৃহীত অৰ্থ উক্ত স্মৃতিভবন-সমিতিৰ হস্তে অৰ্পিত হইয়াছে। মফস্বলেৰ পক্ষে শাখাব একপ সূদৃশ ও বৃহৎ কাৰ্য্যালয় নিৰ্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বৰ্ষে ও বৰ্ত্তমান বৰ্ষে শাখা নানা অধিবেশন ব্যতীত বীৰসিংহ গ্ৰামে বিজ্ঞাসাগৰ-স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠান কৰিয়াছিলেন। আলোচ্য বৰ্ষে ও বৰ্ত্তমান বৰ্ষে যথাক্ৰমে শ্ৰীব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্যোপাধ্যায় ও শ্ৰীযুক্তনাথ সবকাৰ এই উৎসবে সভাপতিত্ব কৰিয়াছিলেন এবং মূল-পৰিষৎ হইতেও উভয় ক্ষেত্ৰে প্ৰতিনিধি প্ৰেৰিত হইয়াছিল। বঙ্গপুৰ শাখা-পৰিষৎ দিবাস্মৃতি উৎসবেৰ অনুষ্ঠান কৰেন। মূল-পৰিষদেৰ সভাপতি ও প্ৰতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান কৰেন। ভাগলপুৰে তত্ৰত্য শাখাব একটী সূদৃশ নিজস্ব গৃহ নিৰ্মিত হইয়াছে। ত্ৰিপুৰা-শাখা এই বৎসব কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনেৰ দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান কৰিয়াছিলেন এবং গোহাটী-শাখা প্ৰবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মেলন আহ্বান কৰিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকল শাখাই বঙ্কিম-উৎসব ব্যতীত নানাকৰূপ সাহিত্যালোচনাৰ আয়োজন এবং স্মৃতি-সভাব অধিবেশন আহ্বান কৰিয়াছিলেন। কোন নূতন শাখা আলোচ্য বৰ্ষে প্ৰতিষ্ঠিত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদেৰ ত্ৰিপুৰা-শাখাব আহ্বানে কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনেৰ দ্বাবিংশ অধিবেশন গত, ২৫এ ও ২৬এ চৈত্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্ভূত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পবিষদেব আর্থিক অবস্থাব বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রতি বৎসবই পবিষদেব নানা অভাবেব বিষয় এই কার্যবিবরণে জ্ঞাপন কবিয়া, তাহাব প্রতিকাবেব জ্ঞাত সদন্তগণেব নিকট সনির্বন্ধ অনুবোধ জানান হইতেছে। কিন্তু পবিষদেব প্রয়োজনানুসংগ অর্থ সংগ্রহ কবিতো পাবা যায় নাই। এই আর্থিক অভাবেব জ্ঞানই পবিষৎ বহু সঙ্কলিত কার্যে হস্তক্ষেপ কবিতো পাবিতেছেন না। আনন্দেব সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্তিব ফলে বর্ষশেষে পবিষৎ সকল বাজাব-দেনা ও আভ্যন্তরীণ দেনা পবিশোধ কবিয়াছেন। এই দানগুলিব মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় বাজসবকাবেব দানে অতীব প্রয়োজনীয় পবিষদ-মন্দিব সংস্কাবাদি কার্যে হস্তক্ষেপ কবা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব পুস্তক খবর্দেব জ্ঞাত দান, চিত্রা বাঘোক্ষোপ কোম্পানী, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব সাধাবণ-তহবিলে দান, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীব স্থায়ী-তহবিলে দান, শ্রীনবেন্দুকুমাৰ বসু, শ্রীহীবেন্দুনাথ দত্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও কুমাৰ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহেব বন্ধিমচন্দ্রেব বৈঠকখানা সংস্কাবে দান, শ্রীনবনাৰায়ণ চন্দ্রেব মাইকেল-পত্নীব সমাধি নিৰ্ম্মাণেব জ্ঞাত দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্যনিৰ্বাহক-সমিতিব নির্দেশমত শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু একাকী সমস্ত হিসাব পবীক্ষা কবিয়া দিয়া পবিষদেব পবম উপকাৰ কবিয়াছেন। এই জ্ঞাত তিনি পবিষদেব বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

এই সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা দিক্ দিয়া পবিষদেব আলোচ্য বর্ষটি পবিষদেব ইতিহাসে বিশেষ স্ববণীয়। ষাহাদেব সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে পবিষৎ নিজ কর্তব্যপালনে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল সহদয় সদন্ত, অনুগ্রাহক ও মঙ্গল-কামীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিতোছি এবং তাহাদেব নিকট সনির্বন্ধ অনুবোধ জানানাইতেছি, ষাহাতে পবিষৎ দিন দিন অধিকতর বল সঞ্চয় কবিতো পাবে তজ্জ্ঞাত তাহাবা পবিষৎকে সাহায্য কবিবেন। যে সকল কর্মী ও কর্মস্বাক্ষ পবিষদেব বিভিন্ন বিভাগেব কার্য সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য কবিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই কার্যবিবরণেব উপসংহাব কবিতোছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩১এ শ্রাবণ

কার্যনিৰ্বাহক-সমিতিব পক্ষে
শ্রীমন্নথমোহন বসু
সম্পাদক

হিন্দু ক্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্যাব ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে বক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার সঞ্চিভ অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে রক্ষিত হয়; এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আদায়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের সভাগণের মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাবা সবকারী চাকরি করেন না, একপ সভাগণ ফাণ্ডের আফিসে কিংবা বিজার্ড ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভাগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালীরা এই আর্থিক দুর্দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুবই এই ফাণ্ডের সভা হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজেব বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। চাঁদাব হাব অতি অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের স্বরচার মনিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়।

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০।

প্রদত্ত পেনশন্—১৯০০,০০০।

সভাগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে বাব জন অবৈতনিক ডাইবেক্টর নির্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহাব আব কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার সমস্ত আয় সভাগণের অবর্তমানে তাঁহাদের ছুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যিক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ক্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

পরিষৎ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রন্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

মূল্য ॥০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পরিষৎ-সংক্রান্ত সকল সংবাদ ইহাতে পাওয়া যাইবে। পরিষদে রক্ষিত চিত্র ও প্রতিমূর্তির তালিকা, গত ৪৬ বৎসর যাবৎ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা, প্রভৃতি 'পরিষৎ-পরিচয়' পুস্তকে আছে।

স্থলভে পরিষদগ্রন্থাবলী

আগামী ১৩৪৬ চৈত্র পর্য্যন্ত পরিষদগ্রন্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট সর্বসাধারণকে বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক গ্রহণ কবিতো হইলে উহাদের নির্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদস্তপক্ষে নির্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধাবণের পক্ষে উহাদের মূল্য স্বতন্ত্র।

১ নং সেট—পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১০/০ স্থলে ৥০/০

২ নং সেট—কৌলমার্গরহস্য ১০, কমলাকান্তের সাধকবজ্র ৬০, ধর্মপূজাবিধান ১০, গোরক্ষ-বিজয় ১০, যুগলুক ১০, যুগলুক-সংবাদ ১০। মোট ৩৬/০ স্থলে ১১০

৩ নং সেট—সর্বসংবাদিনী ১৬০, রসকদম্ব ১২, সংকীর্ণনামৃত ১০/০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১২, বিষ্ণুমূর্তিপরিচয় ১০, যুগলুক-সংবাদ ১০, মনোবিজ্ঞান ১২। মোট ৫৬/০ স্থলে ২১০

৪ নং সেট—ইউবোগীয় সভ্যতার ইতিহাস ১০, গ্রহগণিত ২২, উদ্ভিদজ্ঞান (১ম ও ২য়) ১১০, নব্য বসায়নীবিজ্ঞান ও তাহার উৎপত্তি ১০/০, লেখমালাসুক্রমণী ১০। মোট ৫৬০/০ স্থলে ২১০

৫ নং সেট—মহাভারত (আদিপর্ব) ২২, ময়ূরভট্টের ধর্মপুবাণ ১০/০, তীর্থমঙ্গল ১০/০, কবি হেমচন্দ্র ১০/০। মোট ৪২/০ স্থলে ১১০

৬ নং সেট—সংকীর্ণনামৃত ১০/০, শ্রীকৃষ্ণবিলাস ১০/০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১২, বিষ্ণুমূর্তি-পরিচয় ১০, সর্বসংবাদিনী ১৬০, রসকদম্ব ১২, যুগলুক ১০, মহাভারত (আদিপর্ব) ২২, মনোবিজ্ঞান ১২, তীর্থমঙ্গল ১০, যুগলুক-সংবাদ ১০। মোট ২২ স্থলে ৩

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।
জগতেব যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থেব মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুবানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায়

চিকিৎসক-বব গঙ্গাধর কবিবত্ত্ব কবিবাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নামী

টীকাধর সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭।।০, ডাকমাণ্ডল ১৮/০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬।।০, ডাকমাণ্ডল ১৮/০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮, ডাকমাণ্ডল ১৮/০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮, মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

২২, কলুটোলা; কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গাব-পশ্চিম তীবে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী সিন্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির।
ইহা একটি বহু পুরাতন-সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি
আসন আছে। দেবতা সিন্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া
লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির। এখানকার মাতুলীতে সন্তান হয় ও
রোগ সাবে। বিশেষ বিবরণের জ্ঞান রিপাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত

"... .. Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to
this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland*—1939. P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ-কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

ইহাতে থাকিবে—বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ—বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সকল গ্রন্থ—সাময়িক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্রাদি—সমসাময়িক গ্রন্থে বঙ্কিম-রচিত ভূমিকা।

সম্পাদন-বিভাগ।—সাধারণ ভূমিকা—শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত। ঐতিহাসিক উপস্থাসের ভূমিকা—শ্রীযত্ননাথ-সবকাব। গ্রন্থ-সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস।

সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র বচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৮ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই মূল্য দুই কিস্তিতে দেয়। প্রথম কিস্তির ১২৥০ টাকা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হইবে, বারখানি গ্রন্থ পাইবার পূর্বে দ্বিতীয় কিস্তির ১২৥০ টাকা দিতে হইবে।
ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

বিশিষ্ট সংস্করণ—সাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৮ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৮ (১৫৮ কবিতা দুই কিস্তিতে দেয়) দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী নয় খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। বাঁধানো চারি খণ্ড পাইবার পূর্বে দ্বিতীয় কিস্তির ১৫৮ টাকা দিতে হইবে। এই সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, ইংরেজী-বাংলা হস্তাক্ষরের প্রতিমূর্তি প্রভৃতি থাকিবে।
ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

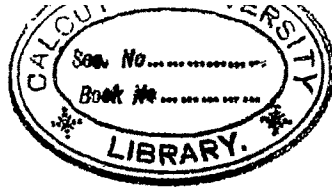
রাজ-সংস্করণ—সাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৮ টাকা দান করিয়া আত্মকৃত্য কবিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ নয় খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদেব নাম মুদ্রিত হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ—ইহা ছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে :—কপালকুণ্ডলা—১৥০, সামর্য—৮০, বিজ্ঞান-রহস্য—৮০, আনন্দমঠ—১৮০, কমলাকান্ত—১৥০, দুর্গেশনন্দিনী—২৮, শূণালিনী—২৮, দেবী চৌধুরাণী—১৮, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ) ২৮, লোকরহস্য—৮০, গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক—৮০ এবং মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—১০ আনা।

শ্রীমন্নথমোহন বসু

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

১৩৪৬

সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার, এম-এ. পিএইচ-ডি.

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব অধ্যাপক ও মহামাণ্ড স্প্রিম কোর্টেব প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্মা ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস বচনা করেন। উপসংহারে এই গ্রন্থ ‘রাজতরঙ্গ’ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণে ইহা রাজাবলী নামে প্রসিদ্ধ। বাংলা ১৩১২ সনে বঙ্গবাসী প্রেস হইতে ‘রাজাবলী’ নামে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাব কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একাধারে এরূপ জ্ঞাতব্যতত্ত্ব-পূর্ণ বিচিত্র ইতিহাসগ্রন্থ, কেবল বঙ্গ-ভাষায় কেন, ইংরাজীতেও নাই। এ বিষয়ে এই গ্রন্থ অদ্বিতীয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ছাপাব অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কলির প্রারম্ভ হইতে কতজন হিন্দু নৃপতি ভারতব সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন ক্ষত্রিয় এবং কতজন হিন্দুজাতিব কোন বর্ণভুক্ত ছিলেন, এবং কোন নৃপতি কিরূপ গুণগোববসম্পন্ন ছিলেন, তাহাব সংক্ষিপ্ত পবিচয় ও ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে।

বস্তুত পক্ষে এই গ্রন্থে হিন্দুযুগের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। গল্প ও কিস্কদন্তী ব্যতীত রাজগণের যে নাম ও বিবরণ আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসে অজ্ঞাত অথবা ঐতিহাসিক সত্যেব বিরোধী। কোন জাতিব বা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সেই দেশের বা জাতির জনশ্রুতি যে কিরূপ অজ্ঞ ও বিকৃত হইতে পাবে, এবং পাঁচ ছয় শত বৎসরেব মধ্যে কোন জাতির ঐতিহাসিক স্মৃতি কিরূপে সমূলে ছিন্ন হইতে পারে, এই গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

প্রাচীন কোন গ্রন্থ অবলম্বনে রাজতরঙ্গ বা রাজাবলী লিখিত হইয়াছিল, মৃত্যুঞ্জয় শর্মা সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে ‘রাজাবলী’ নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠ কবিয়া দেখিলাম যে, বাংলা রাজাবলীতে প্রদত্ত রাজবিবরণ ও এই গ্রন্থোক্ত সংক্ষিপ্ত রাজবংশাবলী, এ দুয়েব মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান। মুদ্রিত দ্বিতীয়

সংস্করণের বাংলা রাজাবলীর ৫-৬ পৃষ্ঠায় রাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহার সহিত নিম্নে বর্ণিত এই গ্রন্থের রাজবংশের বিবরণ তুলনা কবিলেই ইহার যথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। আবুলফজল-কৃত ‘আইন-ই-আকবরী’তে বঙ্গদেশীয় রাজগণের যে বিবরণ আছে, তাহার সহিতও এই গ্রন্থোক্ত বিবরণের সাদৃশ্য খুব বেশী। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত রাজাবলী শ্রেণীর গ্রন্থ অবলম্বনেই আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলাব ইতিহাস রচিত হইত। অর্থাৎ বর্তমান কালের প্রত্নাত্মসন্ধানের ফলে যে সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পূর্বে বাংলাদেশের জনশ্রুতিমূলক যে ইতিহাস ছিল, সংস্কৃত রাজাবলীকে তাহার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বর্তমান যুগে ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও আমাদের দেশে ইউরোপীয়গণ-প্রবর্তিত শিক্ষা ও অত্মসন্ধানের পূর্বে জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে এ জাতির জ্ঞান (অথবা অজ্ঞানতা?) কত দূর ছিল, তাহার একটি বিশ্বস্ত প্রমাণস্বরূপ এই গ্রন্থখানির মূল্য আছে। সুতরাং এই গ্রন্থ সাধাবণে পরিচিত করিবার জন্য আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম দিতেছি। প্রয়োজনস্থলে মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থোক্ত কোন কোন শ্লোক অগ্রাগ্র গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। অবশ্য কে কাহার নিকট হইতে এই সমৃদ্ধ শ্লোক ধার কবিয়াছেন, তাহা বলা শক্ত।

রাজাবলী পুঁথির সাবমর্ম

[পুঁথিখানির মোট ছয়টি পাতা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পাতাটি নাই। প্রথম পাতায় এক পৃষ্ঠা ও অগ্র পাতায় উভয় পৃষ্ঠাই লিখিত। মোট পংক্তিসংখ্যা ৫৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির তালিকায় ইহার ক্রমিক নম্বর K577A]

কলিযুগের ১৮১২ (পঞ্চচন্দ্রেভচন্দ্রেহকে) বৎসর গত হইলে পাণ্ডুগণের সাম্রাজ্য ও ক্ষত্রিয়নৃপগণের রাজত্ব শেষ হইল। তৎপরে মহাপদ্মনন্দ ও তৎবংশধরগণ পাঁচ শত (খগনশরমং) বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করেন। তৎপরে—‘নাস্তিক ও পাপকর্ম’ বীরবাহু রাজা হন। তৎসদৃশ তাহার বংশধরগণ চারি শত বৎসব সার্বভৌমরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে ধুরন্ধর রাজা হন। এই সময়ে আদিশুর বঙ্গদেশে রাজা হন। নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে আদিশুরের বর্ণনা আছে, এবং তাহার পরের পৃষ্ঠা না থাকায় আদিশুর সম্বন্ধে অগ্র তথ্য জানা যায় না।

শ্রীমদ্রাজাদিশুবোহভবদবনিপতিস্তত্র বঙ্গাদিদেবে

সল্লোকৈঃ সঙ্ঘিচারৈবদিত্তস্বপতিঃ স্বর্ঘ্যথাসীন্তথাসীৎ ।

প্রতাপাদিত্যতপ্তাশ্বিলতিমিববিপুস্তস্ববেতা মহাত্মা

জিহ্বা বুদ্বাংস্কাব স্বয়মপি নৃপতি(ব)গোড়রাজ্যান্নিবস্তান্ ॥২

অষ্টাষ্টানাং কুলেহসৌ প্রথমনবপতিবীর্ষ্যশৌর্যাদিযুক্ত-
 স্তম্মান্নাদিশূবো বিমলমতিবিত্তি খ্যাতিযুক্তো বভূব ।
 লৌহিত্যাং পশ্চিমে বিক্রমপুৰনগবে বামপল্যাখ্যধাশ্রি
 চক্রে বাঢ়াদিদেশাধিপতিনরপতে বাজধানীং প্রধানাং ৷৩
 পঞ্চপ্রববর্মোদগল্যগোত্রবেদজ্ঞযাজ্ঞিকঃ ।
 অষ্টকুলসমুত আদিশূবো নৃপেশ্ববঃ ৷৪
 বাঢ়গৌড়ববেল্লাশচ বঙ্গদেশস্তথৈব চ ।
 এতেষাং নৃপতিশ্চৈব উৎকলস্ত কদাভবৎ ৷৫

[মন্তব্য :—ইহাব প্রথম শ্লোক (নং ২) 'লালমোহন বিদ্যানিধি 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' (২য় সংস্করণ, ২৫৭ পৃ) ধনঞ্জয়কৃত কুলপ্রদীপের বচন বলিয়া উদ্ধৃত কবিয়াছেন । 'উমেশচন্দ্র গুপ্ত ইহার প্রথম (নং ২) ও দ্বিতীয় শ্লোকের (নং ৩) প্রথম দুই চরণ 'ধনঞ্জয়কৃত বাচীষ পঞ্জী—কুল-প্রদীপেব' বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন (বঙ্গালমোহমুদ্রণ, ২১ পৃ) । 'পার্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার 'আদিশূর ও বঙ্গালসেন' গ্রন্থে (১২ পৃ) ২ নং শ্লোক ও ৩ নং শ্লোকেব প্রথম দুই চরণ "অষ্টকুলসমুদিকোদ্ধৃত প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকার বচন" বলিয়া উদ্ধৃত কবিয়াছেন । 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে (২৩২ পৃ.) ৩ নং শ্লোকেব প্রথম দুই চরণ 'অষ্টকুল-সংবাদিকা'র বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । শব্দকল্পক্রমে "কাষস্থ" শব্দে দেবীবরের বচন বলিয়া কতকগুলি শ্লোক (সম্ভবতঃ) রামানন্দ শর্ম্মকৃত কুলদীপিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে (বিজীকরণ, ২৭-২৮ পৃ) । ইহার আরম্ভ এইরূপ—

অষ্টকুলসমুত আদিশূবো নৃপেশ্ববঃ ।
 বাঢ়গৌড়ববেল্লাশচ বঙ্গদেশস্তথৈব চ ।
 এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্বভূমীশ্বরো যথা ।

উল্লিখিত ৪ ও ৫ নং শ্লোকের সহিত ইহা প্রায় অভিন্ন, কেবল শেষ চরণে ঈষৎ প্রভেদ । আমাদের রাজাবলী গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার ইহাই শেষ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পত্রটি পাওয়া যায় নাই । তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রারম্ভ হইতে পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ১৬টি শ্লোক সমস্তই শব্দ-কল্পক্রমোদ্ধৃত বচনটিতে পাওয়া যায় । স্বতবাং অসুমান করা যাইতে পারে যে, শব্দকল্প-ক্রমোদ্ধৃত দেবীবর-বচনের অবশিষ্ট যে কয়টি শ্লোক এই দুয়ের মধ্যবর্তী, তাহা ২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় (যাহা পাওয়া যায় নাই) ছিল । অতএব শব্দকল্পক্রমোদ্ধৃত সমগ্র 'দেবীবর-বচন'ই এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত শব্দকল্পক্রমে 'বঙ্গালকৃতশ্রেণিবিভাগ' এই সংজ্ঞায় যে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও রাজাবলীতে পাওয়া যায় । এগুলিও সম্ভবতঃ রামানন্দশর্ম্মকৃত কুলদীপিকা হইতে উদ্ধৃত । পূর্বোক্ত রাজাবলীর প্রথম শ্লোকটি (২ নং) শব্দকল্পক্রমে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে । (সম্ভবতঃ) ইহা দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ঘটককারিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে ।

এই সমুদয় বিবেচনা করিলে সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ হইতেই উল্লিখিত অস্ত্রায় সমুদয় গ্রন্থে এই শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছে, একপ অনুমান করা অসম্ভব হইবে না। দেবীবর ঘটক যদি সত্যি রাজাবলীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজাবলী ত্রীষ্টয় পঞ্চদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্বে রচিত হইয়াছিল, একপ অনুমান করা যাইতে পারে।]

আদিশূর ৬৩ অথবা ৬২ বৎসর (অঙ্গভূমিতং) রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যামিনীভানু, অরুদ্র, প্রতাপকর, ভূদত্ত—ইহারা ৩১৮ (বংশজবহ্যকমিতং) বৎসর রাজত্ব করেন।

এই সময়ে ধুরন্ধরের বংশধরগণও সাম্রাজ্যচ্যুত হন এবং পার্বত্যীয় শকাব্দিত্য সার্বভৌম হন। তিনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করার পর বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র ২৩ বৎসর (বহুকান্দ, সম্ভবতঃ বহ্যকান্দ) রাজত্ব করেন। তৎপরে সমুদ্রপাল ও তাঁহার যোগী সন্তানগণ ৬৪১ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তিলকচন্দ্রের বংশ ১৪০ (খান্দিভেশ্বরং) বৎসর সাম্রাজ্য পালন করেন। তৎপরে হরিপ্রেমের বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। নিম্নলিখিত রাঢ়দেশের রাজগণ ইহাদের করগ্রহ ছিলেন:—আদিশূর-কুলোৎপন্ন ভূদত্তের পুত্র বধুদেব ও রঘুদেবের পব তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গিরিধারী, পৃথীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর ও জয়ধর। জয়ধরের পবে তাঁহার দৌহিত্র ভূপাল (দেবপালের পুত্র, শক্তিগোত্র, তিন পুত্র) রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শূরপাল, ধনপতি, মকবন্দ, জয়পাল, রাজপাল। তৎপরে রাজপালের অরুজ ভোগপাল ও ভোগপালের পুত্র জগৎপাল। ইহারা ৬১০ বৎসর বাচদেশে রাজত্ব করেন। তৎপরে জগৎপালের দৌহিত্র ধীসেন (পঞ্চপ্রবর ও ধনন্তরিসোত্র)। যখন ধীসেন রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় ও ববেন্দ্রে বাজত্ব করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রেমের বংশোদ্ভব মহাপ্রেম বৈরাগী সার্বভৌম রাজা ছিলেন। হরিপ্রেম বনে গমন করিয়াছেন শুনিয়া ধীসেন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন। বিনা যুদ্ধে সাম্রাজ্য জয় করায় তিনি বিজয়সেন নামে পরিকীৰ্ত্তিত হইলেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর হইয়া তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শুকসেনকে রাঢ়াদি রাজ্যে অধিপতি করিলেন। তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া শুকসেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ বল্লালসেন তাঁহার স্থলে বাজা হইলেন। পিতা দিল্লীশ্বর, নিজে মণ্ডলেশ্বর, স্ততরাং রাজ্য-শাসনে কোন চিন্তা না থাকায বল্লাল 'জাতিধর্মাদি পালনে' মনোনিবেশ করিলেন। আদিশূর আনীত বিপ্র ও শূদ্রগণের সম্ভতিগণকে নিজগৃহে আনাইয়া যে যে ব্রাহ্মণ ষেখানে ছিলেন, সেই গ্রামে (তাঁহাদের বাসস্থান) নিরুপিত করিলেন (যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্ত্র গ্রামে নিরুপিতাঃ), এবং (বাসস্থান অনুসারে) রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণী নির্দেশ করিলেন, এবং কুলীন ও অকুলীন, এই দুই শ্রেণীবিভাগ করিলেন (তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোক্তমে। তেযাং যেতু সদাচারাস্তে কুলিনাঃ [কুলীনাঃ] প্রকীর্ত্তিতাঃ॥)। আদিশূরের পূর্বস্কার বঙ্গদেশবাসী সাত শত ব্রাহ্মণ সপ্তশতী নামে অভিহিত হইলেন (স্মৃতাঃ)। শূদ্রগণেরও চারি শ্রেণীভাগ হইল—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গ ও বারেন্দ্র ইহাদের মধ্যে খাহারা বিপ্রাশ্রিত, তাঁহারা কুলীন হইলেন।

১২ বৎসর রাজ্য করিয়া বল্লাল স্বর্গাবোহণ কবিলে লক্ষ্মণসেন দিল্লীস্থর হইলেন এবং অনুজ কেশবের উপর রাঢ়াদি রাজ্যের ভার অর্পণ করিলেন। অতঃপব নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্লোকে লক্ষ্মণসেন-প্রবর্তিত বৌলীশ্রুত্থা বর্ণিত হইয়াছে :—

তদা ক্রোধেন চাধষ্ঠান্ দিল্লী(দিল্লী)দিশবাসিনঃ ।

চক্রে ধর্মচ্যুতান্ সর্বা(ন্) শূদ্রাচারসমমিতান্ ॥

অবশিষ্টান্ত যে সর্বের বাঢ়াদিশবাসিনঃ ।

পুবাশ্রুতাপি পদিতা যগৃহ্ (জগৃহ্) ন' ককন (কদাচন ?) ॥

তেবাস্ত যশ্র যজপো (পা) ক্রিয়া দৃষ্টা মহীভুজা ।

তশ্র লক্ষ্মণসেনেন তথাভাবো নিরূপতঃ (নিকপিতঃ) ॥

সিদ্ধঃ সিসিদ্ধসংসিদ্ধৌ বিসিদ্ধশ্চ প্রসিদ্ধকঃ ।

সংসিদ্ধঃ সিদ্ধবংশানামুত্তমশ্রু (শ্রু)ত্তবোত্তবঃ ॥

শেসা (শেবা)স্তয়ঃ কুলীনাঃ স্র্যঃ কুলজা আদিম(মাস্)ত্রয়ঃ ।

কুলীনধ্ববিনাশান্তে কুলজাঃ পবিকীর্তিতাঃ ॥

সাধ্যাহতিসাধ্যকর্ষেব মহাসাধ্যান্তথৈব চ ।

কষ্টসাধ্যস্ত সাধ্যানামধমঃ শ্রাদ্ধধাক্রমং ॥

যে যে গোত্রান্ত যে সাধ্যান্তে তদ্বশা (তদবংশায় ?) উদাহতাঃ ।

ধর্মরক্ষার্থমেতেবামাজ্ঞাং চক্রে নৃপোত্তমঃ ॥

লক্ষ্মণসেনের সাম্রাজ্য ১০ (খচন্দ্রাব্দং) বৎসর, তৎপবে কেশবের সাম্রাজ্য ১৬ (রসজ্ঞাব্দং) বৎসর। রাঢ়াদি দেশে মাধব রাজত্ব করিতেন। দিল্লীতে কেশবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মাধব সম্রাট হইলেন। মাধবের সাম্রাজ্য ১১ (কদ্রমব্দং) বৎসর। তৎপুত্র শূরসেন ৮ (বসব্দং) বৎসর। তৎপবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভীমসেন, কার্তিক, হবিসেন, শক্রয় ও নারায়ণ মোট ৩৩ বৎসর (বামবহ্যাব্দমানং) সাম্রাজ্য ভোগ কবেন। এই সময়ে মাধবসেনের অনুজ সদ(দা ?)সেন রাঢ়াদি দেশে রাজত্ব কবেন। তৎপরে নারায়ণের পুত্র দ্বিতীয় লক্ষ্মণ দিল্লীতে সম্রাট হন এবং তাঁহার পুত্র জয়সেন গোড়ে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় লক্ষ্মণ ৩৬ (রসবহ্যাব্দ) বৎসব এবং তৎপুত্র দামোদর ১১ বৎসব রাজত্ব কবেন। “পরদারাদিদোষ” প্রযুক্ত দামোদর অমাত্য কর্তৃক পদচ্যুত হইলে চোহান জাতীয় দ্বীপসিংহ, রাজা হন। তৎপরে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বণসিংহ, রাজসিংহ, বরসিংহ, নরসিংহ, জীবনসিংহ ও তৎপবে নরসিংহের নৌহিত্র পুথুরায়, ইহার মোট দেড় শত বৎসব রাজত্ব করেন। যবনকুলজাত অতিবলবান্ শাহাবদী পৃথুকে হত্যা কবিয়া দিল্লীস্থর হন। তৎপরে সপ্তবংশের ৫২ জন যবনবাজ ৬০০ বৎসব রাজত্ব করেন। শাহাবদী দিল্লীতে কুতবুদ্দীনকে প্রতিনিধি রাখিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন কবেন। এদিকে গোড়েশ্বর জয়সেন ১৬ বৎসর বাজত্ব করেন। তৎপরে বাঢ়াদি দেশে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উগ্রসেন, বীরসেন, পদ্মলোচন ও তেজসেন ১৫১ (৫১ ?) বৎসর

রাজত্ব করেন (তেজসেনস্ত তংপুত্র[শ্]চন্দ্রবাণাজ [দ ?] নৃপাঃ)। তেজসেন পাঁচ বৎসর রাজ্য করাব পর কুতবদী তাঁহার বাজ্য আক্রমণ করেন (গতে বাণাক্রম্যানে তু তেজসো বাজ্যাক্রমণি। রাজ্যক্রোধে প্রবর্তোভুং কুতবদী মহাবলঃ) ॥ আত্মীয়স্বজন রাজধানীতে বাথিয়া তেজসেন এক গৃহপালিত কপোত সঙ্গে করিয়া যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধে কুতবদী পরাজিত হইলেন, কিন্তু দৈবক্রমে পিঙ্গর হইতে নির্গত হইয়া কপোতটি দ্রুত রাজধানীতে উড়িয়া আসিল। কপোত দেখিয়া পুরজন স্থির করিলেন যে, রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, এবং যবন-সংসর্গে ধর্ম্মনাশ হইবে, এই আশঙ্কায় প্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলেন। অনন্তর এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত কবিয়া সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। কপোতকে উড়িতে দেখিয়া রাজা দ্রুতবেগে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বজনবর্গের মৃতদেহ দেখিয়া স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। কুতবদী এই সংবাদ শুনিয়া দ্রুতবেগে বাজধানীতে আসিয়া তেজসেনের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ এইরূপ :—

কুতবদ্যাদিত গণকশাঃ বার্ষ্যস্তং যবনা নৃপাঃ। আজ্ঞাধিনাঃ (আজ্ঞাধীনাঃ) সপ্তদশ বাঢ়াদৌ ক্রমশস্তদা ॥৩ ইতি অষ্টসংবাদিকায়াং বর্ষ পরিচ্ছেদ (:) ॥০ ॥ তদা বিপ্রাশ্চ কায়স্থ অষ্টাশ্চ বিশেষতঃ। ত্যক্তা (ক্তৃ) গোড়াদিকং বাজ্যং নানাদেশসমাপ্রিতাঃ। কেচিদিবাদি (ক্লেচিদিবাদি) দেশেষু কেচি (২) শ্রীহট্টকাদিষু। ছদ্মবেশেন কেচি (৩) বাঢ়াদিষু নিবাসিনাঃ। এবং শার্দ্ধ (সার্দ্ধ) শতং বর্ষং গ্লানা অষ্টযাতয়ঃ (জাতয়ঃ)। তৎপশ্চাদ্রাজসম্মানপ্রাপ্তাঃ কেচিৎ ক্রমাৎ ক্রমাৎ ॥১১ ইতি বাজাবলি (:) সমাপ্তঃ (সমাপ্তা)।

গ্রন্থের শেষ অংশ দেখিয়া অনুমান হয় যে, গ্রন্থের নাম রাজাবলি—এবং ইহাব অন্তর্গত অষ্টসংবাদিকা খণ্ড ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে বা অন্ত্র অষ্টসংবাদিকার কোন কথা নাই। সুতরাং ইহাই অধিকতর সম্ভব যে, যে তিনটি শ্লোকে তেজসেনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, উহা অষ্টসংবাদিকাব বর্ষ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত।

‘ইতি রাজাবলি সমাপ্তঃ’ পুঁথির এই শেষ পদ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মূল গ্রন্থের নাম রাজাবলি। ইহা যে মূল গ্রন্থের কোন খণ্ডিত অংশ নহে, তাহা গ্রন্থারম্ভস্থচক “ও নমঃ কুলদেবতায়ৈ” ও পাণ্ডুবংশের উল্লেখ দেখিয়াই বুঝা যায়। তবে খুব সম্ভবতঃ ইহা মূল রাজাবলী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, কারণ, ইহাতে সমুদ্রপাল, তিলকচন্দ্র, হরিপ্রেম প্রভৃতির বংশের উল্লেখ আছে, কিন্তু বংশধরগণের নাম নাই। বাংলা রাজাবলী গ্রন্থে এই সমুদয় বাজার নাম ও বাজ্যকাল দেওয়া আছে, কিন্তু সমুদ্রপাল ও হরিপ্রেমের বংশের মোট বাজ্যকাল বিষয়ে বাংলা রাজাবলীর সহিত এই গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে। মোটের উপর গোড়ীয় রাজগণের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মূল সংস্কৃত রাজাবলী হইতে কেহ সংক্ষেপ করিয়া বঙ্গদেশের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ দিল্লীর ইতিহাস যেটুকু প্রয়োজনীয়, মাত্র তাহাই বিবৃত করিয়াছেন।

সংস্কৃত রাজাবলী নামক কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু উমেশচন্দ্র গুপ্ত তৎপ্রণীত ‘বল্লালমোহমুদগরে’ (পৃ. ৩৮২) সংস্কৃত রাজাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দাসগুপ্ত কবীন্দ্র মহাশয় (মুক্তাগাছার কবিবাজ) আমাকে মুখে মুখে এই শ্লোকগুলি লিখাইয়া দিয়াছিলেন। আমাব জিজ্ঞাসায় বলিলেন, ‘আমবা বালাকালাবধি ইহা সংস্কৃত রাজাবলীর কবিতা বলিয়া জানি ও মুখস্থ করিয়া বাখিয়াছি। আবও জানিতাম, এখন বাক্যকো শ্রবণ নাই।’

উক্ত পাঁচটি শ্লোকের প্রথম চারিটি আলোচ্য পুঁথিতে আছে। পঞ্চম শ্লোকটি ঠিক অবিকৃত অবস্থায় এই পুঁথিতে নাই, কিন্তু সমার্থগোতক শ্লোক আছে। এই পুঁথিখানিও মুক্তাগাছা হইতে সংগৃহীত। সুতরাং মুক্তাগাছার বৃদ্ধ কবিবাজ সম্ভবতঃ এই রাজাবলীর শ্লোকই শুনিয়া থাকিবেন। ঐ অঞ্চলে এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ছিল এবং অনুসন্ধান করিলে সম্ভবতঃ রাজাবলীর অত্র পুঁথিরও সন্ধান মিলিতে পারে। মূল অষ্টমসর্গাদিকার কোন বিশুদ্ধ গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। কেহ ইহার সন্ধান দিতে পারিলে এই গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া ‘রাজাবলী’ ও ‘অষ্টমসর্গাদিকা’ এই দুই গ্রন্থের সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে পারে। এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা দ্বাৰা এই শ্রেণীর গ্রন্থের উৎপত্তি ও বচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইতে পারে। ‘অষ্টমসর্গাদিকা’ সংগ্রহ কবিয়া, পরে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করাই সম্ভব ছিল। কিন্তু এই সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ কবা আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। অতএব এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ইহার সন্ধান হইতে সহজেই মিলিতে পারে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সংস্কৃত রাজাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত করিলাম।

‘দুর্গেশনন্দিনী’তে ইতিহাস

শ্রাব শ্রীযত্ননাথ সবকাব, এম-এ, ডি-লিট

‘দুর্গেশনন্দিনী’র গল্প-অংশটি এইরূপ—

রাজা মানসিংহ উড়িষ্যার পাঠান সুলতান কংলু খাঁকে জয় করিবার জন্ত মান্দারণেব দিকে ১১৭ বঙ্গাব্দে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অগণিত পাঠান যোদ্ধাদের পবাস্ত করা সম্ভব নয়, এজন্ত বর্ষার শেষে সহায়ক সেনা আসিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং তত দিন পর্যন্ত পাঠানদের দ্বারা বাদশাহী মুলুকের গ্রাম লুণ্ঠ বন্ধ করিবার চেষ্টায় মাত্র পাঁচ হাজার অশারোহী সৈন্য সহ নিজের বীর পুত্র কুমার জগৎসিংহকে নিযুক্ত করিলেন।

আর, জগৎসিংহও অত্যন্ত চতুরতা ও কার্যতৎপরতা দেখাইয়া, “গোপনভাবে থাকিয়া, যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান-সেনার সন্ধান পাইতেন, তরঙ্গপ্রপাতবৎ বেগে তত্পরি সর্পেন্যে পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন।...অতি সাবধানে অথচ দ্রুতগতি, আগন্তুক পাঠান-সেনার উপরে স্বকৌশলে এবং অ-পূর্বদৃষ্ট হইয়া আক্রমণ করিতেন।...জগৎসিংহ কৌশলময়।” ইত্যাদি।

তাহার পর এক “সুন্দরীর সরলদৃষ্টিতে এই যোদ্ধা পরাভূত হইয়া” অভিসার-গমনের সময় অসাবধানতার ফলে মান্দারণ দুর্গে আহত ও বন্দী হইয়া কংলু খাঁর রাজধানীতে নীত হন এবং সেখানে কংলু খাঁ বিজিত দুর্গেশ-পত্নীর ছোরার আঘাতে মারা গেলে পর পাঠানদের বাদশাহী-পক্ষের সঙ্গে সন্ধির ফলে কুমার জগৎসিংহ মুক্তি পান এবং বাঙ্গালিনী দুর্গেশ-নন্দিনীকে বিবাহ করেন।

এই হইল উপন্যাস। কিন্তু ১১৭ বঙ্গাব্দে বাঙ্গলা দেশে সত্যি কি বাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা আকবর বাদশাহের সরকারী ইতিহাস ‘আকবর-নামা’ হইতে জানা যায়। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ছাপান মূল ফারসী ‘আকবর-নামা’, ৩য় ভলুম, ৫৭৯-৫৮১ পৃষ্ঠায়, এই কাহিনী লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নীচে দিতেছি :—

আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজত্ব সালের শেষাংশে (অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে) বিবাহ প্রদেশে বিদ্রোহী দমন করিবার পর, বাজা মানসিংহ উড়িষ্যা জয় কবিবাব উদ্দেশে ঝাডখণ্ডের পথে (অর্থাৎ সাঁওতাল-পরগণা দিয়া) রওনা হইলেন। ভাগলপুরে পৌঁছিয়া, তাঁহাকে অনেক বিলম্ব করিতে হইল। নিজ প্রাদেশিক সৈন্য একত্র করিয়া ও কামান লইয়া রাজা মানসিংহের সহিত যোগ দিতে এত দিন লাগিবে যে তাহার মধ্যে বর্ষা আসিয়া পড়িবে, এই ওজব কবিয়া বাঙ্গলার স্ববাদের স’ইদ খাঁ নিজ স্থানে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু মানসিংহ প্রভুর কাজে একনিষ্ঠ, তিনি ১৫৯০ সালের মার্চ মাসের শেষে ভাগলপুর হইতে বর্ধমানের পথে রওনা হইয়া জেহানাবাদে শিবির স্থাপন কবিয়া রহিলেন,—বর্ধা-
শেষে স’ইদ খাঁ, মখসুম খাঁ এবং রাজভক্ত জমিদারগণ সৈন্যে যোগ দিবে, এই প্রতীক্ষা।
উড়িষ্যার বিদ্রোহী নেতা কংলু এই শিবির হইতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ দূরে ধীরপুর (পাঠানুর
ধরমপুর) আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং যুদ্ধেব জোগাড় কবিত্তে বাহাদুর খাঁ কুৎসে
অনেক সৈন্য সহ (মানসিংহের দিকে) বায়পুরে পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহ কুমার জগৎ-
সিংহকে তাহার বিকল্পে নিযুক্ত করিলেন। বাহাদুর খাঁ নিজ শিবিরের চারি দিকে দেওয়াল
তুলিয়া, নানা বাক্যজাল ও খেলার দ্বারা সেই কম-অভিজ্ঞ তরুণ যুবককে অসাবধানতার
মধুর নিদ্রায় মগ্ন করিল, এবং কংলু খাঁর নিকট হইতে আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠাইল।

২০এ মে তাবিখে, যখন কুমার জগৎসিংহ মদ্যপানে ভরপুর হইয়া ঘুমাইতেছিলেন,
বাহাদুর খাঁ অসংখ্য সৈন্য লইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও যুদ্ধে জিতিল।
ইতিপূর্বে কংলুর নিকট হইতে জলাল খাঁ এবং অগ্রাণ্ড অনেক পাঠান যোদ্ধা আসিয়া
পৌঁছিয়াছিল, তাহাদের নেতা ছিল উমর খাঁ (কাছ খাঁর পুত্র এবং মীর খাঁর
ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং খাজা ইসা (কংলুর দূত অর্থাৎ সাক্ষিবিশিষ্ট Foreign Minister)।
যদিও বিষ্ণুপুরের জমিদার (বীর) হাম্বির বাহাদুর খাঁর কপটতা এবং তাহার
নিকট কংলুর নূতন সৈন্যদল প্রেরণের কথা জগৎসিংহকে বলিলেন, কুমার সে কথা
কানে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। সহস্র চেষ্টার ফলে কিছু মুঘল সৈন্য একত্র কবিয়া তাহাদের
পাঠানো হইল শত্রুদল দেখিয়া খবর আনিবার জন্ত। পাঠানরা একটা জঙ্গলে অবতীর্ণ
হইয়াছিল, এবং সেখানে তাঁবু ও মালপত্র ফেলিয়া, একটা গুপ্ত পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল।
অন্ধ (“কম-দৃষ্টিশালী”) বাদশাহী সৈন্যগণ শত্রুর এই ঘাঁটি অতিক্রম কবিয়া চলিয়া গেল
এবং আগের চেয়ে আরও বেশী অসাবধান হইয়া পড়িল। ঠিক দিনশেষে এই অবস্থায়
পাঠানরা তাহাদের আক্রমণ করিল। দলমধ্যে বন্দোবস্তের সূত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ায় বিশৃঙ্খল
বাদশাহী যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই বিনা যুদ্ধে চারি দিকে তাড়িত হইল, অল্প কয়েক জন
সাহসে পায়ের উপর ভর কবিয়া লড়াই করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের দলে বীকা
রাঠোর, মহেশদাস (গোড় রাজপুত ?) এবং নাবো চাবণ (= কবি) বীরের মত প্রাণ
দিল। শত্রুপক্ষে উমর খাঁ, মীর খাঁ এবং হুমায়ুন কুলীর পুত্রগণ ও তাহাদের কয়েক জন,
কুটুম্ব মারা গেল। কিন্তু বাদশাহী দলের উপর বিষম বিপৎপাত হইল। বীর হাম্বির
সেই “বেহুঁশ নব-যুবককে” ঐ বিপদক্ষেত্রে হইতে বাহির কবিয়া নিজ রাজ্য বিষ্ণুপুরে
আনিলেন। গুজব রটিয়া গেল যে, কুমার যুদ্ধে মারা গিয়াছেন।

মানসিংহ মন্ত্রাসভা করিলেন। সকলেই উপদেশ দিল যে, তিনি জেহানাবাদ হইতে
পিছু দিকে কুচ কবিয়া সলিমাবাদে যান, কারণ, সেখানে সৈন্যদের জন্ত প্রচুর খাদ্য পাওয়া
যাইবে, এবং সেখানে বসিয়া থাকিয়া বর্ষার পরে যুদ্ধ পুনরারম্ভ কবিবার জোগাড় করুন।
কিন্তু মানসিংহ বীরের পথ বাছিয়া লইলেন, তিনি পশ্চাৎপদ হইলে শত্রুরা উল্লসিত

হইবে ও বাদশাহী সৈন্তের সাহস দমিয়া যাইবে, এই বলিয়া তিনি সেখানেই থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

ইহার দশ দিন পরে কংলু খাঁর মৃত্যু হইল। পূর্ক হইতেই তাহার ব্যারাম ছিল, ইদানীং পথ চলার কষ্টে প্রাণ বাহির হইয়া গেল। খাজা ইসা কংলুর নাবালক পুত্র নসীব খাঁকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং মানসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; পাঠান-হাঙ্গামা কতকটা শান্ত হইল। পাঠান-নেতারা এই সর্বগুলিতে সহি কবিয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি করিল :—তাহাদের মসজিদে খুংবা-পাঠের মধ্যে বাদশাহের নাম তুজ্জ করা হইবে; বাদশাহের নামের টাকা-পয়সা তাহাদের রাজ্যে অঙ্কিত করা হইবে, তাহার তাঁহার আজ্ঞা ভক্ত-প্রজার মত পালন করিবে,—পুৰী জগন্নাথ-মন্দির ও তাহার চারি দিকের জেলা বাদশাহকে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং বাদশাহের অনুমত্ত কোন জমিদারের (যেমন বিষ্ণুপুরের বাজার) উপর পাঠানরা ভবিষ্যতে অত্যাচার করিবে না।

১৪ই আগষ্ট খাজা ইসা কংলুর পুত্রকে রাজা মানসিংহের দববাবে উপস্থিত করিল। পাঠানদের পক্ষ হইতে বাদশাহের জন্ত দেড় শত হাতী এবং অগ্নিগুলি মূল্যবান উপঢৌকন দেওয়া হইল। তাহার পর মানসিংহ বিহার প্রদেশে ফিবিয়া আসিলেন।

জয়পুর-বাজেব বাঙ্গালী-বিবাহ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ নামে এক পত্রিকা বাহির করেন, পরে অনিখিলনাথ রায় তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাহার এক সংখ্যাতে জয়পুরী ভাস্কর্য্য লিখিত কাছোয়া-রাজবংশের একখানা ইতিহাস হইতে মানসিংহের সম্পূর্ণ বাঙ্গলা-অভিযানের লোকমুখে প্রচলিত বিবরণ—অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনীর বর্ণিত ঘটনার অনেক বেশী কথা,—অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।* কিন্তু জয়পুর-রাজদরবার হইতে উহাদের যে বংশাবলী পাইয়াছি, তাহা অধিক বিশ্বাসযোগ্য, এবং তাহা হইতে ঐ রাজাদের বাঙ্গালিনী-বিবাহ ক’টি উল্লেখ করিব।

রাজা মানসিংহের ১২ রাণীর মধ্যে এক জন “কোচীন ক্ষমাবতী” কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনী, ইহার দুই পুত্র—কেশোদাস ও অতিবল। মানসিংহ বেবার প্রদেশে মৃত হইলে তাঁহার চিতায় যে চারি জন রাণী সহমরণে যান, তাঁহাদের মধ্যে এই ক্ষমাবতী ছিলেন। ঐ মৃত্যুসংবাদ রাজধানী আধারে পৌছিলে সেখানে মানসিংহের আরও পাঁচ জন রাণী অনুমরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম “প্রভাবতী বঙ্গালীন—কৃষ্ণরায়ের কন্যা।”

জগৎসিংহ কোন বাঙ্গালিনীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র মহাসিংহ (খুব বীর যোদ্ধা এবং বিখ্যাত মির্জা রাজা জয়সিংহের পিতা) কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের এক কন্যাকে বিবাহ করেন, এই রাণী নিঃসন্তান অবস্থায় ঘোড়াঘাটে মুঘল শিবিরে স্বামী বর্তমানে মারা যান।

* ১৩১২ সালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ‘ঐতিহাসিক চিত্রে’ প্রকাশিত নবকৃষ্ণ রায়-লিখিত “অশ্ববেব শিলাদেবী” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বর্তমানে আমবা যে সংস্কৃত কলেজ দেখিতেছি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় এক শত বৎসরেরও আগে,—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে। প্রথমে ইহা ৬৬ নং বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, পরে সরকারী ব্যয়ে বার্ষিক কোম্পানী কর্তৃক পটলডাঙ্গা স্কোয়ারে নূতন বাড়ী নিৰ্মিত হইলে ১৮২৬ সনের ১লা মে তথায় স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজও এই বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল।*

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে প্রথম পাঠারম্ভ হয়। সেকালের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে যিনি যে-বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং মাসিক যে বেতন পাইতেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

লেক্টরী :—	উইলিয়ম গ্রাইস	৩০০
ব্যাকরণ :—	হরনাথ তর্কভূষণ	৪০
	বামদাস সিদ্ধান্ততর্কপঞ্চানন	৪০
পানিনি :—	গোবিন্দবাম উপাধ্যায়	৪০
অলঙ্কার :—	কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	৬০
কাব্য :—	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	৬০
শ্রুতি :—	রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	৬০
গ্রন্থ :—	নিমাইচরণ শিবোমণি	৬০
বেদান্ত :—	কন্দ্রমণি দীক্ষিত	৬০
গ্রন্থাধ্যক্ষ :—	লক্ষ্মীনারায়ণ গ্রন্থালঙ্কার	৬০
হিসাবরক্ষক :—	রামকমল সেন	৪০

সেকালের সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া অপর কেহ পড়িতে পাইত না। ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না, বরং কৃতী ছাত্রেরা কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য কিছু কিছু বৃত্তি পাইত। তখন রবিবার কলেজ বন্ধ থাকিত না,—প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্তা-পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্বাহে কলেজ বসিত না।

*“ . . . the buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows — The Centre upper roomed house by the Sanscrit College The two wings lower roomed houses by the Hindoo College”—Letter dated 28 June 1837 from Ramcomul Sen Secretary, Sanscrit College, to the General Committee of Public Instruction

১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী ছিল, সেখানে অনেক ছাত্র আয়ুর্বেদ পড়িত।

আমরা ধারাবাহিক ভাবে সংস্কৃত কলেজের প্রত্যেক শ্রেণী এবং সেই সেই শ্রেণীর প্রাচীন অধ্যাপকবর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাস প্রধানতঃ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যেই আলোচিত হইবে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুত স্বরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত কলেজের পুরাতন নথিপত্র দেখিবার সুযোগ আমাকে দিয়াছেন।

বেদান্ত-শ্রেণী

রুদ্রমণি দীক্ষিত

বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন রুদ্রমণি দীক্ষিত। ইনি অল্প দিনই সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, ১৮২৪ সনেব জালুয়ারি মাস হইতে পব-বৎসবের ফেব্রুয়ারি মাসের তিন দিন পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৬০ বেতনে নিযুক্ত হন, ছাড়িবার সময় তাঁহার বেতন ছিল ৮০।

প্রধানতঃ কোপনস্বভাবের জগৎ কলেজ-কর্তৃপক্ষ রুদ্রমণিকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৩১ জালুয়ারি ১৮২৫ তারিখে কলেজের সেক্রেটারী লিখিয়াছিলেন :—

The Secretary to the Sub Committee of the Government Sanskrit College is sorry to report the necessity of the removal of one of the College Pundits Rudramani, the Vedanta Professor for violent and quarrelsome conduct, offensive to the other teachers and tyrannical to his pupils, also for irregular attendance disregard of repeated admonitions both from myself and the Secretary to the General Committee and general insubordination.

রামকুমার

রুদ্রমণির স্থলে কেহ পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হইবার পূর্বে রামকুমার তিন মাসের জগৎ অস্থায়ী ভাবে বেদান্তের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৮২৫ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীর পত্রে প্রকাশ :—

The Acting Professor Ramkumara who has been employed with the sanction of the College Council during the last two months in superintending the Vedanta Class, has performed the duty assigned to him with great credit to himself and advantage to the pupils, ...

কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়

রুদ্রমণির স্থলে কাশীর এক জন পণ্ডিত ১৮২৫ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৮০ বেতনে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়।

সংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপকের পদের জন্য জেনারেল কমিটির সেক্রেটারী ও বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ পাদরি মিল কৃষ্ণদেবের জন্য স্থপারিশ করিয়াছিলেন। পাদরি মিলের প্রাংশাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

CALCUTTA, April 22nd, 1825

The beaver Crishna Deva Pundit was recommended to me at Benares when in quest of a Hindustani Pundit for Bishop's College by the late profound Sanscrit scholar Captain Fell, as a person eminently qualified to answer my wishes. From that time (October 1822) to the present, I have been in the habit of reading with him and consulting him on various points of Brahmanical literature and antiquities—but particularly on the Vedantic Philosophy. From the information I have derived from him—on this latter point especially—I can with confidence recommend him as a learned man and an able teacher—and one whom nothing but the hope of receiving rewards with a lucrative appointment could induce me now to dispense with.

W H MILL,

Principal of Bishop's College

সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর অধ্যাপনার পর, ২২ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়। ২ মে ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী লেখেন :—

The Secretary to the Government Sanskrit College begs to inform the Committee that Krishna Deva the Vedanta Professor died on Saturday, the 29th ultimo

কৃষ্ণদেব ১৮২৬ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কলেজেব বেতন-হইয়ে প্রকাশ, তিনি পরবর্তী এপ্রিল মাসের কোন বেতন পান নাই।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি

কৃষ্ণদেবের শূন্য পদে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মাসিক ৮০ বেতনে ১৮২৬ সনের মে মাস হইতে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্বে শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় এক ছাত্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল উইলসন সাহেবের পণ্ডিতও ছিলেন। ২ মে ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী তাঁহার সম্বন্ধে জেনারেল কমিটিকে বাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

There are several candidates for the vacant situation. Among others, Sambhu Chandra Vachaspati, a Pundit who has long been known to the Secretary as an excellent scholar, well versed in the Vedanta and a man of good character. He has been in the employ of Mr Wilson for about three years who will be able to bear testimony to his abilities and in the meantime he has been directed to take charge of the Class until the pleasure of the Committee is known.

স্মৃতিশাস্ত্রেও শম্ভুচন্দ্রের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বেদান্ত-শ্রেণীতে ছাত্রের অল্পতাহেতু কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রেবও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।*

* সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ তারিখেব পত্রে লেখেন :—

The Logic and Vedanta classes are not numerically attended, there are indeed but two scholars in the latter, and the Pundit will be usefully employed hereafter in instructing the pupils newly admitted to the study of Law for which he is well qualified.

শঙ্কুচন্দ্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের অনুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত 'বেদান্তসাব' (রামকৃষ্ণতীর্থ-বিরচিত বিদ্যনোবজ্ঞানী নান্দী টীকাসহ) শোধনপূর্বক ১৮২২ সনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত, ইহার এক খণ্ড সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি।

১৮৪২ সনের আগষ্ট (?) মাসে শঙ্কুচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার বেতন ছিল ২০৮।

শঙ্কুচন্দ্রের মৃত্যুর পর সংস্কৃত কলেজে স্বতন্ত্র বেদান্ত অধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন বেদান্ত-শ্রেণীতে মাত্র তিনটি ছাত্র ছিল। বেদান্ত-অধ্যাপকের পরিবর্তে ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাস হইতে "পুরাবৃত্ত" পড়াইবার জন্ত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কলেজের প্রথমাবস্থায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যে-সকল ছাত্র বেদান্ত পড়িতে ইচ্ছুক, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাহাদের শিক্ষার ভারও কমলাকান্তের উপর ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত-শ্রেণী উঠিয়া যায়।

জ্যোতিষ-শ্রেণী

যোগাধ্যান মিশ্র

১৮২৬ সনে কলিকাতা গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষ শিক্ষার জন্ত একটি নতুন শ্রেণীর পত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে স্থির হয়, এই শ্রেণীতে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজ-গণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্ত পরবর্তী মে মাস হইতে যোগাধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিতকে মাসিক ৮০৮ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ২৭ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী প্রাইস সাহেব লেখেন :—

A mathematical Pundit upon the original plan may also be employed He [will] also receive the same salary as the other Professors and this branch of study must be imperative on all the Sahitya and Alankara pupils for one year at least. A Pundit named Yogadhyana Misra is recommended by Mr Wilson as duly qualified for the office of Instructor

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্বে যোগাধ্যান মিশ্র দুই বৎসর উইলসন সাহেবের অধীনে গ্রন্থাল্লাবাদ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে অন্যান্য ২৩ বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য্য যোগাধ্যান মিশ্রের নিকট 'লীলাবতী' পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁহার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হোরেস হেম্যান উইলসন ও সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী প্রাইস সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে পরীক্ষা করিয়া ৩০ জানুয়ারি ১৮২৭ তারিখে কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট

দেন, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের নবপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ-শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে :—

9 It will probably be in the recollection of the Committee, that the attempt to enforce the original rule of the College, which provided that the pupils of the Alankara and Sahitya classes should attend for a certain period, the arithmetical class, was violently opposed and was at one time likely to occasion the departure of a great number of the most promising scholars. The opposition was overcome by temperate remonstrance and it will be gratifying to the Committee to find that this useful branch of science has been since cultivated with singular assiduity and success. The pupils are 22 in number and most of them very far advanced. They began their studies in last May prior to which they were ignorant of the simplest rudiments. They have since gone through all the elementary rules through vulgar and decimal fractions, and two of them have acquired a considerable acquaintance with Plane figure or the Geometrical computation of heights and distances. Their rapid progress we think is a strong evidence of the superiority of the Indian over the English method of studying arithmetic as well as of the abilities of the teacher and application of the scholars.

বাংলা ও নাগরী অক্ষরে গ্রন্থমুদ্রণের সুবিধার জন্ত যোগদ্যান মিশ্র কলিকাতা বড়বাজারে 'সারসুধানিধি' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রের নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত কবা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজারে পঞ্চানন-

তলাতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধবেব নূতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লাল বাবু ক্ষত্রিয়ের ভাড়াব ১৫ নম্বরের বাটীতে শ্রীযুত যোগদ্যান মিশ্র সার সুধানিধি নামে এক প্রেণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগবি ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগব অক্ষরে ছাপাবন্ত হইয়াছে এবং ঐ আগীশে ভাল বাঙ্গলা ও নাগরি ও পাবলী ও আববী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইতি ১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর। শ্রীযোগদ্যান মিশ্র।—'সংবাদপত্রে সেকালেব কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮।

এই সাবসুধানিধি যন্ত্র হইতে যোগদ্যান মিশ্র (হরচন্দ্র ও উলেষ্টন সাহেবের সহযোগে) 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা' দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির মুদ্রণকাল ১৮৪০ সন, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬৫, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছি।

যোগদ্যান মিশ্র অতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাঁহার স্বতিকথায় বলিয়াছেন, "পণ্ডিত যোগদ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্ত কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্বন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৯৮)

যোগদ্যান মিশ্র ২১ নবেম্বর ১৮৪২ তারিখে কাশীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ১২ ডিসেম্বর ১৮৪২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের প্রেক্ষেটরী শিক্ষা-পরিষদকে এইরূপ লেখেন :—

I have the honor to forward for the information of the Council of Education, the accompanying note from Taranath Sarna, Professor of Grammar (1st Division) in this Institution, announcing the death of Yogadhyan Pundit the Professor of Vyotish at Benares which event occurred I understand on the 21st November, 1849.

সংস্কৃত কলেজে তাঁহার স্থলে প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন নিযুক্ত হন।* ১৬ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তদবধি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, শ্রীনাথ দাস ইহার অব্যাপনা করিতেন।

বৈদ্যক-শ্রেণী

খুদিরাম বিশারদ

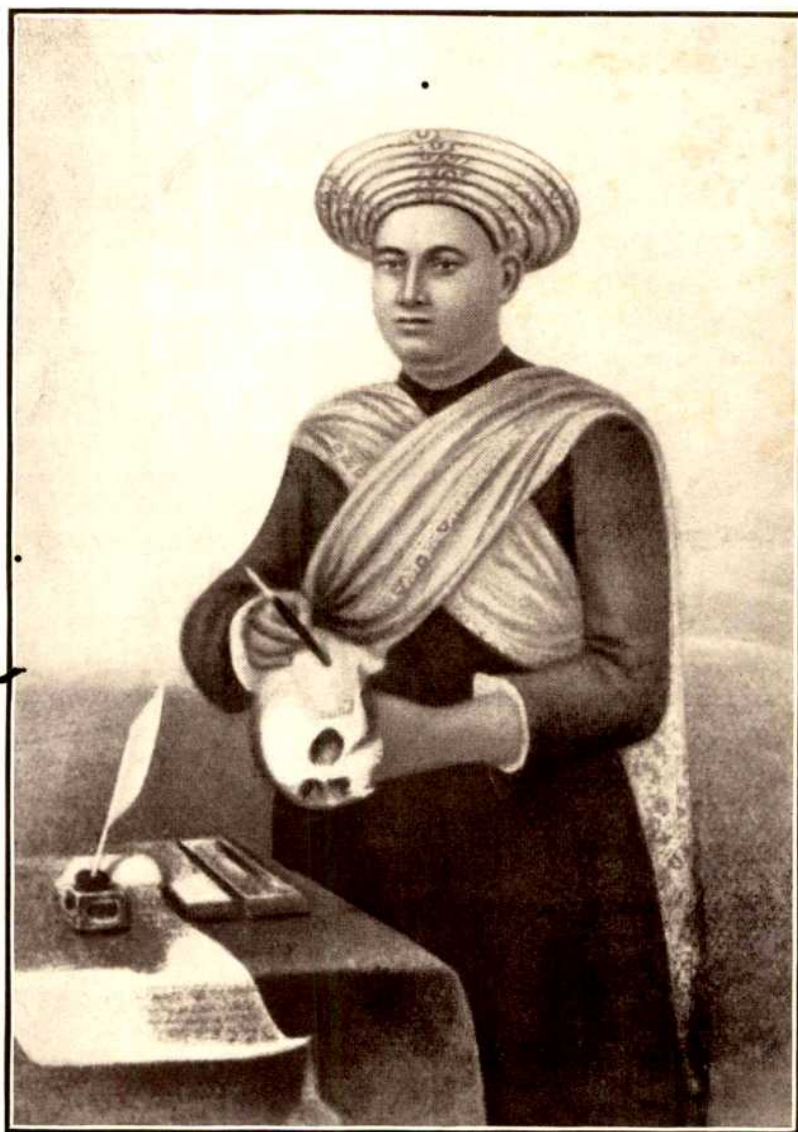
১৮২৬ সনের শেষ ভাগে সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ পড়াইবার জন্ত একটি বৈদ্যক-শ্রেণী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। খুদিরাম বিশারদ এই শ্রেণীর অব্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে অব্যাপকবর্গের বেতন-বইয়ে প্রকাশ, তিনি ১৮২৬ সনের নবেম্বর মাস হইতে মাসিক ৬০ বেতন লইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক-শ্রেণী খোলা হয় ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে—মাত্র ৭টি ছাত্র লইয়া। খুদিরাম এই শ্রেণীতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির জন্ত সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীর ২৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখের পত্রে প্রকাশ :—

The Secretary to the Government Sanscrit College begs leave to suggest to the Committee the propriety of making some definitive arrangement with regard to the situation of Pundit of the Medical Class Khoodeeram, the present incumbent, was unable to attend the College during the greater part of last year in consequence of severe illness. He has again been absent for some time past from the same cause, and the nature of his disease does not warrant the expectation that his health will ever be so far re-established as to enable him to discharge effectively the duties of his office. It may also be remarked that the medical pupils are now far advanced beyond what their present Pundit can teach them which renders it the more imperative that a successor be permanently appointed. Under these circumstances, the Secretary would recommend that Madhusudana Gupta, the head student of the Class, a zealous and intelligent young man who has always had charge of the class in the absence of his principal, and who is in every respect highly qualified for the situation, be nominated Medical Pundit in the room of Khoodeeram. This arrangement to take effect from the 1st proximo

* প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র। ২০ ডিসেম্বর ১৮৪৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহাতে প্রকাশ :—

Priyanath Siddhantapanchanan has attended at the Sanscrit College for eight years one month and studied the following branches—Hindu Literature and Science, viz, Rhetoric, Mathematics, Logic and Law. At the time of leaving the College he held a senior scholarship of the first grade.



পণ্ডিত মহেন্দ্রন গুপ্ত

অতঃপর আমরা খুদিরাম বিশারদকে কলিকাতায় বৈদ্যসমাজ স্থাপন করিতে দেখি।

১ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় নিম্নোক্ত অংশ প্রকাশিত হয় :—

বৈদ্য সমাজ।—আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্বের সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যপণ্ডিত ছিলেন তিনি যত্ববান হইয়া ৬ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা সম্পাদকত্ব ভাব গ্রহণপূর্বক ষোড়শা কনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বসুজ্যেব দক্ষণ বাটীতে তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়েরা সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থ রূপে ঔষধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন...।

এই বৈদ্যসমাজ প্রসঙ্গে ১৩ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রে আরও একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইল :—

বৈদ্য সমাজবিষয়।—...গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকর্তৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সমাজেব চিবস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম সর্বদা সুসম্পন্ন-জ্ঞান নিয়মপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ হইবার তদ্বিষয়ে যাহাব যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন কিন্তু তাহাব নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের বীতিনীতি কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম। সমাজেব অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাহাবদিগের অধিকাব নাই যাহা হউক যাহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম করুক কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত যে স্থানে বোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইহাবা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন বোগের উপশান্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেবা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদি দ্বাবা লোকসকল বোগহইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে।...

* ১৮১৯ সনে রামকমল সেন ‘ঔষধসারসংগ্রহ’ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞ বৈদ্যের সহকারিতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজী হইতে বাংলা ভাষায় মুদ্রাস্থিত হইল কলিকাতা হিন্দুস্থানী প্রেস ১২২৬।

পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ :—

“ইদানীং ইংরেজের রাজ্যোন্নতি হইবাতে ইউরোপীয় চিকিৎসকের ব্যবসায় উত্তবোত্তর বৃদ্ধি ও ব্যাপক হইতেছে, আব হিন্দু বৈদ্যক শাস্ত্রেব অনুলীলনার অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত এদেশীয় অনেক বিশিষ্ট লোক ইংরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু ইংরাজী বৈদ্যক গ্রন্থ এপর্যন্ত এ দেশের ভাষায় হয় নাই একারণ তত্তদৌষধেব তত্ত্বজ্ঞ ইহারা হইতে পারেন না, অতএব যে সকল বৈদ্য সন্তত ব্যবহার্য্য, তাহাব নাম উৎপত্তি গুণ ও অধিকাব বাংলা ভাষায় সর্ব সমুদায়ের নিমিত্তে প্রকাশ কবিলাম,...।”

মধুসূদন গুপ্ত

খুদিরামের স্থলে তখনকার বৈদ্যক-শ্রেণীর কৃতী ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩০ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৬০ বেতনে নিযুক্ত হন। এক জন ছাত্রের অধ্যাপক-পদ প্রাপ্তিতে ছাত্র-মহলে প্রথমটা চাকুলোর সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজ-সংলগ্ন ৬৫ নং (একতলা) বাড়ীতে একটি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রসঙ্গে রূপনারায়ণ ঘোষালকে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী উইলিয়ম প্রাইস সাহেবের ১১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have to acknowledge the receipt of your letter of the 21st September proposing terms of rent of the lower roomed house No 65, in the College Square required for the use of a Native Hospital and Dispensary and in reply to inform you that the Committee agree to the terms therein mentioned provided you keep the house in habitable repair after it has been repaired thoroughly by the Committee

It appearing that the premises do not belong to you the Committee require the original or an authenticated copy of the lease under which you have rented them

সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর ছাত্রেরা এই হাসপাতালে গিয়া সংস্কৃত কলেজের মেডিক্যাল লেকচারার—ডে. গ্রাণ্টের বক্তৃতা শুনিত।

কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৩৫ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণী লোপ পাইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের মাহিনার হিসাব-বইয়ে প্রকাশ, মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সহি করিয়া বেতন লইয়াছিলেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৪২ সনে “লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্লাবলী শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টের অল্পমত্যমুসারে কলিকাতার রাজকীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শ্রীমধুসূদন গুপ্ত কর্তৃক অনুবাদিতা” হইয়া প্রকাশিত হয়।

১২৫২ সালে মধুসূদনের “এনার্টোমী অর্থাৎ শারীর বিজ্ঞা, ১ম ভাগ” প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫৬ সনের শেষ ভাগে মধুসূদন গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ ২৪ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমবা অতি দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বহু কালের মেডিকেল কলেজেব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাব প্রাচীন অধ্যাপক বাবু মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় জ্বর বোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমীর খুসরু-কৃত ‘দেবলরাণী-খিজির খাঁ’ কাব্য

শ্রীকালিকাবজ্রন কালুনগো, এম-এ, পি-এইচ ডি

প্রস্তাবনা

মহাকবি আমীর খুসরু-কৃত কাব্যমালার স্তূপ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে “দেবলরাণী” ঐতিহাসিক চরিত্র কি না, এ বিষয়ে কাব্যসমালোচকগণের মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উত্তর-ভারতের সর্বত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হইয়াছে, বাংলা দেশেও ত্রায় মধ্যপ্রদেশেও কাব্য-উপভাস-সমালোচনায় বসগ্রাহিতা ও নিরপেক্ষ বিচার অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নবাব-নন্দিনী কাফেরের প্রতি অত্যাচার হইলে মুসলমানের মান থাকে না, দেবলরাণী বিধর্মী অহিন্দুর প্রতি অত্যাচার প্রকাশ করিলে লজ্জায় হিন্দুর মাথা কাটা যায়, সমালোচকদের যেন এই ভাব। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরা যে ব্যাপার কল্পনামূলক হইলেও সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই ব্যাপারই ঐতিহাসিকের সম্মুখে সংবাদপত্র মাঝফত বাস্তব জগতে প্রায়ই ঘটতেছে। হিন্দুর মেয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমানকে বিবাহ করিতেছে, প্রৌঢ়া মুসলমান রমণী হিন্দু যুবককে লইয়া অন্তর্হিত হইতেছে, দু-এক স্থলে আর্যসমাজমতে বিবাহাদি চলিতেছে, নবাব-নন্দিনী অপেক্ষাও রূপসী ও সুপরিচিতা ইসলাম-দুহিতা স্বর্ণিত “তব্‌স-জাদা” বা খ্রীষ্টান যুবককে বিবাহ করিতেছে। মোহ অথবা প্রেম, ধর্ম কিংবা সমাজের বাধা মানে না। যাহা জীবন আদি ও শাশ্বত বৃত্তি, যুক্তি ও সংস্কারের বহু উর্দ্ধে মালুয়ের হৃদয়-রাজ্যের ব্যাপার—হিন্দু মুসলমান তাহাকে কেমন কবিয়া বাধা দিবে? এ পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশে ধাহারা হিন্দী ভাষায় আমীর খুসরুর জীবনী ও কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ‘মিশ্র-বন্ধু-বিনোদ’ বা হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পাদক মিশ্র-ভাতৃদ্বয়, ‘খুসরো কী হিন্দী’ কবিতা-সংগ্রাহক শ্রীযুত ব্রজরত্ন দাস এবং “আশিকী” বা খুসরু-কৃত ‘দেবলরাণী-খিজির খাঁ’ কাব্য-সম্পাদক শ্রীযুত জগনলাল গুপ্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুই পুস্তকের সম্পাদকগণ আমীর খুসরুর ভারতীয় দেশাত্মবোধ, হিন্দী-প্রীতি এবং হিন্দী ভাষায় তাঁহার অমূল্য দান ও ব্যক্তিত্বের ছাপের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত সমালোচক উৎকট সাম্প্রদায়িক বাতিকগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়। ‘দেবলরাণী-খিজির খাঁ’ কাব্যের হিন্দী ভূমিকায় তিনি ইতিহাসের দিক্ দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গুজরাট-রাজ বাওকরণের পুত্রী দেবলরাণী নিছক কবি-কল্পনা, ইতিহাসে এ নামের কোন নাবীচরিত্র নাই। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও নূতন ভাবে ইতিহাসের কণ্ঠিপাথরে এই পুস্তকের হিন্দী সত্যাসত্য-নির্দাবণের চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, এইরূপ একটি অলীক

ব্যাপারকে বিনা-বিচারে গ্রহণ ও পাঠ্যপুস্তকাদির মারফত প্রচার যে ঐতিহাসিকগণের উদাসীশ্বে পবিচায়ক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতপক্ষে জগনলাল গুপ্ত মহাশয়ের অভিযোগ 'খণ্ডনের জন্তই আমি 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্যের আলোচনা ও ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গুপ্ত-মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি কবি আমীর খুসরুকে অগ্রায় আক্রমণ কবিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। কবির প্রতি তাঁহার আক্রোশ; কেন না, তিনি সরস্বতীর হাতের বীণা কাড়িয়া লইয়া মুসলমানী সেতার তুলিয়া দিয়াছেন, প্রাচীন রাগ-রাগিণীর পরিবর্তে মিশ্র রাগ-রাগিণীর প্রচলন করিয়াছেন। গুপ্ত-মহাশয় সর্ববিধ বিবর্তন ও যুগধর্মের বিরোধী। যদি প্রাচীন সঙ্গীতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিলে উহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই হৃদয়তন্ত্রীতে সমন্বরে বাজিয়া উঠে, তবে আমীব খুসরু এ কার্য করিয়া হিন্দু কিংবা ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার এ প্রচেষ্টার মূলে কোন সাম্প্রদায়িক দুর্বভিসন্ধি ছিল, এ কথা বলা যায় না। গুপ্ত-মহাশয় কবির সমগ্র জীবনী ও তাঁহার কাব্যচর্চার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবির হিন্দী চর্চার উদ্দেশ্যই ছিল—মুসলমান ফকীর ও আউলিয়াগণ যেন হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে হিন্দী ভাষায় ইসলাম প্রচার করিতে পারে এবং মুসলমান সংস্কৃতি হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করে, অথবা কথায় ইহা বলা যাইতে পারে, না হিন্দুর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল, না হিন্দুদের ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধার বস্তু মনে করিতেন, তিনি সর্বদা হিন্দুদিগকে “কাফের”, “ভ্রান্তমতবাদী”, “পতিত” ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ কবিয়াছেন, তাঁহার মনে হিন্দুর প্রতি যে ঘৃণার ভাব ছিল, উহা তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই পবিষ্ফুট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে আমীব খুসরুর বিন্দুমাত্র দোষ নাই, কেন না, প্রথমতঃ তৎকালীন মুসলিম বিদ্বেষ-সমাজের মনোবৃত্তিই এরূপ ছিল, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিদ্বান ব্যক্তির কর্তব্যই হইল, নিজের জাতীয় সংস্কৃতির পবিপোষক গ্রন্থ প্রণয়ন। অর্থাৎ এই সমালোচক মহাশয়ের মতে আমীর খুসরু ভারত-প্রেমিক ছিলেন না, পরন্তু মুসলমান যোদ্ধা তলোয়ারের জোরে হিন্দুস্থানে যে বাদশাহী কাযেম করিয়াছিল, উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবাব উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত মুসলমান কবি ও আলেম লেখনী ও প্রচারের দ্বারা হিন্দুর ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাকে হিন্দু ও মুসলমানের চক্ষে ইসলামী ধর্ম ও সভ্যতা অপেক্ষা হীন প্রতিপন্ন করিয়া চিবিদনের জন্ত হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিতেছিল, আমীব খুসরু তাঁহাদেরই অগ্রতম। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যদি বিজ্ঞতা ও বিদেশীঘণের মানব-কল্যাণকর কার্যসমূহের বিচার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়—কেরী, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিওপ্রমুখ ইংরেজগণই ছিলেন বাঙ্গালীর অনিষ্টকারী প্রচ্ছন্ন শত্রু।

বিজ্ঞাপতির কবিতা পড়িয়া তিনি শাক্ত ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন, প্রমাণ কবা যেমন ভ্রমাত্মক, আমীর খুসরুর কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হিন্দুর প্রতি ঘৃণাহুচক বাক্যাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মনোবৃত্তির পবিচয়-চেষ্টা তেমনি ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক। আমীর

খুস্কব সময় হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দীভাষী পল্লীসমাজ কবির যে স্থিতি সাদরে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, উহার দ্বারাই কবিকে বুঝা উচিত, কিংবা বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে সংক্রামিত হইয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে শোচনীয় দৃষ্টবিভ্রম ঘটাইয়াছে, তাঁহাদের মতামত দ্বারা আমরা কবি আমীর খুস্ককে বিচার করিব—নিবপেক্ষ রসগ্রাহী সাহিত্যিকগণ ইহা বিবেচনা করিবেন। দেবলবাণীকে কবি তাঁহার স্বাভাবিক হিন্দুবিদ্বেষবশতঃ ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই মত খণ্ডন করিতে হইলে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রথমে কবির জীবনী এবং উহার পর বিশদভাবে 'দেবলবাণী-খিজির খাঁ' কাব্যের আলোচনা আবশ্যক।

কবি-পরিচয়

সুলতান আলতমশ্ (ইল-তুতমিশ্)-এর রাজত্বকালে (১২১০-১২৩৫ খ্রিঃ) আমীর সৈফ-উদ্দীন নামক এক জন তুর্কী সর্দার বিধর্মী মোঙ্গলদেব অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া বল্খ বা প্রাচীন বহলীক প্রদেশ হইতে হিন্দুস্থানে আগমন করেন। তাঁহার আভিজাত্য ও গুণের পবিচয় পাইয়া শাহী দরবারের ক্ষমতালী আমীর ইমাদ-উল্-মুল্ক তাঁহাকে জামাতা-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বর্তমান যুক্তপ্রদেশেব অন্তর্গত কাম্পিল ও পাটিয়ালী জনপদ জাগীরস্বরূপ দিয়াছিলেন। এই কাম্পিল, রাজা ব্রহ্মদত্তের অন্ততম রাজধানী সেই কাম্পিল্য-নগরী—যাহা কালবশে হতশ্রী হইয়া এই সময়ে এক কস্বা বা উপনগরীতে পরিণত হইয়াছিল। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে (৬৫১* হিঃ) এই স্থানে আমীর সৈফ-উদ্দীনের তৃতীয় পুত্র আবুল-হাসান জন্মগ্রহণ করেন, এই বালকই পববর্তী কালে কবি আমীর খুস্ক নামে অনন্তসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। খুস্ক সহজাত কবিত্ব-শক্তি এবং ললিতকলায় বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ১২ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যু পর্যন্ত (১৩২৫ খ্রিঃ) একাধিক ভাষায় এবং অভিনব ভাবে কাব্যলক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া তিনি অমবকীর্তি লাভ করিয়াছিলেন। আরবী, ফার্সী, তুর্কী এবং হিন্দী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং মনে হয়, সংস্কৃত ভাষার সহিতও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন না। আমীর খুস্কর যুগ উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতার যুগ-সন্ধির যুগ। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার ধারা তখনও চলিয়া আসিতেছিল। টাইগ্রীস ও চক্ষু (Oxus) তীরবর্তী মুসলমান-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ মোঙ্গলদের অত্যাচারে এ সময়ে যমুনাতেবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানের সভ্যতার সেই ধারা কালক্রমে হিন্দুসভ্যতার সহিত একই খাতে মিলিত ও প্রবাহিত হইয়া ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের রাজত্বে মধ্যযুগের ভাবতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

* কবি-কৃত 'হুস্-সিপ'হব' কাব্যের "খাতেনা" বা উপসংহাবে লিখিত আছে, ৭১৪ হিঃ জমাদা-সানী মাসে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর ছিল (Elliot and Dowson, iii. 566)

মুসলমান জাতি এ সময়ে বিজয়দৃষ্ট, সবল ও সতেজ। তাহারা ভারতবর্ষ লুটপাট করিয়া খোরাসান তুর্কীস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসে নাই, হিন্দুস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া তাহারা ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। জাতির উন্নতির সময় মন মুক্ত ও উদার থাকে, বিজিত জাতির সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ভাষার উপর তাহাদের ঘৃণা ও সংকীর্ণ ভাব থাকে না, এ সমস্ত হজম করিয়া তাহারা চিন্তা ও ভাবরাজ্যে নব বলে বলীয়ান হয়। ধর্মের অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ রাজনৈতিক প্রয়োজনে উপেক্ষা করিবার মত সাহস ও উদারতার অভাব ইহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। সুলতান শিহাব-উদ্দীন ঘোরীব সময় হইতে আলাউদ্দীন খিলজী পর্যন্ত সিন্ধু বা মুন্ডাই উহার অন্ততম প্রমাণ।*

চৌহান-সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় ১০০ বৎসর পরেও মুসলমান সুলতানগণ “বুঘ ও চৌহান অখারোহী” মূর্তি নিজ মূদ্রায় প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। আজকালকার মত ছবি ও মূর্তি মাত্রই সে যুগে মুসলমান-সম্প্রদায়ের বৈধাচ্যুতি ঘটাইত না। ইবন বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন, আলতমশের রাজপ্রাসাদের বুকজে দুইটি সিংহমূর্তি ছিল, আমীরেরা সিংহ-ব্যাঘ্র-লাঙ্ঘিত খেলাতী আবা (long coat) পরিয়া দরবারে যাইতেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে “অল-রব্ব” শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ “প্রভু” নাগবী অক্ষরে খোদাই-করা আংটি হাতে পরিয়াছিলেন, এ অজুহাতে মোল্লারা শাহজাদা দারাকে কাকের বলিয়া কতল করিবার ফতোয়া দিলেন। ভারতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র তখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রে পরিণত হয় নাই, ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্যবোধ ধর্মের বিধিনিষেধে বিকৃত হয় নাই। ভারতবর্ষ পদ্মফুল ও কলসের দেশ, এ-জগৎ সে যুগের সমাধিমন্দির ও প্রাসাদাদির প্রাচীরগাত্র মাজলিক চিহ্ন ও শোভাস্বরূপ প্রস্ফুটিত পদ্ম-চিহ্নিত এবং স্তম্ভ-পাদদেশ কলসাকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। প্রস্তরখোদিত স্ফটনোন্মুখ কমলকলি আমীব খুসরুর যুগে তোরণ-মালিকারূপে ব্যবহৃত হইত, তোংলকাবাদে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীনের সমাধিগাত্রে আজও ঐ সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি আমীর খুসরু ছিলেন সে যুগের লোক বিশেষতঃ পুণ্যাত্মা উদারমতি সাধু নিজাম্-উদ্দীন আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য। স্মরণ্য তিনি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হইলেও এই অধঃপতিত প্রতিক্রিয়াহুঁষ্ট যুগের সংকীর্ণ মনোভাব তাঁহার ছিল না। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত কবি আমীর খুসরুর কোন বিশদ এবং প্রামাণ্য জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই। কবি স্বয়ং তাঁহার কাব্যসমূহে একপ একখানি মনোরম জীবন-চবিতের প্রচুর উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ইনি একমাত্র ফার্সী ভাষায় ৯৯ খানি কবিতা-

* আলতমশের একটি মূদ্রায় “আল্লা” শব্দের সংস্কৃত “অব্যক্তমেকম্” এবং “রসুল” শব্দের সংস্কৃত “অবতাব” কবা হইয়াছে (অব্যক্তমেকম্ | মহম্মদ অবতার | নৃপতি মহম্মদ | = অব্যক্ততীয় নামে অয়ং টক্ক: মহম্মদপুর সম্বত্তী ৪১৮) — Thomas Chronicle of Pathan Kings, p. 48.

পুস্তক এবং অর্দ্ধনিযুত পদ রচনা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে আজ পর্যন্ত তাঁহার ২২ খানা কাব্যের সন্ধান মিলিয়াছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তী কালে “তজকির” বা কাব্যসঙ্কলন-সাহিত্যে তাঁহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে।

সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের ইতিহাসেও কবি আমীর খুস্কর উল্লেখ অনেক পাওয়া যায়।*

ভারতবর্ষে দ্বাদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক মুসলমান ও হিন্দু ফার্সী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেবল আমীর খুস্ক এবং তাঁহার সমসাময়িক মীব হাসান কবি-হিসাবে ইরাণীয় কবিদের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন—স্বয়ং সাদী ইহাদেব গুণবত্তা স্বীকাব করিয়াছেন। রাজপুত ইতিহাসের মহাকাব্য-যুগে আমীর খুস্কর আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তাঁহার কাব্য-প্রতিভাও ছিল মহাকবির প্রতিভা। ফার্সী কাব্যজগতে দ্বিতীয় ফিরদৌসী জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষে একমাত্র আমীর খুস্কর ভাষা ও ভাবে ফিরদৌসীর অনুরূপে আমরা দেখিতে পাই। পারসিক ভাষাকে আর্বী-প্রভাব-মুক্ত করিয়া নব-জাগ্রত ইরাণের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে কবি ফিরদৌসী নূতন রূপ দিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার ‘শাহ-নামা’র মাহাত্ম্য। তদ্রূপ আমীর খুস্কর কাব্যসমূহ ভারতের জাতীয়তাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল বলিলে অত্যাঙ্গি হয় না। ভারতবাসী তুর্কী, ইরাণী ও আরব হইতে স্বতন্ত্র জাতি, এবং অশ্বেব তুলনায় কোন অংশে হীন নহে, এই বিষয়ে আমীর খুস্ক সর্বদা বিশেষ সচেতন ছিলেন।

• আমীর খুস্ক যে জাতিব মূখপাত্র, সে জাতি মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়। তাঁহার জাতি বা nationality ছিল “হিন্দী” অর্থাৎ ধর্ম ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভারতীয় জাতি, যেমন দুই শত বৎসর পরে বাল্গালা দেশের বাহিরে হিন্দু-মুসলমানদেব কাছে এদেশের সবই ছিল

* এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে হিন্দী ও উর্দু ভাষায় আমীর খুস্কর কাব্য ও জীবন-বৃত্তান্ত আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; উর্দু মাসিক পত্রিকা দিতে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি দেখা যায়। বাংলা ভাষায় কবির জীবনী লিখিতে হইলে ফার্সী ইতিহাস ও তজকির-সাহিত্য ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় :—

- ১। নকল-ই-মজলিস—সংগ্রাহক হাজী শেখ বজব আলী। লক্ষ্ণৌ, ১৮৭১।
- ২। হয়াৎ-ই-খুস্কবী—মহম্মদ সাইদ আহমদ। নরলকিশোব প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ১৯০৯।
- ৩। জবাহিব-ই-খুস্কবী—মহম্মদ আমীন চিরিয়াকোটী-সম্পাদিত। আলীগড় কলেজ, ১৯১৮।
- ৪। আব-ই-হয়াৎ—শমস-উল-উলমা মৌলবী মহম্মদ হোসেন আজাদ। ইসলামিয়া প্রেস, লাহোব, ১৯১৭।
- ৫। মৌলানা শিবগী-কৃত ‘শায়েব-উল-আজম’।
- ৬। মিশ্র-বন্ধু-বিনোদ।
- ৭। খুস্ককী হিন্দী কবিতা—ব্রজবল্লভ দাস।
- ৮। *Hazrat Amir Khusru by Prof. M. Hubib.*

গ্রন্থপঞ্জী স্থানাভাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

“বান্দালী”—বাবর তাঁহার পুস্তকে সুলতান হুসরৎ শাহকে বলিয়াছেন—“হুসরৎ বান্দালী”। আমীর খুসক তাঁহার কাব্যে আর্বী ফার্সী উপমা খুজিয়া হয়রান হন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যের নান্যিকা দেবলরাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গমন-ভঙ্গীর সহিত প্রাপ্তবয়স্ক করভীর (উষ্ট্রী) সাদৃশ্য দেখিতে পান নাই—যাহা আর্বী, “বেদুইন” কবিতায় পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যে হিন্দুস্থানেরই আকাশ, বাতাস, বিহঙ্গের কলগীতি, ফলের গন্ধ ও ফুলের সুবাস আছে*,—ইরাণ-তুরাণের নয়।

সম্প্রতি আমরা কবির কর্ণজীবনের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সুলতান বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান মুলতান ও দিবালাপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর (১২৮২ খ্রিঃ) কবি তাঁহার সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে, শাহজাদা মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে বীর-গতি লাভ করিলেন, কবিরও ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিল। তিনি বন্দী হইয়া এক সাধারণ মোঙ্গল সৈনিকের গোলামরূপে মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত হইলেন। দুই বৎসর অশেষ কষ্টভোগ করিয়া হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে তিনি পাটিয়ালীতে আত্মীয়-স্বজনসহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। সুলতানের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি খাঁ-ই-এহীদ মহম্মদ সুলতানের যত্নাবিসয়ক স্বরচিত এক করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী শোকগীতিকা আবৃত্তি করেন। কথিত আছে, বৃদ্ধ পুত্রশোকাতুর বলবন ইহা শুনিয়া দরবারেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন—ইহার পূর্বে কঠোরচেতা সুলতানের চোখে দিনের বেলা কেহ জল দেখে নাই। সুলতান বলবন জরাক্রান্ত হইয়া কিছু দিন পরে ইহধাম ত্যাগ করিলেন, রাজধানীতে অশান্তি ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। এই সময় কবি অযোধ্যার শাসনকর্তা আমীর আলীর আশ্রয়ে কিছু দিন অতিবাহিত করেন। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের পৌত্র কাইকুবাদের আদেশে তিনি দরবারে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর-বৎসর সুলতানের অহরোধে ছয় মাসের মধ্যে কবি ‘কিরাণ-উল্-সদাইন’ নামক গোড়েশ্বর সুলতান নাসীর-উদ্দীন বোগরা খাঁ এবং তাঁহার পুত্র দিল্লীশ্বর কাইকুবাদের সরস্বতীরে অভিযান ও সাক্ষাৎ বিষয়ক কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন। কাইকুবাদের রাজ্যচ্যুতি ও হত্যার পর খিলজী-বংশের রাজত্বেও তিনি শাহী-দরবাবে সভা-কবি ছিলেন। কাব্যরসিক সুলতান জালাল-উদ্দীন আমীর খুসকে যথেষ্ট সমাদর কবিতেন এবং বার্ষিক ১২০০ মুদ্রা কবির বেতন নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি দরবাবে কোরানগরিফ-রক্ষকেব পদ পাইয়াছিলেন এবং ‘তাঁহার নিকট হইতে দরবারেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আমীরী খেলাত (পরিচ্ছদ)† বকশিশ্ পাইয়াছিলেন। কুরকর্মা নিরক্ষর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ধর্ম্মভয় কিংবা বিতালুবাগ না থাকিলেও তিনি কবি ও আলেমদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেন না, কবিকে হতাশ

* ‘সুহ-সিপহর’ কাব্যেব তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। † *Badayam, Ranking, p. 181.*

করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কবির কলমের দাগ স্বয়ং মহাকালও নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন না। ফিরদৌসীর ক্ষোভ-দৃষ্ট দুই ছত্র কবিতার কষাঘাতে সুলতান মামুদের দাসীপুত্র-খ্যাতি আজও ঘুচে নাই। কবি আমীর খুস্ক আলাউদ্দীনের প্রতি বিরূপ হইলে হয়ত তাঁহার কবিতায় সুলতান একাধারে “কেনিয়াস্-নীরো” কিংবা “দজ্জাল” (anti-Christ) রূপে চিত্রিত হইতেন। সুলতান আলাউদ্দীন কবিকে “খুস্ক-ই-শাযের*” বা “কবিসম্রাট্” উপাধি দান করিয়া সম্মানিত কবিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ কবির কাব্য-মহিমায় সুলতানের ধর্মযুদ্ধ ও বীরত্বের খ্যাতি ইরাণ-তুরাণে পৌঁছিয়াছিল। শাহজাদা খিজির খাঁ কবি খুস্ককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কবিতেন। দুই জনেই শেখ নিজাম্-উদ্দীন আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। খিজির খাঁর ভগবৎপ্রেম এবং বিয়োগান্ত জীবননাট্য কবি তাঁহার খেয়ালী কাব্য ‘দেবলরাণী-খিজির খাঁ’ (অপব নাম আশীকী*) রচনা করিয়া তাঁহার স্মৃতি আশীকা বা আইভি লতাব গায় চির-সবুজ রাখিয়া গিয়াছেন।

আলাউদ্দীনের মৃত্যু ও পাপিষ্ঠ মালিক কাফুরের হত্যার পব আলাউদ্দীনের অযোগ্য পুত্র নরাদম কুতব্-উদ্দীন মোবারক শাহ্ (১৩১৬—১৩২০ খ্রিঃ) সম্রাট্ হইলেন। দরবারী কবি আমীর খুস্ক অবস্থাও ছিল স্বর্গের উর্কশী-চিত্রলেখ্যার গায়—বিনি ইল্লত্ লাভ করিবেন, নির্ঝিকাবচিত্তে তাঁহারই চিত্তবিনোদন করাই ছিল ইহাদের কর্তব্য। মোবারক শাহ্‌র অনুরোধ বা আদেশে কবি তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেই ঘটনাবলী ‘মুহ-সিপহর’ নামক কাব্যে লিখিয়াছিলেন। কবির দেশ-প্রেম ও হিন্দুস্থান-মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল এ-কাব্য ভরপুর। অকৃতজ্ঞ গোলাম খুস্কর পতন এবং গাজী গিয়াস্-উদ্দীন তোগলকের অভ্যুদয় কবি আমীর খুস্ক তাঁহার শেষ কাব্য ‘তোগলক-নামা’য় বর্ণনা কবিয়া গিয়াছেন। তোগলক শাহ্‌র বঙ্গ-অভিযানের সময় কবি দিল্লী-বাহিনীর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। নানা কারণে তোগলক শাহ্ ও শেখ নিজাম্-উদ্দীন আউলিয়ার মধ্যে বিবাদ এ সময়ে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সুলতান বাংলা দেশ হইতে শাসাইলেন—তিনি দিল্লী পৌঁছিয়া শাহজাদা জুনা খাঁকে বিপথগামী করিবার জন্ত শেখজীকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন। ইহাতে নাকি শেখজী উপেক্ষাভরে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—দেহলী হিহুজ্ দূর আন্ত্ (Delhi is a far cry)। তোগলক শাহ্ রাজধানীতে ফিরিবাব পূর্বেই শেখজী দেহরক্ষা করিলেন। সুলতানকে দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হয় নাই, তোগলকবাদ হইতে চারি-পাঁচ মাইল দূরবর্তী আফগানপুরে তাঁহার বিজয়-প্রত্যাঙ্গমনের অজুহাতে পুত্র জুনা খাঁ পিতার মৃত্যুর ফাঁদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভোজের সময় কাষ্ঠ-অট্টালিকা ভূপাতিত করিয়া জুনা খাঁ পিতা ও এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অপমৃত্যু ঘটাইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৩২৫ খ্রিঃ)। কবি আমীর খুস্ক গুরু নিজাম্-উদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শোকবিহ্বলচিত্তে গোড় হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া

আসিলেন। কথিত আছে, খুস্ক গুৰব সমাধি-পার্শ্বে তাঁহার শেষ কবিতা আবৃত্তি করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

গৌরী সোবে সেজ্ পব্ মু'হ, পব্ ডাবি কেস্ ।

চল্ খসক ঘর আপনা* বৈণ ভয়ি চ্ছ দেস্ ॥

“কেশ-বাজি মুখেব উপর বিম্বস্ত করিয়া গৌবাজিণী শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাজির অন্ধকার চতুর্দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। খুস্ক। এখন নিজগৃহে ফিরিয়া চল।” এই কবিতার সূফিয়ানা* অর্থ আরও চমৎকার। কবি গৃহে ফিরিয়া সমস্ত ধন ও আসবাবপত্র বিলাইয়া দিলেন এবং গুৰব সমাধি-পার্শ্বে ফকীরবেশে মৃত্যুব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশী দিন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ঐ বৎসরের (১৩২৫ খ্রিঃ) ১২এ সওয়াল বুধবার কবি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

ফার্সী কবি হিসাবে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আমীর খুস্ক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ফিরদৌসী ও কমীর* নিকট তিনি অবশ্য বিশেষ ভাবে স্বামী ছিলেন। প্রশংসা ও নিন্দা, দুই-ই তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক উবেদক নামক এক কবি ছিল, সম্পর্কে খুস্কর গুরুভ্রাতা। লোকটি ছিল সাফাৎ দুষ্টসরস্বতী। সে লিখিয়াছে, খুস্কব “খামসা” মতাই খাম্ অর্থাৎ বাঁচা রকমের লেখা, যদিও তিনি তাঁহার “সিক্কা” রক্তনের জন্ত কমীর কড়াইটি ধার লইয়াছিলেন। জগতের সর্বত্রই—

* গৌরী—মাগুকে, সাধনাব অবস্থা-ভেদে সাধকের শেখ (গুরু) কিংবা আল্লা, বৈষ্ণবার্থে বাধা।

খুস্ক—আশেক (প্রণয়ী), সাধক।

সেজ—শয্যা বা জাং-ই-মোহিত বাহা সপ্তস্বর্ণ ও সপ্তপাতাল সকলকে ঘিরিয়া আছে, “সর্বানাবৃত্য তিষ্ঠতি”।

ঘব—লা-মকান (গৃহহীন ঠিকানা), যে স্থান দিক্শূন্য, যেখানে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম নাই।
বৈইন—রাত্রি বা প্রলয়ের ঘনান্ধকার।

* জালাল-উদ্দীন কমীর সময়কাল—১২০৭-১২৭৩ খ্রিঃ।

† সুলতান গিয়াস-উদ্দীনেব আদেশে বাজত্রোহের অপবাধে উবেদকে শূলে দেওয়া হইয়াছিল। এ প্রকাব মৃত্যু নাকি তাঁহাব গুরু নিজাম-উদ্দীনেব অভিশাপেব ফল। এক দিন শেখজী তাঁহার এক নবাবগত মুনীরকে দুটি “মিসোয়াক” বা দাঁতন দিয়াছিলেন; বেচাবা ছিল একটু বোকা সবল মানুষ। দুটা দাঁতন দেওয়ার মধ্যে কি গুহ্য ব্যাপার আছে বুঝিতে না পাবিয়া লোকটি কবি উবেদেব কাছে গিয়াছিল। উবেদ বলিল, শেখজী তাহাকে দুটা দাঁতন দিয়া তাহার ভক্তি পবীক্ষা করিতেছেন, একটাব দ্বাবা দাঁত পবিষ্কার এবং অপবটি অগ্নিত্র প্রবেশ কবাইয়া দুটিই এক সঙ্গে কাজে লাগাইতে হইবে। লোকটিও তাহাই কবিল, কিন্তু যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে অগ্নি লোকেব কাছে এ ব্যাপার বলিয়াই ফেলিল। ইহা শুনিয়া শেখজী বলিয়াছিলেন, উবেদ এই বদ্ব্যর্থের জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা হাজার গুণ কষ্ট পাইবে। (শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ বসু-কৃত ‘তারিখ-ই-মোবারকশাহী’ব ইংবেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

“যথা বাচাং তথা স্ত্রীণাং সাধুভে দুর্জুনো জনঃ।” সা’দ ফল্ছাপি (দার্শনিক) নামক আমীর-খুস্কর আর এক জন সমসাময়িক নিন্দুক ছিল। ইহাতে কবির কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক শত বৎসর পরে প্রসিদ্ধ কবি ও সাধক হুসুউদ্দীন আবছুর বহমান জামী খোয়াসানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১৪১৪—১৪৩২ খ্রিঃ)। তখন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের বাহিরেও খুস্কর কবিত্ব-খ্যাতি মলিন হয় নাই, স্বয়ং জামী তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক, খুস্কর ফার্সী-কাব্য-সমূহ ছিল তাঁহার পোষাকী কবিতা—দরবারে অনেক সময় পেটের খাতিরে কিংবা রাজ-রোষের ভয়ে লিখিত। এই সমস্ত এখন প্রায় বিস্মৃতির আধাবে ডুবিয়া ঐতিহাসিক ও ফার্সীবিৎ পণ্ডিতদের গবেষণার বস্তু হইয়াছে। কিন্তু খুস্কর মাতার ভাষা ফার্সী কিংবা তুর্কী হইলেও তাঁহার প্রকৃত মাতৃভাষা তৎকালীন অধিকাংশ মুসলমানদের মত হিন্দীই ছিল। এই ভাষায় আমীর খুস্ক তাঁহার আটপৌরে কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দী পদাবলী এবং গ্রাম্য গীত হিন্দু-মুসলমাননির্কির্শেষে দেশবাসীর স্মৃতিপথে আজও জাগরুক এবং নিত্যন্ত সজীব আছে। এইগুলির সহিত পরিচিত না হইলে আমীর খুস্কর প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে ভাষার পার্থক্য ক্রমশঃ দূর করিয়া উভয় সমাজের মধ্যে ভাবের আদান ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য স্তগম করিবার উদ্দেশ্যে কবি ‘খালেক-বারী’ নামে পরিচিত এক অপূর্ণ শব্দকোষ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রচলিত এবং নিত্য-ব্যবহার্য হিন্দী শব্দসমূহের আর্বী ফার্সী কিংবা তুর্কী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। যথা:—

মুশ্ কাকব অস্ত্ কস্তবী কপুব।

হিন্দবী আনন্দ্ শাদী ও স্কব ॥

মুশ্ চুহা গুর্বা বিল্লী মার নাগ।

সোজন্ ও রিশ্ তা বহিন্দী স্নই তাগ ॥

এই শব্দকোষের অধিকাংশই অধুনা লুপ্ত হইয়াছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে এইরূপ শব্দকোষের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।* আমীর খুস্ক দববারী কবি হইলেও তাঁহার আমিরী মেজাজ ছিল না। তাঁহার শেষব কাল গ্রাম্য ভাব ও বেটনীর মধ্যে অতিবাহিত

* খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একই কাবণে দাক্ষিণাত্যেব ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মুসলমানী ভাবাব সহিত পরিচয় আবশ্যক হইয়াছিল। এই ‘খালেকবারী’র মত এই সময়ে ‘বাজব্যবহাবকোষ’ নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। উদাহরণ:—

স্বাযি পৈগবরো জেয়ো যোগীশস্ত কলন্দবঃ।

যোগী ফকীর ইত্যুক্তঃ কাজী পণ্ডিতনামকঃ ॥

শিরসা বন্দনং শিজ্ দা প্রণামস্তীসলমা ভবেৎ।

নমস্কারঃ সলামঃ শ্রাদাশীর্বাদো দুবা স্মৃতঃ ॥

হইয়াছিল বলিয়াই অতি গরীব ও সরল হিন্দু-পল্লীবাসীর প্রতি তাঁহার প্রাণের টান ছিল, শহবেও তিনি ছোট বড় সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পাবিতেন।

এই শ্রেণীর লোকদের জ্ঞাতও তিনি সরল ও সরস দোহা, পঁহেলী এবং গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, দিল্লী শহরে কবির বাড়ীর পাশে চম্বু নামে এক বুড়ীর ভাঙের দোকান ছিল, হিন্দু মুসলমান অষ্টপ্রহর তাহার দোকানে ভিড় জমাইত। কবি চম্বুর ভাং মাঝে মাঝে আশ্বাদন করিতেন কি না জানি না, তবে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয়। একদিন চম্বু কবিকে পাইয়া বসিল, তাহার নামে কবিতা লিখিতে হইবে। তিনি মুখে মুখে নিম্নলিখিত কবিতা আওড়াইলেন, আজও উহা হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। কবিতাটি এই :—

আবৌ কী চোঁপহরী বাজে,

চম্বুকী আটপহরী।

বাহর কা কোই আয়ে নাই,

আয়ে সারা শহরী।

সাফ হুফ কবি আগে রাখে,

জামে নাই তুসল।

আবৌ কে জঁহা সীক সমাবে,

চম্বুকী বাঁ মুসল।

—অন্যেব দরজার, অর্থাৎ বাদশাহী নহবৎখানায়—চাবি প্রহর নহবৎ বাজে; কিন্তু চম্বুর দোকানে অষ্টপ্রহর [ভিড়ের গোলমাল]। এইখানে বাহিবের কেহ আসে না; সাবা শহরবাসী এখানে ভিড় জমায়। চম্বু তাহার ভাং পরিষ্কার ভাবে তৈয়াব করে—উহাতে তুষেব কণামাত্রও থাকে না। অন্যের (ভাঙের ডেলায়) যেখানে শিক প্রবেশ কবিত্তে পাবে, চম্বুর সেখানে মুঘল প্রবেশ কবিত্তে পাবে।

নবোচা বধূর সখীর কাছে রাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণন এবং নিন্দাচ্ছলে পতির প্রশংসা-বিষয়ক “মুক্‌রি” কবিতা আমীর খুস্ক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত দোহা হইতে একটি ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যাইবে—চতুর্দশ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বেচারী স্বামীর স্বভাব ও ছুরবস্বাব কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্ত্রী স্বামীকে চোর, বাদর, কপ্পজর, রুমাল, ঢোল, জুতা, কুত্তা, মশা, মাছির পর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। নিয়ে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

পতিবিষয়ক :—

(ক) নংগে পাও ফিরন্‌ নহি দেত,

পাঁও-সে মিট্টী লগন্‌ নহি দেত।

পাঁও-কা চুমা লেত নিপুতা,

এ সখী সাজন না সখী জুতা।

(খ) দূর দূর করু' তো দৌড়া আয়ে,

ছন্ আঙ্গন ছন্ বাহর জায়ে ।

দীহল ছোড় কহী' নহী' স্তিত্তা,

এ সখী সাজন না সখী কুত্তা ॥

(গ) মেরা যুঁহ্ পোঁছে মোকো প্যাঁব্ করে ।

গব্বমী লগে তো বয়াব কবে ॥

এসা চাহত স্নন্ যহ হাল ।

এ সখী সাজন না সখী কমাল ॥

(ঘ) জব্ মাঁগু তব্ জল ভব লাবে ।

মেবে মনকী বিপত বুঝাবে ॥

মন্কা ভাবী তন্কা ছোটা ।

এ সখী সাজন না সখী লোটা ॥

অনুবাদ অনাবশ্যক । সার কথা, স্ত্রীর পায়ে মাটি লাগিবার জো সেকালেও ছিল না, একালেও নাই । সাত শত বর্ষ পূর্বেও দেবী ঘর্মান্ত হইলে সেবককেই বাতাস করিতে হইত, যখনই স্ত্রীর জলের দরকার, তখনই লোটা ভরিয়া হাজির থাকিতে হইত ।

খুস্কর কয়েকটি পঁহেলী (হেঁয়ালী) :—

(ক) আবে তো অঁধেবী লাবে । জাবে তো সব স্তথ লেজাবে ।

ক্যা জাঁহু বহ কেসা হ্যায় । জৈসা দেখো বৈসা হ্যায় ॥*

(খ) গোবী স্তন্দব পাতলী, কেসব কালে বংগ্ ।

গ্যাবহ দেবব ছোড়্কে চলী জ্যেঠ্কে সংগ্ ॥†

(গ) উজ্জল ববণ অধীন তন্, একচিত্ত দো ধ্যান ।

দেখত্ মে তো সাধু হ্যায়, পব্ নিপট পাপকী খান ॥‡

কবি আমীর খস্ক হিন্দী ভাষা-স্রোতস্বিনীকে রাজস্থানী অপভ্রংশ ও ব্রজভাষার খাত হইতে তাহার বর্তমান প্রবাহে আনয়ন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যাশ্চর্য্য হয় না । খস্কর ভাষা এবং বর্তমান প্রচলিত হিন্দীর মধ্যে বেশী পার্থক্য নাই । তাহার সময়ে ভাষায় সাম্প্রদায়িক বিবোধ ছিল না । তাহার রচনায় কোন কোন স্থলে আরবী ফার্সী ইডিয়ম ও শব্দ প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহা বর্তমান কালে বাংলা ভাষায় ইংরেজীর প্রভাবের

* চক্ষু । অঁখ আনা=চক্ষু উঠা ।

† এগাব দেবব থাকিতে যে ভাণ্ডবেব সঙ্গে চলিয়া যায়—অবহব—যাহা জ্যেষ্ঠ মাসে উৎপন্ন হয় ।

‡ বক । অধীন—পাতলা, খান—খনি, আধাব ।

মতই অপরিহার্য ছিল।* আমীর খস্কর পূর্ববর্তী তিন জন মুসলমান হিন্দী লেখকের উল্লেখ আছে, কিন্তু ভাষার উপর তাঁহাদের প্রভাব কি ছিল, জানিতে পারা যায় নাই। খুস্কই সর্বপ্রথমে হিন্দীর উৎকর্ষতা মুসলমান শিক্ষিত ও সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুর বসন্তোৎসবের মত তিনি মুসলমানদের মধ্যে বসন্তের মেলা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; এবং এই উৎসবে গান করিবার উপযোগী মুসলমানী গীতও লিখিয়া গিয়াছেন। আমীর খস্কর এই প্রচেষ্টা অচিরেই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরে হিন্দীর প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কত দূর পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা সুলতান ফিরোজ তোগলকের বাজত্রে দেখিতে পাই। সুলতানের উজীর-ই-আজম প্রথম খাঁ-জাহানের পুত্র দ্বিতীয় খাঁ-জাহানের (জুনা শাহ্) আদেশে মোলানা দাযুদ মুক্ক-চন্দারঃ প্রেম-কাহিনী সম্বন্ধে এক হিন্দী মসনবী লিখিয়াছিলেন। উহা এতই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল যে, তৎকালীন প্রসিদ্ধ শূফী সাধক তকী-উদ্দীন রব্বানী ধর্ম উপদেশ দিবার সময় মসজিদেব মিম্বর (pulpit) হইতে মাঝে মাঝে এই কাব্য হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। মোল্লা বদায়ুনী লিখিয়াছেন :—

* দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাবতেন্দু হবিশ্চন্দ্রজীব একটি কবিতা তুলনা-সৌকর্যার্থ উদ্ধৃত হইল :—

“চুবন্ খাতে যডিটব্ জাত্, জিন্কে পেট্ পট্চৈ নহি” বাত্;

চুবন্ অমলা বালে খাবে, দুনী বিশবত্ তুবত্ পঁচার্বে।

চুবন্ পুলিসবালে খাতে, সব কাল্লন হজম্ কব্ জাতে,

চুবন্ সভী মহাজন্ খাতে, জিস্ সে জমা হজম কব জাতে।”

† যথা—

হজবত খাজা সংগ খেলিয়ে ধমাল

বাইস খাজা মিল বন্ বন্ আয়ো তামে

হজবত রঙ্গল সাহেব জমাল—হজবত

অবব ইয়াব তেবো বসন্ত বনায়ে

সদা বখিয়ে লাল গুলাল—হজবত

‡ হিন্দী-সাহিত্যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দান, প্রেমগাথা কাব্য-সমূহের মধ্যে ‘মুক্ক-চন্দা’ প্রথম না হইলেও অন্ততম। আমীর খস্কর ফার্সী খেলালী কাব্য ‘দেবলবাণী-খিজির খাঁ’র অনুরণনে এ শ্রেণীর কাব্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, অধিকাংশের মধ্যেই সেই “হমদ্ মোনাজাৎ” ইত্যাদি এবং সেই ঐতিহাসিক আবেষ্টনী। বহিখানিব নাম বোধ হয় ‘চন্দাবৎ’ (সংস্কৃত চন্দ্রাবতী), যথা—জায়সীকৃত পদ্মাবৎ (পদ্মাবতী)। চন্দাবত্ এবং জায়সীব ‘পদ্মাবৎ’ বচনাকালের মধ্যবর্তী সময়ে হিন্দী কবিগণ ‘মৃগাবতী’ (কুতবন শেখ, ১০৯ হিঃ), ‘মধু-মালতী’ (চতুর্ভূজ দাস-কৃত) ‘প্রেমারতী’ (অপ্রাপ্য) ও মুগ্ধাবতী (অপ্রাপ্য) বচনা কবিয়াছিলেন। ‘জায়সী’র পরেও হিন্দী সাহিত্যের এই ধারা বহুদিন চলিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময় উসমান-কবি ‘চিত্রাবলী’ এবং মহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বে কবি নূরমহম্মদ ‘ইন্দ্রাবৎ’ লিখিয়া গিয়াছেন।

.... when certain learned men of that time asked the Shaikh saying, what is the reason for this Hindi Masnavi being selected? he answered, the whole of it is divine truth and pleasing in subject, worthy of the ecstatic contemplation of divine lovers, and conformable to the interpretation of some of the *Ayats* of the Quran, and the sweet singers of Hindustan. Moreover by its public recitation human hearts are taken captive" (Badayuni, 1. Ranking, p. 333) •

সংস্কৃত ভাষা হইতে জ্ঞানবাজি আহরণ করিয়া ফার্সীকে সমৃদ্ধ এবং হিন্দু-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত মুসলমান বিদ্বৎমণ্ডলীকে পরিচিত করিবার আয়োজন সুলতান ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়াছিল। এ সময় কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়—পিঙ্গল* (হিন্দী অলঙ্কার), জ্যোতিষ (Dalail-i-Firuzshahi), নৃত্যকলা-বিষয়ক পুস্তকই ইহার মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

কবি আমীব খুস্ক তাঁহার 'দেবলবাণী-খিজির খাঁ' কাব্যে ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, আর্বী ভাষা—যে ভাষায় কোরাণ নাজেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল, উহা যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাও উহার গায় ব্যাকবণ ও অলঙ্কার দ্বারা সুনিযুক্তিত। আর্বীয় সহিত কিছুই মিশ খায় না, কিন্তু ফার্সী ভাষা পোষাকী ভাষা, উহার সহিত অল্প ভাষা মিশ্রিত করা চলে। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানের গাথা (নামা-ই-হিন্দ) ফার্সী ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? পরে তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি ইহাই ইশারা করিয়া লিখিয়াছেন,—

গলত কবদম্ গব্ আজ দানিশজনী দম্।

না লফজ-ই-হিন্দ-ইন্ত, আজ ফাবসী কম্ ॥ মূল পৃ. ৪১

জে কত্বা দব্ চণীদন্ গশত্ মালুম্।

কে মোবগ-ই ওয়াদীস্ত আজ দিজলা মাহকম্ ॥

কসে কজ গংগ-ই-হিন্দুস্থান ববদ দুব।

জে নীল ওয়া দিজলা লাকদ হস্ত মা'জুর ॥

ভাবার্থ :—হিন্দী-দবিয়াব জল এক ফোটা চাকিয়াই মালুম হইল, মকভূমিব পাখী বাস্তবিকই তাইগ্রীস নদীৰ জলেব আশ্বাদ হইতে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি হিন্দুস্থানেব গঙ্গানদী হইতে বহুদূবে বাস কবে, সে বেচাবার নীল ও তাইগ্রীস নদীৰ প্রশংসা না করিয়া উপায় কি?

হিন্দী ও হিন্দুস্থানেব প্রশংসা করিতে করিতে কবি আত্মহারা হইয়াছেন, ভাবোচ্ছ্বাসে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুস্থানী হইলেও তাঁহার পিতা ছিলেন, খোরাশানী। হিন্দুস্থান হাজাব হইলেও কাফেবের মূলুক, ইহাকে বেহেশতের সঙ্গে তুলনা করিলে মোল্লাবা তাঁহাকে হয়ত কাফের বলিবে—এই আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া তিনি নির্ভীকচিত্তে প্রাণের কথা কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

হুঁ দব্ চীন দীদ্ব বুলবুল-ই-বোস্তা-বা ।
 চেহ্, দানন্দ তুতি-ই-হিন্দুস্থানী-বা ॥
 কসে কামকদ্ব ওয়া আবী দাশ্ ত দব্ কাম ।
 ন-খোবদাহ্, মউজ-বা স্নুজ দেহেন্দ নাম ॥
 খোরাসানী কে হিন্দী গিব্দ-শ্, ঘোল ।
 খসে বাশদ্ব নিজ্-দ-শ তপোল ॥
 সিহা গোয়ন্দ, হিন্দু হমচুনী আস্ত ।
 সওয়াদ-ই-আজম-ই-আলম হমী আস্ত ॥
 বেহেসতে ফরজ কুণ, হিন্দুস্থানী-বা ।
 কজ অঁজা নিসবৎ আস্ত ঈ বোস্তা-বা ॥
 ওয়াগব, না আদম্ ওয়া তাউস-জ অঁ জায়ে ।
 কুজা ঈ জা শুদন্দে মঞ্জল-আরায়ে ॥

ভাবার্থঃ—যে ব্যক্তি চীন দেশেব উজাব ময়দানে (প্যাচা দেখিয়াই) বোস্তানেব (সবুজ উদ্যানেব) বুলবুল দেখিয়াছে বলিয়া ভুল কবে, সে হিন্দুস্থানের তোতাব বিষয় কি জানিবে ?

যাহাব জিহ্বা শুধু পেয়াবা (কামকদ্ব = হিন্দুস্থানী অন্নুদ্ব) ও পানিকল (? আবী = quince) আশ্বাদন করিয়াছে, সে কলা না খাইয়াই কলাকে বলে লাল বড়ই (স্নুজ, = red quince) ।

খোরাসানের লোক যাহারা মনে করে, হিন্দুস্থানের অধিবাসী তাহাদের তুলনায় মাহুযই নয়, মূর্থ বোকা জানোয়াব—তাহাদের কাছে খস্‌ঘাসই তাহুল, অর্থাৎ একই পদার্থ। লোকে বলে, হিন্দুর রং কাল, হাঁ, ইহা ঠিক বটে, কিন্তু এই হিন্দুস্থানই আবার দুনিয়ার সব দেশেব সেরা। হিন্দুস্থানকে বেহেশত্ অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত—কেন না, আমার এই বোস্তান, এই হিন্দুস্থান বেহেশতের সহিত নিসবৎ (সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ) রাখে। তাহা না হইলে ঐ স্থান অর্থাৎ বেহেশত্ হইতে আসিয়া বাবা আদম ও ময়ূর* অথবা কোন স্থানে না গিয়া এই দেশেই বসতি স্থাপন করিতেন না।

‘দিবান-ই-আমীর খুসরু’ নামক পুস্তকে কবি আমীর খুসরুর ভগবৎ-প্রেমোন্মাদনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুর রূপায় তিনি তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মে মতবাদ মাত্রই (dogmatism) সমাজে সংকীর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য, পরধর্ম্মে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা, পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিবেচ ও অন্তঃকামনার জগৎ প্রকৃতপক্ষে দায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মতবাদীর দৃষ্টিতে হুজ্জের তত্ত্ববাদীরাণ দিগ্‌ভ্রান্ত এবং তাহাদের অহুভূতি-লব্ধ জ্ঞান ও

* ইব্লিস্ (শয়তানদেব সর্দার) ময়ূবেব রূপ ধবিয়া মানবজননী ঈভকে জ্ঞানবৃক্ষেব নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিতে প্রলোভিত করিয়াছিল। ইস্‌লামী মতে এই জ্ঞানবৃক্ষ ছিল গম্‌বে গাছ, গম্‌ মুখে দেওয়াব পর তাঁহার লজ্জা, যৌনবোধ ইত্যাদি দেহধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল। স্বর্গ হইতে নির্বাসিত হইয়া মানবদম্পতি সরন্‌ বীপ অর্থাৎ বর্ত্তমান লঙ্কাদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

† “মত্‌-বাদী জানে নাই তত্‌-বাদীকা বাত।

স্বরজ উগে উলুয়া গিনে অঁধাবী রাত ॥”

ভাবোচ্ছাস পাগলের প্রলাপোক্তি মাত্র। আমীর খুস্কর রচনায মাঝে মাঝে এই প্রকার ভাবে 'বেইমানী' বা কাফেরী দৃষ্ট হয়। যথা :—

কাফে-ইশকম্ মুসলমানী মাঝা দবকাব্ নিস্ত ।

হব্ বগ-ই-মন্ তাব্ গশতা হাজত-ই-জুলাব নিস্ত ॥

খলক্ মি-গোয়েদ কে খুস্ক বুৎ-পরস্তী মি-কুনদ্ ।

আরে আরে মি-কুনম্ বা-খলক্-ই-আলম কারে নিস্ত ॥

—প্রেম আমাকে বেইমান কাফের কবিতা তুলিয়াছে, মুসলমানীতে আমার দরকাব নাই। আমার শবীবের প্রত্যেক শিরা (বগ) পৈতার গুণ হইয়াছে, (ব্রাহ্মণের স্বকশোভিত) যজ্ঞোপবীতে আমার প্রয়োজন নাই। লোকে বলে, খুস্ক পুতুল পূজা কবে। হাঁ ঠিক। ঠিক! আমি তাহাই কবি, দুনিয়াব মানুষের সহিত আমার কোন কাজই নাই।

খুস্ক স্ত্রফিয়ানা খেয়ালে একথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহাও সত্য, যাহাদের মনে ভগবৎপ্রেমের আঁচ লাগিয়াছে, বিদ্রোহী প্রতি ঘৃণা তাঁহাদের মনকে কলুষিত কবে না। শেখজী আমীর খুস্ককে তাঁহাব ধর্মপ্রাণতা ও সতেজ ভগবৎপ্রেমের জগ্ন তুর্ক-ই-আল্লা বলিতেন। ইতিহাসেব দৃষ্টিতে খুস্ক শুধু তুর্ক-ই-আল্লা নহেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি এ দেশের প্রথম “তুর্ক-ই-হিন্দ” (Champion of Hind)। দেশাভিমানী কবি হিন্দুস্থান এবং ইবাণ-তুরাণে তুতি-ই-হিন্দ নামে পবিচিত ছিলেন। হিন্দুস্থানের তোতা ইরাণী বুলবুলের পালক পরিয়া জাত ভাঁড়াইবার চেষ্টা কবেন নাই। নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার দরগাহস্থিত আমীর খুস্কর জর্গ কবরকে ভাবতবর্ষের হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকলেরই জাতীয়তার মহাতীর্থ জ্ঞানে ভক্তি কবা উচিত।

কাব্য-পরিচয়

কবি আমীর খুস্ক-রচিত 'দেবলবাণী-খিজির খাঁ' কাব্যেব ঐতিহাসিক বিচার করিবার পূর্বে ইহার কথাবস্ত ও চরিত্রাঙ্কন ইত্যাদির সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন, নতুবা এই কাব্যেব যথার্থ রূপ যাহা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রমূলক ও ভারতীয় রচনাসঙ্গত, উহা আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে না। প্রথমেই বলা আবশ্যক, খুস্ক কবি-গুরু ফিরদৌসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ফিরদৌসী-রচিত 'ইউসুফ-ওয়া-জুলেখা' কিংবা পূর্ববর্তী অগ্ন কবি-গণের লায়লী-মজহু, শিরী-ফব্বাহ্ প্রভৃতি প্রেম-কথাব ছন্দ ও কাব্য-রীতি হয়ত অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু খুস্কর বিষয়বস্ত, রচনাভঙ্গী ও চরিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ মৌলিক।

ফিরদৌসীর বিষয়বস্ত প্রাগৈতিহাসিক—বাইবেলোক্ত জোসেফ কর্তৃক তাঁহার প্রভু-পত্নীর প্রেম প্রত্যাখানের কাহিনী, কিন্তু আমীর খুস্কর বিষয়বস্ত ছিল সম্পূর্ণ সমসাময়িক—নায়ক খিজির খাঁ তখনও জীবিত, নায়কের পিতা বিজয়ী আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। ফিরদৌসীর ইউসুফ-জুলেখা কালিদাসের 'বিক্রমোর্ধ্বা' নাটকের মত প্রাচীন কাহিনীমূলক, কিন্তু আমীর খুস্কর 'দেবলবাণী-খিজির খাঁ' কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'

নাটকের মত অর্ধ ঐতিহাসিক, অর্থাৎ নায়ক সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্র, মালবিকা কাল্পনিক নায়িকা, শেষোক্ত কাব্যের ঐতিহাসিক বেষ্টনীও কাল্পনিক। কিন্তু আমীর খুস্কর ঐতিহাসিক পটভূমির চারি ভাগের তিন ভাগ সম্পূর্ণ সমসাময়িক অভ্যন্ত ইতিহাস। এই পার্থক্যের দকন কালিদাস আমাদের যে ঐতিহাসিক ভ্রম জন্মাইতে পারেন নাই, আমীর খুস্কর তাহা পারিয়াছেন—কেন না, এক সের খাঁটি দুধে আধ পোয়া জল মিশাইলে ল্যাকটোমিটারের আবিস্কর্তাও গোয়ালার কাবসাজী ধরিতে পারিবেন না।

সংস্কৃত কাব্য “আশীনমক্ষিয়া বা” ইত্যাদির দ্বারা আরম্ভ করা হয়, ফার্সী কাব্য কিন্তু শুধু “নমক্ষিয়া” (হমদ) বা আল্লাস্ততি দ্বারা আরম্ভ করিতে হয়। আল্লাস্ততিব পব “মোনাজাত” বা প্রার্থনা, মোনাজাতের পব হজরত রহুল্লাল্লার বন্দনা। তৎকালীন তক্তেব মালিক বাদশার প্রশংসাও কাব্যারম্ভে অপরিহার্য অঙ্গ। এই পর্যন্ত ফিরদৌসী ও আমীর খুস্কর একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমীর খুস্কর ছিলেন পাকা সূত্রী এবং গুরুবাদী সূত্রী, এ জন্ত যাহা ফিরদৌসীর কাব্যে নাই, যথা—“মিহরাজেব” (রহুল্লাল্লার সশরীরে শূত্রপ্রয়াণ ও প্রত্যাবর্তন) মাহাত্ম্য, প্রথম চারি খলিফাব প্রশংসা এবং “মদে-শেখ” বা গীর-বন্দনা—এই সমস্ত আমীর খুস্কর কাব্যারম্ভে নিবদ্ধ হইয়াছে। আমীর খুস্কর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তিনি সহিফা-ই-নসীহৎ বা উপদেশ-পত্রিকা নামক এক অধ্যায়ে রাজাকে উপদেশচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ইহাব পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলাউদ্দীনের পূর্ববর্তী সুলতানগণের বিজয়, আলাউদ্দীন কর্তৃক তাঁহার খুল্লতাত ও শ্বশুর জালালউদ্দীনকে হত্যা ও রাজ্যাবোহণ, আলাউদ্দীনের দিগ্বিজয় ও হিন্দু ধর্মের নাম ও নিশানা লোপ ইত্যাদি বর্ণিত আছে। বর্ণস্তম্ভপূর্ব-চিতোর, তৈলঙ্গ-মাবার বিজয়ের যথাযথ উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। ‘তারিখ-ই-আলাই’ গ্রন্থে কবি যাহা লিখিয়াছেন, ইহাতে নাম ও স্থানের কোন অদলবদল করেন নাই। চিতোরবিজয় উপাখ্যানে কবি তাঁহার কাব্য কিংবা ইতিহাসে রাণী পদ্মিনীর কথা লেখেন নাই। বর্ণস্তম্ভপূর্ব-বিজয়েও নারী-সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ তাঁহার কাব্য বা ইতিহাসে নাই। আমীর খুস্কর তাঁহার ইতিহাসে উলুগ খাঁ কর্তৃক একবার মাত্র গুজরাট-আক্রমণের কথা লিখিয়াছেন। উহাতে মাত্র মন্দির-ধ্বংস ও আনিলওয়ারা পট্টন অধিকারের কথা আছে। রাজ্য করণের নামোল্লেখ, তাঁহাব কারাবাস, স্ত্রী পুত্র পরিবারের বন্দি-দশা কিছুই নাই। ৬৯৮ হিঃ বা ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট বিজিত হইয়াছিল। ৭১০ হিঃ পর্যন্ত (যেখানে তাঁহার ইতিহাস শেষ হইয়াছে) উলুগ খাঁ কর্তৃক দ্বিতীয় বার পশ্চিম দিকে অভিযানের কথা ‘তারিখ-ই-আলাই’ গ্রন্থে নাই। (Elliot & Dowson, iii. 74, 92) আশিকী কাব্যে কবি প্রথম অভিযান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—রায়-ই-গুজরাত উপতাদ ব-বন্দশ্ অর্থাৎ গুজরাটের রাজা বন্দী হইলেন, রাজার কোন নাম নাই (মূল পৃ ৬৪)।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর বিজিত হওয়ার পর খিজির খাঁ চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। মালিক কাকুর দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। এ পর্যন্ত কবির

সহিত ঐতিহাসিকেব বিরোধ নাই। আমীর খুস্ক তাঁহার ইতিহাসে আলাউদ্দীনের রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছুই লেখেন নাই। কবি ইতিহাসেব হাত হইতে মুক্তি পাইয়া এখানে কল্পিত নায়িকাকে পটভূমিতে আনয়ন করিবাব স্বযোগ পাইয়াছেন। আলাউদ্দীন দক্ষিণ ও পূর্বসমুদ্র পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া পশ্চিমসমুদ্র অর্থাৎ কাটিয়াবার উপদ্বীপ জয় করিবার সংকল্প করিলেন, এবং উলুগ খাঁকে সমুদ্রের দিকে (জানিব-ই-দরিয়া) সৈন্য চালনা করিবার হুকুম দিলেন। ঐ সীমান্তে রাজা কবণ নামে এক ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন (মূল পৃ ৮০)। উলুগ খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্ত্রী কমলা দেবীকে দিল্লীতে প্রেবণ করিলেন (পৃ. ৮১)।

কমলাদেবী আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার কিছু দিন পরে এক দিন তিনি দিল্লীশ্বকে নিবেদন করিলেন, রায়করণের ঔরসে তাঁহার দুই কন্যা জন্মিয়াছিল, যখন তিনি দিল্লীতে আনীত হইলেন, তখন কন্যাঘণ্ড স্বামী করণের কাছে ছিল—ইহাদের মধ্যে ছোটটির বয়স ছিল তখন মাত্র ৬ মাস ২ সপ্তাহ, তাহার নাম দেবলদেবী। ইহাকে দিল্লীতে আনিয়া শাহজাদা খিজিব খাঁর সহিত বিবাহ দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা। সুলতান উলুগ খাঁকে আদেশ দিলেন, আপোষ কিংবা যুদ্ধ করিয়া দেবলদেবীকে হস্তগত করিতে হইবে। উলুগ খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রায়করণ দেবলদেবী সহ দাক্ষিণাত্যে দেবগিরির দিকে পলায়ন করিলেন, মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য দ্রুত পশ্চাৎ ধাবিত হইল। দেবগিরি-রাজ রায়-রায়ান সংকন দেব দেবলদেবীকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। (পৃ. ৮৫-৮৬)।

হতরাজ্য গুজরাটপতিকে সসম্মানে দেবগিরিতে আনয়ন করিবার জন্য সংকনদেবের ভ্রাতা ভীলমুদেব আদিষ্ট হইলেন। রায়করণ দেবলদেবীর সহিত দেবগিরিরাজের বিবাহ প্রস্তাবে অনিচ্ছাষ সম্মতি প্রদান করিলেন। রায়করণ দেবগিরি হইতে মাত্র এক ফবসং বা চারি মাইল দূরে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় অল্পসরণকারী তুর্কী সৈন্য অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া দেবলদেবীকে বন্দী করিল। উলুগ খাঁ বালিকাকে নিজ কন্যার মত* তাঁহার পবিজনবর্গেব সহিত অন্তঃপুরে স্থান দিলেন এবং পরে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন।

আলাউদ্দীনেব অন্তঃপুরে যখন নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন খিজির খাঁর বয়স ১০ বৎসর এবং দেবলদেবীর বয়স ছিল ৮ বৎসর ২ সপ্তাহ (পৃ. ৯৩)। দেবলদেবী খিজির খাঁর চেহারাব সহিত তাহার ভাইএর চেহারার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া খিজির খাঁর প্রতি ভগ্নীব গ্ৰাঘ অল্পরক্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে শাহজাদা খিজির খাঁর সহিত তাঁহার মামা (খালা) আলপ্ খাঁর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ৭১১ হিজরীর ২৩এ রমজান বুধবার (ফাল্গুন, ১৩১২ খ্রীঃ)। কবি এই বিবাহোৎসবের—যাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা—সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। শাহজাদা শমস-উল-হক

* চু' ফবজন্দ-ই-খোদ দব্ পব্দা-ই-নুর্।

খিজির খাঁ বরাত সহ বায়ুগামী, শিরাজীর মত লাল গাণের রং, কাল চমর ও চুলবিশিষ্ট কঠিন-জাতীয় বোডায় সওয়ার হইয়া যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে গগনভেদী “বিস্মিল্লা” ধ্বনিব প্রত্যুত্তরস্বরূপ চন্দ্রলোক হইতে তারকাবাজি “হম্‌দুদ-ইল্লাহ্” বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। আলপ্‌ খাঁর (উজ্জয়িনীস্থিত ?) প্রাসাদে উপস্থিত হইলে বব-সভায় শাহজাদা “চার-বালিশেব” মধ্যে উচ্চ মসনদে সমাসীন হইলেন, তাঁহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন—সহযাত্রী আমীর-বুন্দ। বরকত্তার উপর দববারীগণ অজস্র ধন “নিসার” স্বরূপ বর্ষণ করিল। উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য হদিয়া বা উপহার প্রদত্ত হইল। মিশরের খেরাজ (রাজস্ব) কিংবা মদাইন শহরের মাণ্ডল (খাজনা) সমপরিমাণ ধন ইহাতে খরচ হইল। শাহজাদার বাহিরে বেশ প্রকৃষ্টতা ও মুখে হাসি, অথচ এই লৌকিক হাসির অন্তবালে দেবলবাণীর প্রতি তাঁহার আসক্ত হৃদয় অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল। বরাত কত্কাগৃহে তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ঐ বৎসরের অর্থাৎ ৭১১ হিজরীর জিলহিজ্জা মাসের প্রথম তাবিখ রবিবার রাত্রি ১২টার পব (যখন সোমবার আরম্ভ হয়), এক শুভ মুহূর্ত্তে উষাক্ষণে দিল্লী যাত্রা কবিল, বাদশাহী প্রথমত শাহজাদা রত্নখচিত মহামূল্য চতুর্দোলে (কুরসী) উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার উপর অপরিমিত ধন বর্ষিত হইল।

বিবাহের পর নাযক-নাযিকার মিলনেব পথে অভিনব বাধা সৃষ্টি হওয়াতে উভয়ের প্রেমবহিঃ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শাহজাদাব গুপ্তপ্রেমের কথা প্রকাশিত হওয়ায় খিজির খাঁ জাঁহান্নুমা প্রাসাদে আবদ্ধ এবং দেবলবাণী কসর-ই-লাল বা পান্নামহল-দুর্গে প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে উভয়েব মধ্যে প্রণয়-পত্রিকা বিনিময় ও মধ্যে মধ্যে গোপন সাক্ষাৎকার হইত। দেবলবাণীর বিনয়-পত্রিকার প্রত্যুত্তরে শাহজাদা নিজরক্তে রঞ্জিত করিয়া* (খুন-আলদা) পত্র লিখিলেন। রাজপুত্রের “শ্রুন্তং শ্রুন্তং কনকবলযম্” অবস্থা, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মাতা জাহান্নারা আলাউদ্দীনকে অনেক বুঝাইয়া দেবলবাণীর সহিত শাহজাদার বিবাহের অল্পমতি লাভ করিলেন। কসর-ই-লাল দুর্গ হইতে সম্মানে দেবলবাণীকে রাজঅন্তঃপুরে আনয়ন করিয়া এখানে গোপনে কয়েক জন অতি অন্তরঙ্গ ব্যক্তির সম্মুখে দু-জনের বিবাহ-অল্পষ্ঠান নিষ্পন্ন হইল।

* এটা কথার কথা কিংবা কবিপ্রসিদ্ধি নয়। কালির পবিত্র বক্তব্যে এখনও প্রেমিক চিঠি লিখিয়া থাকে। ছই বৎসর পূর্বে তক্ষশিলায় এক রেলের কুলী আমাব পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। কুলীব কাজ করিলেও তাহাব চেহারা ও কথাবার্তায় ভক্তবংশের ছাপ ছিল, সে সাদী ও হাফেজের কবিতা ভাল বকম আবৃত্তি করিত। তাহাব নাম মীর্জা সরওয়াব খাঁ; বাহাদুর শাহ ছিল নাকি তাহার পূর্বপুরুষ। সরওয়ার এক সময়ে বেলে মিস্ত্রীব কাজ কবিত, অবস্থাও ছিল ভাল। সে এক নাপিতের ছেলেব প্রেমে পড়িয়াছিল এবং তাহাব জন্য দুই তিন শত টাকা খরচও করিয়াছিল। মাণ্ডক অভিমান করাতো—সে তাহাব কাছে একবার বক্তব্যে চিঠি লিখিয়াছিল; তাহাব বা-হাতে স্বেচ্ছাকৃত জখমেব দাগ্‌ এখনও আছে।

দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী

কাপালীমিলন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

শ্রীকৃষ্ণের ‘স্বয়ংদৌত্যে’ নানাপ্রকার বেষ কল্পিত হইয়াছে। কখনও তিনি বাজিকর, কখনও বাদিয়া, কখনও দোকানী, কখনও দেয়াশিনী, কখনও গণকী, কখনও চিকিৎসক, কখনও নাপিতানী সাজিয়া অন্তঃপুবে প্রবেশ করিতেছেন এবং শ্রীরাধিকার দর্শন লাভ কবিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, অথবা মানভঞ্জন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু কাপালী বা কপালী বা কাপালিক মিলনের কোনও পদ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই। অনেক প্রাচীন কীর্তন-গায়কের নিকট সন্ধান লইয়াও ইহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি একখানি পুথিতে কতকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাবই পবিচয় এখানে দিতেছি। পুথিখানির বয়স আড়াই শত বৎসর। ইহার এক স্থলে ‘সন ১০২৫ সাল’ পাওয়া যাইতেছে। ইহার স্বত্বাধিকারী পুরুলিয়াব উকীল শ্রীযুক্ত বিমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের। দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সমস্তা উক্তি হইয়াছে, এখনও বোধ হয়, তাহার মীমাংসাব সময় আসে নাই। দীন চণ্ডীদাসের বেশী পদ আমাদের জানা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুথি আছে, তাহাতে বেশী পদ নাই। তবে দীন চণ্ডীদাস যে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি বাঁকুড়া জেলায় সংগৃহীত হইয়া সুরক্ষিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুও তাহার ‘দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী’ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, “দীন চণ্ডীদাস-বচিত দুই সহস্রাধিক পদের মধ্যে প্রায় বার শত পদ মাত্র পাওয়া যাইতেছে।” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালাব ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ঐ উক্তি করিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত পুথিতে ২০০২ পদ পর্যন্ত সংখ্যা আছে। আমাদের পুথিতে দেখিতেছি, পদের সংখ্যা ২৬৫৮ পর্যন্ত আছে। ইহা ছাড়া আরও পদ হয়ত আছে। এই পুথির সকল পদগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা নাই। ২৬৪১ হইতে ২৬৪৫ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বের সংখ্যা নাই। ২৬৪৫-এর পরে ৯টি পদ এগারো হইতে গণিত হইয়াছে। শেষের পদসংখ্যা ২৬৫৮। মাঝের পদগুলি গণনা কবিলে সংখ্যা হয় ২৬৪৫+২০=২৬৫৫, কিন্তু তাহা হইল না কেন? এই পুথিতে যে উচ্চ সংখ্যায়ুক্ত পদ আছে, তাহা হইতে একপ অল্পমান করা চলে না যে, এ পুথি কোনও বৃহত্তর পুথির খণ্ডিত

অংশ। এ পুথিখানি ক্ষুদ্র (আকার ডবল ক্রাউন অপেক্ষা ছোট এবং পত্রসংখ্যা মাত্র ৩২)।
এই ছোট পুথিতে এরূপ ভাবে পদসংখ্যা দেওয়া হইল কেন, ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

নিম্নে যে পদগুলি দেওয়া যাইতেছে, তাহা ‘স্বয়ংদোত্য’র পদ। বৈষ্ণবদাস
‘পদকল্পতরু’তে এই জাতীয় পদের পূর্বে প্রবেশক দিয়াছেন—“সন্তোগবসন্ত স্বয়ংদোত্য”।
উজ্জলনীলমণিতে ‘সন্তোগ’ এবং ‘স্বয়ংদোত্য’র অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেওয়া আছে।
শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্ত নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছেন—ইহাই বর্তমান
পদগুলির ও পদকল্পতরুত স্বয়ংদোত্য সম্বন্ধীয় পদগুলির (প্রকারান্তর) বর্ণনীয় বিষয়।
পদকল্পতরুতে বাদিয়ার বেষে, নাপিতানী বেষে, চিকিৎসক প্রভৃতি বেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার
দর্শন-লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। এই পদগুলিতে কবি কাপালিকবেশে মিলনের বর্ণনা
করিতেছেন। এইরূপ মিলনকে কেহ কেহ স্বয়ংদোত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে প্রস্তুত
নহেন। কেন না, তাহাঁদের মতে ‘স্বয়ংদুতী’ অর্থে শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি বুঝায়।
এই অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারা মনে করেন যে, বৈষ্ণবদাস একটি মনগড়া বিভাগ খাড়া
করিয়াছেন।* কিন্তু বৈষ্ণবদাসের এই রসবিভাগ উজ্জলনীলমণির বিরোধী নহে।
প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, স্বয়ংদুতী শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য।
এই পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই স্বয়ংদোত্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি নিজেকে নিজের
প্রেম-নিবেদন করিবার নানা ছল অবলম্বন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উজ্জলে দেখা যাইবে,
দুতা অর্থে দূরবর্তী নায়ক নায়িকার অভিসার করানো—“দুতামত্র তু তদদূরাদ্
যুনোঁর্ষদভিসারণম্।” উভয়েই এই অভিসারের নিমিত্ত অনেক সময়ে আগুদুতী (সমীকে বা
স্ববলকে) পাঠাইতেছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে নিজেরাও অভিসার করিতেছেন। অর্থাৎ স্বয়ং
মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্ত উপনীত হইতেছেন। যথা—বজ্ররোধ, পুষ্পচয়নচ্ছলে, যমুনাবারি
আনয়নচ্ছলে মিলন। স্বয়ংদুতী অর্থে সেই নায়ক বা নায়িকাকে বুঝায়, যিনি অল্পরাগ-
মোহিত হইয়া স্বয়ং ‘অভিযোগ’ করেন অর্থাৎ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

অভিযোগো ভবেদভাবব্যাক্তিঃ স্তেন পবেণ চ।

নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা মনোভাব প্রকাশের নাম অভিযোগ। তুলনা করুন :

গিবিবব কুঞ্জে চললি ছুই নিবজনে
উজ্জল সমবক লাগি।

নিজ অভিযোগ— বচনক কৌশলে
মনহি মনোভব জাগি ॥—বাধামোহন

‘স্বয়ংদোত্য’ বহুপ্রকার হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ইহা কটাক্ষ ও মুরলীধ্বনিতেই
পর্যবসিত নহে। শ্রীরূপ গোস্বামী ছুই একটি প্রকারের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি
দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র।

ইত্যেতেষামসংখ্যানাং দিগেবেয়ং প্রদর্শিতা।

যথোচিতমমী জেয়া নায়কেহপ্যাবিধিবিধি ॥—উজ্জলঃ, দুতীভেদঃ।

অর্থাৎ স্বয়ংদূতীর লক্ষণ অসংখ্যপ্রকাব। অঘারি শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল লক্ষণ যথোচিতরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। অর্থাৎ কখনও কখনও তিনি স্বয়ংদূতীর হ্রায় স্বীয় অভীষ্টও প্রার্থনা কবিয়া থাকেন।—(রামনারায়ণ বিহারত্বের অনুবাদ)।

ছদ্মবেশাঙ্ক স্বয়ংদোত্য-পদগুলি প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায় :—

বাদিয়ার বেশ—	দ্বিজ চণ্ডীদাস
নাপিতানী বেশ—	” ও চণ্ডীদাস
গ্রহবিপ্র বেশ—	”
দেযাশিনী বেশ—	” ও চণ্ডীদাস
মালিনী বেশ—	চণ্ডীদাস
চিকিৎসক বেশ—	”
বণিকিনি বেশ—	”
বাজিকর বেশ—*	”
দোকানী বেশ—	”

এতদ্ব্যতীত পটুয়া বা পাটদার বেশের পদ দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। দানলীলা এবং নৌকাবিলাসে যে দানী (শুদ্ধগ্রাহক) বা নাবিকের সাজে নায়ককে দেখিতে পাই, তাহা দান ও নৌকাখণ্ড নামক প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র পালার বিষয়ীভূত।

উপরে যে ছদ্মবেশের পদগুলির উল্লেখ আছে, তাহা পদকল্পতরুগ্রন্থে এবং নীলরতন বাবুর সম্পাদিত চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐগুলি যে একই ব্যক্তির রচিত, তাহা বোধ হয় না। চিকিৎসকরূপে মিলনের যে পদ আছে, তাহাতে বাণুলীর নাম আছে :

বাণুলী নিকটে চণ্ডীদাস বটে
এমন কাহার কাজ ॥

আবার একটি পদের (দোকানী বেশ) ভণিতায় আছে :

বজ্রকী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান হৈল সমাধান
সকলি গেল যে লুটে ॥

দীন চণ্ডীদাসের বজ্রকীসঙ্গতি নাই, বাণুলীর সংস্রবও নাই। সুতরাং দীন চণ্ডীদাস ইহাদের অপেক্ষা অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, তিনি যে কোনও অপেক্ষাকৃত পুরাতন আদর্শ অনুসরণ কবিয়া পদগুলি রচনা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাপালী-মিলনের পদে স্ববল সখা সহায়। শ্রীকৃষ্ণ স্ববলের পরামর্শে কাপালী সাজিয়া মোন-

* পদকল্পতরুতে যে বাজিকবমিলনের পদটি আছে, তাহা উদ্ধবদাসের ভণিতায় এবং পদটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দাসীর বেশে দৌত্যের ভাব একরূপ সুবলই গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্ধবদাস ব্যতীত (বাজিকরমিলন) অন্য কাহারও 'স্বয়ংদৌত্য' পদে সুবল সঙ্গী নহেন। উপরন্তু এই পদগুলিতে উভয়ের ছন্দবেশ দেখা যায়। স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে মাত্র নায়কেরই ছন্দবেশ ধাবণের প্রসঙ্গ আছে।

যাহা হউক, দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যায় এই অপ্রকাশিতপূর্ব পদগুলি
কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিলেও কবিতা পাবে।

মল্লার
কহেন সুব[ল] হন রমনি মোহন।
নিবেদি তোমার পাখ কবিয়া জতন ॥
বৃথাভানু পূবে জদী জাবে প্রাণনাথ।
আছএ জুগতি এক মবমক বাত ॥
এক ছলা কখা জাইতে হএ তথি।
অষ্ট কপালির তুমি ধবহ মুকুতি ॥
কপাল জুড়ি লহ যিন্দুব বোচনা।
কবের মাঝারে দুর্কা ধাত্ত লেহ সামা ॥
মোর হাথে রামখডি কহেন সুবল।
তুমি সে থাকিবে মোনে কহিঅ গোচর ॥
আমি সে কহিব কথা তোমা আরাধিঅ।
তোমাতে বসাই জেন কুসাশন দিয়া ॥
তুমি জান আমি দাশী বহিবে মোনেতে।
সকল কহিব আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
জতেক মনের কথা আমি সে কহিব।
তুমি সে কবিঅ মোন নিগুড়ে রহিব ॥
আমি মনের সঙ্গী জানিএ সকল।
গনিএ কবির প্রসন্ন অতি সে নির্মল ॥
দিন চণ্ডীদাস কহে এই ভাল মানি।
চলিলা সুবল সনে স্তান গুনমনি ॥৩২৬৪১॥

তুড়ি ॥

ভাল জুড়ি দিলা যিন্দুর বোচনা
আটকপালির মত।
চলিলা সন্তবে বৃথাভানুপুরে
জেন কপালির মত ॥

সুবলের কবে রামখডি ধরে
নগব ভিতরে গেলা।
এক বৃক্ষমূলে বসি কুতুহলে
আসন পাতিআ দিলা ॥
আপনি বহিলা দাবিকপ হঞা
দেখিতে কপালি বডি।
নগবের লোক আসিআ দেখল
অতি সে সুন্দরি নাবি ॥
সুখাই সকল লোক অনুকুল
এ জন কে জন বটে।
কহ নব বামা এই কোন জনা
কেন বা বসিলে বাটে ॥
চণ্ডীদাস কএ শুন শুনশচএ
এই সে কপালি হএ।
মনের বাসনা পুরএ কামনা
আপন হৃদএ কএ ॥৩২৬৪২॥

বেলয়াব ॥

কেহ কেহ বলে কানাকানি কবে
কোথাহ তোদের বাঘ।
কেন বা যাইলে কিসের কাবনে
এই কবে ইতিহাস ॥
কহে সেই দাশি মুখে মধু হাষি
নাগরি মুখেতে চাএ।
হন সর্ব জন জখিব কারন
গমন হইল এখায় ॥

ইহ যে সর্বজ্ঞ সকলে জ্ঞাত
কহেন মনেব কথা ।
ইহাবে লইয়া কিবি দেব দিয়া
গমন হইল এথা ॥
জাব জেবা কার্য আশি সব বার্য
কহেন সর্বজ্ঞ বানি ।
এ কথা শুনিঞা হরসিত হঞা
সর্বজন্য পুছে পুনি ॥
তবে কহে তাবা হবষিত পাবা
কি লাগে ইহাব পুজা ।
কহেত দাবি বচন উকাষি
চণ্ডিদাস কহে ধজা ॥৮২৬৪৩॥

ধানবা ।

কপালিবা দাসি কহে সভা গোচর ।
খণ্ড পুষ্প দুর্ব ফল রাখিবে গোচবে ॥
আত্মপ তুল্য পুণ চন্দন আগর ।
রস্তাফল মণ্ডা আব বুনা নাবিকল ॥
[ছয় ?] পাই আতব স্নেপেতে ফেলিয়া ।
অষ্ট কলাই নিবে তাহাতে পুরিয়া ॥
রক্ত বস্ন'কডি তিনি নিবে সাত গণ্ডা ।
বষিবে ইহাব কাছে না কহিবে বাড়া ॥
একধাছ একধ্যান একমন করি ।
বসিবে ইহার কাছে না কহিবে বেরি ॥
আমি সে পাতি খড়ি ইহাব আজ্ঞা পায়া ।
ইহ সে আছেন মৌনব্রত আরোপিয়া ॥
মোবে আজ্ঞা আছে আমি কব সকল ।
দিন চণ্ডিদাস কহে সবার গোচব ॥৮২৬৪৪॥

কানডা ।

এ কথা শুনিঞা হবষিত হঞা
নগবেব নাবি জত ।
পুজাব বিধান করি আযোজন
জনে২ আলা কত ॥
কপালিবা কাছে সম্ভে বসিয়াছে
করিয়া একেক ধ্যান ।
জানিয়া কাবণ কবিয়া জতন
পুয়ার সামুগ্ধ আন ॥

বসিলা বমণি কুলেব কামিনী
করিয়া একটি ধ্যান ।
দাসি মন জানি কহিল কাহিনি
খড়ি পাতি বিদ্যমান ॥
কহেন সকল হইঞা নির্মল
জতেক মনেব কথা ।
বিস্ময় লাগিল কপালি কহিল
ঘুচিল হিয়ার বেথা ॥
চণ্ডিদাস কএ নাগিল বিস্ময়
জতেক নগরবাসী ।
এছন বেভাব সহিতে লাগিল
চণ্ডিদাস জানে প্রেমা ॥১০২৬৪৫॥

তুডি রাগ ॥

তবে সে বলিলা অন্তঃপুর দিয়া
জেথেনে কিত্তিকা আছে ।
কপালিবে কহে কহ ২ পুন
কোথাবে বসতি আছে ॥
দাসি কহে তাএ পুছহ আমাএ
কপালি মোনের ব্রতে ।
ইহাব আসিবে তরি অনাআসে
সকলি কহিব চিতে ॥
কাহারে না কহি মৌনব্রতে বহি
ইহা না বোলই কাহ ।
এই সে কপালি জানিহ নিশ্চএ
বডই বডাব বহ ॥
বাচাসিদ্ধ হএ জানিহ নিশ্চএ
ইহাব পুজন পুজা ।
তবে কাম্যসিদ্ধি বহু হএ বিধি
ইহাব উত্তর ধজা ॥
চণ্ডিদাসে কএ সব সিদ্ধি হএ
এই সে দাসিব হৈতে ।
মনেব মানস পুবি তাব আস
এসব ইহারি রীতে ॥১১॥

মালব ॥

ইহার মহিমা কে জন জানে ।
 বাচসিদ্ধ করি ইহাবে মানে ॥
 এই সে কপালি জা কহে বোল ।
 সেই সিন্ধু হএ কহিল ওব ॥
 তুমি বাজবানি লহি [লহএ ?] বানি ।
 মনেব কামনা মনে সে জানি ॥
 পূজহ ইহারে মনে সবে ।
 মনেব ব্যক্তি পুরব তোবে ॥
 সকল জানিব পাইবে সাক্ষি ।
 কে বোল আমার মূলের লক্ষি ॥
 হাসি বাজবাণি কিত্তিকা কএ ।
 জে কথা আমার মনেতে লএ ॥
 পূজন সামিগু সাক্ষাতে বাণি ।
 একটা বিআনে মুদি আখি ॥
 তবে রাজরানি বৈঠল ঠাঅ ।
 কপালিবদন নখনে চাএ ॥
 কব জোড়ে বহী একট ধ্যানে ।
 চণ্ডিদাস দেখি হরস মানে ॥১২॥

কানড়া ॥

কিত্তিকা জুড়িএ কব ভাবএ মনে সব
 কহ ২ কপালিবে কএ ।
 মোর জেবা আছে সাধ ইহা না কবিবে বাদ
 এই বব মাগি তুআ পাএ ॥
 তুমি সে সকল জান কী বলিব বিগ্ৰহান
 আমাব বাসনা করি পূব ।
 তবে সে তুমার পাএ সব নিবেদিব তুএ
 জদি হএ দয়ার ঠাকুর ॥
 কি মোর বাসনা বটে কহ মোব হনিকটে
 তবে সে মহিমা জানি তোব ।
 হৃদএর কথা আছে জানিঞা কহিবে কাছে
 এই নিবেদন আছে মোব ॥
 সকল কহিবে তুমি তবে সে মহিমা জানি
 কহ দেখি বিচাব করিয়া ।

* * *

ভাল বলি মাথা লাড়ি সধনে হুকার ছাড়ি
 কপালি কল্পিত কলেবব ।
 ভূমে ফেলে খড়ি দাসী কহে সব পরকাষি
 কহে জত হৃদএ সব ॥
 জানিল সকল তন্ত মুখে পড়ে মহামন্ত্র
 কিত্তিকা হৃদএ জে ছিল ।
 একে ২ সব জানি কহিতে লাগিল পুনি
 জেবা চিত্ত সকল কহিল ॥
 কহিল কিত্তিকা বানি মোব মনে কথা জানি
 বিস্তার কবিতা কিছু বল ।
 দিন চণ্ডিদাসেব বানি জে বব মাগিলা রাণী
 হনিঞা আনল চিত হল্য ॥১৩॥

কহেন হুবন হবস হযা ।
 কহিতে লাগিলা বদন চায়া ॥
 তোমাব বাসনা জে আছে মনে ।
 সকল কহিব মনে স্থনে ॥
 তবে কহে দাসি হৃদ[য] কথা ।
 ঘুচাইব সব মনেব বেথা ॥
 তবে কহে দাসি হুনগো রানি ।
 সাফল কবিব তোমাব প্রাণি ॥
 বাণি কহে তবে কি মোব চিতে ।
 খড়িব কখন কী কহে ভিতে ॥
 তবে কহে দাসি বাসনা এই ।
 হুভকর্ষ ফল ভাবিলে সেই ॥
 তোমাব নন্দিনী সমান বব ।
 এই সে হইল তোমাব সব ॥
 মনের মরম কহিলা বানি ।
 সকল বীচাব কহিলে তুমি ॥
 এই সে কামনা মনেতে ছিল ।
 খড়ি উঠাইতে সকল পালা ॥
 চণ্ডিদাস কহে এই সে ভাল ।
 তোমাব জনম সাফল ভেল ॥১৪॥

শ্রীরাগ ।

কির্তিকা কহেন স্নান কপালির দামি ।
 ভালমতে ইহারে করিয়া দিব খুসি ॥
 আমার বাসনা যদি অবসর্য পুবিবা ।
 ভালমতে তোমার কবিআ দিব সেবা ॥
 কনক কঙ্কন দিব নানা আশ্ববন ।
 গলে গজমোতি দিব অনেক ভূসন ॥
 মোর বড় সাদ আছে সকল कहিলে ।
 তুমি সর্ব জ্ঞান বট সকলি জানিলে ॥
 এই মোর বাসনা হই জবে সিদ্ধি ।
 তোমাবে তুসিব দিব কত সত নিধি ॥
 হাসিয়া কপালি কহে ঘন মাথা নাড়ে ।
 মুদিত নঅন সঘন নিশ্বাস এড়ে ॥
 বাম করে নানা পুষ্প কির্তিকার করে ।
 পুরিব কামনা তোব জানিহ অন্তবে ॥
 জে বর মাগিবে রাগি সেই বর দিব ।
 চণ্ডীদাস বলে আমি বর মাগি নিব ॥১৫॥

কহেন স্তবল হইয়া নির্মল
 স্ননগো কির্তিকা রাগি ।
 সাফল করিব তোমার জীবন
 বর দিব ইহা জানি ॥
 করজোড়ে বলে কপালিব পাএ
 এই বর দেহ তুমি ।
 জনমে ২ তোমারে সেবিব
 পূজন করিব আমি ॥
 তুমি অন্তজামি সব জানি তুমি
 কিবা সে আমার মনে ।
 বিচাৰিআ কহ কপট না রহ
 বঞ্চনা কবহ কেনে ।
 মনেব মরম কিবা সে করম
 কিবা দিবে তুমী বর ।
 আমার অন্তরে ভাবিহু সন্তরে
 কহ ২ দেখি তার সর ॥

তবে কহে দাসি হৃদয় প্রকাশি
 স্ননগো কির্তিকা রাগি ।
 আপন তনআ ভাল বর পায়া
 তারে সমর্পিব আমি ॥
 এই বর মাগি হযাছ বিয়োগি
 সাফল কবিব তাই ।
 এমন পিরিত্তি হুখের আরতি
 দিন চণ্ডীদাসে গাই ॥১৬॥

ভৈববী ।

মনের মরম পাইল তখন
 পূলকিত হল্য তনু ।
 কপালিব পাএ সঘনে লোটাএ
 নিবেদন কবে পুন ॥
 মোর জে বা মনে জানিল কেমনে
 कहিল মনেব কথা ।
 এত দিনে মোব হুস্ত দমা ভেল
 ঘুচিল হিয়াব বেধা ॥
 কহ ২ বাগি আরবাব স্ননি
 তুমি সিদ্ধ বট দেবা ।
 আপন নিছিয়া তোমাবে ভজিব
 নিগুড়ে কবিব সেবা ॥
 বলিহাবি জাই তোমাব বালাই
 মনেব কথাটা জানি ।
 বর দিলে যদি হুখেব অবধী
 জেন হুস্ত হএ স্বামি ॥
 তবে মাথা নাড়ি কপালি উঘাডি
 ঠাবিয়া দাসিবে কেএ ।
 মাগি লেহ বর আমাব গোচব
 দিব তোবে অতিষএ ॥
 চণ্ডীদাস বলে বর দিল তোরে
 আছএ জগতে সারা ।
 তোমার তনএ আনিহ এথাএ
 সকল বরেব সাবা ॥১৭॥

বেহাগড়া ॥

দাসি বলে স্থান রাণি আমা[ব] বচন ।
 কপালিবে আসিয়া ককন দবসন ॥
 গোচর নহিলে বব দিব কিবাকপে ।
 তোমাবে কহিল রাণি সঘন সরাপে ॥
 দেখিয়া দিবেন বর হবস হইয়া ।
 আসিয়া পড়ুন পাএ প্রণাম কবিয়া ॥
 কপালি বদসি হুনিঞা বাণি ।
 হবসে আনিতে গেলা আপন নন্দিনি ॥
 প্রবেসি মহল ঘবে কিস্তিকা রমণী ।
 স্থতিয়া মন্দির ঘবে স্থখে বিনদিনি ॥
 কিস্তিকা জাইআ নিল আপনার কোলে ।
 লক্ষ্য চুষ দিল বদনকমলে ॥
 বাধাবে লইয়া কোলে বাহিব হইল ।
 চণ্ডিদাস কহে কপে সব আল কৈল ॥১৬॥

নাসাএ বেসব অতি মনোহর
 নআনে কাজররেখা ।
 দেখিতে কি দেখি পিছলএ আধি
 জেন কাল মেঘ দেখা ॥
 দমন জেমন 'কি কহি উপাম
 জেন দাড়িষ বিজে ।
 বিষু অধর জেন হিঙ্গুল
 মোড়িছে তাহার মাঝে ॥
 হিয়ার কাচুলি কবে বলমলি
 গলাএ মোতিমহার ।
 কর্নক ভূষন নানা অভবন
 মহিমা নাহিক তাব ॥
 নিল সে অশ্বব জেন মেঘবব
 তৈছন তাহাব ছটা ।
 চবনে নপুর বাজএ মবুব
 চণ্ডিদাস দে[খে] ঘট ॥১৭॥

গড়াধানসী ॥

বাধা নিঞা কোলে আনন্দ হিলোলে
 স্থথের নাহিক যোব ।
 আসিয়া সাগরে থাই নাহি পাএ
 আপন আপনি ভোর ॥
 হেরিতে তনয় মুখ ।
 কত নিধি পাএ আনন্দ হিয়াএ
 কতি গেল বোহ দুখ ॥
 বাঞ্চল চাঁচর চিকুর স্থন্দর
 কবরি সাজল তাএ ।
 নানা মূলদাম অতি অনুপাম
 স্থগন্ধে ভরমা ধাএ ॥
 ভালে সে সিন্দূর কোটা বিলম্বর্গণ
 চৌদিগে চন্দনবিন্দু ।
 অকান বেড়িয়া তাবাব পশবা
 উদয় হইল ইন্দু ॥

জয়ন্তী ॥

বাহিব হইলা রাণি কোলে লঞা বাধা ।
 সনাব প্রতিমা জেন তাহে নাহি বাধা ॥
 বিজুরি ইজুরি পড়ে চলিতে ধরনী ।
 সনার কমল জেন কনকদাপুনি ॥
 কিএ গোরচনা জিনি কৈতকির দল ।
 কনক চম্পক জিনী ববণ উজ্জল ॥
 ধবনি পুলক মানি চলিতে চরন ।
 মনসিজ লাঞ্চ ভবি হবিল চেতন ॥
 কিস্তিকা জননি কোলে পড়িছে বিজুরি ।
 বিহি নীরমিল কোএ এমত কুমারি ॥
 চলিলা কিসোরি গুবি বালি দিটি ॥ এডি ।
 চবন নপুর বাএ সভা হল্য বড়ি ॥
 দেখিয়া স্থবল চিহ্ন হরিল তখন ।
 কৃষ্ণেব সমুখে দাগুইল দুই যন ॥
 দাসি কহে কপালির চরন কমলে ।
 দিনী থিনি চণ্ডিদাস দুবেতে নিহালে ॥১৮॥

গুজ্জরি ॥

বড় অপকপ দেখিআ হৃন্দব
মোহিত মানল চিতে ।
কপের ছটাএ মদন মুকছে
হুনিতে নপুব গিতে ॥
বিহি নিবমিল কি ।
হেন তোর কস্তা জগজন ধস্তা
তাহাবে বলিব কি ॥
ভুমান ভাগ্যের দিতে নাহি ওব
স্ববল দাসিতে কএ ।
কপালির পানে চাহে ঘনে ২
মুগধ হইয়া বএ ॥
কৃষ্ণ চিত ভেল আধিক বাড়িল
ধবি কপালিব বেস ।
মুচ্ছিত মানল হিআ ভেল চল
না হএ সম্বিত লেস ॥
পাছে সহচাঁরি নিতুেষেতে ধবি
লইল কপালি আগে ।
কটাক্ষ তপনে নঅনে২
উঠিল বিসন বাগে ॥
এক দিটি তাএ দিলা জহুবাএ
তন মন ভেল ভোব ।
চণ্ডিদাস কএ হেন মনে লএ
ধবিতে চাহেন কোব ॥১২॥

দাক্ষিণাত্য ত্রী ॥

নঅনে২ মিলন হৈতো ।
হিষা ভবি পিঅল চিতে ॥
মনসিজবান বিকিল তাএ ।
অস্থির হইল এ জহুবাএ ॥
কপের ছটাএ নয়ান ঝাপে ।
জেমত পড়িলা বসেব কুপে ॥
পড়িআ অগাদ দবিআ পবে ।
থাহ না পায়ই বসেব ভরে ॥
মুখদ নাগর সাঁতুবি তাযে ।
উঠিতে কিনারে স্থলা [না] পাএ ॥
বসেব সমুদ্রে চাহিএ মিন ।
নয়ান সফবি দুহার চিন ॥
আবসে চাহিএ সিহালা তাএ ।
ত্রীমতি কিকো[শো] ? বি চিকুর ভাএ ॥
আবেসে চাহিঅ কমল যুল ।
ত্রীমতি বাধাব আনন মুল ॥
বাডব আঙন সমুদ্রে থাকে ।
কাহুর বিবহ আঙন চাকে (৭) ॥
আবসে থাকএ সাগর মিন ।
স্ত্রাম তাহে ভেল মগবচিন ॥
বসের সমুহ স্তবেব সাব ।
চণ্ডিদাস কহে লীলা অপাব ॥২০॥২৬৫৮॥

ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ

শ্রীবাজেজ্ঞানাথ ঘোষ

সাহার উপর যত প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাব বিষয়ে তত জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক হয়,—এই নীতির অনুসরণ, সকলেই সকল ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন। এই প্রভুত্বের শেষ, জগতের উপর প্রভুত্ব, এবং এই জ্ঞান লাভের শেষ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের কারণের জ্ঞানে। সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ হইলে, প্রভুত্বলাভের অপর বিষয় আর না থাকায় সেই স্থলেই প্রভুত্বলাভ-কামনার শেষ হয়, আর যে বিষয়েব জ্ঞান লাভের ইচ্ছা হয়, সেই বিষয়ের কারণের জ্ঞান লাভ হইলে তাহার বিষয়ে জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে না, আর তখন তাহার উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য লাভের সামর্থ্য হয়। আর এই প্রভুত্বলাভের কামনা আমাদের যেমন স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই কামনার শেষও আমাদের হয় না—ইহাই আমাদের স্বভাব। এইরূপে সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব লাভের জন্ত, জগতের কারণজ্ঞান-লাভার্থ, স্তবীসমাজ সর্বদাই সমুৎসুক, আবহমান কাল হইতে মনুষ্য-সমাজে এই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যোগবিজ্ঞান, সকল পথেই অবিরত এই চেষ্টা কত যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন পথেই অত্যাধি উদ্বেগ সিদ্ধ হইতেছে না, অধিক কি, হইবে বলিয়াও আশা-ভরসা বড় বেশী নাই। কারণ, সমগ্র জগতের মূল কারণের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ, জগতের মধ্যে থাকিয়া সম্ভবপব হয় না। জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্বে এবং জগতের বাহিরে না থাকিতে পাবিলে, এক কথায় জগদতীত না হইতে পারিলে জগৎকারণের পরিচয় লাভ অসম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেও জগৎকারণের জ্ঞানলাভচেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই, এবং হইবে বলিয়াও আশা নাই। জগতের উপর প্রভুত্ব লাভেব স্পৃহা যেমন আমাদের স্বাভাবিক, জগতের মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভস্পৃহাও তদ্রূপ আমাদের স্বাভাবিক। বিশেষ এই যে, জগতের মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভস্পৃহা অপেক্ষা প্রভুত্বলাভের স্পৃহাটি প্রবলা।

এইরূপে এই স্বাভাবিক চেষ্টার ফলে জগৎকারণ-বিষয়ে অনাদিকাল হইতে নানা মতবাদ জন্মলাভ করিয়াছে, এবং ইহাদের মতভেদের কোন মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই, এবং বর্তমানেও হইতেছে না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে কি না, সে বিষয়েও বিদ্বদ্বৃন্দ সন্দেহান। ইহা দেখিয়া এক দল স্তবী বা ঋষিবৃন্দ, জগতের সৃষ্টিকর্তা জগদতীত এক জন ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, তাহার বাণীর সাহায্যে এই জগৎকারণতত্ত্ব নির্ণয়ে স্মরণাতীত কাল পূর্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেই ঈশ্বরবাণীর স্বরূপ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। নানা ধর্মাবলম্বীর অথবা নানা সম্প্রদায়ের নানা ধর্মগ্রন্থের বাণীই ঈশ্বরবাণী কেন নহে বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। ইহাতে কতকগুলি ব্যক্তি প্রাচীনত্বের প্রামাণ্যাদিকা

স্বীকার করিয়া বেদশাস্ত্রকেই প্রকৃত ঈশ্বরবাণী বলিয়া জগৎকারণতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কালক্রমে সেই বেদার্থেই আবার বিরোধ উপস্থিত হইল, এবং বেদ-বিভাগকর্তা মহর্ষি বেদব্যাসের কথাতেই সেই বিরোধ মীমাংসিত হইল বলিয়া অনেকেই মানিয়া লইলেন। এই বেদ এ স্থলে বেদান্ত বা উপনিষৎ এবং সেই বেদব্যাসের কথা এ স্থলে ব্রহ্মসূত্র নামক একখানি দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া সূধীসমাজে পবিচিত। মহর্ষি বেদব্যাস এই সূত্রগ্রন্থসাহায্যে উক্ত বেদান্ত বা উপনিষদের অর্থ নির্ণয় করিয়া দিলেন।

কিন্তু কালক্রমে সেই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ লইয়াই আবার মতভেদ উপস্থিত হইল, এবং এই মতভেদ এতই অধিক হইল যে, ইহার মীমাংসা, স্বয়ং বেদব্যাস আবার হস্তক্ষেপ না করিলে বুঝি হইবার নহে,—মনে হয়। এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থাবিকাশের জ্ঞান কালে কালে যে সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত যে সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়, সেগুলি কোনটিই দেড় হাজার বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নহে। এই সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি অগণ্য হইলেও যেগুলি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জগৎ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারা সংখ্যায় দশখানির অধিক নহে। যথা—১। শঙ্করভাষ্য, ২। ভাস্করভাষ্য, ৩। বামাত্মজভাষ্য, ৪। নিম্বার্কভাষ্য, ৫। মাধ্বভাষ্য, ৬। শ্রীকৃষ্ণভাষ্য, ৭। শ্রীকর বা শ্রীপতিভাষ্য, ৮। বল্লভভাষ্য, ৯। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য, এবং ১০। বলদেবভাষ্য। এস্থলে ইহাদের আবির্ভাবক্রম-অনুসারে ইহাদের উল্লেখ করা হইল।

এই সকল ভাষ্যই প্রায় সকল বিষয়েই বিভিন্ন মতাবলম্বী। শঙ্কর মতের প্রতিবাদ ভিন্ন প্রায় কোন বিষয়েই সকলে একমত নহেন বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। ইহারা সকলেই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসসম্মত অর্থের আবিষ্কারে উগ্ধত। জগৎকারণ সম্বন্ধে যেমন ইহারা বিভিন্ন মতাবলম্বী, তদ্রূপ ব্রহ্মসূত্রের সংখ্যায়, ব্রহ্মসূত্রের পাঠে, সূত্রের অর্থে, সূত্রের ক্রমে, বিচার্য বিষয়ানুসারে সূত্রসংগ্রহে, এইরূপ বহু বিষয়েই ইহারা বিভিন্নমতাবলম্বী। ইহাদের এই প্রকার মতভেদ দেখিলে, মনে হয়, সূত্রকারের কি অভিপ্রায়, কি তাৎপর্য, তাহা জানিবার বুঝি আশা উপায় নাই। ইহাদের পাণ্ডিত্য, ইহাদের প্রতিভা, ইহাদের যুক্তিপটুতা দেখিলে, মনে হয়, ইহাদের যুক্তির বা ব্যাখ্যার দোষগুণ, শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয় এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। বিশেষতঃ সূত্রপাঠাদিতে মতভেদ দেখিয়া মনে হয়, এই ব্রহ্মসূত্রকে ব্যাসের “মত” বা উপনিষদের “মত” বলিয়া প্রমাণ প্রদর্শনের চেষ্টাই আমাদের ব্যর্থ। যাহার পাঠেই এত মতভেদ, তাহার অর্থে যে ঐকমত্য আরও অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ ব্রহ্মসূত্রকার যে তাঁহা গ্রন্থের একপ পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থ হউক বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন—ইহা কখনই সম্ভবপন নহে। কিন্তু ফলতঃ তাহাই আজ ঘটিয়াছে। আজ বৈদিক ভারতের অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন দেখা যায়। যখন যে সম্প্রদায় জন্মলাভ করিয়াছে, তখন সেই সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যাদি করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের দৃঢ়তা-সাধন করিয়াছেন, এবং তাহাই ব্যাসমত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য,

সকলেরই লক্ষ্য এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা জগৎকারণ নির্ণয় করা, আর তদনুসারে জীবনের কর্তব্য-নির্ণয় বা জীবনযাত্রা নির্বাহ। যে সকল সূধীবৃন্দ অণু উপায়ে জগৎকারণ-নির্ণয় অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরবাণী বেদ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, আজ কালক্রমে সেই সূধীসম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার এই অবস্থা। এই সব দেখিয়া মনে হয়, ব্রহ্মসূত্রেব নাম করিয়া কোন মতবাদ সমর্থন বা প্রতিষ্ঠা করা আজ নিষ্ফল। নিম্নে এই মতভেদ সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ সূত্র-সংখ্যাতে যে বিরোধ, তাহা এই—

শঙ্করভাষ্যে সূত্র-সংখ্যা—৫৫৫	শ্রীকণ্ঠভাষ্যে সূত্র-সংখ্যা—৫৪৫
ভাস্কর " " ৫৪১	শ্রীকর " " ৫৪৪
রামানুজ " " ৫৪৫	বল্লভ " " ৫৫৪
নিম্বার্ক " " ৫৪৯	বিজ্ঞানভিষ্কু " " ৫৫৫
মাধ্ব " " ৬৪	বলদেব " " ৫৫৮

তাহার পব এই সব সূত্রের দ্বাৰা এই গ্রন্থে যে সকল বিচার্য বিষয় অর্থাৎ অধিকবর্ণ রচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাতেও ভাষ্যকাবগণের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে, যথা—

শঙ্করভাষ্যে অধিকবর্ণ-সংখ্যা—১৯১	মাধ্বভাষ্যে অধিকবর্ণ-সংখ্যা—২২৩
ভাস্করভাষ্যে " " ১৮৯	শ্রীকণ্ঠভাষ্যে " " ১৮১*
রামানুজভাষ্যে " " ১৫৭	শ্রীকবভাষ্যে " " ১৭৪
নিম্বার্কভাষ্যে " " ১৩৫	বল্লভভাষ্যে " " ১৬০

তাহার পর সূত্রপাঠে শব্দভেদ বা বর্ণভেদ নিবন্ধন বিরোধও যথেষ্ট, যথা—

শঙ্করভাষ্যে পাঠভেদ—৩ সূত্রে	শ্রীকণ্ঠভাষ্যে পাঠভেদ—৩৯ সূত্রে
ভাস্কর " " ৬০ "	শ্রীকব " " ৭৯ "
রামানুজ " " ৫৪ "	বল্লভ " " ৩২ "
নিম্বার্ক " " ৪৫ "	বিজ্ঞানভিষ্কু " " ৩৬ "
মাধ্ব " " ৬২ "	বলদেব " " ৫৪ "

এইরূপ একটি সূত্রে দুইটি করায় যে পাঠভেদ হইয়াছে, তাহা এই—

রামানুজভাষ্যে দুইটি সূত্রে একটি সূত্র কবা হইয়াছে	—৬ স্থলে
শ্রীকণ্ঠভাষ্যে ...	৬ "
নিম্বার্কভাষ্যে ...	২ "
মাধ্বভাষ্যে ...	৬ "
বলদেবভাষ্যে ...	৪ "

তদ্রূপ দুইটি সূত্রে একটি সূত্র কবায় যে পাঠভেদ হইয়াছে, তাহা এইরূপ —

ভাস্করভাষ্যে দুইটি সূত্রে একটি করা হইয়াছে	—৪ স্থলে
রামানুজ	১৪ ”
নিষার্ক	৮ ”
মাধব	১ ”
শ্রীকণ্ঠ	১৪ ”
শ্রীকব	১২ ”
বল্লভ	২ ”
বলদেব	২ ”

অতিরিক্ত সূত্রগ্রহণে পাঠভেদ, যথা—

রামানুজভাষ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ কবা হইয়াছে	—৩টি সূত্র ।
নিষার্ক	৩ ”
শ্রীকণ্ঠ	৩ ”
শ্রীকব	২ ”
মাধব	৬ ”
বল্লভ	১ ”
বিজ্ঞানভিষ্ণু	১ ”
বলদেব	১ ”

গৃহীত সূত্র বর্জনে পাঠভেদ, যথা—

ভাস্করভাষ্যে বর্জিত হইয়াছে	—৬টি সূত্র ।
রামানুজ	২ ”
নিষার্ক	২ ”
মাধব	৩ ”
শ্রীকণ্ঠ	২ ”
বল্লভ	১ ”

সূত্রক্রম-বিপর্যয়ে পাঠভেদ, যথা—

রামানুজভাষ্যে সূত্রক্রম বিপর্যয় কবা হইয়াছে	—২ স্থলে
মাধব	১ ”
শ্রীকণ্ঠ	২ ”

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সব বিরোধের মূলে কেহই শাস্কর ভাষ্য অপেক্ষা কোনও প্রাচীন ভাষ্যের স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। মনে হয়, তাঁহারা কেহই এরূপ প্রাচীন ভাষ্য দেখেন নাই। এ সব স্থলে ইহাদের নিজ নিজ উক্তি বা যুক্তিই প্রমাণ

বলিয়া বিবেচিত হউক—ইহাই যেন ইহাদের ইচ্ছা। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ ভেদ করিতে হইলে প্রাচীনতর গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা যে কেন ইহাদের মনে উদ্ভিত হইল না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই জন্তই মনে হয়, তাঁহাদের সময় প্রাচীন ভাষা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, ব্রহ্মসূত্রমধ্যে সূত্র-সংখ্যায়, বিচার্য্য বিষয়-সংখ্যায় অর্থাৎ অধিকরণ-সংখ্যায়, সূত্রপার্শ্বে, ১০ জন ভাষ্যকারের মধ্যে কতই মতভেদ ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পূর্বপক্ষেব সূত্র এবং সিদ্ধান্তপক্ষের সূত্রনির্দেশেও মতভেদ পবিলক্ষিত হয়। এখানেও সকলে একমত নহেন। ইহার পর সূত্রমধ্যে যে শ্রুতির বিচার করা হইয়াছে, তাহাতেও মতভেদ। কেহ বলেন—এই শ্রুতি এই স্থলে বিচারিত হইয়াছে, কেহ বলেন—না, এই শ্রুতি বিচারিত হইয়াছে। কেহ বলেন—এ স্থলে এই শ্রুতি লক্ষিত হইয়াছে, কেহ বলেন—না, অগ্ন। কেহ বলেন—এ স্থলে পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডিত হইয়াছে, কেহ বলেন—না, এ স্থলে পাঞ্চরাত্র মত স্থাপন করা হইয়াছে। আবার অপরে বলেন—না, এস্থলে শাক্ত মত খণ্ডন করা হইয়াছে। সর্বোপরি কেহ বলেন—ব্রহ্মসূত্রের মত—অদ্বৈতবাদ, কেহ বলেন—ভেদাভেদবাদ, কেহ বলেন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কেহ বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কেহ বলেন—দ্বৈতবাদ। আবার কেহ বলেন—নিগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, কেহ বলেন—সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। কেহ বলেন—উভয়ই। কেহ বলেন—বিষ্ণুই প্রতিপাদ্য, কেহ বলেন—শিবই প্রতিপাদ্য, আবার কেহ বলেন—না, শক্তিই প্রতিপাদ্য। গুণা, যায, পঞ্চ দেবতাপর পাঁচ প্রকার ভাষ্যই ব্রহ্মসূত্রের ছিল। এইরূপে দেখা যাইবে, ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে কত প্রকার মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক মতের ভাষ্যেরই অমুগামী যে কত লোক, কত মনোবী, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক মত-প্রবর্তকই অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ইহা তাঁহাদের জীবনচরিত এবং কিম্বদন্তী হইতেও জানা যায়। তাহার পর এই সকল ভাষ্যকারই প্রায় নিজ নিজ মতের এবং নিজ নিজ ব্যাখ্যার প্রাচীন ঋষিমূলকত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিক কি, ইহার সকলেই প্রায় নিজ নিজ সম্প্রদায়কে ব্যাস-সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা ব্যাস-সম্প্রদায়সংশ্লিষ্ট করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। অথচ সকলেই বহু বিষয়েই বিভিন্নমতাবলম্বী। ফলতঃ ব্রহ্মসূত্রের অর্থ নির্ণয় করিয়া জগৎকারণনির্ণয়রূপ অলৌকিক বিষয়ে অলৌকিক প্রমাণ-স্বরূপ শ্রুতির অর্থ নির্ণয় আজ যেন এক প্রকার অসম্ভব বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। জানি না—প্রাচীন কালেও ব্যাসসম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-নির্ণয়ে এইরূপ মতভেদ হইয়াছিল কি না? কারণ, অদ্বৈতবাদিগণ, স্বন্দ উপপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতাকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলেন, আর বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলেন। উভয়েই শাস্ত্রপ্রমাণ দেন। কিন্তু যথার্থ ভাষ্যলক্ষণ কোন স্থলেই নাই—ইহা অতিস্পষ্ট। সূতসংহিতা বা ভাগবতে সূত্রও নাই, সূত্রব্যাখ্যাও নাই। ইহাদিগকে বৈশেষিকের প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের গ্রায ভাষ্য বলাও যায় যায় না। এ জন্তও উহা অর্থবাদবিশেষ, মনে হয়।

এখন তাহা হইলে উপায় কি? ষাঁহারা বেদকে ঈশ্বরবাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া জগৎকারণনির্ণয়ে সমুৎসুক, তাঁহাদের উপায় কি? তাঁহারা কি শ্রুতির প্রামাণ্যই পরিত্যাগ করিবেন? অথবা মহর্ষি ব্যাস-প্রদর্শিত শ্রুত্যাৰ্থমীমাংসারূপ ব্রহ্মসূত্রকেই পরিত্যাগ করিবেন? এবং নিজেরাই যাহা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত, তাহাই জগৎকারণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন? অথবা যোগশক্তি অর্জন করিয়া তদ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন? কিন্তু বৈদিক ধর্মাবলম্বীর শ্রুতি পরিত্যাগ করা যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ ব্যাসসূত্র উপেক্ষা করাও অসম্ভব। কারণ, তাঁহারা পুরুষাত্মক্ৰমে শুনিয়া আসিয়াছেন, একমাত্র শ্রুতিই অপ্রাস্ত, এবং একমাত্র ভগবদবতাব বেদব্যাসই সেই শ্রুতির বিভাগাদি করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্রাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাব রক্ষাসাধন করিয়াছেন। তাহার পর যুক্তি ও বিজ্ঞানের এতাদৃশ অলৌকিক তত্ত্ব নির্ণয়ের সামর্থ্য আছে কি না, সেই বিষয়েই দ্বারক সন্দেহ উপস্থিত হয়। কাবণ, বিজ্ঞান ক্রমবর্ধমান, নিত্য নূতন আবিষ্কার হইতেছে, নিত্য নূতন “মত” বাহির হইতেছে এবং পুরাতন “মত” পরিত্যক্ত হইতেছে। আব এই আবিষ্কারের যে সীমা আছে, তাহা বিজ্ঞানই বলিতে পারবে না। আর যুক্তি যখন এই বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন যুক্তিও সেই জগৎকারণ নির্ণয় করিতে যে পারিবে, সে বিষয়েও সন্দেহ অপনীয় হইবার নহে। তাহার পর যোগশক্তিদ্বারাও এই আশা পূর্ণ হইবার নহে। কারণ, এ পর্যন্ত ষাঁহাবা সিদ্ধযোগী বলিয়া পূজিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে একমত নহেন। তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ বর্তমান। কপিল-কণাদ, ব্যাস-জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিবৃন্দের মধ্যেই যখন মতভেদ, তখন সিদ্ধযোগীর মধ্যেও যে মতভেদ হইবে—ইহাতে আর বিচিন্তিত কি? আর যোগীও জগদতীত অবস্থায় উপনীত হন কি না, সে-বিষয়েও ত নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যোগশক্তির দ্বারাও সেই অলৌকিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ দ্বাশা বলিতে পারা যায়। অতএব উপায় কি?

সত্য কথা বলিতে গেলে একমাত্র ভগবৎরূপা ভিন্ন এরূপ স্থলে কোন উপায় নাই, ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও আশামরীচিকা আমাদের নিবৃত্ত হয় না। মনে হয়—নিবিড় অন্ধকার দেখিয়া যেমন প্রথমে ভয় হয়, কোন পথই দেখা যায় না, কিন্তু কিছুক্ষণ অন্ধকারেব মধ্যে অবস্থিতি করিলে সে ভয় আব থাকে না, পথও কিছু কিছু দেখা যায়, এস্থলেও তদ্রূপ কি হইবে না? মনে হয়—এই সকল ভাষ্যকারের মধ্যে অধিকাংশ ভাষ্যকার যে যে বিষয়ে একমত, সেই সেই বিষয়গুলি ব্যাসসম্মত, অল্পগুলি ব্যাসসম্মত নহে, সুতরাং সূত্রসংখ্যা, সূত্রপাঠ, অধিকরণ-সংখ্যা প্রভৃতিতে, ষাঁহারা অল্পসংখ্যক ভাষ্যকারের দলভুক্ত, তাঁহাদের ভাষ্য ব্যাসসম্মত ভাষ্য নহে, অর্থাৎ তাঁহারা যেকপ সূত্রার্থ করিয়াছেন, তাহা সূত্রকারেব অনুমোদিত নহে—এইরূপ একটা নিয়ম করিলে কি ব্যাসসম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-নির্ণয় কতকটা সম্ভবপর হইবে না? তাহার পর মনে হয়—আরও একটা পথ আছে। এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থখানি এবং অত্রাণ্ড সূত্রগ্রন্থ দেখিয়া এই ব্রহ্মসূত্ররচনার একটা নিয়ম আবিষ্কার হইতে পারে। এই নিয়মও এস্থলে অধিকাংশ ভাষ্যকারের সম্মতিতে সঙ্কলন করিয়া যে সব

ভাষ্যকার এই নিয়ম যত লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহারা তত ব্যাস-মত হইতে দূরে, এবং যাহারা যত পালন করিবেন, তাঁহারা ততই ব্যাস-মতের নিকটবর্তী—এইরূপ একটা পথ পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর ভাষ্যের প্রাচীনত্ব এবং ব্যাস-সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধাধিক্য—এই বিষয়দ্বয় যে-ভাষ্যের যত অল্পকূল হইবে, সেই ভাষ্যকে তত ব্যাসসম্মত বলিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আরও নিকটবর্তী হইতে পারিব, অর্থাৎ সেই ভাষ্যের সূত্রার্থই ব্যাসসম্মত সূত্রার্থ বলা যাইতে পারিবে।

মদীয় অধ্যাপক পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষণ শাস্ত্রী দ্রবিড় মহোদয়ের নিকট আমি এই পথটি দেখিতে পাই। অতঃপর বহু বৎসব বহু পরিশ্রমের পর এই বিষয়টি সম্বন্ধে যে ফললাভ করিয়াছি, তাহাই এ স্থলে পাঠকবর্গকে উপহার দিব। এ বিষয়ে তাঁহাদের সহযোগিতা পাইলে বোধ হয়, একটা সং সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে।

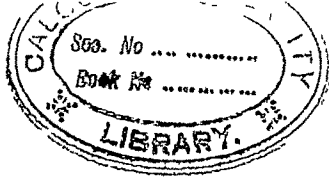
বলা বাহুল্য, এ স্থলে আমরা সূত্রের অর্থ বিচার না করিয়া, অথবা ভাষ্যকারগণের মতবাদ বিচার না করিয়া, অথবা শ্রুতির অর্থ বিচার না করিয়াই এই নির্ণয়কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কারণ, এই বিষয়গুলি অতীব দুরবগাহ, এবং বহু শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। কেবল তাহাই নহে, ইহা আমাদের এক প্রকার সাধ্যাতীত বিষয় বলিলে শোভন হয়। এই জন্ত এই স্থলে আমরা প্রথমতঃ অধিক-সম্মতি অল্পসারে, অধিকরণ-বচনা এবং সূত্রপাঠ প্রভৃতি দ্বারাই ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব, তৎপরে সূত্র-রচনার অধিক-সম্মত নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তদ্বারা কেবল মাত্র অধিকরণ-রচনায় কোন্ ভাষ্যের কত দোষ, তাহার নির্ণয় করিয়া ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব। অর্থাৎ সূত্রপাঠাদি ভিন্ন অধিকরণরচনাবিষয়ক বিচারে আমরা দুইটি পথ অবলম্বন করিব, যথা—একটি নিয়মনিরপেক্ষ নির্ণয়ের পথ, এবং দ্বিতীয়টি নিয়মসাপেক্ষ নির্ণয়ের পথ। এইরূপে সূত্রার্থের বিচার না করিয়া সূত্রের পাঠাদির দ্বারা এবং অধিকরণ-রচনাদ্বারাই আমরা এ স্থলে ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব। ইহাতেই ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয়ের অধিক সম্ভাবনা। কারণ, গ্রন্থরচনার বিষয়বিভাগে গ্রন্থকর্তার ব্যক্তিত্ব যত ফুটিয়া উঠে, বিষয়-আলোচনার মধ্যে তত ফুটিতে পারে না। বিষয়বিভাগ স্বেচ্ছাকৃত হয়, কিন্তু বিষয় পূর্ব হইতেই বর্তমান বা নির্দিষ্ট থাকে, গ্রন্থকাবকে বিষয়েব অল্পসরণই করিতে হয়। নিম্নে এ জন্ত একটি প্রকোষ্ঠচিত্র প্রদান করিলাম, ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ ভাষ্যে উক্ত পথে কত দোষ ঘটিয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এই দোষ-নির্ণয়ের মূলে অধিক-সম্মতিই মানদণ্ডরূপে গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যানাম	নিয়মসাপেক্ষ অধিকরণ রচনায দোষ	নিয়মনিবপেক্ষ অধিকরণ রচনায দোষ	সূত্রপাঠে দোষ	সূত্রযোগে দোষ	সূত্রবিভাগে দোষ	অতিরিক্ত সূত্রগ্রহণে দোষ	গৃহীত সূত্রবর্জনে দোষ	সূত্রক্রমেব বিপর্যয়ে দোষ	দোষসংখ্যা
শাস্ত্র ভাষ্যে	০	১৩	১০	১	০	০	০	০	২৪
ভাস্করভাষ্যে	৩	১১	৪৬	৪	০	০	৪	০	৬৮
রামানুজভাষ্যে	৪৯	২৩	৩৬	১৪	৬	৩	২	২	১৩৫
নিম্বার্কভাষ্যে	৬৯	৪৩	৩৩	৮	২	৩	২	০	১৬০
মাধ্বভাষ্যে	১২১	১০৬	৪৭	১	৬	৬	৩	১	২৯১
শ্রীকৃষ্ণভাষ্যে	৪৭	২৮	২৬	১৪	৬	৩	২	২	১২৮
শ্রীকরভাষ্যে	৩৯	১৯	৬৩	১১	০	২	০	৪	১৩৮
বল্লভভাষ্যে	৮৮	৭৬	২৪	২	০	১	১	০	১৯২
বিজ্ঞানভিক্ষু	৭	৭	২৯	১	০	১	০	০	৩১
বলদেব	৭	৭	৪১	২	০	১	০	০	৪৪
ভাষ্য ১০	৪১৬	৩১৯	৩৫৫	৫৮	২০	২০	১৪	৯	১২১১

এ স্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু ও বলদেব-ভাষ্যের অধিকরণ-বচনার দোষসংখ্যা প্রদর্শিত হইল না। কারণ, আমার উপলব্ধ মুদ্রিত গ্রন্থে উহা নির্ণয় করা হয় নাই। ভাস্করভাষ্যের অধিকরণ মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তাহার অধিকরণ-সংখ্যার দোষ নির্ণয় করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় আমাব জন্ম উহার অধিকরণ নির্ণয় করিয়া দেন। যাহা হউক, এতদ্বারা জানা যাইতেছে—সর্বাপেক্ষা অল্প দোষ শাস্ত্র ভাষ্যে। তন্মধ্যে নিয়মসাপেক্ষ অধিকরণ-রচনার দোষ শাস্ত্র ভাষ্যে একটিও হয় নাই। তাহাব পর ভাস্করভাষ্যের দোষ। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকর ও রামানুজভাষ্যের দোষ। আর তাহা হইলে প্রাচীনতর ভাষ্যই ব্যাসমতেব নিকটবর্তী, ইহা স্থূলভাবে বলা যায়। অবশ্য এ স্থলে অধিকরণ-বচনামাত্র, নিয়ম-নির্ণয়দ্বারাও নির্ণয় করা হইয়াছে। কারণ, ইহাতেই ব্যাসমত নির্ণয়ের অধিক সম্ভাবনা আছে বোধ হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সূত্রপাঠাদি বিষয়গুলি আর নিয়ম-নির্ণয় দ্বারা তুলনা করা হয় নাই। উহা করিতে পারিলে আরও ভাল হইত। কিন্তু ইহাতেই একখানি পাঁচ-সাত শত পৃষ্ঠার পুস্তক হইয়া গিয়াছে। উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা এখনও করিতে পারি নাই।* সূত্রপাঠাদি নির্ণয়ের নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে গ্রন্থকালের আরও বৃদ্ধি পাইবে,

* এই গ্রন্থখানি প্রথমে বঙ্গভাষায় রচিত হয়, পবে সন্ন্যাসিবৃন্দেব অনুবোধে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং চাষিটি পাদে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পাদটি ভূমিকা। ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের বচনাকৌশল, ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, সূত্রকাব-পরিচয়, সূত্রকাবের সময় প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এবং ইহা মুদ্রিতও হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে অধিক-সম্মতি দ্বারা ব্যাসাভিমত ভাষ্য নির্ণয়, তৃতীয় পাদে অধিকরণ-বচনাব অধিকসম্মত নিয়ম আবিষ্কার, এবং তাহার দ্বারা তুলনা, ব্রহ্মসূত্রের শব্দকোষ, নিয়ম পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং চতুর্থ পাদে সম্প্রদায় বিচারদ্বারা তুলনা, এবং সাম্প্রদায়িক মত বিচার করা হইয়াছে।

এই ভয়ে উহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। যাহা হউক, যে ব্রহ্মসূত্রের এত আদর, এত অধিক প্রামাণ্য যে, সকল সম্প্রদায়ই ইহার উপর ভাষ্য-টীকাদি করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মসূত্রের পাঠ এবং অধিকরণ নির্ণয়ে যথোচিত চেষ্টা যে হয় নাই, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এক সময়ে মহামতি বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় গ্রাম্যসূত্রের পাঠের জন্ত, তাহার অক্ষর-সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করিয়া ‘গ্রাম্যসূত্রনিবন্ধ’ নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও বেদান্তাচার্য বা বেদান্তের কোন ভাষ্যটীকাকারই এই ব্রহ্মসূত্রের জন্ত সেরূপ পবিত্রম করেন নাই। কোনও ভাষ্যকারই স্বমতের সূত্রার্থ স্ফুট কবিবার জন্তও পরমতের সূত্রার্থ এবং অধিকরণ বচনা প্রভৃতি প্রায়ই খণ্ডন করেন নাই। যাহাও কবিয়াছেন, তাহা অতি অল্পই। যথোচিতভাবে খণ্ডন ত দূরের কথা, যাহা কিছু খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা মতবাদ লইয়াই খণ্ডন। তাহাতেই তাঁহাদের কৃতিত্ব অত্যধিক। যে অধিকরণ বিচার দ্বারা ব্যাসমতের সূত্রার্থ জানিবার অধিক স্বেযোগ, তাহাই উপেক্ষিত। আর শঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্যই পাওয়া যায় না। স্মৃতবাং প্রাচীন সূত্রার্থ বা অধিকরণ-বিচারের কোন গ্রন্থও পাওয়া যায় না। তথাপি শঙ্কর ভাষ্যের প্রথম প্রতিবাদ ভাস্করভাষ্যেই দেখা যায়। কিন্তু সে মতেও কোন অধিকরণ-বিচারের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ইহার পর রামানুজভাষ্যের সময়, প্রথম অধিকরণ-বিচারের গ্রন্থ রচিত হয়। ইহা তাঁহার ‘বেদান্তদীপ’ নামক গ্রন্থ। ইহাতেও পরমত বিচার নাই। ইহার পর শঙ্কর সম্প্রদায়ের ভারতীতীর্থ ও অমলানন্দের অধিকরণমালা ও শাস্ত্রদর্পণের জন্ম দেখা যায়। কিন্তু ইহাতেও স্বমতে অধিকরণের রূপমাত্র বর্ণিত হইয়াছে। পরমতের অধিকরণের খণ্ডন নাই। ইহার পর বেঙ্কটনাথের অধিকরণসারাবলী এবং অতি অল্প দিন পূর্বে স্ফুটনাচার্যের অধিকরণমালা রচিত হয়। কিন্তু ইহাতেও স্বমতমাত্র বর্ণিত, পরমতের অধিকরণ-বচনার দোষ প্রদর্শিত হয় নাই। রামানুজজীব বেদান্তদীপে বহু পবে মাধ্বমতের অধিকরণমালার জন্ম, তাহাও তদ্রূপ। নিম্বার্কমতের অধিকরণমালাও সন্ধান পাওয়াই যায় নাই। অল্প মতেও প্রায় তদ্রূপ। এইরূপে দেখা যায়, যে অধিকরণ-বিচার দ্বারা ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা আছে, সেই বিষয়টিই উপেক্ষিত। বোধ হয়, মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি বলিতেন—সূত্র ও অধিকরণ-রচনার কোন ব্যাকরণবিশেষ ছিল, বহুকাল হইতে তাহা বিস্মৃত। এই জন্তই ব্রহ্মসূত্রার্থ-নির্ণয়ে এত মতভেদ ঘটিয়াছে। ফলতঃ পরমতের অধিকরণ খণ্ডন করিয়া, অর্থাৎ কোথায় অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত এবং কোথায় তাহা অসুচিত ইত্যাদি বিচার করিয়া অধিকরণ বিচার, যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, কেহই কবেন নাই। অথচ এই অধিকরণ-বিচারেই ব্যাসাভিমত সূত্রার্থ নির্ণয়ে যত স্বেবিধা, এত আর সূত্রার্থবিচারে বা “মত” বিচারে নাই, যেহেতু অধিকরণ-রচনার একটা নিয়ম পাওয়া যায়। ইহাতে তর্ক বিচারের অবসর অল্প। এ স্থলে সূত্রের আকার মাত্র দেখিয়া অধিকরণ-নির্ণয়েব জন্ত যে নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই উপবি উক্ত নিয়মসাপেক্ষ ফললাভ হইয়াছে।



বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়

-(৫) ব্রাহ্মণ-বচনাকাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি

ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ 'ত্রয়ীবিজ্ঞা' নামে খ্যাত ছিল। এই তিনের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। তাহা হইতে যজুঃ ও সাম বেদের উৎপত্তি। পূর্বে দেখা গিয়াছে, খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দের কালে যজুঃ ও সামবেদ প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদের পরে অথর্ববেদ। কত বৎসর পবে তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহাব শেষের দিকে নক্ষত্রীয় স্মৃতি আছে। নক্ষত্রাদিগের বিশেষণ চিন্তা করিলে স্মৃতিটি খ্রি-পূ ১৮০০ অব্দের নিকটবর্তী কালেব মনে হয়। অতএব খ্রি-পূ ২৫০০ হইতে খ্রি-পূ ১৮০০ অব্দের মধ্যে অথর্ববেদ প্রণীত হইয়াছিল। স্থলতঃ খ্রি-পূ ২০০০ অব্দ ধরা যাইতে পারে। বোধ হয় 'ত্রয়ীবিদ্যা'ব পরবর্তী কালের প্রণীত বলিয়া অথর্ববেদ বহুকালযাবৎ চতুর্থবেদ গণ্য হয় নাই।

যজ্ঞার্থে বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হইত। কোন্ যজ্ঞে কোন্ মন্ত্র প্রযোজ্য এবং কেন সে মন্ত্র প্রযোজ্য, তাহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থ-প্রণয়নের পর প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। মন্ত্রাত্মক ভাগ সংহিতা, প্রয়োগাত্মক ভাগ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হইতে আরণ্যক ও উপনিষদের উৎপত্তি।

যজুর্বেদের কাল-নির্ণয় প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, তাহাতে ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। যজুর্বেদের পূর্বে এই দিনে হেমন্ত বৎসর আরম্ভ হইত। সেদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ। অতএব রবি ২৭০° অংশে আসিতেন। কিন্তু যজুর্বেদের কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে ৩০০° অংশে আসিতেন। বৈশ্ব ঋতু-গণনায সেদিন বসন্তেরও আরম্ভ। ব্রাহ্মণগ্রন্থেও বৈশ্ব ঋতুগণনা অল্পস্বত হইয়াছে এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। যজুর্বেদে অদৃশ্য গণিত ফাল্গুনী, ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃশ্য ফাল্গুনী। ইহাকে ধরিয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থের কাল অনুমান করা যাইতেছে।

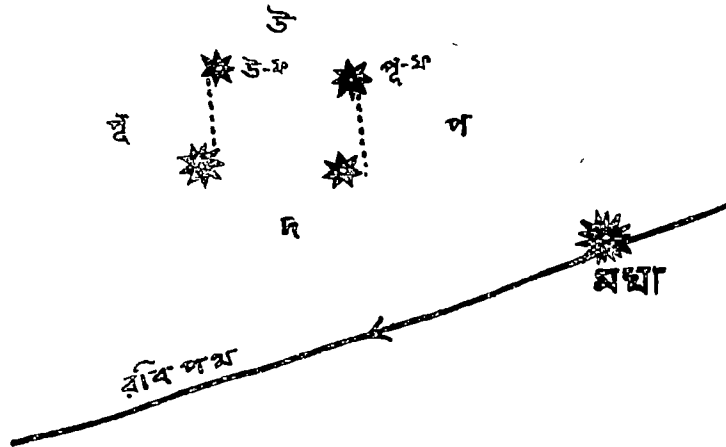
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অন্তর্গত। এই ব্রাহ্মণে মাস পূর্ণিমান্ত এবং বসন্ত প্রথম ঋতু। কিন্তু ইহাতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা কোন নক্ষত্রের নাম নাই। এই হেতু ইহার কাল-নির্ণয় অসম্ভব। ইহার প্রথম কয়েক অধ্যায় প্রাচীন। স্পষ্ট বুঝা যায় পরবর্তী অধ্যায় পরে যোজিত হইয়াছে।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণও ঋগ্বেদের অন্তর্গত। ইহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রাচীন অংশের পরে প্রণীত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয়ের দ্বিতীয় উপায় আছে। তাহা পরে লিখিতেছি।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। ইহার ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদের নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। ইহার ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। সামবেদের ব্রাহ্মণের নাম তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। অপব নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। এই পাঁচ ব্রাহ্মণেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। যাহারা চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করিতেন, তাহাদের নাম 'সাম্বৎসরিক' ছিল। তাহাঁরাই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলিতেন।

কোন কোন ব্রাহ্মণে দৃশ্য ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বসন্তের মুখ বলা হইয়াছে। সূর্য কত অংশে আসিলে এই বসন্ত হইত? ৩৬০° অংশ হইতে পারে না। কারণ এই অবস্থা এখনও আসে নাই। সূর্য ৩৩০° অংশে আসিলেও এই বসন্ত আরম্ভ হইতে পারিত না। কেননা তদ্বারা ব্রাহ্মণগ্রন্থকে খ্রিষ্টের পরবর্তী কালে আনিতে হয়। অতএব যখন সূর্য ৩০০° অংশে আসিতেন, তখন বসন্ত আরম্ভ হইত। যজুর্বেদেও তাই। ৩০০° অংশে সূর্যের স্থিতিকালে পূর্ণিমা হইলে চন্দ্রকে $৩০০° - ১৮০° = ১২০°$ অংশে থাকিতেই হইবে। অতএব দৃশ্য ফাল্গুনী নক্ষত্রও এত অংশে থাকিত। যজুর্বেদে গণিত ফাল্গুনী নক্ষত্র, দৃশ্য ফাল্গুনী নহে। তৎকালে দৃশ্য উত্তর ফাল্গুনী প্রায় ১০১° অংশে ছিল, ১২০° অংশে নয়।

ফাল্গুনী নক্ষত্র দুইটি। পূর্ব ফাল্গুনী ও উত্তর ফাল্গুনী। উত্তর ফাল্গুনীতে দুই তারা। সে দুই তারা প্রায় উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত। দুইটি ফাল্গুনী যেন যমল বৃক্ষ। চারিটিতে



খট্টাকরূপ কল্পিত হইয়াছিল। (চিত্র পশ্চ)। চন্দ্র যমলবৃক্ষাকার ফাল্গুনীদ্বয়কে ভেদ করে না। নিকটবর্তী হইলেও প্রায় ৫° অংশ দক্ষিণে থাকিয়া গমন কবে। অতএব যদি বলি চন্দ্র ফাল্গুনী নক্ষত্রে আছে, তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে বৃক্ষদ্বয়ের সমন্বয়ে আছে। ধ্রুব-বিন্দু ও কোন তাবা একসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিলে সে তারা সমন্বয়ে অবস্থিত। ফাল্গুনী পূর্ণিমা সেই রাত্রি, যে রাত্রি পূর্ব ফাল্গুনীর কিংবা উত্তর ফাল্গুনীর সমন্বয়ে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ-

গ্রন্থে এই অর্থ স্পষ্ট আছে। যথা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১১২।৮) এবং গোপথ ব্রাহ্মণ (১।১৯) বলিতেছেন,—উত্তর ফল্গুনীতে পূর্ণিমা সন্ধ্যাসরের মুখ, এবং পূর্ব ফল্গুনীতে পূর্ণিমা সন্ধ্যাসরের অন্ত। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ (৪।৪) আরও স্পষ্ট। ইহাতে প্রত্যেক ফল্গুনীতে দুই তাবাব উল্লেখ আছে। অতএব বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক নক্ষত্রের সমন্বয়ে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রের নাম ‘রাকা’। তৎপূর্বসন্ধ্যার প্রায় পূর্ণচন্দ্রের নাম ‘অন্নমতি’। উত্তর ফল্গুনীতে, বাকা, এবং পূর্বসন্ধ্যাকালে অন্নমতি দৃষ্ট হইয়াছিল।

কোন কালে এইরূপ ঘটিয়াছিল? গণিত দ্বাৰা দেখিতেছি, খ্রি-পূ ১৮৪১ অব্দে উত্তর ফল্গুনীতে দুই তারার সমন্বয়ে $১২০^{\circ}২৪'$ অংশাদিতে এবং পূর্ব ফল্গুনীর দুই তারার সমন্বয়ে ১১১° অংশে ছিল। অতএব উত্তর ফল্গুনীতে পূর্ণচন্দ্র $১২০^{\circ}২৪'$ অংশাদিতে ছিল। ১২০° পবিত্বতে $১২০^{\circ}২৪'$ পাইতেছি। এই অন্তর গ্রাহ্য নয়। তৎপূর্বদিন সূর্যাস্তকালে চন্দ্র পূর্বফল্গুনীর সূত্র হইতে প্রায় ৪° অংশ দূরে ছিল। দুই সূত্রের মধ্যে ৯° অংশ অন্তর। এক দিনে চন্দ্র ১৩° অংশ অতিক্রম করে। অতএব পরে পরে দুই সূর্যাস্তকালে চন্দ্র দুই ফল্গুনীর সমন্বয়ে আসিতে পাবিত না। এই গণিত-ফল হইতে বুঝিতেছি, খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের পূর্বে দৃষ্ট উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিন বসন্ত আরম্ভ হইতে পারিত না। উক্ত অব্দের পরে উত্তর ফল্গুনীর ধ্রুবসূত্র ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। যথা, খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে ইহা $১২৬^{\circ}৩০'$ অংশাদিতে আসিয়াছিল। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রকেও অত অংশাদিতে আসিতে হইত। কিন্তু তখন সূর্য $১২৬^{\circ}৩০' + ১৮০^{\circ} = ৩০৬^{\circ}৩০'$ অংশাদিতে থাকিত, ৩০০° অংশে নয়। নক্ষত্রের সমন্বয়ে চন্দ্র-দর্শনে ৩° অংশ ভ্রম স্বীকার করা যাইতে পারে। ৩° অংশের অর্থ উত্তর ফল্গুনীর ধ্রুবসূত্র হইতে ছয়টি চন্দ্রবিধ দূরে চন্দ্র ছিল। নক্ষত্র-দর্শকেরা স্বকর্মে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। নচেৎ দুই ফল্গুনী ধরিয়া সন্ধ্যাসরের আরম্ভ ও অন্ত বলিতে পাবিতেন না। তাহাঁদিগের পক্ষে ৩° অংশের অধিক ভ্রম সম্ভবপর বোধ হয় না। অতএব দেখিতেছি, খ্রি-পূ ১৮৫০ হইতে খ্রি-পূ ১৬৫০ অব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণ কিছু পরে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে আছে (৬।২।১৮), “ফল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যাসরের প্রথমা বাত্রি। উত্তর ফল্গুনীতে পূর্ণিমা উত্তমা বাত্রি। কিন্তু পূর্ব ফল্গুনীতে পূর্ণিমায় বৎসর আরম্ভ হয়।” ইহা হইতে অনুমান হয়, দুই ফল্গুনীর সূত্রের মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হইলে বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা হইতে খ্রি-পূ ১৭০০ অব্দ পাইতেছি। ভ্রম ৩° অংশ হইয়া থাকিলে খ্রি-পূ ১৬০০ অব্দ শতপথ ব্রাহ্মণ-রচনাকাল আসিতেছে।

সামবেদের ব্রাহ্মণের নাম তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। অপর নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। ইহাতে বসন্তের আরম্ভদিন স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে (৪।২।৭) ‘ফাল্গুন’ এই মাসনাম আছে। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ইত্যাদি মাসনাম খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের পরে প্রচলিত হইয়াছে, পূর্বে হয় নাই। বস্তুতঃ যে যে বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রের বিশেষণ মাসনাম আছে, সে সে গ্রন্থ উক্ত অব্দের পরে প্রণীত হইয়াছিল।

অবশ্য বর্ষে বর্ষে ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইত না, হয় না। খ্রি-পূ ১৮৪১ অব্দের পূর্বের বৎসর খুজিলে খ্রি-পূ ১৮২৭ অব্দে এইরূপ ঘটনা প্রথম পাই। সে বৎসর ৮ জানুয়ারি মাঘী পূর্ণিমা দক্ষিণায়নান্ত হইয়া ৭ ফেব্রুয়ারি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রবি ৩০০° অংশে আসিয়াছিলেন, বসন্তের আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রি-পূ ১৮২৭ অব্দের অপর এক বিশেষ ঘটনা ছিল। এই অব্দ পঞ্চবর্ষীয়ক যুগের প্রথম বর্ষ সম্বৎসবও বটে। এই বিশেষ খুজিলে দুই শত বৎসরের মধ্যে অল্প অব্দ পাওয়া যাইবে।

এই বিচার হইতে জানিতেছি, উল্লিখিত পাঁচ ব্রাহ্মণগ্রন্থ খ্রি-পূ ১৮২৭ হইতে ১৬০০ অব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অন্তর্গত। কোষীতিকি ব্রাহ্মণ নামে ঋগ্বেদের আর এক ব্রাহ্মণ আছে। ইহাকে কেহ কেহ সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণেব নামান্তর মনে করিতেন। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয়ের আর এক উপজীব্য আছে। ইহাতে (১৩২.) সম্বৎসর-সন্তের আরম্ভদিন বর্ণিত হইয়াছে। যথা, “তাহাঁরা পৌষ অমার এক দিন পরে দীক্ষিত হইবেন, অথবা মাঘ অমার এক দিন পরে। প্রথম ব্যবস্থা অধিক প্রচলিত। তদ্বারা তাহাঁরা ত্রয়োদশ মাস পাইয়া থাকেন। বসন্তঃ বৎসবটিতে ত্রয়োদশ মাস আছে। সূর্য মাঘ অমায় স্থিৎ থাকিয়া উত্তবাভিমুখ হন। তখন তাহাঁকে প্রথম বার পাওয়া যায়। ছয় মাস পরে বিষুবন্ত দিনে তিনি স্থির হন। তাহাঁকে দ্বিতীয় বার পাওয়া যায়। তখন তিনি দক্ষিণাভিমুখ হন। ছয় মাস পরে ‘মহাব্রত’ দিবসে তাহাঁকে তৃতীয় বার পাওয়া যায়। এইরূপে সূর্যের তিন স্থান হইতে বৎসর নির্ণীত হয়। * * * তাহাঁরা সে সময়ে দীক্ষিত হইবেন না। কারণ, সে সময়ে শস্য সংগৃহীত হয় না। সে সময়ে অত্যন্ত শীত। তাহাঁরা স্নানের সময় কাপিতে থাকেন। তাহাঁরা চৈত্র অমার পরদিন দীক্ষিত হইবেন।” ইত্যাদি।

এই বিবৃতি হইতে বৈদিক কালের যজ্ঞক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। ঋষিগণ নবমাসব্যাপী, দশমাসব্যাপী, দ্বাদশমাসব্যাপী সজ্জ করিতেন। ব্যাপ্যাবটি সামান্য নয়। এত দীর্ঘকালব্যাপী সন্তের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? তদ্বারা প্রত্যক্ষ পরীক্ষণ দ্বারা রবির উত্তবায়াণ ও দক্ষিণায়ন দিন নিরূপিত হইত। যে-সে বৎসব এই সকল দীর্ঘকালব্যাপী সজ্জ অনুষ্ঠিত হইত না। গ্রহস্বেরা প্রাণধারণের নিমিত্ত কৃষিকর্ম করিতেন। তাহাঁদের হিতার্থে ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা বৎসরের ঋতু-আরম্ভ ঘোষণা করিতেন। এই কারণে এইরূপ সন্তের অনুষ্ঠান পুণ্যকর্ম বিবেচিত হইত। গণিতসিদ্ধ শুদ্ধ পঞ্জিকা ছিল না। কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর অয়ন-পরিবর্তন-দিন নির্ণয় করিতে হইত।

উক্ত বিবৃতিতে লিখিত আছে, বৎসরের মধ্যে সূর্যের তিনটি স্থান জানিতে পারা যাইবে। অঘনাস্ত স্থানে সূর্য স্থির থাকেন। প্রথম বার উত্তরাষাঢ়-আরন্ত-দিনে, দ্বিতীয় বার দক্ষিণাষাঢ়-আরন্ত-দিনে, তৃতীয় বার পুনশ্চ উত্তরাষাঢ়-আরন্ত-দিনে সূর্যের উদয়ের স্থান দেখা হইত। উন্মুক্ত স্থানে খুঁটি পুতিয়া পূর্ব পশ্চিমে বিন্দু চিহ্নিত করা হইত। যজ্ঞ-শালায় নামই প্রাগ্‌বংশ হইয়াছিল। প্রত্যহ দেখিতে থাকিলে কোন্‌ দিন সূর্য স্থির হইয়াছেন, তাহা অক্লেশে বলিতে পারা যায়।

যে বৎসরে সপ্তমসর-সজ্ঞ আবন্তের কথা আছে, সে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস ছিল। এই অতিরিক্ত ত্রয়োদশ মাসটি কোথায় ধরা হইবে? আমরা এই অতিরিক্ত মাস অর্থাৎ মলমাস উৎপন্ন হইলেই গণনা করি। কভু বৈশাখ দুইটি, কভু জ্যৈষ্ঠ, কভু আষাঢ়, ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ-বচনাকালে এই বিধি ছিল না। কোন্‌ বৎসরে ত্রয়োদশ মাস, তাহা জানা ছিল। দেখিতেছি, উত্তরাষাঢ়-আরন্ত-দিনে বৎসর আরন্ত হইত এবং সে সময়ে অতিরিক্ত মাসটি ধরা হইত। (ঋগ্‌বেদে কিন্তু দক্ষিণাষাঢ়-আরন্ত-দিনে ত্রয়োদশ মাসটি ধরা হইত। তখন বক্রণের আধিপত্য। ঋগ্‌বেদে আছে, বক্রণ ত্রয়োদশ মাস জানেন। সবিতা নহেন। সবিতা উত্তরাষাঢ়-আরন্তকালের অধিপতি।) বৎসর আরন্তে অতিরিক্ত মাসটি ফেলা হইল। বলিয়া পৌষ অমার পরদিন দীক্ষা বিহিত হইয়াছিল। এই মাস ধরিতে না হইলে মাঘী অমার পরদিন (অর্থাৎ ফাল্গুন শুক্লপ্রতিপদ) বৎসর আরন্ত হইত। বাস্তবিক মাঘী অমার পরদিন আরন্ত হইয়াছে। কারণ, ইহার পূর্বদিন সূর্য স্থির ছিলেন। সে দিন মাঘী অমাবস্তা। এই দিবসের তিন মাস পরে মাসে মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া বৈশাখ অমার দুই দিন পরে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়্য বাসন্ত বিষ্ণুবৎ-দিন, এবং চৈত্র অমার পরদিন, অর্থাৎ বৈশাখ শুক্ল প্রতিপদে সাধারণ চান্দ্র বৎসর আবন্ত হইত। এই কারণে এই দিনটি দীক্ষা গ্রহণে প্রশস্ত বিবেচিত হইয়াছে। এই ঐক্য দ্বারা বুঝিতেছি, মাঘী অমার আরন্তে অঘনাস্ত হইত। পৌষ অমায় হইলে বৈশাখ শুক্ল দ্বিতীয়্য সাধারণ চান্দ্র বৎসর আরন্ত হইত।

এক্ষণে উক্ত ব্রাহ্মণের বচনাকাল চিন্তা করি। প্রথমতঃ ইহাতে তৈষ (পৌষ), মাঘ, চৈত্র, এই এই মাসনাম আছে। অতএব ব্রাহ্মণখানি খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের পরে প্রণীত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই ব্রাহ্মণে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিন বসন্তের আরন্ত। অতএব ব্রাহ্মণখানি খ্রি-পূ ১৮৫০ হইতে ১৬০০ অব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

হেমন্ত বৎসরে অর্থাৎ উত্তরাষাঢ় হইতে উত্তরাষাঢ় পর্যন্ত বৎসরে উত্তরাষাঢ়-আরন্ত-দিনে সপ্তমসর-সজ্ঞে দীক্ষিত হইবাব ব্যবস্থা ছিল। যজুর্বেদের কাল-নির্ণয়-প্রবন্ধে দেখিয়াছি, মাঘী কৃষ্ণাষ্টমীতে হেমন্ত বৎসব আরন্ত হইত। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেও সেই ব্যবস্থা বটে, কিন্তু দুই কালের। সে বৎসরে এক মাস অধিক হইত না। সে মাস কোথায় গণ্য হইবে, সে প্রশ্নও উঠিত না। কিন্তু সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে দীক্ষিত হইবার হেমন্ত বৎসরে এক মাস অধিক হইত। ইহার কারণ এই,—মাঘী অমায় যে বৎসরের আরন্ত,

সে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস ঘটয়া থাকে। মাসগুলি স্পষ্টতঃ অমান্ত। মাঘী কৃষ্ণচতুর্দশী (পূর্ণিমাস্ত ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দশী) শিবরাত্রির মাহাত্ম্যের কারণ পাওয়া গেল। এক কালে রাত্রিকালে মাঘী অমাবস্তা-আরম্ভে সূর্য অমন পরিবর্তন করিতেন। তখন চতুর্দশীর অন্ত।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। সেকালে মাহেশ্বর যুগ প্রচলিত ছিল। তাহার গণিত শুদ্ধ। তাহার সাহায্যে গণিয়া একটি বৎসর পাইয়াছি। খ্রি-পূ ১৭১৭ অব্দে মাঘী অমার আরম্ভে (সূর্যাস্তকালে) অয়নান্ত হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ শুরু দ্বিতীয়া বিষুবৎ-দিন। অতএব বৈশাখ শুরু প্রতিপদে চান্দ্র বৎসর আরম্ভ। পব বৎসর ফাল্গুন শুরু একাদশীতে দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভ। মলমাসটি বর্তমান কালের জ্যৈষ্ঠ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে চৈত্র শুরু একাদশীতে অয়নান্ত হইত। বোধ হয়, চৈত্র মাসে আসিয়া পড়িতে হয় বলিয়া পৌষ অমা হইতে বৎসর ধরা হইয়াছিল। উক্ত অব্দের যোগটি আর ঘটে নাই। বোধ হয়, তাহাকে আদি ধরিয়া ১২ বৎসর অন্তর অন্তর মাঘী অমায় দক্ষিণায়নান্তদিনে বৎসর আরম্ভ হইত। অর্থাৎ প্রতি বিংশ বৎসবে সপ্তসব-সঙ্গ অল্পাধিক হইত। বিংশ বর্ষে পাঁচ বর্ষের ও চারি বর্ষের যুগও মিলিত হইত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস ধরিয়া ভুল বুঝিয়াছেন। ফাল্গুন পূর্ণিমায় বসন্ত আরম্ভ হইলে, ফাল্গুন নয় চৈত্র মাস বসন্তের প্রথম মাস হয়। ডক্টর থিব. সে ভুলের কর্তা। তিনি ব্রাহ্মণগ্রন্থকে আধুনিক কালে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ কৌষীতকি (সাংখ্যায়ন) ব্রাহ্মণে মাঘী অমায় অয়নান্তের উল্লেখ পাইয়া হ্রষ্ট হইয়াছেন। মনে করিয়াছেন, ইহার দ্বারা অন্ততঃ এই ব্রাহ্মণের কাল নিকপিত হইয়া গেল। ভুলিয়াছেন, খ্রি-পূ ২৫০০ হইতে দুই সহস্র পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে মাঘী অমায় অয়নান্ত হইতে পারিত। ডক্টর থিব. মাঘী অমার এক অন্ততঃ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেহ অমান্ত মাস, কেহ পূর্ণিমাস্ত মাস গণিতেন। যাহাঁরা অমান্ত মাস গণিতেন, তাহাঁরা পৌষ অমায় অয়নান্ত ধরিতেন। অপরের গণনায় সেদিন মাঘী অমা। অর্থাৎ অমান্ত পৌষ অমায় অয়নান্ত হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও পৌষ অমায় অয়নান্ত। অতএব কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ সমকালীন। এবং যেহেতু প্রোফেসরদিগের মতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ খ্রি-পূ ৮০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল, সেহেতু কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্রাহ্মণের কালও সেই। এই যুক্তি আশ্চর্যজনক। কিন্তু তিন পণ্ডিতই কৌষীতকি ব্রাহ্মণের বৎসরের ত্রয়োদশ মাসটি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। অপিত ভুলিয়াছেন, পৌষ অমায় অয়নান্ত হইলে সাধারণ বৎসর চৈত্র শুরু দ্বিতীয়াতে আরম্ভ হইত। কিন্তু মূলে আছে, বৈশাখ শুরু প্রতিপদ। কেবল তিথি ধরিয়া কোন ঘটনার কাল নির্ণয় হইতে পারে না। এখনও পৌষ অমায় অয়নান্ত হইতেছে। প্রোফেসর মেকডোনেল ও

কীথ ডক্টর থিব. সাহেবের জন্মনাথ বিশ্বাস করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। ডক্টর থিব. বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে যে যে জ্যোতিষিক প্রমাণ খণ্ডন করিতে গিয়াছেন, সে সে ক্ষেত্রেই ঋজুপথ ত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বারা পণ্ডিতদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমকালীন ও খ্রি-পূ ৮০০ অব্দের কালে প্রণীত। ইহার চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ। বৈদিক কৃষ্টির সীমা লঙ্ঘিত হইল না। কারণ, তাহাঁদের বিবেচনায় ঋগ্বেদ ইহার অধিক প্রাচীন হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রথমে এই প্রতিজ্ঞা, পবে তদনুসারে ব্যাখ্যা। তাহাঁদের মত স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সেকালের ঋষিগণ কেবল পুথী লিখিতেন, প্রতি শতবর্ষে এক একখানা বৈদিকগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পুরাণবিৎ স্মৃদাইতেছেন, কবে ভারত-যুদ্ধ হইল, কবেই বা রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, মাৎস্বাতা, ইক্ষাকু প্রভৃতি চিব-খ্যাত রাজত্ববর্গ রাজ্য করিয়াছিলেন?

দ্রষ্টব্য :—এই সংখ্যায় প্রকাশিত “সেকালের সংস্কৃত কলেজ” প্রবন্ধের ২৪৬ পৃষ্ঠায় শঙ্কুচন্দ্র বাচস্পতিব মৃত্যু-তারিখ “১৮৪২ সনের আগষ্ট (৭)” এইরূপ দেওয়া হইয়াছে, উহা “১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর” হইবে।— General Report of the late General Committee of Public Instruction for 1840-41 and 1841-42, p 126n দ্রষ্টব্য।

২৪৭ পৃষ্ঠায় যোগদ্যান মিশ্র-প্রকাশিত ‘ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা’র প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে “১৮৪০ সন” মুদ্রিত হইয়াছে; উহা ১৮৩৯ সাল হইবে। ‘ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা’ হটনেব ইংবেজী পুস্তক অবলম্বনে বচিত।

২৫০ পৃষ্ঠায় মধুসূদন গুপ্তেব বচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজেব পুণ্ডিত কান্ধপত্র-পাঠে আবণ্ড জানা গিয়াছে, তিনি সংস্কৃত কলেজেব বৈদ্যক-শ্রেণীর জ্ঞা ছপাবেব একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ সংস্কৃত্তে অনুবাদ কবিন্না সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এই অনুদিত গ্রন্থ যে ১৮৩৫ সালে মুদ্রিত হইতেছিল, তাহা সংস্কৃত কলেজেব সেক্রেটারী—ট্রয়াকবে ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৫ তারিখে লিখিত জন টাইটলার সাহেবেব পত্রেব নিম্নোক্ত অংশ পাঠে জানা হইবে :—

3. The Pandit of the class Modhusudan Gupta informs me that he is now engaged in the publication of a translation into Sanscrit of Hooper's *Anatomists' Vade-mecum*,...

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-যুগের ভাষা

শ্রীসুবেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পিএইচ-ডি.

[১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর শ্রীসুবেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক' সংবাদ প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রোমান হরফে লিখিত এই বাংলা পুথিটি এত দিন পৰ্ব্গালে এভেরা নগরীৰ একটি পুথিখানায় পাণ্ডুলিপি আকারেই রক্ষিত ছিল। ডক্টর সেনই সৰ্ব্বপ্রথম ইহার অধিকাংশ নকল কবিতা আনিয়া প্রকাশ করেন। পুথিটি ভূষণাব রাজপুত্র রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দোম আন্তোনিয়োর লিখিত এবং বাংলা ভাষার মুদ্রিত গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র সমসাময়িক। ইহাও পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। বর্তমান আলোচনায় ডক্টর সেন এই পুথির দুই একটি শব্দের সহিত অশোক-অলুশাসন-লিপির দুই একটি শব্দের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। আশা করি, ভাষা ও শব্দতাত্ত্বিকেরা এদিকে দৃষ্টিপাত কবিতা এই সাদৃশ্যের কাবণ নির্ণয় করিবেন।—পত্রিকাধ্যক্ষ, সা. প. প.]

যখন দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' প্রথম পাঠ কবি, তখন কতকগুলি শব্দ লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া মনে হইয়াছিল। মুদ্রিত পুস্তকের ৬, ৪১ ও ৫১ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে "প্রব জন্মিয়াছিলো" (Prob, পৰ্ব্গুীজ ভাষার উচ্চারণ অলুশাসী এই শব্দটির "প্রব" পাঠও হইতে পারে), "প্রবে কহিয়াছি," "তাহারা প্রোবে নৈরাকাংবে জানে" এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। এখনকার সাধুভাষায় "প্রব", "প্রোবে" বা "প্রবে" এবং "প্রোবে" স্থলে "পূর্বে" প্রয়োগ হইবে। অথচ "পূর্ব" শব্দ দোম আন্তোনিয়োর অপরিজ্ঞাত ছিল না, কারণ, তিনি এক জায়গায় (১৭ পৃষ্ঠায়) "অপূর্ব" (opumbo) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং মনে হইয়াছে যে, হয়ত মূল পুথিতে এরূপ পাঠ ছিল না,—পূর্ববঙ্গ-প্রবাসী পৰ্ব্গুীজ পাত্রীরা রোমান হরফে পুথি নকল করিতে গিয়া "পূর্ব" বা "পূর্ব"কে "প্রবে" পরিণত করিয়া থাকিবেন।

সম্প্রতি অশোকের অলুশাসনাবলী পাঠ করিয়া এই ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। অশোকের অলুশাসনগুলির বিশেষত্ব এই যে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য রচিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে অশোক-অলুশাসনে একই শব্দের বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ দেখা যায়। হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে "পূর্ব" শব্দের "প্রব" রূপই প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ অশোকের একাধিক অলুশাসনে "প্রব" পাঠ পাওয়া যায়। যথা,

গিরনার-লিপির পঞ্চম অলুশাসনে—"ন ভূত প্রবম্ ধংম মহামাতা নাম"

শাবাজগড়ী-লিপির চতুর্থ অলুশাসনে—"ন ভূতপ্রবে তদিশে" -

পঞ্চম অলুশাসনে—"নো ভূতপ্রব ধংমম [হ] ম. [ত্র] নম"

ষষ্ঠ অলুশাসনে—"ন ভূত প্রবম্"

মানসেরা-লিপির চতুর্থ অনুশাসনে—“ন [হ্] ত প্র [উ]বে তদিশে”

পঞ্চম অনুশাসনে—“ন ভূত প্রব ধ্রু ম [য] হমত্র নম”

ষষ্ঠ অনুশাসনে—“ন হত প্রবে”

গিরনার বর্তমান কাথিয়াবাডে এবং শাবাজগড়ী ও মানসেরা বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি প্রদেশে অশোকের সময় “পূর্ব” শব্দের “প্রব” রূপ প্রচলিত ছিল, আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা বাঙ্গালী প্রচারকের গ্রন্থেও এইরূপই পাইতেছি। স্থান ও কালের ব্যবধান বিবেচনা করিলে ইহা বাস্তবিকই কৌতূহলের বিষয়, কারণ, অশোকের কালসী, জোগড ও ধৌলি লিপিতে এরূপ পাঠ পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার সমীপবর্তী কলিঙ্গের ধৌলি ও জোগড়ে এইরূপ পাঠ পাইলে বাঙ্গালী ভাষায় তাহার অস্তিত্ব ততটা বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্তু ধৌলি ও জোগড়ে “প্রবে”র পরিবর্তে “পুলুবা” ও “পুলুবে” পাঠ পাওয়া যাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত কালসীতে ঐ “পুলুব” ও “পুলুবে” রূপই দেখিতে পাই।

কিন্তু জোগড ও ধৌলির ভাষার সহিত যে দোম আন্তোনিয়োর ভাষার কোথাও সাদৃশ্য নাই, তাহা নহে। আন্তোনিয়োর গ্রন্থে মনুষ্যবাচক “মুনিষ” (৫, ৩৯) এবং “মুনিষ্যো” (৩, ৫, ৯, ৩৪, ৩৮, ৪১-২, ৪৭-৮, ৫১-৩, ৫৫-৬, ৬৭ পৃ.) একাধিক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে মনুষ্যের উকার ইকারে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উকার আদ্যক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। ধৌলি ও জোগড-লিপির ভাষার উচ্চারণ-রীতি আলোচনা প্রসঙ্গে হলট্‌স্ সাহেব (Hultzsch) লিখিয়াছেন, “It (the vowel a) becomes u after a labial in munisa” জোগড ও ধৌলির গিরিলিপিতে এবং দিল্লী তোপবার স্তম্ভলিপিতে “মুনিষা,” “মুনিসানং,” “মুনিসে,” “মুনিসেন্” পাঠ দেখা যায় এবং “মনুষ্যোপযোগী” অর্থে “মুনিসোপগানি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

দোম আন্তোনিয়োর ব্যবহৃত বহু শব্দ ও বাক্য এখনও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার পুথি সম্পাদনকালে দুই-একটি বিভক্তি বর্তমানে অপ্রচলিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। পুস্তকের প্রস্তাবনার ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম,—

তুলনা করিবার সময়ে আমরা এখন “হইতে” শব্দের ব্যবহার করি, ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় “হইতে”ব পরিবর্তে “কবিত্তে” পাওয়া যায়, যথা—“তিনি কি প্রথিবীর বাজাবে কবিত্তেও অধোম”, “আব আব যতো অবোতার কবিয়াছো তাহারে করিত্তে কৃষ্ণো বিস্তব কার্যো কবিয়াছেন অসম্ভব্য”।

তুলনাবাচক “হইতে” অর্থে নদীয়া জিলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও “কবিত্তে” শব্দের ব্যবহার হয়। দোম আন্তোনিয়োর পুথির ভাষা আলোচনা করিলে মনে হয় যে, পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের চলিত ভাষার মধ্যে এখন যত পার্থক্য জন্মিয়াছে, পূর্বে হয়ত তত প্রভেদ ছিল না।

তত্ত্বে কৃষ্ণচরিত্র

শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্তী

অনেকের ধারণা—তত্ত্বে কেবল শক্তিপূজার কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু এ ধারণা আদৌ সত্য নহে। বিভিন্ন পুঙ্খ ও স্ত্রী-দেবতার উপাসনার প্রকার বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, শাক্ত-তত্ত্বে যেকোন শক্তিপূজার বিগত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, বৈষ্ণব তত্ত্বে সেইরূপ বিষ্ণুপূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শাক্ত-তত্ত্বেও যে মাঝে মাঝে বৈষ্ণব দেবতার প্রসঙ্গ দেখিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। কোন কোন শাক্তগ্রন্থে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সর্বথা প্রামাণিক না হইলেও কৌতুককর। এই সমস্ত বিবরণের মধ্যে তত্ত্বোক্ত চৈতন্যদেবের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের অধ্যায়বিশেষ বলিয়া উল্লিখিত গ্রন্থাংশে চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে—তাহার আবির্ভাবকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং জীবনবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারই আভাস দেওয়া হইতেছে। একাধিক শাক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন দেবতা ও মহাপুঙ্খকে শক্তির উপাসক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শাক্তদের মতে বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, লোপামুদ্রা, রাম লক্ষ্মণ, এমন কি, বৃন্দদেব পর্যন্ত শক্তির উপাসক। কিন্তু ইহাদের কাহাকেও শক্তির উপাসক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্ত বিস্তৃত গ্রন্থ রচিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের শাক্তত্বের উল্লেখ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে শক্তিব উপাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনতিসংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা শাক্ত উপাসনার জীবন্ত চিত্র। রাধার সহিত মিলনেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনার ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। ফলে, আপাততঃ বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া মনে হইলেও এই গ্রন্থখানি মূলতঃ শাক্তধর্মের রহস্যব্যাখ্যাই ব্যাপ্ত। গ্রন্থখানির রচনার পারিপাট্য ও গাভীর্ঘ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণের চরিত্র ইহাতে আদৌ লঘু বা হীন করা হয় নাই—পক্ষান্তরে ইহার দেবভাব ইহাতে বিশদীকৃত হইয়াছে।

রাধাতন্ত্র গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলা দেশেই বোধ হয়, ইহার উৎপত্তি। অন্ততঃ বাংলা দেশেই ইহার প্রচলন। ইহার যে কয়টি সংস্করণ^১ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই

১। বসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণ, সুরভতন্ত্রপ্রকাশ নামক তন্ত্রসংগ্রহে প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১২৯৪ সন), কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণ (প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—কলিকাতা, ১৩৪১), কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবত্ত-প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩১৩), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩২৪)।

বাংলা দেশ হইতে। ইহার হস্তলিখিত পুঁথি অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে, লিখিত ও বাংলা দেশে প্রাপ্তব্য^২। উত্তর-পশ্চিম-ভারতে ইহার কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়^৩। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে কোন কোন নিবন্ধগ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতে ইহার সময়ের একটা সীমা নির্ধারণ করা যায়। রাজকিশোরকৃত শক্তিরত্নাকর^৪ গ্রন্থে একাধিক বার রাধাতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে এই গ্রন্থের তারিখ জানা নাই। ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কালীনাথ তর্কপঞ্চানন-বিরচিত শ্রীমাদ-সপর্ষাবিধি গ্রন্থের^৫ উপক্রমে গ্রন্থরচনার জন্ত আলোচিত গ্রন্থসমূহের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাধাতন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে এই মাত্র স্থির করা যায় যে, রাধাতন্ত্র ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, এই দুই গ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, রাধাতন্ত্র গ্রন্থখানি একেবারে অপ্রামাণিক বা তান্ত্রিকসমাজে অপ্রচলিত নহে। বৃহদ্রাধাতন্ত্র^৬ নামে যে একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাও রাধাতন্ত্রের অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয় বলিয়া মনে হয়। রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থেব প্রসিদ্ধিই এই নামের সহিত বৃহৎ শব্দ যোগ করিয়া অত্র গ্রন্থের নামকরণ করিবার কারণ হওয়া বিচিত্র নহে।

নিম্নে রসিক চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত ও সুলভ তন্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে রাধাতন্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্তেব সার সংকলিত হইতেছে :—

এই গ্রন্থের বিভিন্ন পুঁথিতে ও মুদ্রিত সংস্করণে পটল বা অধ্যায়ের সংখ্যায় বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত মুদ্রিত সংস্করণগুলির মধ্যে প্রথম দুইটিতে পটলসংখ্যা ৩২, তৃতীয়টিতে ৩৩।

২। Descriptive Catalogue of Sans. Mss. Royal Asiatic Soc. Bengal—৮।৬০.২-৩, Cat. Printed Books and Mss. As. Soc. Beng—পৃ: ২৬১, Descr Cat. Sans. Coll. Mss—৫।৭৬, বাজেন্দ্রলাল মিত্র-কৃত Notices Sans. Mss.—১।৩৮৩। ইহাদেব মধ্যে শেষোক্ত পুঁথি দুইখানিতে যথাক্রমে প্রথম পাঁচটি অধ্যায় ও মাত্র ত্রয়োবিংশ অধ্যায়টি আছে।

৩। Catalogus Catalogorum—১।৫০৪

৪। অউফ্রেট কৃত বোডলিয়ন লাইব্রেরীর পুঁথিব বিবরণ—পৃ: ১০১। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথির পূর্বোল্লিখিত বিবরণ—৮।৬২১৬। শেষোক্ত পুঁথির ৯ক পক্ষে উদ্ধৃত একটা শ্লোক অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রাবন্ধে পাওয়া যায়।

৫। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পূর্বোল্লিখিত বিবরণ—৮।৬৩০৩। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন পুঁথিতে ইহার রচনাব তারিখেব (১৬৯৯ শকাব্দ) স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও পববর্তী কালে (১৭০০ শকাব্দে) রচিত কোলিকার্ননদীপিকাব উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মরণ্য এই দুই গ্রন্থের মধ্যে যে কোন একটাব তাবিধ ভুল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

৬। Catalogus Catalogorum—১।৫০৪

অপর দুইটি সংস্করণ দেখিবাব সুযোগ আমাব হয় নাই। প্রথম দুইটি সংস্করণে তৃতীয়টাব ও সোমাইটাব পুথিগুলিব ৭ম ও ৮ম, এই দুইটি পটলই ৭ম পটল নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবাব এই ক্রটি সংশোধনের জন্য ঊনবিংশ পটলের পববর্তী পটলের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ২১। তাহা ছাড়া, এই দুই সংস্করণে পব পব দুইটি পটলের সংখ্যা ৩২। সোমাইটাব পুথিগুলিতে ছাপাব ২৯শ পটল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ২৯শ ও ৩০শ রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৬০০২ সংখ্যক পুথিতে ৩২শ পটলের পব পুনবায় ৩১ হইতে পটলসংখ্যা আরম্ভ কবার জন্য ও ৬০০৩ পুথিতে ৩৩শ সংখ্যাটাব একাধিক বার পুনবাবৃত্তিব জন্য এই দুই পুথিতে মোট পটলসংখ্যা ৩৫ ও অপর দুইখানিতে ৩৭।

মোটের উপব, পুথিগুলির শেষ তিনটি পটল আমাব দেখা মুদ্রিত তিনটি সংস্করণেব মধ্যে কোনটাতৈই নাই। ইহাদেব মধ্যে প্রথম পটলে লীলাবসানে পদ্মিনী প্রভৃতিব অন্তর্ধানের কথা বলা হইয়াছে। পদ্মিনী ত্রিপুরাপদে লীন হইলেন—চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ত্রিপুরা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদত্ত মালাব মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। শেষ দুই পটলের বিষয়—সতীর কেশ হইতে ব্রজমণ্ডলের উৎপত্তির বিবরণ, উহাব প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ, ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে কৃষ্ণেব বিভিন্ন লীলাসঙ্গিনীগণেব স্থান নির্দেশ ও কৃষ্ণদেহে বিভিন্ন স্ত্রীদেবতার অবস্থান নিরূপণ।

মহাদেব একবার জিজ্ঞাসু শরণাগত বাসুদেবকে ত্রিপুরসুন্দরী ভজনা করিবাব উপদেশ দিলে বাসুদেব কাম্বীপুরে যাইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল সাধনা করিয়াও তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেন না (পটল ১)। অবশেষে দেবী তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—‘কুলাচাব ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইবে না—মদংশসজ্জতা লক্ষ্মী দেবীকে ত্যাগ করিয়া তুমি বৃথাই তপস্তা করিতেছ (পটল ২)। তবে তোমাব আশঙ্কার কোনও কাবণ নাই। তুমি এই সর্বসিদ্ধিদায়িনী কলাবতী মালা ধারণ কর (পটল ৩)। তুমি মথুরায় যাইয়া রাধাকপে অবতীর্ণ আমার দূতী পদ্মিনীর সঙ্গ কর।’ পদ্মিনীও তখন আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—‘হে মহাবাহো, তুমি সস্তর ব্রজে গমন কর। তোমাব সহিত আমি কুলাচার অহুষ্ঠান করিব। তোমাব অগ্রেই বৃকভান্সর গৃহে আমার জন্ম হইবে (পটল ৬)।’ চৈত্র মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে যমুনা নদীর জলে পদ্মমধ্যে উজ্জল ডিম্বাকারে পদ্মিনী আবির্ভূত হইলেন। মহাকালীর উপাসক বৃকভান্স কাত্যায়নী দেবীর নিকট কাত্যায়নীরদূশী কণ্ঠা কামনা করিলে দেবী তাঁহাকে সেই ডিম্ব দান করিলেন। বৃকভান্সপত্নী কীর্তিদা দেবী হাতে লইয়া সেই ডিম্ব দেখিতেছিলেন—সহসা তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং রক্তবিদ্যুৎপ্রত্যকারা কৃষ্ণমোহিনী পদ্মিনী আবির্ভূত হইলেন। কীর্তিদা তাঁহাকে স্তন্য পান করাইলেন—রক্তবিদ্যুতের প্রভা ধারণ করেন বলিয়া বৃকভান্স তাঁহার নাম রাখিলেন ‘বাধা’। ইহার পর ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন।

শিশুকাল হইতেই বাধা শক্তিব উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার দেহ হইতে তাঁহারই তুল্যাকৃতি আর এক বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় বাধিকাই অতিমল্ল্য

বা অভিমন্যুর জ্ঞী (পটল ৭)।^৭ তাঁহার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাত্যায়নী তাঁহাকে বর দিয়া বলিলেন,—‘হেমন্ত কালে পূর্ণিমা তিথিতে বাসুদেবের সহিত তোমার মিলন হইবে। তোমার সঙ্গ ব্যতীত তিনি কোনও কার্য করিতে পারিবেন না—আর তোমার সঙ্গ লাভের ফলেই তাঁহার কৈবল্য লাভ হইবে (পটল ১৮)।’

অতঃপর তত্ত্বোক্ত নিয়মাবলীসারে রাধাব সহিত কৃষ্ণ কুলাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।^৮ তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও বলিলেন,—‘কলিকালে ভারতবর্ষে তোমার কীৰ্ত্তি প্রচারিত হইবে—তোমার গুণকীর্ত্তন প্রচলিত হইবে (পটল ২১)।’

দেবী তখন পদ্মিনীকে বলিলেন,—‘কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণেব যত কিছু কীর্ত্তি, সকলই কালিকার প্রসাদে। দৃশ্যাদৃশ্য যাহা কিছু, সকলই মহামাধার স্বরূপ। শক্তি ব্যতীত এ জগতে কিছুই অস্তিত্ব নাই। মহাবিদ্যার উপাসনা করিয়াই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করা কৰ্তব্য—অত্যা সে উপাসনা নিফল (পটল ২২)।’

অয়োবিংশ পটল হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি পটলে তরিকণ্ড বা নৌকাখণ্ডের এক কৌতুককর তাত্ত্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এক রাত্রিতে পদ্মিনীর সহিত কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখিলেন—কালিকা তাঁহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন,—‘বৎস, আমি তিন রাত্রি নৌকারূপে যমুনামধ্যে অবস্থান করিব। তুমি সেই নৌকায় রাধার সহিত জোড়া ও জপ করিলে গরম স্থখ লাভ করিবে।’ শ্রীকৃষ্ণও সত্ত্বর নৌকার নিকট গমন করিয়া নমস্কার করিলেন। পরে, তাহাতে আরোহণ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিশেষে তিনি কালীরূপিণী বংশী বাজাইতে লাগিলেন। এই সময়ে গব্য বিক্রয়ের ছলে

৭। ৮ম-১৭শ পটলে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বহস্য কীর্তিত হইয়াছে। বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যেব বিবরণ পরবর্তী পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।^৮ নিগুণ হরি প্রকৃতিরূপী বিগ্রহেব সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। (শরীরং হি মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী—৯ম পটল, কৃষ্ণস্য শ্যামদেহস্ত স্বয়ং কালী মহেশ্বরী—১৫শ পটল, নিগুণঃ সত্ততং বিষ্ণুগুণস্ত প্রকৃতিঃ পবা। ততস্ত্ব সগুণো বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যঃ সঙ্গমাপ্রিতঃ ॥ বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধবঃ। এতদ্বি ভূষণং দেবি বিগ্রহঃ প্রকৃতো সদা—১৭শ পটল)।

৮। মথুরা ও বৃন্দাবন বা ব্রজমণ্ডল তাঁহার সাধনাব সম্পূর্ণ অমূল স্থান। বৃন্দাবন কেশপীঠ বা সতীর কেশ হইতে সমুদ্ভূত (সতীকেশাং সমুদ্ভূতং পূর্ণপ্রেমসুখাশ্রয়ম্—১৩ পটল, তব কেশসমূহেন নির্মিতং ব্রজমণ্ডলম্—২১ পটল)। মথুরা সহস্রপত্রকমলাকারা শক্তিচক্রোপরি অবস্থিত (সহস্রপত্রকমলাকাং মাধুর্যমণ্ডলম্। শক্তিচক্রোপবি শ্রীমদ্ভ্যাম বৈষ্ণবমন্ডলম্—পটল ১০)। ব্রজভূমিতে দেবী সর্বদা অধিষ্ঠিত—এখানকাব তমাল বৃক্ষ স্বয়ং কালী এবং কদম্ব ত্রিপুরা (যত্র কালী মহামায়া মহাকালী সদা স্থিতা। তত্র বৃক্ষো মহেশানি স্বয়ং কালী তমালকম্। কদম্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ব্রজমণ্ডলে।—পটল ২১)। ৯ম-১১শ পটলেও বৃন্দাবনের এইরূপ মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে।

সখীগণ সহ রাধা যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (পটল ২৩)। নদী পার করিয়া দিবাব
জ্ঞান রাধা কৃষ্ণকে অহরোধ করিলে কৃষ্ণ গোপীগণের নিকট রতি কামনা করিলেন। এই
লইয়া রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে বহু কথাকাটাকাটি হইল (পটল ২৪—২৬)। তার
পর রাধা নিজের অলৌকিকত্ব প্রতীপাদনের জন্ত নিজ দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন
(পটল ২৭)। রাধা কৃষ্ণকে স্পষ্টই বলিলেন,—‘তোমাকে আমার মনুষ্য বলিয়া মনে হয়।
মনুষ্যের সহিত আমার মিলন কদাচ সম্ভবপব নহে। তুমি যদি তোমার দেবত্ব প্রতীপাদন
কবিতো পাব, তবেই আমি তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি।’ শ্রীকৃষ্ণও তখন কালী
পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন ও বলিলেন,—‘আমিই সেই মহাবিশ্ব, আত্ম-
গোপনার্থে বিভূজ ধারণ করিয়াছি মাত্র।’ এই রূপ দেখিয়া রাধা খুব সন্তুষ্ট হইলেন।
কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে যমুনানদীতে নৌকার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কৃষ্ণ
তত্ত্বোক্ত বিধানানুসারে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বাত্রিশেষে পদ্মিনী
অন্তর্হিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলে কালী আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—‘তুমি বহু
চেষ্টায় আজ সিদ্ধি লাভ করিলে। এখন তুমি অগ্রাগ্র গোপীদের সঙ্গে যথেষ্ট বিলাস কর
(পটল ২৮)।’

অতঃপর কৃষ্ণ যৌবনোচিত বিলাসে নিমগ্ন হইয়া ব্রজমণ্ডলে বিহার করিতে লাগিলেন।
যমুনার তীরে রাধার জন্ত বিলাপ করিয়া তিনি বাঁশী বাজাইতেন। তার পর মথুরায় কংস
প্রভৃতি দৈত্যকে নিহত করিয়া কৃষ্ণ শক্তিশ্বরূপিণী দ্বারকাপুত্রীতে গমন করিলেন। কিছু দিন
পরে তিনি কল্লিঙ্গী প্রভৃতি আট জনকে বিবাহ করিলেন। ষোড়শ সহস্র অষ্ট রূপবতী নারী
বিবাহ করিলেও ইঁহারা হইলেন তাঁহার প্রধানা মহিষী—কুলসাধনার অষ্ট প্রকৃতি বা অষ্ট
নাথিকা। প্রত্যহ দিনে ও রাত্রিতে রত্নমন্দিরে এই অষ্ট প্রকৃতিব সহিত শ্রীকৃষ্ণ দেবীর আরাধনা
করিতে লাগিলেন। পরমায়, পায়স প্রভৃতি বিবিধ ভোগ ও অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা প্রভৃতির সাহায্যে
দেবীর পূজা করিয়া তিনি দশাঙ্কর মন্ত্র জপ করিতেন। এইরূপে কৃষ্ণ অগ্নিমানি অষ্ট সিদ্ধিতে
সিদ্ধিলাভ কবিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার পূজা করিলে সে পূজা
নিফল হয় (পটল ২৯)। যে তন্ত্রে এই তত্ত্ব কীর্তিত হইয়াছে, তাহাই আসল শ্রীমদ্ভাগবত।
সুতরাং এই রাধাতন্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবত (এতদ্ ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্রমিদং স্মৃতম্—১৭শ
পটল, এতদ্বি পদ্মিনীতন্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং স্মৃতম্—১৮শ পটল)।

বাংলা গানের প্রথম যুগ (৮)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-গানের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্মময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমরা সর্বশেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। (বস্তুতঃ আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকুই প্রয়োজনীয়—আসল মাহুটিকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কিন্তু একটি মাহুটের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হয়, গোটা মাহুটটি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা লাভ করে, ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্গতাও পর্যাবসিত হয়।) কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সহিত অন্বেষণ করিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না, সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মূল্যবান, বিশেষ করিয়া কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট অথচ অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের কীর্তি আজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অন্বেষণ না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্তির সম্যক পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্কে কাকতালীয় ঘটনার পর্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকপ মূল লক্ষ্যে পৌঁছিতে অনিবার্যভাবে বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত কেরীকে ষোল আনা পূজা দিতে তাঁহারা নারাজ। কেহ কেহ উৎসাহদাতা ও সঙ্কলয়িতা মাত্র হিসাবে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ গৌরব কীর্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে শিল্পীর পর্যায়ে স্থান দেন নাই, মজুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন মাত্র উইলিয়ম কেরী, কোনও অপরিচিত তুলনার দ্বারা অথবা বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়া আজ তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলে না।

বাংলা দেশে কেরীর অপূর্ণ সকল কীর্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনিই

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। এক দিক্ হইতে আববী ও ফারসী এবং অত্র দিক্ হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অত্র প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্ত অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাদীর্ণ উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অমৃতভব করিয়াছিলেন—একটি বৃহৎ জাতির অন্তরেব সর্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট, মাতা সংস্কৃত ছাড়া অত্র কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক্ প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমবাই পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান হইয়াছি।

(কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র আমবা পাইয়াছি। কলেজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্তৃপক্ষ এই ওজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছিলেন—

To the Council of the College of Fort William
GENTLEMEN,

In reply to a letter from the Secretary to the College Council, under date of the 8th instant, calling upon me to state how far it may be necessary to maintain the Native Bengali Establishment in the College, which under existing circumstances appears "to be excessive," I beg leave to observe that the Establishment for the Bengalee and Sanskrit languages consists of

A First Pundit	at	200 Rs	per month
A Second Pundit	at	100 Rs	"
A Writing Master	at	60 Rs	"
A Pundit	at	60 Rs	"
Four Pundits	at	40 Rs	each Rs 160

making a total of Sa Rs 580 per month

Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself to advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second pundit are retained in the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally necessary in this

It is to be hoped that the present unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue

13 August 1822

W Carey*)

*Proceedings of the College of Fort William—Home Miscellaneous No. 567.
up 65-66.

(কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আজ বিচার করিতে বসিলে হয়ত বিচারে ভুল হইবে, কিন্তু তিনি যে স্বদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে—

To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and permanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future.*

ভবিষ্যতের সেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জন করিয়াছি, স্বতরাং কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষকে অবণের পুণ্য আছে।

সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেরীর দান প্রসঙ্গে যে প্রশংসা করিয়াছেন আমরা পূর্বে (৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৭) তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, কেরীর সমসাময়িক প্রাচ্যসাহিত্যবিদগণ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম—

When Mr Carey commenced his lectures, there were scarcely any but *viva voce* means of communicating instruction. There were no printed books. Manuscripts were rare, and the style or tendency of the few that were procurable, precluded their employment as class-books. It was necessary, therefore, to prepare works that should be available for this purpose, and so assiduously and zealously did Dr Carey apply himself to this object, that either by his own exertions, or those of others, which he instigated and superintended, he left not only the students of the language well provided with elementary books, but supplied standard compositions to the natives of Bengal, and laid the foundation of a cultivated tongue and flourishing literature throughout the country†)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিই বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে প্রথম কয়েক ধাপরূপে আজিও গণ্য হইতেছে, সেগুলি এবং সেগুলির রচয়িতাগণের ইতিহাসই সেই কারণে বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য। এই আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ের জন্ম রাখিবে আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

(কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় যে, কলেজ-বৎসর (college year) দুই মাস কাল স্থায়ী চারিটি “টার্মে” বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক টার্মের শেষে এক মাস করিয়া ছুটি দেওয়া হইবে। বৎসরে দুই বার করিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হইবে এবং সর্বাধ্যক্ষ (গবর্নর-জেনারাল) ও গবর্নরদের উপস্থিতিতে

* S K De • *Bengali Literature*, p 156

† *Memor of Wilham Carey, D D* (1836), p 596.

প্রোভোষ্ট মহোদয় প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার ও অগ্রান্ত সম্মানীয় “ইনাম” বিতরণ করিবেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ টার্মেব শেষে পরীক্ষার দিন নির্ধারিত হইবে ও প্রত্যেক বৎসরের ৪ মে তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হইলে পরবর্তী বৎসরের ৬ ফেব্রুয়ারি সেগুলি বিতরণিত হইবে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনীয় যাহা করা হইল তাহা—কলেজ-কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত দিবসে প্রাচ্যাভাষায় অনুষ্ঠিত “ডিসপিউটেশন” ও “ডিক্ল্যামেশন”গুলি। প্রত্যেক টার্মের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ বা “ডিক্ল্যামেশন” রচনা করিতে হইত। তা ছাড়া, কলেজ-কাউন্সিল কাহাকেও কাহাকেও প্রাচ্যাভাষায় “ডিক্ল্যামেশন” রচনাব আদেশ দিতেন—প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও কাউন্সিল স্থির করিয়া দিতেন। যে-সকল প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হইত “ডিসপিউটেশন”রূপে সেগুলি সাধারণ সভায় পঠিত হইত। ১৮০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে স্থির হয় যে প্রত্যেক টার্মের শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে এবং পাবলিক ডিসপিউটেশনে প্রাচ্যাভাষায় পঠিত প্রবন্ধগুলিও (theses) সেই সেই ভাষাতেই মুদ্রিত হইবে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত পাবলিক ডিসপিউটেশনে মাননীয় অস্থায়ী পরিদর্শক (Visitor) বার্লো সাহেব এবং স্থায়ী কাউন্সিলের সভ্যগণের উপস্থিতিতে ছাত্রদের রচিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়; কলেজের প্রোভোষ্ট, ভাইস-প্রোভোষ্ট, অধ্যাপক ও কর্মচারিবৃন্দও সকলে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার বিষয় ছিল—“The Asiatics are capable of as high a degree of Civilization, as the Europeans.”

Defended by (বিদায়ক)

ডব্লু. বি. মার্টিন W. B. Martin

Chief Opponent (প্রধান নিষেধক)

ডব্লু. বি. বেলী W. B. Bayley

Second Opponent (দ্বিতীয় নিষেধক)

এইচ. হড্গসন H. Hodgson

Moderator (বিচারক)

ডব্লু. সি. ব্লাকিয়্যার W. C. Blaquiere

এই ডিসপিউটেশনে প্রথম টার্মের দ্বিতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বেলীকে একটি পদক ও নগদ ১৫০০ টাকা ও মার্টিনকে একটি পদক ও নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কৃত করা হয়।

বেলী নিষেধকরূপে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না; মার্টিনের খ্রীসটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম বৎসরের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ আজিও বর্তমান আছে। বৈদেশিক সিবিలిয়ান ছাত্রদের বাংলায় পারদর্শিতা ও রচনায় নমুনা হিসাবে যে তিনটি মাত্র রচনা আমরা পাইয়াছি, মার্টিনের খ্রীসটি তাহার অগ্রতম ও আদিমতম। এই রচনাটি অন্ততঃ অংশতঃ বাংলা-গণের ইতিহাসের সহিত যুক্ত রাখা সমীচীন বিবেচনা করিলাম।

আসীয়ায়েবা ইয়ুরোপীয়েবদেব মত নীতিজ্ঞ হইতে পাবিবে।

অনেক লোকের অনুমান যে আসীয়ায়েদের বুদ্ধি ইয়ুরোপীয়েদের বুদ্ধি ব মত নহে তন্নিমিত্ত তাহারা ইহারদেব মত নীতিজ্ঞ হইতে পাবিবে না এ দুই এক বাক্য হইতে উৎপন্ন। যে তাহারদের দেশে গ্রীষ্মশীত কি আর কোন গুণ আছে যাহাতে মনেব ক্ষমতা এবং বুদ্ধি হ্রাস হয় কিবা তাহারদেব এই স্বভাব যে মনের পরাক্রম অতিক্রম কর্তৃক করণক এই মত জন্মিয়াছে যে সে উত্তম সুখ ও ভোগ যাহা বুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় তাহার অযোগ্য। এ দুই বাক্যেব মধ্যে এক বাক্যেব মিথ্যাতা এবং অস্ত্রের অপ্রকৃততা প্রকাশ করিতে যত্ন কবি।

যাহাবা একথা কহেন তাহারা অস্ত্র কথাব মধ্যে বলিয়াছেন যে গ্রীষ্মশীতের এমত স্বভাব যে তাহাতে মনেব যোগ্যতা হ্রাস হয় এবং সে কারণ অস্ত্রকরণের বাগ ও হ্রাস হয়।

ইহাব সত্যমিথ্যা বোধার্থে প্রথমে আমারদেব বিচার করিতে হবে মনে অনুভব কিমত হয়। তাহার পব সে অনুভব গ্রীষ্মশীত কবণক ন্যূনাধিক হয় কি না।

যে এক মহাপুরুষ জগতের কর্ত্তা আছেন সে সহজ অনুভব। কিন্তু অন্য যত অনুভব প্রত্যক্ষের দ্বারা। যে মতে অনুভবের বাহ্য হয় এবং স্মৃতিতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই মত আমাবদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীষ্মশীতের সে পরাক্রম যাহা অনেক লোকে বলে তবে অবশ্য যে ইন্দ্রিয় করণক বাহ্য বস্তুর সন্নিবর্ধ হয় এবং যাহাব দ্বায্য মনেব প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত হয় সে ইন্দ্রিয়ের গ্রীষ্মশীতেতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিবা যে সামর্থ্যে অনুভূতের স্মৃতি এবং একত্র কবণ হয় সে সামর্থ্যেব নাশ হয়। কিন্তু আমবা কি বুঝিতে পাবি যে গ্রীষ্মশীতের স্বভাবে কোন গুণ আছে যাহাতে এমত ফল হয়? আমবা কি আস্থা করিতে পারি যে কেবল গ্রীষ্মশীতেব স্বভাবে ইন্দ্রিয় ও স্মৃতিও একত্র করণেব ক্ষমতা নষ্ট হয়? এক জ্ঞানবান রচনা কর্ত্তা বলেন “মানুষেব গঠনানুসাবি যাহাতে অক্ষম হয় তদ্ব্যতিরেক প্রতী প্রাধান্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা যাহা মানুষেবা পাইতে পাবে তাহা পাওনের সামর্থ্য আছে।” • •

উপাধ্যানে প্রচুব প্রমাণ আছে যে বুদ্ধির আগমন পূর্বদিক হইতে হইয়াছে এবং যে শিল্প বিদ্যা এবং আব আর জ্ঞানেব উদয় এবং শিক্ষা ছিল এদেশে মিছর এবং ফিনিকিয়াব মধ্যে প্রকাশ হওনের বহুকাল পূর্বে। এক বুদ্ধিমান বচক বলে যে পূর্ব কালে গ্রিক দেশের মধ্যে এক বর্গ ছিল তাহাব নাম পেলাগি যাহাবা উপদিষ্ট হইল পূর্ব দেশ হইতে বিশেষত আসীয়া হইতে। এবং বুদ্ধি এ স্থানে প্রফুল্লা হইয়াছিল সে স্থানে প্রচাব হওনেব অনেককাল পূর্বে। • •

যাহারা হিন্দু লোকেরদের গ্রন্থ পড়িয়াছে তাহারা হিন্দু লোকেবদের ধ্বংস ব্যাখ্যা কবে তাহা গ্রন্থ হইতে অধিক। তত্রাপি “তাহারা নিতান্ত উৎপন্নমতি এবং বুদ্ধিমান”। তাহারদের কবিতার অত্যন্ত অসম্ভব কথা কিন্তু অসম্ভাবাদি বচন। ভাল ও সে ল্যাটিন কয়েক কাব্যের তুল্য মানিতে হইবে যাহা আমরা এত ব্যাখ্যা করি। • • •

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ তারিখে প্রাচ্যভাষাসমূহের দ্বিতীয় সাধারণ তর্কসভার অনুষ্ঠান হয়, কলেজেব প্রতিষ্ঠাতা এবং পবিদর্শক মাকুইস ওয়েলেস্লি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, নূতন গবর্নেন্ট হাউসে বেলা ৯টায় সকলে সমবেত হন। কলেজের সকল ছাত্র অধ্যাপক ও কর্মচারীরা ছাড়াও তখনকার দিনের প্রধান বিচারপতি প্রমুখ কোম্পানীর সকল উচ্চতন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এবারে বাংলা তর্কেব বিষয় ছিল—

"The distribution of Hindoos into Casts, retards their progress in improvement."

বিধায়ক	জে. হাণ্টার
প্রধান নিষেধক	ডব্লু. বি. মার্টিন
দ্বিতীয় নিষেধক	ডব্লু. মর্টন
বিচারক	ডব্লু. সি. ব্র্যাকিংয়ার

মাত্র জে. হাণ্টারের বক্তৃতাটি কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা ভাষা শিক্ষায় ছাত্রদের অগ্রগতি বুঝাইবার জন্য তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

হিন্দুলোকেবা ভিন্ন জাতি এইপ্রযুক্ত তাহাবদেব বিজ্ঞা বুদ্ধিব হানি হয়

মানুষেরদেব নীতিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছতাপ্রাপ্তি সম্বাদি ভ্রমস্তায় যখন আমবা দেখি তখন আমবা বিশ্বয়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেবদের ভিন্ন রীতির এই কাবণ যে আপন স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থা কবণ কালে এই দুই কারণ প্রধান কবিয়া মানিয়াছেন সর্ব দেশে পৃথক ব্যবহাব সংসারের চলন নিমিত্ত অবশ্য মাস্ত হইয়াছে.....

ব্রাহ্মণেবা বলে সৃষ্টাবস্তে ঈশ্বর পৃথক চারি বর্ণ স্রজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারদিগের পৃথক ধর্ম্মাচার দ্বিজধর্ম্ম এই স্বচ্ছাচার যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়চার রাজ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ বক্ষণ ধর্ম্মবিদ্যা অভ্যাসন শিষ্ট পালন হুষ্ট দমন রাজ্য শাসন প্রজাপালন স্ত্রাধ্য কব গ্রহণ বৈশ্য বৃত্তি কৃষি কর্ম্ম এবং বাণিজ্য. শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র

হিন্দুদেব পৃথক জাতি হওয়া সকল বিজ্ঞা হওনের প্রতিবন্ধক পুত্র যদি পৈতৃক বিদ্যা ভিন্নাঙ্গ বিজ্ঞাভ্যাসন ইচ্ছুক হয় এবং তাহাতে যোগ্য বুঝা যায় সে পুত্র আপন জাতি রক্ষা প্রযুক্ত স্বীয় অভিলষিত বিজ্ঞাতে প্রবর্ত্ত হইতে পাবে না এই তাহাব বুদ্ধিস্কৃতির বাধক হয় তাহাব স্থল এই, যদি কোন শূদ্র বেদ বেদাঙ্গ পাঠ কবে তবে হিন্দুদেব শাস্ত্রমত এই দণ্ড কর্তব্য, অভ্যাসে জিহ্বা ছেদন কবিরেক ইচ্ছাপূর্বক তাহা শ্রবণ কবিলে সে শূদ্রের কর্ণেতে তপ্ত সীসা প্রদান করিরেক আর শূদ্র হইয়া যদি বেদের অর্থ মনেতে ধারণ কবে তবে তাহাকে বধ কবিতে হয়

অঙ্গ শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতবে তর্জমা ভাষাতে কাশী দাস নামে এক শূদ্র কবিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেবা তাহাকে শাপ দিয়াছিল, সেই ভয়েতে অঙ্গ কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না ..

১৮০৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রাচ্যাভাষার তৃতীয় সাধারণ তর্কসভার তাবিখ। এবারেও পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেসলি ও তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন উপস্থিত ছিলেন। এই অলুঠানেই সংস্কৃত ভাষার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর কেরী নিজে ঐ ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, আমরা ইতিপূর্বে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। বাংলার বিষয় ছিল—

"The Translations of the best works extant in Sanskrit into the popular languages of India, would promote the extension of science and civilization"

স্বয়ং কেরী ছিলেন বিচারক এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এ বি. টড, প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন মিঃ হেইস্ (Hayes)। বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের বাংলা ভাষা বিষয়ক কৃতিত্বের শেষ-চিহ্নরূপ টডের প্রবন্ধটি এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার পর প্রবন্ধের তালিকা মাত্র পাওয়া যায়, এই ধরনের নিদর্শন আর মেলে না। কোভুহনী পাঠকের জন্য টডের প্রবন্ধের কিয়দংশও উদ্ধৃত হইল—

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তবজমাতে বিত্তা প্রচাব হয় এবং লোকেরদেব নীতজ্ঞতাচরণ দ্বাৰা উপকাব হয়—

ইওবোগীয়েবদের মধ্যে যে পরস্পর আহাব ব্যবহার ও সঙ্গ তাহা বিশেষত গ্রন্থ প্রচার ও বিদ্যার ব্যাখ্যা দ্বারায় হয় ইহা প্রায় সকল দেশেব পণ্ডিত লোকেরদের স্বীকৃত হয় • দেবতাভিমানি ব্রাহ্মণেবদের প্রতি যে আত্যস্তিকী ভক্তি ও মর্যাদা কবিতে ইতর লোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত হয় তত্ প্রযুক্ত এই হয় ইতব লোক এই চলিত ব্যবহাবেব অজ্ঞতা যেন না করে এই বিষয়ের বড় শাসন ব্রাহ্মণেরা সর্বদা করে ইহাতে লোকেরদের পরস্পর মেলা আহাব ব্যবহারের বাধা হয় এবং কোন দেশীয় লোকের-দেব মধ্যে পরস্পর মেলা আহাব ব্যবহার যদি না হয় ও না চলে তবে ইতব লোকের বড় বিত্তা ও শিষ্টাচাব হওয়া অতি দুর্লভ ইহা নিঃসন্দেহ—

• সংস্কৃত শাস্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ কালাবধি আছে ইহা সকলেই বলে অতএব অনেক হিতকারী ও সুখকারী অতি সুন্দর জ্ঞান তাহার মধ্যে পাওয়া যায় ইহা আমরা স্থিৰ করি এবং সর্বদেশীয় জ্ঞানি ও বিজ্ঞানিবদের সন্তোষ সেই বিচারে হয় অতএব সংস্কৃত শাস্ত্র চলিত ভাষাতে তবজমা কবিলে তাহার মধ্যে বিদ্বান লোকেরদেব চেষ্টিত যে যে উত্তম কথা আছে তাহাও তাহারা অনায়াসে পাইতে পাবিবেন—

ইহাব পরেও প্রাচ্যভাষার কয়েকটি সাধারণ তর্কসভার বর্ণনা টমাস রোবাকের *Annals of the College of Fort William* (১৮১২) পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পঠিত প্রবন্ধগুলি আর পাওয়া যায় না। বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের স্থায়ী নিদর্শনও আর বড় মেলে না। কেবল অষ্টম তর্কসভার পরিদর্শক লর্ড মিণ্টোব বক্তৃতায় দুই এক জন ছাত্রের কোনও কোনও কীর্তির উল্লেখ আছে। ১৮০২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত অধিবেশন হয়। বাংলা বক্তৃতার বিষয় ছিল—

“An accurate knowledge of the manners and genius of the Hindoos is to be acquired by an attentive examination of their written compositions”

হেনরী সার্জেন্ট ছিলেন মূল বক্তা এবং বিচারক ছিলেন কেরী। পুরস্কাব বিতরিত হইবার পর লর্ড মিণ্টো তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

It must be considered as a remarkable feature of the present examination, and may, perhaps, be thought to form an æra in the studies of Fort William, if not in the literature of Asia, that Mr Sargent [H Sargent] has qualified himself to translate four books of Virgil's *Æneid* into the language of Bengal, and has performed the work in a manner to merit the highest commendation of those who are competent to judge of it. If it has, indeed, been possible, by the classical execution even of a prose version,

to set before the native scholars of the provinces, present or to come, that model of epic genius and Augustan taste,

Another enterprise of a similar nature has distinguished the Collegiate exercises of this year. Mr Monckton [Claud] has undertaken, and has been able to execute, a translation into Bengalee, of Shakespeare's tragedy of the Tempest. The difficulty of rendering a work of that peculiar stamp, into the language of a nation whose idiom and manners have so little affinity either to the genius of the author, or to the times and people for which he wrote, may be easily appreciated. That Mr Monckton has triumphed over these obstacles, and has achieved his singular labour, bears sufficient testimony both to his knowledge and command of a language which he has been able to bind to so arduous a purpose.

নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই দুইটি অল্পবাদের কোনটিরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হেনরী সার্জেন্ট-অনুদিত *Virgil's Aeneid* যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও জানা গিয়াছে। লন্ডের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রথম খণ্ড ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত তালিকায় নিম্নলিখিত নামটি তালিকাভুক্ত দেখিতেছি—

Sargent (H.) Virgil's Aeneid 8vo Serampore 1810.

লর্ড মিন্টোর বক্তৃতা হইতে ইহাও জানা যায় যে, কাব্যটি বাংলা গুণে অনুদিত হইয়াছিল।

পীয়ার্স কেরী-রচিত উইলিয়ম কেরীর জীবনীর (১৯৩৪) ২২৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র Lewin Anderson কর্তৃক অনুদিত টেলিমেকস পুস্তকের উল্লেখ আছে।)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সেগুলির রচয়িতাগণ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকগুলির জন্ত। প্রথম যুগের বাংলা-গদ্য নির্মাণে এইগুলির মধ্য দিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোপনতঃ সহায়ক হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের ইতিহাসে এই পাঠ্যপুস্তকগুলিই মূল্যবান। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বাংলা-বিভাগে পণ্ডিত ও মুনশী হিসাবে অনেকেই যুক্ত ছিলেন, ইহাদের কয়েক জনের সহিত নামমাত্র আমাদের পরিচয়, কোনও সাহিত্যসাধনার নিদর্শন ইহারা রাখিয়া যান নাই এবং সমসাময়িক বিবরণীতেও ইহাদের কীর্তির উল্লেখ নাই। দুই-এক জনের কীর্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু কীর্তি বাচিয়া নাই। কীর্তির সহিত ইহাদের নাম বাচিয়া আছে আমাদের ইতিহাসে তাঁহারা ই অরণীয়।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে রেভারেন্ড জে লন্ডের *Selections from the Records of the Government Published by Authority No. XXXII* প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেরই পরিশিষ্টে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থ গবর্নমেন্ট কর্তৃক ক্রীত পুস্তকের তালিকা আছে। সেটি নিয়ে মুদ্রিত হইল।)

সাল	নাম	কয় খণ্ড কেনা হইয়াছিল	দাম
১৮০২	বজ্রিশ সিংহাসন	১০০	৬
"	লিপিমাল্য	১০০	৬
"	দাউদের গীত	১০০	৬১/২
"	রাজা প্রতাপাদিত্য চবিজ	১০০	৫
"	রামায়ণ ১ খণ্ড	১০০	২৪
"	মহাভারত ৪ খণ্ড	১০০	৮
"	হিতোপদেশ	১০০	৮
"	কেরীর বাংলা ব্যাকরণ	১০০	৪
"	" কথোপকথন	১০০	৮
"	ফবষ্টারের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	৫৫
১৮০৫	কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্রম্	১০০	৫
"	তোতা ইতিহাস	১০০	৬
১৮১৬	পুঙ্খ পরীক্ষা	১০০	৮৮/৬
১৮২২	দত্তক কোমুদী	৮০	১
"	ব্যবস্থা সংগ্রহ—লক্ষ্মীনারায়ণ	১০০	২
১৮২৪	মিতাক্ষরাদর্পণ	১০০	১৭৪/৭
১৮২৫	কেরীর বাংলা অভিধান ২ খণ্ড	১০০	১০০
১৮২৭	ব্যবস্থা সংগ্রহ—রামজয়	১০০	২৮০
১৮২৯	মাশম্যানের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	২৪
"	মেণ্ডিসের অভিধান ২ খণ্ড, ১ম খণ্ড	১০	৮
"	২য় খণ্ড	৫০	১০০
"	সদগুণ ও বীর্ষের ইতিহাস	৫০	২
১৮৩৪	রামকমলের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	৫০
১৮৩৬	মহাভারত নূতন সংস্করণ ২ খণ্ডে	১০	১০
১৮৪৬	বাংলাব ইতিহাস	১০০	২
১৮৪৭	বেতাল পঞ্চবিংশতি	১০০	৩
"	অন্নদা মঙ্গল ২ খণ্ডে	১০০	৬
"	শ্যামাচরণের বাংলা ব্যাকরণ	১০০	১০
১৮৫২	কুসুমাবলী—বাংলা কবিতাসংগ্রহ	১০০	২

এই তালিকায় তারিখ এবং নামের ভুল আছে, ইহা সম্পূর্ণ নয়, তথাপি ইহা হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বুকানন ও রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত পুস্তকে এবং কলেজ হইতে প্রকাশিত থীসিস-সংগ্রহ-পুস্তক *Primitiae Orientales* তিন খণ্ডের পরিশিষ্টে কলেজের জন্ম মুদ্রিত ও মুদ্রায়ন্ত্রের জন্ম প্রস্তুত পুস্তকের তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকাগুলি হইতে আমাদের কাজের সুবিধার জন্ম নিম্নলিখিত লেখক ও তাঁহাদের

পুস্তকের নাম আমরা বাছিয়া লইতে পারি। কেবীর পুস্তকের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

রামরাম বসু	১। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১
	২। লিপিমাল্য	১৮০২
মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানস্বার	১। বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	২। হিতোপদেশ	১৮০৮
	৩। রাজাবলি	১৮০৮
	৪। প্রবোধ চক্রিকা	১৮৩৩
গোলোকনাথ শর্মা	১। হিতোপদেশ	১৮০১
তারিণীচরণ মিত্র	১। ওবিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১। মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়সাহ চবিত্রং	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুনশী	১। তোতা ইতিহাস	১৮০৫
হরপ্রসাদ রায়	১। পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-প্রণীত 'হিতোপদেশ'র নাম মাত্র পাওয়া যায়, পুস্তকখানির সন্ধান এবাৎ কাল পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীচরণ মুনশী-অনুদিত 'ভগবদগীতা'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না।

গ্রন্থাধ্যক্ষ মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সংস্কৃত-বাংলা (১৮০৯) এবং ইংরেজী-বাংলা (১৮১০) শব্দসংগ্রহ একটি বৃহত্তর অভিধান-রচনার জন্ত মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

[আমরা অতঃপর এই কয়েক জন লেখক ও তাঁহাদের রচিত পুস্তক লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।]

রামরাম বসু

রামরাম বসু কবে এবং কোথায় জন্মিয়াছিলেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই, তাঁহার পিতৃপরিচয়ও আমরা পাই নাই। তবে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেটারিঙ ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত জন টমাসের বিবৃতি হইতে আন্দাজ করা যায় যে, তিনি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণে আবও অনুমান করা যায়, চব্বিশ-পরগণা ও খুলনার সীমান্তে স্মন্দরবন অঞ্চলে টাকি-দেবহাটা-নালতা-কালীগঞ্জের কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার বাসস্থান ছিল, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'র সুচনায় তিনি আপনাকে বঙ্গ কায়স্থ বলিয়াছেন এবং কেবী যখন দেবহাটায় ছিলেন, তখন রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারীতে জমি লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ টমাসের মুনশী নিযুক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ রামরাম বসু বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এই মাত্র

যায়, তিনি ঠিক এই সময়ে স্থগীত কোর্টের ফার্সী দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্সের মুনশী হন এবং বামরাম বহুর সহায়তায় চেম্বার্স বাইবেলের ফার্সী অঙ্কবাদ করিবার চেষ্টা করতছিলেন। উইলিয়ম চেম্বার্সের সাহায্যেই বামরাম বহু কিছু পরিমাণ ইংরেজীতে কহিতে শিখিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির 'পরিষদিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' প্রসঙ্গতঃ বামরাম বহুর সামান্য সামান্য পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বামরাম বহুর জীবনীর উপকরণ সেইটুকু মাত্র। সেইটুকু ও তাঁহার রচিত দুইখানি পাঠ্যপুস্তক হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণা তুলিতে হইতেছে।

বামরাম বহু যে অনেক গুণে গুণী ছিলেন মিশনারীরা তাহা স্বীকার করিয়া ন; তিনি সে যুগেই ইংরেজী বলিতে কহিতে পারিতেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার খল ছিল এবং বাংলা ভাষায় তিনি এক জন চৌকস লিখিতে ছিলেন। জন ক্লার্ক ম্যান লিখিয়াছেন, বামরাম বহু ক্ষরধার ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মনেবা ভাষায় সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। শেবোক্ত গুণ বিশেষ ভাবে তাঁহার হত্য লক্ষিত হইত। তিনি বাংলা গল্প ও পল্প উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষ ছিলেন।

বামরাম বহুর এই সকল উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও পাদরিরা মসীবর্গে তাঁহার চরিত্র প্রেরিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি পাদরিদের সংস্পর্শে আসিয়া

মনে অনেক সামাজিক কুসংস্কার-মুক্ত হইলেও চারিত্রিক দুর্বলতাবশতঃ সেগুলি

চলিতেন; খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন হইয়াও কখনও খোলাখুলি-
এই ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। এই হইল প্রাথমিক পরিচয়। পরে তাঁহারা তাঁহাকে

বাজ ও জুয়াচোর, পরদারাসক্ত ও ভ্রূণহত্যাকারী বলিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম স্বীকারের
দেখাইয়া তিনি বারম্বার পাদরিদের নিকট টাকা খাইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত

এর পৈতৃক ধর্ম বজায় রাখিয়াই গিয়াছেন। ইহাতে পাদরিরা তাঁহার প্রতি
শ্রদ্ধা বিরক্ত হইয়াছিলেন। জন টমাসের উদ্ভাদ হইবার অন্তিম কারণ বামরাম

এই প্রত্যারণ। দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল পবে বামরাম বহুর চরিত্র আলোচনা করিতে
আমাদের ইহাই মনে হয় যে, তিনি সকল সংস্কারকে গুলিয়া খাইয়াছিলেন এবং

এই আপনার স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিতে জানিতেন। প্রথমেই তাঁহার মত ধর্ম
ক্ৰিয়ান বাঙালীর সংস্পর্শে আসিয়া অতিলোভী পাদরিরা কম লাঞ্ছনা ভোগ করেন

কিন্তু এ সকল সম্বন্ধেও কেবল বামরাম বহুর প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন,
নৈতিক অপরাধের জন্ত তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াও আবার আশ্রয় দিয়াছেন,

বাম বহুর সাহায্য লইতে দ্বিধা করেন নাই। কেবল জার্গালের বহু স্থলে বামরাম
র বদান্ধতা ও দয়াধর্মের উল্লেখ আছে, তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা আছে।

কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। মোটের উপর, বামরাম বহু দোষগুণে

খাটি বাঙালী ছিলেন, নিজের প্রয়োজনে অবাস্তিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিনা মানিয়া লইতে তাঁহার বাধিত না।

সকল অপবাধ সত্ত্বেও বাংলা দেশের প্রথম মিশনরী-সম্প্রদায়ের রামরাম বসু কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ পর্যন্ত অগ্রীষ্টান কোন বাঙালী খ্রীষ্টধর্ম এতখানি যত্ন ও পরিশ্রম কবেন নাই। প্রথম বাইবেল-অনুবাদ পরোক্ষভাবে তাঁঁ কীর্তি, প্রথমে টমাস ও পরে কেরীকে লইয়া তিনিই সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ করেন। টমাস ও কেরীর একমাত্র বাংলা-শিক্ষক তিনিই, বাংলা বক্তৃতাতে তাঁঁহাদিগকে দক্ষ করিয়া তুলেন এবং প্রচার ও শাস্ত্রীয় বিচারের স্থলে বরাবরই তাঁঁ পুরোভাগে থাকিয়া স্বজাতীয়দের অগ্রীতিভাজন হন। রামরাম বসুই বাংলা ভাষায় প্রথম খ্রীষ্টসঙ্গীত-বচয়িতা, কবিতায় খ্রীষ্টজীবনীর* লেখক এবং এদেশে প্রথম খ্রীষ্টশুভসংবাদ দাতা। তাঁঁহার বচিত দুইখানি সামান্য কবিতা-পুস্তিকা ‘হরকরা’ ও ‘জ্ঞানোদয়’ সে-যে গোড়া-ব্রাহ্মণ সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭৮৭ সালের মার্চ হইতে ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল রামরাম বসু টমাসের শিক্ষক ও সহকারী ছিলেন, ইহার অধিক সময়ই তাঁঁহাদের মালদহে থাকিতে হইয়াছিল, শেষ বৎসর টমাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নবদ্বীপে যান। রামরাম বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিলাত গিয়া কেরীকে সঙ্গে লইয়া ১৭৯৩ সালের ১১ নবেম্বর কলিকাতা পৌঁছেন। রামরাম বসু জাহাজ-ঘাটেই তাঁঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। সেই দিন হইতে রামরাম বসু মুন্সী নিযুক্ত হন, মাসিক দুড়ি টাকা বেতন ধার্য্য হয়। এই সময় হইতে ১৭৯৬ স. মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত রামরাম বসু কেরীর সহিত যুক্ত ছিলেন; ব্যাঙেল, কলি, দেবহাট্টা ও মদনাবাটী সর্বত্রই তাঁঁহারা একত্রে পরস্পর সহযোগিতায় যাপন করি। ১৭৯৬ সালে রামরাম বসুর একটি বিশেষ অপরাধের জন্ত তাঁঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জাম্বুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়, যে মাসে রামরাম বসু আসিয়া আবার কেরীর সহিত মিলিত হন এবং খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকার্যে পুরো পাদরিদের সাহায্য করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা দুইটি এই কালেই ১৮০১ সালের ৪ মে হইতে কেরী রামরাম বসুকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিং কলেজের বাংলা-বিভাগে অগ্রতম সহকারী পণ্ডিত করিয়া লন।

রামরাম বসু ফোর্ট উইলিং কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁঁহার পাঠ্যপুস্তক-রচনাব আদেশ হইল। নিরঙ্কুশ এবং অদম্য রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় এ গুরুভার গ্রহণ করিলেন এবং দুই মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রথম (মৌলিক) গণপুস্তক ‘রাজ্য প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ রচনা করিয়া কেরীর হস্তে প্রদান করিলেন। ১৮০১ সালে

জুলাই মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তকটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক জল্প কলেজ-কাউন্সিল তাঁহাকে তিন শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

১৮০২ সালে রামরাম বসুর দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তক 'লিপি মালা' প্রকাশিত হয়। ১৮০১ ৪ মে হইতে ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত রামরাম বসু ফোর্ট কলেজের সহিত পণ্ডিত হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রামবসু এই পদ গ্রাপ্ত হন।

এ কারণেই হউক, কিছু কাল পূর্বে পর্যন্ত বাংলা দেশের শিক্ষিত মহলে এই ধারণাই ছিল যে রামরাম বসু রামমোহন রায়েব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা প্রান্ত ধারণা আর কিছু হইতে পারে না। রামরাম বসু রামমোহন অপেক্ষা বয়সে কুড়ি বৎসরের বড় এবং রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিবার পূর্বেই গতাস্থ হইয়াছিলেন। রামমোহনের সহিত তাঁহার কোনও কালে সাক্ষাৎ হইয়াছিল প্রমাণও পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে বোধ হয় নামসাদৃশ্যে রামরাম বসু রামমোহনের শিষ্য হইয়া গিয়াছেন, রামমোহনের অধিকাংশ সহচর ও অনুচরের "বাম"-যুক্ত নামী। কিন্তু আসলে মনের সংস্কারমুক্ততার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে রামবসুই রামমোহনের অগ্রজ, রামমোহনের অনেক পূর্বেই ('লিপি মালা'র য) তিনি এক পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে নতি জানাইয়াছিলেন।

মাত্র রামরাম বসুর পরিচয় ইহার অধিক জানা যায় না, লেখক রামবাসু বসুর তাঁহার দুইখানি পুস্তকের মধ্যে লুকাইয়া আছে। সে পরিচয় খুব বিরাটের নয়। পাইওনীরের। তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞান গোড়ায় খুব যে অধিক ছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু দুর্বল সাহস ছিল। সাহসের জোরেই তিনি নির্ভয়ে ফার্সী আরবী বাংলা সংস্কৃত পাশাপাশি সাজাইয়া আদর্শহীন গদ্যে যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন এবং প্রজনিত সঙ্কোচ ছিল না বলিয়াই লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়েন নাই। ফলে যে-উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিরূত মূর্তি দেখিয়া পরবর্তীরা সাবধান হইতে চেন। বিনা আদর্শে রামরাম বসু-যে অত বড় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অতি অল্পকালে করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে আজ আমরা বিস্ময় বোধ না করিয়া পাবি না। এই তাঁহার ভাষা এই মূর্তি পরিগ্রহ করিল—

যে কালে দিল্লি তক্তে হোমাঙ্ক বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব হোমাঙ্ক বাদসাহেব ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কাবণ হোমাঙ্ক বহত গোপ্তী তাহাব অনেকগুলি সন্তান তাহারদের আপনাবদের মধ্যে আশ্বকলহ হইয়া ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে স্ববাজাতবে তহশিল তাগদা কিছু হইল না।—দুপ্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ ২।

এই নমুনাটুকুর মধ্যের আমরা দেখিতে পাইতেছি, অরয়ের বালাই নাই। "ওফাত" "আশ্বকলহ" নির্বিরোধে পাশাপাশি বসিয়াছে, "ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত" নাই। ভাষার মনস্তরে এ যেন নিতান্ত অরাজক অবস্থা। কিন্তু অরাজক হইলেও রামরাম বসু এই সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে শৃঙ্খলার বীজ নিহিত আছে।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ আলিঙ্গন রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। বাংলাদেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবহারে তখনও ফার্সী ভাষার প্রাধান্য ছিল, বাংলা বাক্যের অরয় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী হইতে আরম্ভ হয় নাই। রামরাম বসু ফার্সী জবানকে মানিতে গিয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ভাষা "কদম্বা" বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পরবর্তী কালে

পণ্ডিতজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। গুয়েঙ্কার, ইয়েটস এবং নুসিংচঙ্ক মূখোপাধ্যায় তাঁহাদের সংগ্রহপুস্তকে রামরাম বসুকে স্থান দেন নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপে
 বাজা প্রতাপাদিত্য | চবিজ | যিনি বাস করিলেন যশহরব ধুমঘাটে | একবর
 আমলে।— | রাম বাম বসু বচিত।— | শ্রীরামপুবে ছাপা হইল।— | ১৮৮২
 মূল গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিটিও এখানে মুদ্রিত হইল।

রাজা প্রতাপাদিত্য।—

চরিত্র।—

এ বর্গে হুমিতে রাজা চন্দ্রকেশু পূজিত
 অনেক রাজাগণ ওদুত হইয়া ছিলেন কিন্তু
 কদাচিত্ত তাহারদের কেবল নাম মাত্র শুনা
 যায় তদব্যতিরেকে তাহারদের বিশেষ
 বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরা
 করণ কিছুই ওপস্থিত নাই তাহাতে যে সমস্ত
 লোকেরা এ সকল প্রশংসা শ্রবণ করে আনু
 পূর্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।—

সংপুতি সম্বর্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য
 নামে এক রাজা হইয়া ছিলেন তাহার বিবরণ
 ক্রিষ্টিয় পারস্য ভাষায় গুলিত আছে সাং

পুস্তক-বর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তা
 স্বর্গীয় নিখিলনাথ বায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
 ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ‘প্রতাপাদিত্য’ নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে অত্যন্ত রচ
 সঙ্গে রামরাম বসুর রচনাটিও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রাম
 বসুর জীবনী প্রসঙ্গে কেরীর কাগজপত্র বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবে তাহা
 কোনও অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা জানি না। রামরাম বসু লেখার ঐতিহাসিক
 এই ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই আলোচনা
 অপ্রাসঙ্গিক, তবে প্রারম্ভেই রামরাম বসু নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেইটুকু
 মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

সংপ্রতি সর্বায়ত্তে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাবশ্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাই আমি তাহাবদিগের স্বশ্রেণী জাতি ইহাতে তাহার আপনাব পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক এবং আবং অনেকে মহাবাজ্রাব উপাখ্যান আল্পপূর্বক জানিতে আকিঞ্চন কবিলেন এ জগৎ আমাব শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

রামরাম বসুর সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান যে এই সময়ে তেমন ছিল না এবং ফার্সী ভাষায় ভালই ছিল, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহাব পরিচয় আছে। রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় অনেক পরম্পরবিরোধী কৰ্ত্তাকে একই ক্রিয়ার ক্রাঁধে রাখেন, বহু ভিন্নধর্মী বাক্যকে এক জোয়ালে জুতিয়া দিয়া নানা গোলযোগেব বৈয়াছেন, অর্থ বুঝিবার জন্য অনেক সময় আন্দাজে কৰ্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ও বিশেষণের যোগ ঘটাইতে হয়। দুঃসাহসী সেনাপতিব মত তিনি বহু জাতীয় এবং বিজাতীয় যেমন তেমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভাষা-সময়ে মহামার বাধাইয়া দিয়াছেন। ভাষা কোনও নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্য্যায় পড়ে না। ইহার উপমা কেবলমাত্র বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'র ভাষা প্রত্নতাত্ত্বিক চিরকাল বিরাজ করিবে। এই পুস্তকেব যে কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া রামরাম ভাষারীতি বুঝান যাইতে পারে। যথা—

ইহাতে বাদসাহ উহাকে সম্ভট হইয়া ওজিবকে ক্ষিজাসা কবিলেন এ কেটা। পবে ওজির পাদিত্যেব দিগে দৃষ্টপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন কবিলেন যাইপনা মেব' নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশেব বশহর চাকলা ওগএবহের জমিদাব বিক্রমাদিত্যের লোক। এ সমস্ত ওজির পুনবাব নিবেদন করিলেন বাদসাহেব সমুখে। ইহাতে বাদসাহেব তিতে ওজিব উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভাস্ত করিলেন।—দুঃসাহসী গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ. ২৭।

ভাষা ও শব্দসম্পদের দৈন্ত যে দুঃসাহসী সাহিত্যিককে বাধিয়া রাখিতে পারে না প্রতাপাদিত্য চরিত্র তাহার একটি প্রমাণ। সে যুগের পাঠকেরা যদি এই পুস্তক অর্থ পরিগ্রহ কবিয়া থাকেন তাহা হইলে ফার্সী ভাষাব যে তাঁহাদিগকে রীতিমত লইতে হইত, এই সত্যটাই মানিতে হইবে।

লিপি মালা'ব বাংলা আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

লিপি মালা। পুস্তক।—। রাম বাম বসুর বচিত।—। শ্রীবামপুরে ছাপা হইল।—।

১৮০২।—

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপি মালা'ব মাঝখানে পণ্ডিত ও শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় গলঙ্কাব রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বিশৃঙ্খল শব্দচমুকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া জ লাগাইবার কৌশল তাঁহার সহজাত ছিল। রামরাম বসু যে মাত্র এক বৎসরের তাহার আদর্শে অনেকখানি শক্তি অর্জন কবিয়াছেন তাহার প্রমাণ 'লিপিমালা'য় ছ। নিরঙ্কুশ রামরাম বসু এই পুস্তকে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত বীতিবৈচিত্র্যও প্রকাশ য়াছেন। সূচনাতেই তিনি বলিতেছেন—

এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহাবা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা ব ধাবা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হইবেন। এতদ্ব্যতীত এ ভূমীর যাবদীয় লেখা ব প্রকরণ হই ধাবাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।—পৃ ৩-৪।

যে রামরাম বসু ফার্সী শব্দকোষের সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ব গ্রন্থের একটি ও সম্পূর্ণ বচনা করিতে পারেন নাই, তিনিই 'লিপি মালা'য় লিখিলেন—

এই মতে প্রেমশব্দ সত্যও মাতাকে প্রণাম কবিয়া আরও সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে কবিয়া যজ্ঞ স্থানে পিতাব নিকটে যাইয়া প্রণাম কবিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রই হবকোপে

কোপিত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মসানে তাহাব অবস্থিতি হাড় মালা গলায় সাপ লইয়া তাহার বাদিয়াব বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে কবিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পা সতী কহিলেন পিতা এমত কুংসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু বাহাব পদযুগে শরণাগত যে হয় মহাবীর ত্রিপুবাশ্রবকে সংহাব করিলেন যে হব কাণ্ড কবিয়া সৃষ্টি রক্ষা কবিলেন তাহাকে কুংসা বাক্য তোমা ব্যতিবেক কেহ কহে না তুমি ক্রিয়া কেন কব। এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্বার শিব নিন্দা কবিতে প্রবর্ত হইলে সতী মহ উত্থান করিয়া কহিতেছেন পিতা সকলেব উপযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের করিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ কবিবেক কিম্বা সে স্থান ত্যাগ কবিবেক আমি আপন প্রাণ কবিব তোমার আত্মজ্ঞা তন্ন আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পবিয়া যাইয়া মধ্যস্থ শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ কবিলেন।—‘লিপি মালা’ (১৮০২), পৃ. ১১১-১৩।

যাঁহার শুধু ‘রাজা’ প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ দেখিয়া রামরাম বহুব ভাষার সং নিন্দা করিয়াছেন, তাহার একটু পরিশ্রম করিয়া ‘লিপি মালা’ গ্রন্থখানি পাঠ নিঃসংশয় হইতে পারিতেন যে তিনি মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও দোষ পূরাপূরি পরিহার করিয়া প্রসাদগুণবিশিষ্ট সুপাঠ্য ভাষা রচনা কবিতে পারিয়া অপ্রচলিত শব্দের জগৎ ও তাঁহাকে ফার্সী শব্দকোষের আশ্রয় লইতে হয় নাই। রামরাম ব প্রতি এই অবিচার বাংলা গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে কলঙ্কেরই অধ্যায়।

ভূমিকা ও গ্রন্থশেষে বট, কড়া, পণ, শতক ও ভূমির অঙ্ক সম্বলিত “অঙ্কমালা” আ ছাড়া ‘লিপি মালা’র প্রথম ধারায় রাজা অঙ্ক রাজাকে দশখানি, রাজা চাকরকে পাঁচ মোট পনেরটি লিপি, দ্বিতীয় ধারায় সামাজিক (পিতা পুত্রকে, গুরু লঘুকে, সমানকে, চাকর মনিবকে, মনিব চাকরকে ইত্যাদি) ২৫ খানি, সর্বসমেত চল্লিশটি আছে। প্রত্যেকটি লিপিতেই মূল্যবান। রামরাম বহুর ভাষা শেষ পর্য্যন্ত কত দূর সহজ হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্ত “সামান্য চাকরকে লিখিত মনিবে”র পত্রের কিয়দংশ উ কবিতেছি—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম জীকানাইদাস মাঝী প্রভৃতি যে তিন চালান লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সে তিন ভবা কাষ্ঠ ভবানীপুর গ্রামে কাটা গদ্যার মধ্যে জীকানাইদাস মাঝী কল্য এখানে আসিয়াছে ভবা অদ্যাপি বিক্রী হয় নাই অতএব তুমি ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তিন ভবা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা পাঠাইবা এখানে ব্যায় ব্যসনের বড়ই অপ্রভুল হইয়াছে এবং আব কএকখান নৌকাব চালান হইবেক আমি এখান হইতে কানাই মাঝিকে শীঘ্র বিদায় কবিব তুমি তাহাব অপেক্ষা করিবা ওখানে কি মত চোদ্দ পদ ও বোল পদ নৌকাব ভবা বিক্রী হইতেছে তাহা জানিয়া লিখিবা বাটী হইতে পবনঃ এক লোক এখানে আসিয়াছিল তাহার মাবকত তোমার খুড়া লিখিয়াছিলে অদ্য চাবি মাস বাটী হইতে আসিয়াছ সমাচার কিছুই লেখহ না এবং টাকা কড়ি কিছুই পাঠাও ‘লিপি মালা’ (১৮০২) পৃ. ২২৮-২৯।

এই সামান্য দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রামরাম বহু বাংলা-গ শুধু আদি লেখকই নহেন, নিঃসন্দেহে এক জন ভাল লেখক। এই শেষোক্ত পরিচয় কারণেই হউক তিনি পরিচিত নহেন। যুত্মজয়ের মত এক জন শাস্ত্রজ্ঞ অগাধ পাণ্ডি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহা করিয়াছিলেন রামরাম বহু যে তাহারই স্তত্রপাত করিয়া গিয়া তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিপুরুষের গৌরব তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কৃতি গৌরব পান নাই। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যথাযথ লিখিতে বসিয়া রামরাম সেই গৌরব আমাদেরিগকে দিতেই হইবে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ মনীষিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতিবৎ প্রাচীনতম সম্বায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত
সবর ধবিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকণ্ঠ্য ভবণপোষণের
করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা
করিতেছে। ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেন্টের তহবিলে
হয়; এজন্য ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আদায়ের সুবিধাব জন্ম
এই ফাণ্ডেব সভাগণেব মাসিক মাহিনা হইতে চাঁদা কাটিবার ব্যবস্থা
হয়। যাহারা সবকারী চাকরি করেন না, একপ সভাগণ ফাণ্ডেব আফিসে
রজার্ড ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলেব সভাগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই
ফাণ্ডেব টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালাব এই আর্থিক দুদিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী
ইহাই এই ফাণ্ডেব সভা হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে
পুত্র, কণ্ঠ্য এবং নিজেব বৃদ্ধ বয়সেব সংস্থান করা উচিত। চাঁদার হাব অতি
এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও আফিসের
চাঁদার মনিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়।

সঞ্চিত মূলধন—২৫০০,০০০

প্রদত্ত পেনশন—১৯০০,০০০

প্রতি বৎসর নিজেদেব ভিতর হইতে বাব জন অবেতনিক ডাইবেক্টর
করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর
মান-বায় অত্যন্ত কম এবং ইহাব আব কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার
বায় সভাগণেব অবর্তমানে তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে বায় হয়।

নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন।

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট-আবশ্যক।

সেক্রেটারী

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা।

টেলিফোন—ক্যাল ৩৪৯৪।

নবযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের
উদ্ধারক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনাব এক দিক উজ্জ্বল কবিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুবানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' ও মহামহে

চিকিৎসক-বব গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্ল-কল্পতরু'

টীকাঙ্কন সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্বত্বস্থান, মূল্য ৭।০, ডাকমাণ্ডল ১৮০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬।০, ডাকমাণ্ডল ১৮০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধি স্থান, মূল্য ৮, ডাকমাণ্ডল ১৮০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮, মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

২২, কলুটোলা, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গাব পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী/সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাব
ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলরোপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে
আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। হুই, আই, আর, হুগল
লাইনের জীরাটি স্টেশনের প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির। এখানকার মাছলীতে সু
রোগ-সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টো

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত

"... Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribu-
tion to this important and slowly-advancing work"—*Journal of the Royal Asiatic Society*
Great Britain and Ireland—1939. P. 296.

এই গল্প পরিমল-কাগজে প্রকাশিত।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

গ্রন্থাবলী

বাংলা দেশে সতীদাহেব বিরুদ্ধে যিনি প্রথম শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন,
বাংলা দেশে বেদান্ত-চর্চার পুনরুদ্ধার যাহার জীবনের ব্রত ছিল, বাংলা-গদ্যেব যিনি প্রথম
শিক্ষণ শিল্পী, সেই মহাপুরুষের সমগ্র রচনাবলী।

মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত

মূল্য তিন টাকা

শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ

(১৭৪৩ সনে প্রকাশিত রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ)

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত

ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত

বাংলা ও রোমান উভয় হরফেই মুদ্রিত

মূল্য পাঁচ টাকা।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

২৫২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত নূতন গ্রন্থ

পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, মূল্য ১০ আনা।

সূচনা হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পরিষৎ-সংগঠন সকল সংবাদেব সহিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির এবং পরিষদের সাহিত্যিকগণের চিত্র ও প্রতিমূর্তি তালিকা প্রভৃতি ইহাতে পাওয়া যাইবে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবপ্রবর্তিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার প্রথম পুস্তিকা।

শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন :—“কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অল্পবাদ প্রকাশ ও বিনামূল্যে দান কবিয়াছিলেন এবং ‘হতোম পাঁচাল’ লিখিয়াছিলেন, সাধারণতঃ কৃতবিত্ত লোকেবাও তাঁহার সম্বন্ধে ইহাব বেশী বড় জানেন। কিন্তু এই ধাবণা ভ্রান্ত।... ‘কালীপ্রসন্ন সিংহ’ বইখানি ছোট, ৩৩ পৃষ্ঠা পরিমিত, কিন্তু কলেবর অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক অধিক। বইখানিতে একটিও বাজে কথা নাই। এই জন্য অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মানুষটিকে জীবিতব্য পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেই স্বল্পকালেব মধ্যে তিনি যাহা কবিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত-হইতে হয়।”

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১০ আনা।

‘সাহিত্য-সাধক চরিতমালা’র দ্বিতীয় পুস্তক।

আলালের ঘরের দুলাল—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

পারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এর প্রামাণিক সচিত্র সংস্করণ। গ্রন্থকারের বি-

জীবনী, দ্রুগ্ন শব্দের অর্থ সম্বলিত স্থানসমেত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুসভে পরিষদ-গ্রন্থাবলী

আগামী ১৩৪৬ চৈত্র পর্য্যন্ত পরিষদ-গ্রন্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট সর্বসম্পাদিত বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক গ্রন্থ কবিত্তে হইলে উহাদের নির্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদস্তপক্ষে নির্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধাবণের পক্ষে উহাদের মূল্য স্বতন্ত্র।

১ নং সেট—পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১৮/০ স্থলে ১১/০

২ নং সেট—কৌলমার্গরহস্য ১০, কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ৫০, ধর্মপূজারিধান গোরক্ষ-বিজয় ১০, মৃগলুক ৮০, মৃগলুক-সংবাদ ৮০। মোট ৩৮/০ স্থলে ১১/০

৩ নং সেট—সর্বসংবাদিনী ১৫০, বসকদয় ১৮, সংকীর্ণনামৃত ১৮/০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১০, বিষ্ণুমূর্তিপরিচয় ১০, মৃগলুক-সংবাদ ৮০, মনোবিজ্ঞান ১৮। মোট ৫৫/০ স্থলে ২১/০

৪ নং সেট—ইউবোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১০, গ্রন্থগণিত ২৮, উদ্ভিদজ্ঞান (১ম ও ২য়) ১১০, নব্য বসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ১৮/০, লেখমালাভূক্তমণী ১০। মোট ৫৫/০ স্থলে ২১/০

৫ নং সেট—মহাভারত (আদিপর্ক) ২৮, ময়ূরভট্টের ধর্মপূরণ ১৮/০, তীর্থমঙ্গল ১৮/০, কবি হেমচন্দ্র ১৮/০। মোট ৮৮/০ স্থলে ১১/০

৬ নং সেট—সংকীর্ণনামৃত ১৮/০, শ্রীকৃষ্ণবিলাস ১৮/০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৮, বিষ্ণুমূর্তি-পরিচয় ১০, সর্বসংবাদিনী ১৫০, বসকদয় ১৮, মৃগলুক ৮০, মহাভারত (আদিপর্ক) ২৮, মনোবিজ্ঞান ১৮, তীর্থমঙ্গল ১৮/০, মৃগলুক-সংবাদ ৮০। মোট ২৮/০ স্থলে ৩/০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির।